

দু বোম্ব-বুঝ অফ শালিকা হোমস

আর্থার বোম্ব ডব্লিউ



সূচিপত্ৰ

ঘোমটাৰ ঘোৰালো ঘটনা.....	2
তিনেৰ ত্ৰহস্পৰ্শ	21
পাণ্ডুলিপিৰ প্যাঁচ	49
পাতালেৰ পাপচক্ৰ.....	81
প্ৰস্তৰেৰ প্ৰহেলিকা.....	114
বিখ্যাত মক্কেলেৰ বিচ্ছিৰি বিপদ.....	155
বুড়ো বৈজ্ঞানিকেৰ বিকট বিটলেমি	194
ৰং-ব্যাপাৰীৰ বিৰং ব্যাপাৰ	227
ৰক্তচোষা বউয়েৰ ৰক্তজমানো কাহিনি	253
সাদাতে সৈন্যৰ সাংঘাতিক সংকট	286
সিংহ-কেশৰেৰ সংহাৰ মূৰ্তি	314
হলদে হিৰেৰ হয়ৰানি	346

হোমটার ঘোয়ালো ঘটনা

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ভাইলড লজার]

তেইশ বছর গোয়েন্দাগিরি করছে শার্লক হোমস। সতেরো বছর আমি তাকে সহযোগিতা করেছি, কীর্তিকাহিনি খাতায় লিখে রেখেছি। কাজেই ওকে নিয়ে গল্প লিখতে বসলে উপাদানের অভাব কখনো হয় না-সমস্যা হয় কেবল বাছবাছি নিয়ে। বইয়ের তাকে সারি সারি ইয়ার বুক আর তাগাড় করা ডেসপ্যাঁচ-কেস ভরতি কত যে কাহিনি রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অপরাধবিজ্ঞানের ছাত্র তা ঘাঁটলে উপকৃত হবে, সমাজ উপকৃত হবে ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকে সরকার আর সমাজের নানান গলদ আর কেলেক্সারির সন্ধান পেলে। পারিবারিক কেলেক্সারি যাঁরা চেপে রাখতে চান, তারা নির্ভয়ে থাকতে পারেন। এব্যাপারে বন্ধুবর হোমস বড়ো সজাগ। যখন প্র্যাকটিস করেছে, তখনও যা বলবার নয়, তা বলেনি-স্মৃতির রোমন্থন করার সময়েও যা গোপনে রাখবার, তা গোপনেই রেখেছে এবং রাখবে। তবে সম্প্রতি এই ধরনের গোপন কাগজপত্র যেভাবে নষ্ট করার একটা চেষ্টা হয়েছিল আমি তার ঘোরতর নিন্দা করছি। এ-চেষ্টা যদি আবার করা হয়, হোমস আমাকে অধিকার দিয়েছে রাজনীতিবিদ, লাইটহাউস এবং প্রশিক্ষিত অতিভোজী দীর্ঘগ্রীব পক্ষী করোমোরান্ট সংক্রান্ত সমস্ত কেচ্ছা পাবলিককে জানিয়ে দেওয়ার। এই হুঁশিয়ারি পড়ে একজনই বুঝতে পারবেন কী বলতে চাইছি আমি।

হোমসের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, যা তার সহজাত প্রতিভা, সব কেসে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায়নি। কোনো কেসে হাড়কালি হয়ে গিয়েছে ফল পাড়তে, কোথাও তা টুপ করে

খসে পড়েছে কোলের মধ্যে। তাই জীবনযুদ্ধের অনেক ভয়ংকরতম ট্রাজেডিতে নিজস্ব প্রতিভা দেখানোর বিশেষ সুযোগ পায়নি। এ-কেসও সেই ধরনের। নামধাম কেবল পালটে দিচ্ছি।

১৮৯৬ সালের শেষাংশে একদিন দুপুরের ঠিক আগে হোমসের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। আমার সঙ্গ চায়। বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে দেখলাম তামাকের ধোঁয়ায় ঘর প্রায়-অন্ধকার। হোমসের চেয়ারে বসে এক প্রৌঢ় মহিলা। বাড়িউলি টাইপের হুঁপুট মাতৃসুলভ চেহারা।

আলাপ করিয়ে দিয়ে হোমস বললে, ইনি মিসেস মেরিললা, সাউথ ব্রিক্সটনে থাকেন। তামাকের ধোঁয়ায় আপত্তি নেই, তুমিও খেতে পার-যদিও অভ্যেসটি অতিশয় কদর্য। ইনি এসেছেন একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং গল্প শোনাতে। গল্পের উপসংহার চমকপ্রদ হতে পারে তুমি হাজির থাকলে।

আমাকে তুমি যা বলবে—

মিসেস মেরিলো, মিসেস রোনডারকে বলে দেবেন, যদি আমি ওর সামনে যাই তো সঙ্গে একজন সাক্ষী রাখব।

ভগবান আপনার ভালো করবেন, মিস্টার হোমস। আপনি আসছেন শুনলে যা বলবেন, ও তাই করবে।

তাহলে বিকেল নাগাদ আসছি দুজনে । তার আগে ডক্টর ওয়াটসনের সামনে ঘটনাগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক । আপনি বলছেন, মিসেস রোনডার আপনার বাড়িতে সাত বছর ভাড়াটে হয়ে রয়েছে, কিন্তু মুখ দেখেছেন মাত্র একবার ।

সেটুকুও না দেখতে পারলে বেঁচে যেতাম ।

সাংঘাতিকভাবে দুমড়োনো-মুচড়োনো বিকৃত বীভৎস মুখ ।

মিস্টার হোমস, তাকে মুখ বলা যায় না । ওপরের জানলায় যে-মুখ এক পলকের জন্যে দেখেই গয়লা দুধের বালতি উলটে ফেলেছিল বাগানে । দেখেছিলাম আমিও মিসেস রোনডার বুঝতে পারেনি যে আমি হঠাৎ এসে যাব । তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকা দিয়ে বলেছিল— এখন বুঝলেন তো কেন বারো মাস ঘোমটা দিয়ে থাকি?

মিসেস রোনডারের পূর্ব ইতিহাস জানেন?

একদম না ।

ঘর ভাড়া নেওয়ার আগে কারো সুপারিশ হয়নি?

দু ব্রেস-বুথ ঔথ শার্লক হোমস । ঔথার ব্রেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

না। তবে নগদ টাকা দিয়েছিল অনেক। তিন মাসের ভাড়া আগাম-সব শর্ত মেনে নিয়েছিল এক কথায়। আমি গরিব মানুষ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পারিনি।

আপনার বাড়ি পছন্দ করার কোনো কারণ দর্শিয়েছিল?

বাড়িটা রাস্তা থেকে ভেতর দিকে বলে। ও চায় নিরিবিলিতে একা-একা থাকতে তার জন্যে টাকা ছাড়তেও রাজি।

একবারই শুধু মুখ দেখেছিলেন-তাও আচমকা। তাই তলিয়ে দেখতে চান কী ব্যাপার?

ঠিক তা নয়, মিস্টার হোমস। আমার টাকা নিয়ে দরকার।

তাহলে আজ হঠাৎ এ-ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া পড়ল কেন?

শরীর ভেঙে পড়েছে বলে! মিসেস রোনডার যেন মরতে বসেছে। মনটাও যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। খুন! খুন! বলে চোঁচাচ্ছে। একবার শুনলাম বলছে, জানোয়ার! রান্ধস কোথাকার! তখন নিশুতি রাত। সারাবাড়ি গমগম করে উঠল সেই চিৎকারে। তাই পরদিন গিয়ে বললাম, মনকে কেন খামোখা কষ্ট দিচ্ছেন? পুলিশ অথবা পাদরি-এই দুইয়ের কাকে ডেকে আনলে মন শান্ত হবে বলুন-ডেকে আনছি। বাড়ি মাথায় করে মিসেস রোনডার বললে, না! না! পুলিশ না! পাদরি এসেই-বা কী করবে? যা হয়ে গেছে, তাকে তো আর পালটাতে পারবে না। কিন্তু মরবার আগে সব বলতে পারলে শান্তিতে

চোখ মুদতে পারতাম । তখন বললাম, বেসরকারি গোয়েন্দা ডাকলে হবে? মিস্টার শার্লক হোমসকে? শুনেই লাফিয়ে উঠে মিসেস রোনডার বললে, ঠিক বলেছেন! ওঁকেই চাই । আসতে না-চাইলে বলবেন আমি বন্য জন্তু প্রদর্শক রোনডারের বউ । আব্বাস পারভা- এই নামটা বললেই উনি ঠিক আসবেন । এই দেখুন কাগজে লিখে দিয়েছে নামটা ।

হোমস বললে, হ্যাঁ, আমি আসছি-ঠিক তিনটের সময়ে ।

হাঁসের মতো দুলে দুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা । সঙ্গেসঙ্গে যেন এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটল শার্লক হোমসের ভেতরে । ছিটকে গেল ঘরের কোণে পাকার রাখা রাশিরাশি পাঁচমেশালি মামুলি কেতাবের দিকে । মিনিট কয়েক কেবল পাতা উলটে যাওয়ার খসখস আওয়াজ শোনা গেল । তারপরে তৃপ্তিসূচক ধ্বনি শোনা গেল গলার মধ্যে । যা খুঁজছে, তা পেয়েছে । উত্তেজনার চোটে মেঝে থেকে উঠতেও ভুলে গেল । বিচিত্র বুদ্ধমূর্তির মতো বই পরিবৃত অবস্থায় বাবু হয়ে বসে যেন চোখ দিয়ে গিলে গেল পাতার পর পাতা ।

কেসটা তখনই ভাবিয়ে তুলেছিল আমাকে, ওয়াটসন ওই দেখো, মার্জিনে, নোটস লিখে রেখেছি । মাথামুণ্ডু অবশ্য তখন বুঝতে পারিনি । শুধু বুঝেছিলাম, করোনার ভুল করছে । আব্বাস পারভা ট্রাজেডির ঘটনা মনে পড়ছে?

না, বললাম আমি ।

কিন্তু আমার সঙ্গেই তখন ছিলে তুমি। তবে হ্যাঁ, আমি নিজেও তো ধাঁধার জবাব পাইনি। তা ছাড়া, দু-পক্ষের কেউ আমাকে কনসাল্ট করতেও আসেনি। পড়ে শোনাও?

সংক্ষেপে বলো।

রোনডারের নাম তখন ঘরে ঘরে। সার্কাস দুনিয়ার অতবড়ো খেলোয়াড় আর কেউ ছিল। কিন্তু মদের পাল্লায় পড়ে নিজের আর সার্কাসের সুনাম রসাতলে যেতে বসে ট্রাজেডিটা ঘটবার সময়ে। বার্কশায়ারে আব্বাস পারভা বলে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। ক্যারাতান সেই গ্রামে পৌঁছানোর পরে ঘটে বীভৎস ঘটনাটা। যাচ্ছিল অন্যত্র, রাত কাটানোর জন্যে তাঁবু খাঁটিয়েছিল আব্বাস পারভার খেলা দেখাতে নয়-অত ছোটো গ্রামে পয়সা উঠত না খেলা দেখিয়ে।

জন্তুজানোয়ারের মধ্যে ছিল একটা ভারি চমৎকার আফ্রিকান সিংহ। নাম, সাহারা কিং। স্বামী স্ত্রী দুজনেই খাঁচার ভেতরে ঢুকে খেলা দেখাত সাহারা কিংকে নিয়ে। এই দেখো একটা ফটোগ্রাফ। দেখলেই বুঝবে চেহারার দিক দিয়ে রোনডার ছিল বিরাট শুয়োরের মতো। কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী ছিল রোনডারের বউ। সাহারা কিং যে সত্যিই বিপজ্জনক, সে-লক্ষণ নাকি আগেই দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তোয়াক্কা করা হয়নি।

সাহারা কিংকে রাত্রে খাওয়ানো হত। খাওয়াত হয় রোনডার, নয় তার বউ। আর কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। কারণ ছিল। যাদের হাতে খাওয়া পাবে, সাহারা কিং তাদেরকেই উপকারী বন্ধু হিসেবে নেবে-থাবা-টাবা মারবে না-এই বিশ্বাস ছিল স্বামী স্ত্রী

দুজনৰ মধেই। সাত বছৰ আগে এক রাতে স্বামী-স্ত্ৰী দুজনেই গেল সিংহৰ খাবাৰ নিয়ে। তারপর ঘটল সেই ভয়ংকর ট্রাজেডি। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল, আজও জানা যায়নি।

তবুসুদ্ধ লোক জেগে উঠেছিল সিংহের গর্জন আর নারীকণ্ঠের আত্ননাদে। লণ্ঠন নিয়ে লোকজন ছুটে এসে দেখলে, খাঁচার দরজা খোলা। দশ গজ দূরে মুখ খুবড়ে পড়ে রোনডার। মাথার পেছনে সিংহের খাবার গভীর দাগ। খুলি গুঁড়িয়ে গেছে। দরজার সামনেই চিত হয়ে শুয়ে মিসেস রোনডার। সিংহ বসে তার বুকের ওপর! মুখ ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছে। বাঁচবে বলে আর মনে হয় না। সার্কাসের সবচেয়ে স্ট্রংম্যান লিওনার্ডো ক্লাউন গ্রিগসকে নিয়ে দলবল সমেত লম্বা ডান্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে ঢুকল সাহারা কিং-তালা পড়ল খাঁচায়। কিন্তু খাঁচা থেকে সে বেরিয়েছিল কীভাবে, সে-রহস্যভেদ আর হল না! স্বামী স্ত্রী দুজনকে সামনে দেখে আর দরজা খোলা হচ্ছে দেখে সাহারা কিং নিশ্চয় নিজেই ধাক্কা মেরে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। মিসেস রোনডারকে আচ্ছন্ন অবস্থায় ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে কাপুরুষ! কাওয়ার্ড! বলে বারবার নাকি চেঁচিয়েছিল। ছ-মাস পরে এজাহার দেওয়ার অবস্থায় এসেছিল মিসেস রোনডার, কিন্তু তদন্ত করে শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলা হয়েছিল যে নিছক দুর্ঘটনা আর অযথা দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে রোনডার।

এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?

দু বেন্স-বুখ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেনান ড়ল । শার্লক হোমস

তা বলতে পার। কিন্তু বার্কশায়ারের ছোকরা পুলিশ অফিসার এডমন্ডের খটকা লেগেছিল। আমার কাছে এসেওছিল পরামর্শ করতে। এখন সে এলাহাবাদে।

রোগা চেহারা? চুল হলদে?

হ্যাঁ জানতাম তোমার মনে পড়বে।

খটকা লাগল কেন?

খটকা আমারও লেগেছিল। ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পলায়মান রোনডারকে পেছন থেকে থাবা মেরে শুইয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেই পারত সাহারা কিং। ফের খাঁচার কাছে ফিরে এসে রোনডারের স্ত্রীকে মাটিতে পেড়ে ফেলে মুখ চিবোতে গেল কেন? তা ছাড়া, ভদ্রমহিলা কাওয়ার্ড বলে চেষ্টায়েছিল কেন? স্বামী এসে সিংহের খপ্পর থেকে বাঁচায়নি বলে? স্বামী নিজেই তো তখন পরলোকে-সে-অবস্থায় কাওয়ার্ড বলে গাল পাড়া হল কেন?

তা ঠিক।

আরও আছে। সিংহ গর্জন আর নারীকণ্ঠের আতর্নাদের মাঝে একটা পুরুষকণ্ঠের চিৎকারও শোনা গিয়েছিল-বিষম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে যেন চেষ্টায়ে উঠেছিল সিংহ গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে।

রোনডার নিশ্চয়।

মাথা ছাত্তু হয়ে যাওয়ার পর কেউ চেষ্টায়? একাধিক সাক্ষীর মুখে শোনা গেছে একই কথা। নারীকণ্ঠের আত্ননাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বিশেষ সেই পুরুষকণ্ঠের ভয়াত্ চিৎকার।

বুর প্রত্যেকেই তখন চেষ্টাচ্ছিল। তাই অমন মনে হয়েছে। আসলে স্বামী স্ত্রী দুজনেই যখন খাঁচার দশ গজ দূরে, তখন খাঁচা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে সাহারা কিং। দেখেই পেছন ফিরে পালাতে গিয়েছিল রোনডার। তাই সিংহের চাঁটা গিয়ে পড়ে তার মাথায়। রোনডারের বউ বেগতিক দেখে খাঁচায় ঢুকে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু খাঁচা পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই সাহারা কিং তার বুরে বসে আরম্ভ করে দেয় সিংহ গর্জন আর আঁচড় কামড়। স্বামী যদি পালাতে না যেত, সিংহ রেগে গিয়ে তেড়ে যেত না-এইজন্যেই কাপুরুষ বলে চেষ্টিয়েছিল রোনডারের বউ।

ব্রিলিয়ান্ট! একটা খুঁত কিন্তু রয়ে গেল, ওয়াটসন।

যথা?

খাঁচার দশ গজ দূরেই যদি ছিল দুজনে, দরজা খুলল কে?

কোনো শত্রু নিশ্চয় ।

যাদের সঙ্গে খাঁচার ভেতরে খেলা দেখিয়ে অভ্যস্ত, খাঁচার বাইরে তেড়ে গিয়ে তাদের থাবা মারতে গেল কেন সাহারা কিং?

শত্রু ব্যক্তিটি রাগিয়ে দিয়েছিল বলে ।

হোমস চুপ করে রইল । চিন্তা করল ।

তারপর বলল, রোনডারের শুয়োরের মতো চেহারা তো দেখলে । শুনেছি, মদ খেলে তখন আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকত না । একটু আগে ভদ্রমহিলা বলে গেলেন, নিশ্চিতি রাতেজানোয়ার, রান্সস কোথাকার! বলে চেষ্টায় তার ভাড়াটে । মাতাল স্বামীর অত্যাচারের দৃশ্য স্বপ্নে ফিরে এসেছে বলেই নিশ্চয় অমন চেষ্টিয়েছে । যাই হোক, খেয়েদেয়ে চলো বেরিয়ে পড়া যাক ।

যথা সময়ে ছ্যাকড়াগাড়ি নিয়ে পৌঁছোলাম মিসেস মেরিলোর বাড়িতে । চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থূলান্গী ভদ্রমহিলা । ভাড়াটে যাতে বাড়ি ছেড়ে সরে না-পড়ে, পইপই করে সে-বিষয়ে আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে ছেড়া কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গেলেন দোতালায়-রহস্যময়ী ভদ্রমহিলার ঘরে ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ডফল । শার্লক হোমস

ঘরটা স্যাঁৎসেঁতে । আলো হাওয়া-কম । দীর্ঘকাল যে খাঁচায় আটকে রেখেছিল বনের পশুদের, নিয়তির অঙ্গুলিহেলনে সে যেন নিজেই এখন খাঁচায় আটকে পড়েছে । ছায়াচ্ছন্ন কোণে ভাঙা চেয়ারে বসে ছিল ভদ্রমহিলা । মুখে ঘোমটা শুধু ঠোঁট আর থুতনি বেরিয়ে আছে-নিখুঁত গড়ন দেখেই বোঝা যায় গোটা মুখটি এককালে নিখুঁতই ছিল । শরীরও নিটোল-যদিও দীর্ঘদিন বসে থাকার ফলে একটু ভাজ আর খাঁজ দেখা দিয়েছে শ্রীঅঙ্গে ।

কণ্ঠস্বরও মোলায়েম, মিহি । বলল, আমি জানতাম আমাকে চিনবেন, মিস্টার হোমস ।

কিন্তু আপনার কেসে আমার আগ্রহ আছে জানলেন কী করে?

কাউন্টি ডিটেকটিভ মিস্টার এডমন্ডের কাছে । ওঁকে মিথ্যে বলেছিলাম ইচ্ছে করেই ।

কেন?

একজনকে বাঁচানোর জন্যে । যদিও সে অপদার্থ, তাহলেও সে আমার খুব কাছের মানুষ ছিল-এককালে ।

এখন কি সে-বাধা সরে গেছে?

গেছে । যার কথা বলছি, সে আর ইহলোকে নেই ।

তাহলে পুলিশকে সব বলছেন না কেন?

নিজের জন্যে বলছি না। আমি শান্তিতে মরতে চাই। পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কেছা ছড়িয়ে কেলেকারি বাড়াতে চাই না। কিন্তু মরবার আগে এমন একজনকে সব কথা বলে যেতে চাই যার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি আছে।

আপনার অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ।

এ-জীবনে এখন বই পড়া ছাড়া আর কিছু করণীয় আমার নেই। পৃথিবীর সব খবর রাখি বলেই আপনারও কীর্তিকলাপ আমার নখদর্পণে। আপনাকে বলে হালকা হতে চাই সেই কারণেই।

বলুন তাহলে।

ভদ্রমহিলা ড্রয়ার খুলে একটা ফটো বার করে বাড়িয়ে দিল সামনে। পেশাদার দড়াবাজিকরের ছবি। অপূর্ব আকৃতি, পেশিবহুল পুষ্ট বুকোর ওপর দু-হাত ভাঁজ করে ভারী গোঁফের আড়ালে মুচকি হাসি ফুটিয়ে তুলে দাঁড়িয়ে যেন বহু যুদ্ধবিজয়ী আত্মতৃপ্ত পুরুষসিংহ।

এরই নাম লিওনার্ডো, বলল ভদ্রমহিলা।

স্ট্ৰংম্যান লিওনাৰ্ডো? সাক্ষী হয়েছিল যে?

হ্যাঁ। আৰ এই আমাৰ স্বামী।

এবাৰ যাৰ ছবি দেখলাম তাকে মানুষেৰ আকাৰে অতিকায় শুয়োৰ বলাই সংগত। ভয়াবহ পৈশাচিক মুখেৰ চেহাৰা। রাগে যেন ফুলছে। গাঁজলা বেরুচ্ছে ঠোঁটের কোণ দিয়ে। খুদে চোখে সে কী জিঘাংসা-দন্ধ করতে চাইছে যেন জগৎসংসারকে। জানোয়ার, ইতর, নরপিশাচ চওড়া চৌকোনা চোয়ালের পরতে পরতে পরিস্ফুট এই তিনটে এবং আরও অনেক বিশেষণ।

ছবি দুটো দেখলে আমাৰ কাহিনি বুঝতে সুবিধে হবে আপনাদের। সার্কাসেৰ গৰিব মেয়ে আমি। মানুষ হয়েছি কাঠেৰ গুঁড়োয় শুয়ে, রিঙেৰ মধ্যে লাফালাফি করে-তখন আমাৰ বয়স দশ বছর। বড়ো হবার পর শুয়োৰেৰ মতো এই জানোয়ারটা ভালোবেসে বিয়ে করল আমাকে। পরে বুঝলাম, প্রেম নয়-কামানলে আত্মতা দিলাম নিজেকে। শুরু হল নরকযন্ত্রণা। মারধর কিছুই বাদ যায়নি। বেঁধে চাবুক মারত। যন্ত্রণায় কাতরাতাম। সার্কাসেৰ সবাই ওকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত, আমাকে অনুকম্পা করত। তার বেশি কিছু করতে সাহস পেত না। দল ভাঙা শুরু হয়ে গেল তখন থেকেই। সুনাম গোল্লায় গেল। লিওনাৰ্ডো আৰ জিমি গিস কোনোরকমে চালিয়ে গেল সার্কাস।

এই সময়ে লিওনাৰ্ডোকে ভালোবাসলাম। ওর সুন্দর শরীরেৰ ভেতরে যে একটা ভীতু মানুষ আছে, তখন জানতাম না। তবে রোনডারেৰ তুলনায় সেই মুহূর্তে লিওনাৰ্ডো ছিল

আমাৰ কাছে দেবদূতের মতো বরণীয়। রোনডার টের পেয়েছিল আমাদের গোপন ভালোবাসা। শোধ তুলতে আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। একদিন আমার কান্না শুনে ভ্যানের দোরগোড়া পর্যন্ত দৌড়ে এসেছিল লিওনার্ডো। সেই রাতেই একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটত। ঠিক করলাম, আর নয়। রোনডারকে খুন করতে হবে বাঁচবার জন্যে।

প্ল্যানটা লিওনার্ডোর-এ-ব্যাপারে মাথা ওর সাফ। আমার অত সাহস ছিল না।

একটা কাঠের গদা তৈরি করল লিওনার্ডো-ভেতরে ঠাসা রইল সিসে-বাইরে পাঁচটা লম্বা ইস্পাতের পেরেক। ঠিক যেন সিংহের থাবা। ঠিক হল, এই থাবার ঘায়ে খতম করা হবে রোনডারকে কিন্তু সবাই মনে করবে মরেছে সিংহের থাবায়।

নিশুতি রাতে অভ্যেস মতো দস্তার গামলায় কাঁচা মাংস নিয়ে স্বামী স্ত্রী গেলাম সিংহকে খাওয়াতে। নকল থাবা নিয়ে ভ্যানের আড়ালে ওত পেতে ছিল লিওনার্ডো। পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে মারল স্বামীর মাথায়। আওয়াজ শুনেই নেচে উঠল মনটা। দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলাম খাঁচার দরজা।

ভয়ানক ব্যাপারটা ঘটে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই। মানুষের রক্তের গন্ধ এদের নাকে কত তাড়াতাড়ি যায়, নিশ্চয় তা জানেন। চক্ষের পলকে সাহারা কিং আঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকার করে উঠল লিওনার্ডোও। সেই মুহূর্তে ভয় না-পেয়ে ও যদি গদা দিয়ে মারত সাহারা কিঙের মাথায় বেঁচে যেতাম আমি। কিন্তু তা না-করে প্রাণের ভয়ে দেখলাম ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে লিওনার্ডো। সঙ্গেসঙ্গে সিংহের

দাঁত বসে গেল আমার মুখে। বিকট বোঁটকা গন্ধ, মুখের লালার বিষ আর ভয়াল গজরানিতে আমি অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলাম। প্রাণপণে দু-হাত দিয়ে সিংহের মুখ সরিয়ে রাখলাম দূরে। কানে ভেসে এল লোকজনের চিৎকার। পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে দেখলাম লিওনার্ডো আর গ্রিগস ডান্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে সাহারা কিংকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে বুকের ওপর থেকে। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আয়নায় মুখের চেহারা দেখে শিউরে উঠলাম। এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল। সেই থেকে মুখ ঢেকে নির্জনে থেকেছি জখম জানোয়ারের মতোই বিবরে ঢুকে মরতে বসেছি—লোকচক্ষে কিন্তু অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে ইউজেনিয়া রোনডার।

কিছুক্ষণ বসে রইলাম নীরবে। তারপর দীর্ঘ শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ইউজেনিয়া রোনডারের হাত চাপড়ে দিল শার্লক হোমস। সমবেদনার এহেন অভিব্যক্তি হোমসের চরিত্রে একান্তই দুর্লভ কদাচিৎ দেখেছি আমাদের সুদীর্ঘ সহাবস্থানে।

বেচারা! নিয়তির মার দুনিয়ার বার! লিওনার্ডোর খবর কী?

এ-ঘটনার পর আর দেখিনি। হয়তো ওর ওপর অতটা না-চটলেও পারতাম। পরে আমার রং করা মুখটাই ও ভালোবাসতে পারত। কিন্তু মেয়েদের ভালোবাসা এত তাড়াতাড়ি মরে যায় না। সিংহের মুখে আমাকে ফেলে সে পালিয়েছে, আমার দরকারের সময়ে আমাকে সে ত্যাগ করেছে তবুও তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে চাইনি।

এখন?

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

মারা গেছে জলে ড়বে । গত মাসে মার্গেটে চান করার সময়ে । কাগজে পড়লাম খবরটা ।

পাঁচনখী থাবাটা কোথায়?

ঠিক জানি না । ক্যাম্পের পেছনে ংকটা সবুজ ড়োবা ছিল খড়ি-গর্তের তলায় । হয়তো সেখানে ।

যাক গে । থাবার ংর দরকার নেই । কেস শেষ ।

হ্যাঁ, কেস শেষ ।

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু শেষ কথার শেষ সুরটা হোমসের কানে বাজল ।

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, জীবনটা ংপনার ংকার নয় । ওর ওপর যেন হাত না-পড়ে ।

ং-জীবন ংর কারো কাজে লাগবে কি?

জানছেন কী করে? মুখ বুজে সয়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, ংসহ্য ংই দুনিয়ায় তার চাইতে বড় সম্পদ ংর কিছু ংছে কি?

জবাবটা এল ভয়ংকরভাবে। ঘোমটা তুলে আলোর সামনে এসে দাঁড়াল ভদ্রমহিলা।

সহ্য করতে পারবেন?

কী ভয়ংকর! কী বীভস! হাড়ের কাঠামোয় এক সময়ে যে-মুখ ছিল, এখন যা নেই—
পৃথিবীর কোনো ভাষায় তার বর্ণনা সম্ভব নয়। অদ্ভুত সুন্দর বিষণ্ণ বাদামি দুটো চোখ
কেবল মুখের সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমাদের পানে।
গভীর অনুকম্পায় এবং অপরিসীম প্রতিবাদে দু-হাত তুলে যেন বাধা দিল হোমস এবং
আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

দু-দিন পরে হোমসের আস্তানায় যেতেই সগর্বে ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা একটা ছোটো
নীল শিশির দিকে আঙুল তুলে দেখাল ও। শিশির গায়ে বিষের লাল লেবেল। ছিপি
খুলতেই নাকে ভেসে এল বাদামের মিষ্টি গন্ধ।

প্রসিক অ্যাসিড? প্রশ্ন করলাম।

হা পোস্টে এসেছে। সেইসঙ্গে এই চিঠিটা। প্রলোভন সম্বরণ করলাম। উপদেশ গ্রহণ
করলাম। ওয়াটসন, সত্যিই বুকের পাটা আছে মেয়েটার।

টীকা

ঘোমটার ঘোরালো ঘটনা : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ভাইল্ড লজারআমেরিকার লিবার্টি পত্রিকার ২২ জানুয়ারি ১৯২৭ তারিখের সংখ্যায় এবং ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

করোমোরাস্ট সংক্রান্ত সমস্ত কেছা : গবেষক ডোনাল্ড রেডমন্ড এই রাজনীতিবিদকে জেমস চেম্বারলেন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অভ্যেসটি অতিশয় কদর্য : একটি হোমসিয় ঠাট্টা। কারণ ঘরের ধোঁয়া হোমসেরই কীর্তি। কে বলে হোমস গম্ভীর এবং বেরসিক?

সার্কাস দুনিয়ার অতবড়ো খেলোয়াড় : সেকালে সার্কাস জগতের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন জর্জ উমবোয়েল (১৭৭৮-১৮৫০), এবং জর্জ স্যাংগার (১৮২৭-১৯১১)। এঁরা দুজনেই ছিলেন ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলের প্রতিষ্ঠাতা।

এলাহাবাদে : এলাহাবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে এখানে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে সিপাহীদের প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল।

দু বেন্স-বুখ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

ঔন ফিরে পাওয়ার পর : মিসেস রোনডারের ঔন ফিরে এসেছিল । কিন্তু উমবোয়েলের সার্কাসে এলেন ব্রাইট নামে এক সপ্তদশী মারা গিয়েছিল সার্কাসের বাঘের আচমকা আক্রমণে, ১৮৮০ সালে ।

প্রসিক অ্যাসিড : বর্ণহীন তীব্র বিষ হাইড্রোজেন সায়ানাইডের আরেক নাম প্রসিক অ্যাসিড । জলে মিশ্রিত অবস্থায় এর নাম হাইড্রোসায়নিক অ্যাসিড । রবার বা প্লাস্টিক তৈরিতে এই রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় ।

দু বেস-বুর্ক ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

তিনের গ্রহস্পর্শ

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য থ্রি গ্যারিডেবস]

কাহিনিটা কমেডি হতে পারে, ট্রাজেডিও হতে পারে। এর জন্যে তিনজনকে দাম দিতে হয়েছে তিন রকমের। একজন দিয়েছে বুদ্ধি, আমি দিয়েছি রক্ত, আর একজনের ঘটেছে শ্রীঘরবাস। তা সত্ত্বেও বলব বিচিত্র এই উপাখ্যানের মধ্যে কোথায় যেন একটা কৌতুকরস, একটা কমেডির সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যাকগে, বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম আপনাদের ওপর।

তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে একটা কারণে। ঠিক সেইদিনই নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিল শার্লক হোমস। যে-কাজের জন্যে এই সম্মান-সে-কাহিনি অন্য কোনো সময়ে বলা যাবেখন। যার গল্প আমি লিখি, তার কাজকর্মের গোপনতা রক্ষা করাও আমার ধর্ম।

সময়টা জুনের শেষ, সাল ১৯০২। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে হোমসকে-যে-অভ্যেস মাঝেমধ্যেই দেখা যায় ওর মধ্যে।

কিন্তু সেই বিশেষ দিনটিতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল হাতে একটা লম্বা ফুলক্যাপ কাগজ নিয়ে ধূসর শুক্ক চোখে দেখলাম কৌতুকের ঝিকিমিকি।

দু বেন্স-বুক্‌ ঔথ শার্লক্‌ হোমস্‌ । ঔথার বেনান ড়েল । শার্লক্‌ হোমস্‌

বলল, ভায়া ওয়াটসন, দু-পয়সা করার একটা সুযোগ তোমায় দিচ্ছি। গ্যারিডেব নামটা কখনো শুনেছ?

না।

তাহলে খুঁজে পেতে বার করে ফেলো একটা গ্যারিডেবকে-পয়সা পাবে।

কেন?

সে এক মস্ত কাহিনি। খামখেয়ালের ব্যাপার। মানুষের চরিত্রে কতরকম জটিলতাই যে আছে-এই বিশেষ খামখেয়ালটি নজিরবিহীন। এখুনি আসছে লোকটা তখন জেরা করা যাবেখন। কাজেই এ নিয়ে এখন আর কথা বলব না। নামটা খালি দেখো।

টেলিফোন ডিরেক্টরিটা সামনেই টেবিলে পড়ে ছিল বলে পাতা উলটে দেখতে গিয়েছিলাম নিরাশ হব জেনেও, কিন্তু চমকে উঠলাম অদ্ভুত নামটা হঠাৎ চোখে পড়ায়।

হোমস, এই তো সেই নাম!

হাত থেকে ডিরেক্টরি নিয়ে পড়ে গেল হোমস, এন গ্যারিডেব, ১৩৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, ডব্লিউ। হল না ওয়াটসন, হল না। এ-চিঠি যে লিখেছে, এ-নামটা তারই। আমি চাই আর একজন গ্যারিডেবকে।

ঐ সময়ে ট্রে-র ওপরে ঐকটা কার্ড নিয়ে ঘরে ঐল মিসেস হাডসন ।

দেখেই বললাম বিষম ঐবাক হয়ে, পেয়েছি! ঐই তো ঐরেক গ্যারিডেব! জন গ্যারিডেব, কাউন্সিলর ঐ্যাটল, মূরভিল, কানসাস, যুক্তরাষ্ট্র ।

মৃদু হেসে হোমস বললে, ভায়া ঐবার চেষ্টা করো । ঐ-প্লটের ঐন্যতম নায়ক ঐনি-যদিও সাতসকালে বাড়ি বয়ে চলে ঐসবেন ঐশা করিনি । ঐসেছেন যখন তখন পেট থেকে কিছু কথা বার করা যাক ।

বলতে বলতেই ঘরে ঢুকলেন মিস্টার জন গ্যারিডেব । ছোটোখাটো শক্তসমর্থ পুরুষ ঐমেরিকান ঢংয়ে দাড়িগোঁফ কামাননা গোলগাল পরিচ্ছন্ন মুখ-কীরকম যেন বাচ্চা বাচ্চা মুখশ্রী, দেখনহাসি ঐুলছে ঠোঁটের ঐ-কোণ থেকে সে-কোণ পর্যন্ত । চোখ দুটো কিন্তু নজর কাড়ার মতো । ঐন্তর্ভেদী, উজ্জ্বল, সজাগ । উচ্চারণ ঐমেরিকান কিন্তু উদ্ভট টান নেই ।

ঐমাদের দুজনের ওপর চোখ ঐুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ঐপনিই মিস্টার হোমসছবিতে যা দেখেছি, ঠিক তাই । ঐমার নামে নামি মিস্টার নাথন গ্যারিডেবের কাছ থেকে ঐকখানা চিঠি নিশ্চয় পেয়েছেন?

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

বসুন ংপনিই মিস্টার জন গ্যারিডেব-ংপনার নামও দেখছিলাম ংই কাগজে । ংলন্ডে বেশ কিছুদিন ংছেন দেখছি ।

সন্দেহ ঝিলিক দিল জন গ্যারিডেবের চোখে, ং-প্রশ্ন কেন?

ংলিশ ছাঁটের কোট প্যান্ট পরেছেন বলে ।

কাঠ হেসে ভদ্রলোক বললেন, ংপনার ংসব কায়দার কথা শুনেছি বটে । শেষ পর্যন্ত ংমাকেই তার শিকার হতে হবে ংবিনি । বুঝলেন কী করে?

কোটের কাঁধ ংর বুটের ডগা দেখে ।

ধাঁ করে রেগে গিয়ে জন গ্যারিডেব বললেন, কিন্তু ংমার ছাঁট কীরকম তা নিয়ে ংলোচনা করার জন্যে ংমি ংসিনি । ংমার সময়ের দাম ংছে, মিস্টার হোমস । কাজ নিয়ে বেশ কিছুদিন ংগেই লন্ডন ংসেছি বলেই লন্ডনের কোট প্যান্ট পরতে হয়েছে ।

হোমস চটিয়ে দিয়েছে ভদ্রলোককে চোখ-মুখ বেশ লাল করে ফেললেন কথা বলতে বলতে ।

ধৈর্য ধরুন। আমার এই ছোটোখাটো পর্যবেক্ষণ যে তদন্তে সহায় হয় শেষ পর্যন্ত, ওয়াটসন তার সাক্ষী। মিস্টার নাথন গ্যারিডের আপনার সঙ্গে এলেন না কেন বলুন তো?

আপনাকে এর মধ্যে টেনে আনার কী দরকার ছিল তা বলতে পারেন! আমার পেশা নিয়ে তাঁর কাছে গেছি, তিনি আমাদের মধ্যে বড়ো গোয়েন্দা মোতায়ন করলেন কী আক্কেলে? আজ সকালেই ওঁর মুখে শুনে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আমার। খুব খারাপ! খুব খারাপ! এসব চালাকির দরকার ছিল কি?

চটছেন কেন? আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে আমাকে তলব করেননি উনি, করেছেন আপনার লক্ষ্যে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্যে। উনি জানেন খর জোগাড় করার ক্ষমতা আমার আছে।

শুনে গ্যারিডেবের রাগী মুখটা যেন একটু ফর্সা হল।

বললে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। আজ সকালে ওঁর ওখানে গিয়েই শুনলাম ডিটেকটিভ লাগানো হয়েছে। আপনার ঠিকানা নিয়ে সোজা চলে এসেছি শুধু একটা কথা বলতে প্রাইভেট ব্যাপারে পুলিশ আবার কী? তবে হ্যাঁ, আপনি যদি সাহায্য করতে চান, কোনো ক্ষতি নেই।

তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলুন। আমার এই বন্ধুটি তো কিছুই জানেন না।

ওঁর জানার কি দরকার আছে?

একসঙ্গেই তদন্ত করি দুজনে।

গোপন করারও দরকার দেখছি না। কানসাসে যদি থাকতেন, তাহলে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন গ্যারিডেব যে কে, তা আর খুলে বলতে হত না। জমি কেনাবেচা করে ভদ্রলোক টাকার কুমির হয়ে যান। তারপর শিকাগোয় গমের ব্যবসা করেন। তারপর আরকানসাস নদীর ধারে যত জমি আছে সব কিনে নেন।

ভদ্রলোকের তিনকুলে কেউ নেই। যেহেতু নিজের পদবি গ্যারিডেব, তাই অন্যান্য গ্যারিডেবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার শখ ছিল প্রচণ্ড। অদ্ভুত খেয়ালও বলতে পারেন। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে সেই কারণেই। প্রায় বলতেন, আরও একটা গ্যারিডেব বার করুন দিকি! আমি বলতাম, অত সময় আমার নেই, উনি বলতেন, শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাই করতে হবে। তখন বুঝিনি কথাটার আসল মানে কী।

বুঝলাম এই কথা বলার এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যুর পর। একটা অদ্ভুত উইল রেখে গেলেন। সমস্ত ভাগ করে গেছেন তিন ভাগে। এক এক ভাগের পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। পাবে তিনজন গ্যারিডেব। একজন আমি। আরও দুজনকে খুঁজে বার করতে হবে আমাকেই ততদিন সম্পত্তি কেউ পাবে না।

এতবড়ো মওকা পেলো আইনের কাজকারবার সরিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়া যায় গ্যারিডেবের খোঁজে। বেরোলামও। কিন্তু সারায়ুক্তরাষ্ট্র চিরুনি আঁচড়ানো করেও পেলাম না একজন গ্যারিডেবকেও। এলাম লন্ডনে। লন্ডন টেলিফোন ডিরেক্টরিতে একজনের নাম দেখে ছুটলাম ভদ্রলোকের কাছে। গিয়ে দেখলাম আমার মতোই একক পুরুষ তিনি আত্মীয় কেউ নেই-উইলে কিন্তু ঠিক সেইরকমটিই চাওয়া হয়েছে। তার মানে দুজন গ্যারিডেব পাওয়া গেছে দরকার আরও একজনকে। আপনি যদি খুঁজে দিতে পারেন-দক্ষিণা পেয়ে যাবেন।

মুচকি হেসে হোমস বললে, কি ওয়াটসন, বলেছিলাম না কেসটা খামখেয়ালের কেস? মিস্টার গ্যারিডেব হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

দিয়েছি। জবাব পাইনি।

বলেন কী! সত্যিই বড়ো অদ্ভুত কেস দেখছি! হাত খালি থাকলে মাথা ঘামানো যাবেখন। ভালো কথা, টোপেকা থেকে কখন এসেছেন, তখন ডাক্তার লাইসান্ডার স্টারকে নিশ্চয় চেনেন? এককালে খুব চিঠিপত্র লিখতেন আমাকে। ১৮৯০ সালে মেয়র ছিলেন। এখন দেহ রেখেছেন।

ডাক্তার স্টার! কে-না চেনে ও-নাম? খুবই নামি পুরুষ ছিলেন। যাই হোক, এখন চলি। আসব দু-একদিনের মধ্যেই। নিশ্চয় খবর পাওয়া যাবে তখন, বলে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন আমেরিকান দর্শনার্থী।

অদ্ভুত হাসি ঠোঁটের কোণে ভাসিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে পাইপ টানল হোমস ।

অনেকক্ষণ পরে আমিই মুখ খুললাম, কী হয়েছে? কিছু বলো?

পাইপ নামিয়ে হোমস বললে, ভাবছি ওয়াটসন, আকাশ-পাতাল ভেবেই চলেছি ।

কী নিয়ে ভাবছ ভায়া?

লোকটা এত ধাপ্পা মেরে গেল কেন । মুখের ওপর তা বলতে গিয়েও বললাম না-ও যে আমাদের বোকা বানিয়ে গেল-এই ধারণা নিয়েই যেতে দিলাম ইচ্ছে করেই । লোকটার হাতের কনুই থেকে সুতো বেরিয়ে এসেছে, প্যাণ্টের হাঁটু গোল হয়ে গেছে বছরখানেক লন্ডনে চষে না-বেড়ালে এমনি হয় না । অথচ বলছে সবে এসেছে আমেরিকা থেকে । সবে এলে উচ্চারণে মার্কিন টান থাকত-কিন্তু তা নেই । বেশ কিছুদিন এদেশের ঢংয়ে কথা বলায় উচ্চারণ প্রায় এদেশি । টোপেকায় ডাক্তার লাইসান্ডার স্টার বলে কেউ আছে বলে আমার জানা নেই । হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে এই ধরনের কোনো বিজ্ঞাপন বেরোয়নি-বেরোলে আমার চোখে পড়তই-অপরাধীদের খোঁজখবর নিতে ওই কলমটি আমি আদ্যোপান্ত রোজ পড়ি । তাই ভাবছি লোকটা এত মিথ্যে বলে গেল কেন, নিশ্চয় পাক্কা বদমাশ । গ্যারিডেবদের খুঁজে বার করার ব্যাপারটাও একটা গল্প বানানো । এখন দেখা যাক, চিঠি যিনি লিখেছেন-সেই গ্যারিডেবটি জোচ্চোর কি না । টেলিফোন করো তো ওয়াটসন ।

করলাম । অপর প্রান্তে শুনলাম ক্ষীণ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই নাথান গ্যারিডেব । মিস্টার হোমস আছেন? দিন তো, বড্ড দরকার ।

হোমস রিসিভার নিয়ে কথা বলে গেল এইভাবে—

হ্যাঁ, এসেছিলেন এখানে । আপনার সঙ্গে খুব একটা পরিচয় নেই দেখেই বুঝেছি... কদিন?... মাত্র দু-দিন!... নিশ্চয়, নিশ্চয়, এত বড়ো মওকা পেলে ছাড়া ঠিক নয়... সন্দের দিকে বাড়ি থাকবেন? তখন যেন আমেরিকান গ্যারিডেব না থাকেন... ঠিক আছে, তখন আসব... ওঁর সামনে এসব কথা বলতে চাই না... ডাক্তার ওয়াটসন আমার সঙ্গেই আসবেন... চিঠি পড়ে বুঝলাম বাড়ি ছেড়ে বড়ো একটা বেরোন না... ঠিক ছটায় আসছি... আমেরিকান উকিলকে বলবেন না যেন আসছি... ঠিক আছে, গুডবাই!

বসন্তের মনোরম গোধূলি-আলোকে এসে দাঁড়ালাম লিটল রাইডার স্ট্রিটে । পড়ন্ত রোদে সোনালি দেখাচ্ছে পাথুরে রাস্তা । খুঁজে বার করলাম বাড়িটা । বেশ বড়ো বাড়ি । সেকেলে । পুরোনো আমলের জর্জিয়ান অট্টালিকা । সামনের দিকটা ইট দিয়ে তৈরি । দুটো বো-উইন্ডো-অর্থাৎ কুলুঙ্গিযুক্ত জানলা-যার তিনদিক থেকে আলো বাতাস আসতে পারে । যার খোঁজে আসা, তিনি থাকেন একতলাতেই এবং যতক্ষণ জেগে থাকেন, ততক্ষণ কাজ করেন এই দুটো জানলার সামনেই ।

ছোটো ছোটো দুটো তামার প্লেট দেখিয়ে হোমস বললে, প্লেটের চেহারা দেখেছ? জরাজীর্ণ। তার মানে নামটা আসল নাম-নকল নয়।

একটাই সিঁড়ি বেয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয় এবং তারপর বিভিন্ন ঘরে যেতে হয় মাঝের হল ঘর থেকে। অনেক চেম্বার আর অফিসের নাম লেখা প্লেট লাগানো রয়েছে হল ঘরের দেওয়ালে। আবাসিক ফ্ল্যাটবাড়ি বলতে যা বোঝায়-এ-বাড়ি তা নয়। বরং বলা যায় বেশ কিছু বাউন্ডুলে ব্যাচেলারদের আস্তানা। মিস্টার নাথান গ্যারিডেব ভদ্রলোক নিজেই দরজা খুলে সমাদর করে নিয়ে গেলেন আমাদের। বয়স প্রায় ষাট। টিলেঢালা চেহারা। কৃশ অস্থিসর্বস্ব দীর্ঘকায় টেকো পুরুষ, মুখের চামড়া মড়ার চামড়ার মতো যেন ব্যায়াম কী বস্তু তা কখনো টের পায়নি দেহ মন্দির, একটু ঝুঁকে চলেন, পিঠ বেঁকিয়ে হাঁটেন। সব কিছু যেন খুঁটিয়ে তলিয়ে দেখেন গোল চশমার মধ্যে দিয়ে ছাণ্ডলে দাড়ি নেড়ে। সব মিলিয়ে ভদ্রলোক অমায়িক, কিন্তু ছিটিয়াল।

ঘরটাও ভদ্রলোকের মতোই অদ্ভুত। বিশ্বের সব শাস্ত্রেই যে তাঁর অগাধ কৌতূহল-তার নিদর্শন ঘরময় ছড়ানো। ঘর তো নয় যেন একটা মিউজিয়াম। চওড়া, মোটা, লম্বা, খাটো আলমারি আর দেরাজে ঠাসা ঘরের প্রতি বর্গ ইঞ্চি মেঝে। প্রজাপতি আর মথ পোকা প্রবেশ পথের দু-পাশেই ঝুলছে বোর্ডে। মাঝখানে একটা মস্ত টেবিলে রাশি রাশি আবর্জনার মাঝে চকচক করছে অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের লম্বা তামার নল। কোনো আধারে প্রাচীন মুদ্রার স্তূপ, কোথাও ফ্লিন্ট পাথরের যন্ত্রপাতি, কোথাও জীবাশ্ম শঙ্কু। ওপরে লাইনবন্দি মড়ার মাথার খুলির প্লাস্টার ছাঁচ। তলায় লেখা নিয়ানডারথাল, ক্রোম্যাগ, হাইডেলবার্গ। আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়েও স্যাময় চামড়া দিয়ে একটা মুদ্রা

ঘষে চকচকে করতে করতে বললেন, সাইরাকুসানদের সেরা সময়ের মুদ্রা পরের দিকে অধঃপতন ঘটেছিল যদিও। মিস্টার হোমস, চেয়ার থেকে হাড়গোড়গুলো সরিয়ে নিয়ে বসে পড়ুন। ডাক্তার ওয়াটসন, জাপানি ফুলদানিটা পাশে রেখে আপনিও বসুন। এইসব নিয়েই মশাই দিব্যি আছি। ডাক্তার বলে বাইরে বেরোই না কেন? বেরোতে কেন যাব বলতে পারেন? জীবনের আকর্ষণ যেখানে, জীবনটা তো সেখানেই কাটাব।

উৎসুক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে হোমস বললে, কখনোই বেরোন না?

কদাচিৎ সোদবি অথবা ক্রিস্টিতে ১২ যাই গাড়ি নিয়ে, নইলে এ-ঘরের চৌকাঠ পেরোই না। গায়ে শক্তিও তেমন নেই-গবেষণা ছেড়ে নড়বার উপায়ও নেই। খবরটা কিন্তু দারুণ, তাই

মিস্টার হোমস? রাতারাতি কুবের বনে যাচ্ছি। আর একটা গ্যারিডেব কি পাওয়া যাবে না? নিশ্চয় যাবে। আপনি অনেক অদ্ভুত কেস নাড়াচাড়া করেন জেনে আপনাকেই তাই চিঠি লিখে বসলাম। আমেরিকান ভদ্রলোক অবশ্য তা চান না কিন্তু আমি যা ভালো মনে করেছি, তাই করেছি।

খুব ভালো করেছেন, সায় দিল হোমস। কিন্তু সত্যিই কি আমেরিকার জমিদারি আপনি চান?

দু ব্লেস-বুফ ঔফ শার্লফ হোমস । ঔআর্থার ব্লেগান ডফেল । শার্লফ হোমস

দূর মশায়, আমার দরকার টাকার । এসব ছেড়ে আমি কোথাও নড়ব না । ওই ভদ্রলোক বলে গেলেন উনিই পাঁচ লাখ ডলার দিয়ে কিনে নেবেন আমার অংশ । ভাবতে পারেন? মাত্র কয়েকশো পাউন্ডের অভাবে অত্যন্ত দরকারি কয়েকটা নমুনা কিনতে পারছি না, পাঁচ লাখ ডলার পেলে তা একালের হাস ম্লান বনে যাব মশায় ।

বলতে বলতে চশমার আড়ালে চোখ জ্বলতে লাগল গ্যারিডেবের ।

হোমস বললে, কেস হাতে নিয়ে মক্কেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হয় বলেই আমি এসেছি । সব কথা চিঠিতেই লিখেছেন । দু-একটা প্রশ্ন শুধু করব । দু-দিন আগেও নিশ্চয় এই আমেরিকান ভদ্রলোকের খবর রাখতেন না?

ঠিক বলেছেন । রাখলাম মঙ্গলবার-উনি এলেন বলে ।

আমাদের আজকের এই দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারে কিছু বলছেন উনি?

রেগে কাঁই হয়ে গেছেন ।

কেন?

এতে নাকি তাঁর মাথা কাটা গেল । পরে অবশ্য বেশ খুশি মনেই গেলেন ।

দু বেস-বুঝ ঔখ শার্লক হোমস । ঔখার বোনা ড়ল । শার্লক হোমস

কী করবেন কিছু বলেছেন?

না।

টাকাপয়সা চেয়েছেন আপনার কাছে?

না, একদম না!

উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছেন?

যা বলে গেলেন তার বেশি কিছু না।

আজকের এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলেছেন নাকি?

বলেছি।

চিন্তায় পড়ল হোমস। মুখ দেখে বুঝলাম সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

আপনার এখানে দামি জিনিস কিছু আছে?

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

না । পয়সাওলা লোক আমি নই, জিনিসপত্র সংগ্রহ করার বাতক আছে বটে কিন্তু দামি জিনিস কিছু নেই ।

চোর ডাকাতের ভয় করেন না?

এক্বেবারেই না!

কদিন আছেন এ-ঘরে?

বছর পাঁচেক ।

খটাখট খটাখট শব্দে কে যেন অধীরভাবে দরজা নক করায় বাগড়া পড়ল হোমসের জেরায় । দরজা খুলতেই ঝড়ের মতো ভেতরে ঢুকলেন আমেরিকান উকিল ।

এই যে! এসে গেছেন দেখছি! মাথার ওপর একখানা কাগজ নাড়তে নাড়তে উল্লাসে যেন ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক, জানতাম থাকবেন এখানে! অভিনন্দন নিন মিস্টার গ্যারিডেব । আজ থেকে আপনি টাকার কুমির হয়ে গেলেন । মিস্টার হোমস, মিছে কষ্ট দেওয়া হল আপনাকে ।

বলেই কাগজখানা ধরিয়ে দিলেন নাথান গ্যারিডেবকে । ফ্যালফ্যাল করে কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন খ্যাপাটে সংগ্রাহক । বিজ্ঞাপনটা এই—

হাওয়ার্ড গ্যারিডেব
কৃষি যন্ত্ৰপাতি নিৰ্মাতা

বাইভাৰ্স, বীপাৰ্স, স্টিম অ্যান্ড প্লাউস, ড্ৰিলস, হ্যারোজ, ফাৰ্মাস কাৰ্টস, বাকবোর্ডস এৰং
যাবতীয় যন্ত্ৰপাতি । আৰ্টেজীয় কূপখননেৰ খৰচপত্ৰ জানানো হয় । গ্ৰসভেনেৰ বিল্ডিংস,
অ্যাসটন ।

প্ৰায় খাবি খেতে খেতে বললেন নাথান গ্যারিডেব, দাৰুণ! দাৰুণ! তিন নম্বৰ গ্যারিডেব
তাহলে এসে গেল!

আমেৰিকান গ্যারিডেব বললেন, বাৰ্মিংহামে লোক লাগিয়েছিলাম । ওখানকাৰ খবৰেৰ
কাগজে বিজ্ঞাপনটা তাৰই চোখে পড়ে । লিখে দিয়েছি আপনি যাচ্ছেন ।

আমি!

মিস্টাৰ হোমস, আপনি কী বলেন? মিস্টাৰ নাথান গ্যারিডেব ইংলণ্ডেৰ মানুষ আমি
এসেছি আমেৰিকা থেকে । ওকে অনেকে চেনে-আমাকে কেউ চেনে না । উনি গিয়ে যদি
পুৰো ব্যাপাৰটা হাওয়ার্ড গ্যারিডেবকে বুঝিয়ে বলেন, তিনি বিশ্বাস কৰবেনই, তাই না?

কিন্তু আমি যে লন্ডন ছেড়ে বেরোইনি অনেক বছর?

খুব ংকটা বেশি দূর তে যেতে হুে না । বারোটায় বেরোবেন-দুটো নাগাদ পৌঁছে যাবেন । রাতের মধ্যেই ফিরে আসবেন । কাজও ংমন হাতি-ঘোড়া নয় । ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলে তিনিই যে হাওয়ার্ড গ্যারিডেব তার ংকটা শপথপত্র নিয়ে আসবেন । ংরে মশাই, ংমি ংমেরিকা থেকে ট্যাঙস ট্যাঙস করে ংতটা পথ ংলাম, ংর ংপনি ংই ংক-শো মাইল যেতে পারবেন না?

হোমস বললে, ংক বলেছেন ।

অত্যন্ত নাচার ভঙ্গিমায় কাঁধ ংকিয়ে নাথান গ্যারিডেব বললেন, বেশ, সবাই যখন বলছেন, তখন যাব ।

ফিরে ংসে খবর দেবেন কিন্তু, বললে হোমস ।

সে-ভার ংমার,সাততাতাডি বলে ংমেরিকান গ্যারিডেব । তাহলে ওই কথাই রইল মিস্টার নাথান । কাল ংপনাকে রওনা করিয়ে দেব বার্মিংহামে-ংমার হাতে বড় কাজ শহর ছেড়ে নড়তে পারব না । ংসছেন নাকি মিস্টার হোমস? ংচ্ছা, তাহলে চলি । কাল রাত্রে সুসংবাদের ংশায় থাকবেন ।

ংমেরিকান ংধাও হতেই চিন্তার ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল হোমসের মুখ থেকে ।

দু বেন্স-বুক্‌ ঔফ শার্লক্‌ হোমস্‌ । ঔসার্থার বেনান ডয়ল্‌ । শার্লক্‌ হোমস্‌

বললে, মিস্টার গ্যারিডেব, আপনার সংগ্রহগুলো দেখতে বড়ো ইচ্ছে যাচ্ছে। আমার এই পেশায় অনেক খবরই রাখতে হয় তো।

গোল চশমার আড়ালে চকচক করে উঠল নাথান গ্যারিডেবের দু-চোখ।

দেখবেন? আপনার বুদ্ধিমত্তার অনেক প্রশংসা আমি শুনেছি। যদি সময় থাকে তো বলুন নিজেই দেখাচ্ছি।

সময় এখন নেই কাল হবে। তা ছাড়া আপনি কষ্ট করে দেখাবেন কেন? এমন চমৎকার ভাবে লেবেল লাগিয়ে রেখেছেন যে নিজেই দেখে নিতে পারব। আপত্তি আছে?

এক্কেবারে না। ঘরদোর অবশ্য কাল বন্ধ থাকবে, চাবি থাকবে মিসেস সন্ডার্সের কাছে চারটে পর্যন্ত উনি থাকেন। আপনি চাইলেই চাবি পাবেন।

তাহলে একটু বলে রাখুন মিসেস সন্ডার্সকে। ভালো কথা, আপনার বাড়ির দালাল কে?

অতর্কিত প্রশ্নে অবাক হলেন নাথান গ্যারিডেব।

এজওয়ার রোডে হলোওয়ে অ্যান্ড স্টিল। কিন্তু কেন বলুন তো?

বাড়িটা কত পুরোনো জানতে ইচ্ছে যাচ্ছে। কুইন অ্যানির আমলের না জর্জিয়ান?

জর্জিয়ান ।

আমি অবশ্য আরও ংকট পুরোনো ভেবেছিলাম । তাহলে ংখন ওঠা যাক । সফল হোক ংপনার বার্মিংহাম সফর ।

বাড়ির দালালের অফিস কাছেই । কিন্তু অফিস বন্ধ থাকায় ফিরে ংলাম বেকার স্ট্রিটে ।
রাতের খাওয়া না-হওয়া পর্যন্ত ং নিয়ে আর ংকটা কথাও বলল না হোমস ।

ডিনার শেষ হইতে বললে, ওয়াটসন, সমস্যার সমাধান হতে আর দেরি নেই । তুমিও
ধরে ফেলেছ নিশ্চয়?

ল্যাজা মুড়ো কিছুই বুঝছি না ।

ল্যাজটা কাল পরিকার হয়ে যাবে, মুড়ো বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে । বিজ্ঞাপনটায় প্লাউস
বানানটা ভুল ।

তুমিও দেখেছ? শাবাশ, দিনে দিনে তোমার বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে । ছাপাখানায় যেমন বানান
পৌঁছেছে, সেইরকমটিই ছাপা হয়েছে । বাকবোর্ডস শব্দটাও ংমেরিকান । ংর্টেজীয়
কূপ ংমেরিকায় বেশি চালু । সব মিলিয়ে, বিজ্ঞাপন ংমেরিকান-ছাড়া হয়েছে ংংলন্ডের
মাটিতে । কী বুঝলে?

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বণনান ড়েল । শার্লক হোমস

আমেরিকান গ্যারিডেব নিজেই ছাপিয়েছে । উদ্দেশ্যটা বুঝছি না ।

নাথান গ্যারিডেবকে ঘর থেকে সরানো । কালকে বোঝা যাবে কেন ভদ্রলোককে সরানো হল বার্মিংহামে ।

পরদিন সকাল সকাল উঠে বেরিয়ে গেল হোমস । ফিরল দুপুরে খাওয়ার সময়ে ।

মুখ বেশ গম্ভীর ।

বললে, ভায়া, কেসটা সিরিয়াস । বিপদ আছে ।

কীরকম বিপদ?

খুন হয়ে যাওয়ার । জন গ্যারিডেবের আসল নাম খুনে ইভ্যান্স ।

খুলে বললো ।

অপরাধের পাঁজি স্মৃতির মধ্যে রেখে দেখার পক্ষে সম্ভব নয়-কেননা এটা তোমার জীবিকা নয় । আমারও মনে হয়েছিল আমেরিকান গ্যারিডেবের ঠিকুজি কুণ্ঠি জানতে হলে

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেডের কাছে যাওয়া দরকার; ওদের ঘিলুতে কল্পনা কম থাকতে পারে, কিন্তু খবর-টবরগুলো বেশ গুছিয়ে রাখে। চোর বদমাশ গুন্ডাদের ছবির ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়ে গেলাম আমেরিকান গ্যারিডেবের হাসিহাসি গোলগাল মুখখানা। গায়ে অনেক নামের নামাবলি। জেমস উইনটার ওরফে মর্টিমার, ওরফে খুনে ইভ্যান্স। বয়স ছেচল্লিশ। শিকাগোয়ে জন্ম। যুক্তরাষ্ট্রে গুলি করে মেরেছে তিনজনকে। সংশোধন কারাগার থেকে সরে পড়ে রাজনৈতিক প্রভাবের দরুন। লন্ডনে আসে ১৮৯৩ সালে। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে ওয়াটারলু রোডের নাইট ক্লাবে তাসখেলা নিয়ে গুলি করে মারে একজনকে খুন যে হয়, সেই নাকি প্রথম খুন করতে গিয়েছিল খুনে ইভ্যান্সকে—এইরকমভাবে কেসটা দাঁড় করানোয় সে ছাড় পায় ১৯০১ সালে। নিহত ব্যক্তির নাম রোজার প্রেসকোট। শিকাগোর বিখ্যাত জালিয়াত-নকল টাকা তৈরি করতে অদ্বিতীয়। খুনে ইভ্যান্স সেই থেকে পুলিশের নজরবন্দি-সৎ জীবনযাপন করেছে বলেই জানা গেছে ভীষণ বিপজ্জনক লোক, সবসময় পিস্তল থাকে সঙ্গে, গুলি চালাতে একদম আটকায় না। ওয়াটসন, এই লোককেই সামাল দিতে হবে আমাদের।

কিন্তু এ-খেলায় তার লাভ?

বাড়ির দালালের কাছে গিয়ে শুনলাম, নাথান গ্যারিডেব এ-বাড়িতে পাঁচ বছর আছেন। তার আগে এক বছর বাড়ি খালি ছিল। তার আগে ও-ঘরে যে থাকত, তার নাম ওয়াল্ড্রন। বেকার। লম্বা দাড়িওলা, কালচে মুখ! লোকটা হঠাৎ যেন উবে যায়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে জেনেছি, খুনে ইভ্যান্স যাকে খুন করেছে, সেই প্রেসকোটের চেহারাও অবিকল ওইরকম-লম্বা দাড়িওলা, কালচে মুখ। তাহলে ধরে নিতে পারি, আমেরিকার

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেনান ডহল । শার্লক হোমস

মহাবদমাশ রোজার প্রেসকোট নাম ভাঁড়িয়ে যে-ঘরে থাকত সেই ঘরেই এখন মিউজিয়াম সাজিয়ে বসেছেন নাথান গ্যারিডেব । এই হল রহস্য শৃঙ্খলের পয়লা নম্বর আংটা ।

তার পরের আংটাটা কী?

সেটা গিয়ে দেখব ।

বলে, ড্রয়ার খুলে একটা পিস্তল বার করে আমাকে এগিয়ে দিল হোমস ।

আমারটা আমার কাছেই আছে! ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্দার সময় তুমি পাবে । ওয়াটসন, তারপর বেরিয়ে পড়ব রাউডার স্ট্রিট অ্যাডভেঞ্চারে ।

চারটে নাগাদ নাথান গ্যারিডেবের কোঠায় পৌঁছে দেখলাম মিসেস সন্ডার্স যাই-যাই করছেন । চাবিটা আমাদের কাছে গছিয়ে স্প্রিং-লক বাইরে থেকে টেনে দিয়ে তিনি বিদেয় হতেই একতলায় আমরা দুই মূর্তিমান ছাড়া আর কেউ রইলাম না । একটা আলমারি দেওয়াল থেকে একটু তফাতে বসানো ছিল । তার ফাঁকে গুড়ি মেরে ঢুকলাম দুজনে!

ফিসফিস করে হোমস বললে, ভায়া, নাথন গ্যারিডেবকে এ-ঘর থেকে অদ্ভুত অছিলায় সরানো হয়েছে নিশ্চয় একটা মতলব হাসিল করার জন্যে । খুনে ইভ্যাসের ধড়িবাজির প্রশংসা না -করে পারছি না । তিন গ্যারিডেবের গল্পটা আগাগোড়া বানানো ।

কিন্তু কেন?

প্রথমে ভেবেছিলাম নাথান গ্যারিডেবের সংগ্রহ করা জিনিসপত্রের মধ্যে এমন কিছু দামি জিনিস আছে যার দাম নাথান গ্যারিডেব নিজেই জানেন না। তারপর যখন রোজার প্রেসকোটের নাম শুনলাম, এ-ঘরেই এককালে সে থাকত জানলাম এবং ইভ্যান্সের হাতেই প্রেসকোটের নরকগমনের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হলাম তখন বুঝলাম ব্যাপারটা আরও গভীরে এবং এই ঘরখানার মধ্যেই প্রেসকোটের কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। নাথান গ্যারিডেব ঘর ছেড়ে একদম বেরোন না বলে তার অদ্ভুত নামের সুযোগ নিয়ে অদ্ভুত গল্প বানিয়ে ঘর থেকে তাঁকে সরানো হয়েছে সেই রহস্য উদ্ধারের জন্যেই। একটু ধৈর্য ধরো-এখনি জানা যাবে সেটা কী।

জানা গেল খুব তাড়াতাড়ি। আলমারির পেছনে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে থাকতেই শুনলাম সদর দরজা খোলার শব্দ। তারপরেই স্প্রিংলকে চাবি ঘোরানোর আওয়াজ। কড়াং করে তালা খুলে পাল্লা ঠেলে ঘরে ঢুকল আমেরিকান ইভ্যান্স। দরজা বন্ধ করে দিয়ে চোরা চাউনি চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে হনহন করে এমনভাবে সটান মাঝের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল যেন কী করতে হবে তা নখদর্পণে। টেবিলটা টেনে সরিয়ে তলার কার্পেট চৌকো করে টেনে ছিঁড়ে গুটিয়ে রাখল একপাশে। পকেট থেকে সিধকাঠি বার করে ভীমবেগে মেঝে খুঁড়ে একটু পরেই হ্যাচকা টান মারতেই সড়াং করে কাঠের পাটাতন হড়কে সরে যাওয়ার শব্দ পেলাম। একটা চৌকো ফোকর বেরিয়ে পড়েছে

মেৰেতে । বেঁটে মোমবাতি আৰ দেশলাই বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে পাতালে নেমে গেল ইভ্যাম্স ।

আড়াল থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম দুজনে । মেৰের তক্তা আলগা ছিল বলেই হঠাৎ ক্যাঁচ শব্দ হতেই পাতাল ঘর থেকে সহসা বেরিয়ে এল ইভ্যাম্সের মুখ । আমাদের দেখেই ভয়ংকর রাগে কঠিন হয়ে গেল মুখখানা । কিন্তু আবার তা হাসি হাসি হয়ে উঠল জোড়া পিস্তলের নলচে তার দিকেই ফেরানো রয়েছে দেখে । যেন দোষ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে এমনিভাবে কাষ্ঠ হেসে বললে, যাচ্চলে! সবই বুঝে ফেলেছেন দেখছি । খুব একহাত নিলেন তাহলে—

বলেই ফস করে বুক পকেট থেকে পিস্তল বার করে পর পর দু-বার গুলি করে বসল ইভ্যাম্স । যেন একটা গরম লোহার শিক আমার উরু ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল টের পেলাম । একই সঙ্গে সশব্দে হোমসের পিস্তলের বাঁট নেমে এল ইভ্যাম্সের খুলির ওপর রক্তাক্ত মুখে মুখ খুবড়ে পড়ল ইভ্যাম্স । চকিতে তার পকেট হাতড়ে অস্ত্রস্ত্র বার করে নিয়ে আমাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল হোমস ।

ওয়াটসন! ওয়াটসন! লেগেছে তোমার?

শুধু এই মুখের কথাটা-বজ্রকঠিন অনুভূতিবিহীন, আবেগহীন একটা মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকে আকুল এই ক-টি কথা শোনার জন্যে একটা গুলি কেন-আরও গুলি

দু ব্রেস-বুক্ ঔথ শার্লক্ হোমস্ । ঔথার ব্রনান ডয়ল্ । শার্লক্ হোমস্

খেয়েও পেছপা হতাম না। শুষ্ক কঠোর দুই চক্ষু উদবেগে নিমীলিত হয়ে গিয়েছে দেখে বুকের ভেতরটা আমার কীরকম যেন করে উঠল।

বললাম, কিছু হয়নি, হোমস। সামান্যই।

পকেট ছুরি বার করে আমার ট্রাউজার্সের খানিকটা ফাঁস করে কেটে ছিঁড়ে ফেলল হোমস। ক্ষতস্থান দেখে বললে হাঁফছাড়া গলায়, যাক চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে। ওহে, এবার তোমার পালা। যার উদ্দেশে বলা হল শেষ কথাটা, সে তখন টলতে টলতে উঠে বসেছে মেঝের ওপর। ওয়াটসন মারা গেলে তোমাকেও আর জ্যান্ত বেরোতে হত না ও-ঘর থেকে।

বেহুঁশের মতো বসে রইল ইভান্স। হোমসের হাতে ভর দিয়ে পাতাল ঘরের কিনারায় গিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। ইভান্সের জ্বালানো মোমবাতির আলোয় দেখলাম বিস্তর মরচে ধরা যন্ত্র, রাশিরাশি বোতল আর একপাশে এক টেবিলের ওপর ছোটো ছোটো কাগজের বান্ডিল থরে থরে সাজানো।

হোমস বললে, ছাপাখানা-নোটজালের কারখানা।

আজ্ঞে হ্যাঁ, রোজার প্রেসকোটের নোটজালের কারখানা গোটা লন্ডন শহরে এতবড়ো জালিয়াত আর ছিল না। বলতে বলতে কোনোরকমে উঠে গিয়ে একটা চেয়ারে ধপাস

দু বেস-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

করে বসে পড়ল ইভ্যাস । টেবিলের ওপর দেখছেন দু-লক্ষ পাউন্ডের জাল নোট । আসুন, ভাগ নিন, চেপে যান ।

হাসল হোমস ।

এদেশে বখরা দিয়ে সটকানো যায় না ইভ্যাস । প্রেসকোটকে তাহলে তুমিই খতম করেছিলে?

হ্যাঁ, করেছিলাম । করে আপনাদের অনেক উপকারই করেছি । প্রেসকোটের নোটের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডের নোটের কোনো তফাত নেই-বাজারে বেরোলে টের পেতেন । আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি আপনাদের । তারপর না হয় নোটগুলো লুকোনো আছে কোথায় সেই খোঁজেই বেরিয়েছিলাম-দোষটা কোথায়? এখানে এসে দেখি এই মক্কেল ঘর জুড়ে বসে—কস্মিনকালেও বেরোয় না ঘর থেকে জানেও না বসে আছে বিশলাখ পাউন্ডের ওপর । খুন করলেই আপদ মিটে যেত-এত ঝামেলা হত না । আমি আবার শুধু শুধু কাউকে গুলি করি না—গুলি না-করতে এলে গুলি চালাই না । প্রেসকোট ভুল করেছিল । কিন্তু এই মক্কেলকে ভালোয় ভালোয় সরিয়ে দিতে গিয়ে জড়িয়ে পড়লাম জালে । ধরে কিন্তু রাখতে পারবেন না-নোট আমি জাল করিনি ।

কিন্তু খুন করতে গিয়েছিলেন । বললে হোমস । যাকগে, সে দেখবার মালিক আমরা নই । ওয়াটসন, দাও তো ভায়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে একটা ফোন করে । ওদের পাখি নিয়ে যাক ওরা ।

খুনে ইভ্যাসের কিন্তু মন ভেঙে গেল এই ঘটনায়। স্বপ্নভঙ্গের পরিণামে নার্সিং হোমে কাটাতে হল দীর্ঘদিন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লন্ডনের সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্ট। অনেকদিন ধরেই তারা খবর রেখেছিল প্রেসকোটের নোট জালের কারখানা লন্ডনেই আছে কিন্তু ঠিক কোথায় আছে সে-হদিশ পাচ্ছিল না কিছুতেই। পাবলিকের এতবড়ো একটা বিপদের অবসান ঘটায় তারা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল বটে, কিন্তু খুনে ইভ্যাসের জেল হয়ে গেল অ্যাটেম্পটেড মার্ডারের চার্জে।

টীকা

তিনের ত্র্যহস্পর্শ : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি গ্যারিডেবস ২৫ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখের কলিয়ার্স উইকলিতে এবং জানুয়ারি ১৯২৫ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিল শার্লক হোমস : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ডেন প্যাশনে গল্পে জানা যায় শার্লক হোমস ফরাসি দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান লিজিয় দ্যনর গ্রহণ করেছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে তার নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যানের কারণ অজ্ঞাত থেকে যায়।

দ্য বেন্স-বুক অফ শার্লক হোমস । অর্থার বেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

টেলিফোন ডিরেক্টরিটা : ডিরেক্টরির উল্লেখ পাওয়া গেলেও বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে টেলিফোনের উল্লেখ পাওয়া যায় শুধুমাত্র দি ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট এবং দ্য রিটার্ড কালারম্যান গল্পে।

মুরভিল : কয়েকজন গবেষক জানিয়েছেন কানস রাজ্যে মুরভিল নামে কোনো জায়গা নেই।

কানসাস : বা কানস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য।

ছবিতে যা দেখেছি : খবরের কাগজের রিপোর্টে হোমসের ছবি, নাকি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ইলাসট্রেশনের আঁকা ছবি, তা কিন্তু বলেননি জন গ্যারিডেব।

পঞ্চাশ লক্ষ ডলার : বর্তমানের সূচকে কিন্তু এক-শো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি টাকা।

নিয়ানডারথাল : ১৮৫৬ সালে জার্মানির নিয়ানডার উপত্যকায় আবিষ্কৃত আদিম গৃহবাসী হোমোস্যাপিয়েন্সের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। মনে করা হয় এই মানুষ ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যে প্লিস্টোসিন যুগের শেষ ভাগে বাস করত।

ক্রোম্যাগ : দশ হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগেকার মানুষ হোমোস্যাপিয়েন্সের শেষদিকের প্রতিনিধি।

দু ব্লেস-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার ব্লেগান ডফল । শার্লক হোমস

হাইডেলবার্গ : হোমমা ইরেকটাস বা হোমোস্যাপিয়েন্সের অন্তর্গত হাইডেলবার্গ ম্যানের চোয়ালের হাড় ১৯০৭-এ জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরে আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে করা হয় এই মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করতেন চার লক্ষ বছর আগে।

সাইরাকুসান : সিসিলির সাইরাকুস বা সাইরাকিউস শহর রোমানরা দখল করে ২১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

সোদবি অথবা ক্রিস্টি : সোদবিজ এবং ক্রিস্টিজ লন্ডন শহরের দুই প্রতিদ্বন্দী নিলামঘর। ১৭৪৪-এ সোদবি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রিস্টিজ হয় ১৭৬৬ সালে।

হাস স্লোন : স্যার হাস স্লোন (১৬৬০-১৭৫৩) ছিলেন ধনকুবের এবং সংগ্রাহক। এর সংগ্রহ নিয়েই ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রথম ভোলা হয়।

জর্জিয়ান : ১৭১৪ থেকে ১৮৩০, রাজা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ জর্জের রাজত্বে নির্মিত স্থাপত্য বা তদসম্পর্কিত অন্য কিছু।

চাবি ঘোরানোর আওয়াজ : বাড়ির চাবি খুনে ইভান্স পেল কোথা থেকে? চোরের মতো উপায়ে খুলে থাকলে, এভাবে একবার ঘুরিয়েই তালা খোলা যেত না।

দু বেস-বুঝ ঔফ শার্লক হোমস । ঔথার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

পাডুলিপির প্যাঁচ

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য থ্রি গেবলস]

থ্রি গেবলস-এর কাহিনি যেরকম অতর্কিত এবং নাটকীয়ভাবে শুরু হয়েছে, শার্লক হোমসের কোনো কাহিনি সেভাবে আরম্ভ হয়নি।

হোমসের সঙ্গে দিনকয়েক মোলাকাত হয়নি বলে জানা ছিল না কী কী রহস্য নিয়ে সম্প্রতি ও মাথা ঘামাচ্ছে। সকালের দিকে তাই ফায়ার প্লেসের দু-পাশে দুটো চেয়ারে বসে ছিলাম দুজনে। হোমসের মুখে ধূমায়িত পাইপ। এমন সময়ে যেন একটা খ্যাপা ষাঁড় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

একটা নিগ্রো। পরনে চোখ ধাঁধানো চেক কোট। জ্বলজ্বলে টাই। চওড়া মুখ আর ধ্যাবড়া নাক সামনে ঠেলে বিষ মাখানো চোখে কটকট করে পর্যায়ক্রমে আমাদের দেখে নিয়ে বললে দাঁতে দাঁত পিষে, মাসার হোমস কে?

স্মিত মুখে পাইপটা হাতে নিল হোমস।

ওঃ, আপনি! টেবিল ঘুরে ভয়াবহ ভঙ্গিমায় এগিয়ে এল দানব নিগ্রো, মাসার হোমস, নিজের চরকায় তেল দিন-অন্যের ব্যাপারে কাঠি দিতে যাবেন না, বুঝেছেন?

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ডহল । শার্লক হোমস

বলে যাও, ফাইন হচ্ছে ।

ফাইন হচ্ছে? হিংস কঠে গর্জে উঠল বর্বর কৃষ্ণকায় । ফাইন আর থাকবেন না আমি হাত লাগালে-একটু ঝেড়ে দিলেই বুঝবেন ঠেলাটা ।

বলে, গাঁটওলা প্রকাণ্ড খাবার মতো ঘুসি নাড়তে লাগল হোমসের নাকের ডগায় ।

খুঁটিয়ে ঘুসিটা দেখল হোমস । বলল, পেট থেকে পড়েই এমনি ঘুসি পেয়েছ না, আস্তে আস্তে বাগিয়েছ?

ফায়ার প্লেস খুঁচোনের লোহার ডাভাটা তুলে নিতে গিয়ে শব্দ করেছিলাম বলেই, না, হোমসের হিমশীতল আচরণের জন্যে কিনা জানি না, নিগ্রো দর্শনার্থীর উগ্রতা স্তিমিত হল যৎসামান্য ।

বললে, হ্যারোর পথ মাড়াবেন না-হুঁশিয়ার করে গেলাম । আইন আমি এই হাত দিয়ে বানাই-পিণ্ডি চটকে ছাড়ব ।

তোমার গায়ে বড়ো গন্ধ । অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলাম, তোমার নামই তো কালসিটে ফেলনেওয়ালা স্টিভ ডিক্সি?

হ্যাঁ, আমিই স্টিভ ডিক্সি । চুমু খেয়েছেন কি মরেছেন ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বণনান ডহল । শার্লক হোমস

পাগল, ওই জিনিসটা মরে গেলেও তোমাকে কেউ দেবে না। হলবর্ন পার্কে পার্কিং ছোকরার খুন হওয়ার ব্যাপারে ও কী! চললে নাকি?

তড়াক করে লাফিয়ে পেছিয়ে গিয়ে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মখে চেঁচিয়ে উঠল নিথো দৈত্য, মাসার হোমস! মাসার হোমস! পার্কিং নিজেই ঝঞ্জাট পাকিয়েছিল, আমি তো ট্রেনিং দিচ্ছিলাম কিন্তু তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

ম্যাজিস্ট্রেটকে বলো সে-কথা। তোমাকে আর বার্নে স্টকডেলকে সেইদিন থেকেই চোখে চোখে রেখেছি আমি।

মাসার হোমস, রক্ষা করুন—

বেরোও!

যাই মাসার হোমস। রাগ করলেন না তো?

কে পাঠিয়েছে তোমাকে?

যার নাম এইমাত্র করলেন।

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

তাকে কে হুকুম করেছে?

তা তো জানি না। বার্নে আমাকে বলল-যা, মাসার হোমসকে একটু ভেঁটে দিয়ে আয়।
হারো মাড়ালেই জানে খতম হয়ে যাবে বলে চলে আয়। তাই এসেছিলাম।

বলতে বলতে আবার ঠিক খ্যাপা ষাঁড়ের মতো চক্ষের নিমেষে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে
গেল সিঁভ ডিক্সি। খুক খুক করে হেসে উঠে পাইপ থেকে ছাই ঝাড়ল হোমস।

ডাহা ভীতু, কত সহজে কবজায় আনলাম দেখলে। যেভাবে ডান্ডা বাগিয়ে ধরে ছিল-
বেচারার খুলি পাউডার হয়ে যেত আমি না-থাকলে। সিঁভ হল স্পেনসার জন
গুন্ডাবাহিনীর মেসার-ওর গুরু বার্নের কলজে এর চাইতে মজবুত। টাকা খেয়ে হুমকি
দেওয়া আর মারপিট করাই এদের ব্যাবসা!

তোমার পেছনে কেন?

হারো উইল্ড কেসে পাছে হাত দিই-এই ভয়ে। এই ঘটনার পর হাত দেবই। নিশ্চয়
লটঘট ব্যাপার কিছু আছে, নইলে বাড়ি পর্যন্ত চড়াও হত না।

কেসটা কী?

এই চিঠিখানা পড়লেই বুঝবে। ইচ্ছে থাকলে চল দুজনে ঘুরে আসি।

চিঠিখানা এই :

প্রিয় মিস্টার শার্লক হোমস,

এ-বাড়িতে পর-পর এমন অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে যে আপনার পরামর্শ আমার একান্তই দরকার। কালকে যেকোনো সময়ে বাড়িতেই পাবেন আমাকে। উইল্ড স্টেশন থেকে একটু দূরেই আমার বাড়ি। আমার স্বর্গত স্বামী মর্টিমার মেবারলি আপনার মক্কেল হয়েছিল এক সময়ে।

আপনার বিশ্বস্ত

মেরি মেবারলি

থ্রি গেবলস, হ্যারো উইল্ড

ট্রেনে চেপে আর সামান্য পথ একটা ঘোড়ার গাড়িতে পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলাম ইট কাঠ দিয়ে তৈরি বিষণ্ণ চেহারার বাড়িটার সামনে। পেছনে পাইন, সামনে অযত্নবর্ধিত ঘাস। সামনের জানলাগুলোর ওপরে তিনটে খোঁচা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে থ্রি গেবলস নামটার কিছুটা সার্থকতা শুধু সেইখানেই। বাড়ির ভেতরটা কিছু ভালো ভালো ফার্নিচারে ঠাসা। গৃহকত্রীও বেশ মার্জিত। প্রৌঢ়া মহিলা।

হোমস বললে, আপনার স্বামীর সঙ্গে ছোট্ট একটা ব্যাপারে যোগাযোগ ঘটেছিল বটে।

দু বেস-বুক ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

ভদ্রমহিলা বললেন, ঔার ছেলে ডগলাসের নামও নিশ্চয় শুনেছেন?

ডগলাস! লন্ডনের সবাই শুনেছে ও-নাম । দারুণ মানুষ! কোথায় তিনি?

স্বর্গে । রোমে চাকরি করতে করতেই নিউমোনিয়ায় মারা গেছে গতমাসে ।

সেকী! ঔ-রকম তাজা প্রাণবন্ত মানুষটা... ভাবাও যায় না! ক্ষণজন্মা পুরুষ । স্বল্প জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে যাপন করে গেল ।

বড়ো বেশি তেজের সঙ্গে, মিস্টার হোমস । তাই ভেঙে পড়ল শেষের দিকে-বুক ভেঙে গেল-দেখলে ঔর চিনতেও পারতেন না ।

ভালোবাসার ব্যাপার?

হ্যাঁ-ঔক শয়তানির সঙ্গে-পিশাচিনীর সঙ্গে । যাক গে, ছেলের কথা বলতে ঔপনাকে ঔনাইনি ।

বলুন কী সমস্যা ।

আমি এই বাড়িটা কিনেছি বছরখানেক আগে। অবসর জীবনযাপন কবর বলে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখিনি। তা সত্ত্বেও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে এই বাড়ি ঘিরে। তিনদিন আগে একজন বাড়ির দালাল এসে এই বাড়ি কিনতে চাইল তার এক মক্কেলের জন্যে। আমি তো অবাক। এ তল্লাটে পাকাবাড়ি অনেক রয়েছে—তা সত্ত্বেও আমার বাড়ি কেন? যাই হোক, দেশভ্রমণের খুব ইচ্ছে আমার। তাই পাঁচশো পাউন্ড দর চড়িয়ে একটা দাম হাঁকলামসঙ্গেসঙ্গে রাজি হয়ে গেল দালালটা। তারপর বললে, বাড়ির মধ্যে যা কিছু আছে, সব রেখে যেতে হবে তার দামও দেওয়া হবে। ফার্নিচারগুলো ভালোই। তাই মোটা দর হাঁকলাম। রাজি হয়ে গেল লোকটা। এত টাকা একসঙ্গে হাতে পেলে শেষ জীবনটা নিশ্চিতভাবে কাটবে ভেবে বেশ আনন্দ হল।

গতকাল সকালে দলিলের খসড়া রেখে গেল দালাল। আমার উকিল মিস্টার সত্রো এই অঞ্চলেই থাকেন। দলিল দেখেই তিনি বললেন—বড়ো অদ্ভুত শর্ত দেখছি। এতে সই করলে বাড়ির মধ্যে থেকে খড়কুটো পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন না আপনি।

রাত্রে দালাল এলে বললাম, একী ব্যাপার। আমি তো শুধু ফার্নিচার বিক্রি করব। লোকটা বললে, তা হয় না। মক্কেলের বাতিক বড়ো বিদঘুটে। সব রেখে যেতে হবে। আমি বললাম—তাই কি হয়? আমার গয়নাগাটি কাগজপত্র। দালাল বললে—ঠিক আছে। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু যাওয়ার সময়ে সব দেখিয়ে যেতে হবে। আমি খেপে গিয়ে বললাম তাহলে বাড়ি বেচব না। লোকটা গেল, আমিও ভাবনায় পড়লাম। এ-রকম অদ্ভুত কাণ্ড—

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেনান ডহল । শার্লক হোমস

ঐ পর্যন্ত শোনবার পর অডুত ঐকটা বাগড়া পড়ল ।

নিঃশব্দে হাত তুলে মিসেস মেবারলিকে নিরস্ত করল হোমস । মার্জার চরণে হেঁটে গেল দরজার কাছে । ঐক ঝটকায় পাল্লা খুলে মস্ত চেহারার হাড়সর্বস্ব ঐকটি স্ত্রীলোককে ঘাড় খামচে ধরে ঐমনিভাবে হিড় হিড় করে টেনে আনল যেন খাঁচা থেকে মুরগি বার করছে— স্ত্রীলোকটাও । ঝটপট করতে লাগল খাঁচা থেকে টেনে আনা মুরগির মতোই ।

ঐকী । ঐকী হচ্ছে! ছাড়ুন বলছি!

সুশান! ওখানে কী করছিলে?

ঐরা লাঞ্চ খাবেন কি না জিজ্ঞেস করতে আসছি, অমনি ঐই ভদ্রলোক—

হোমস বললে, পাঁচ মিনিট ধরে তোমার সোঁ-সোঁ করে নিশ্বেস নেওয়ার শব্দ আমি শুনেছি সুশান ।

সুশানের মুখের রং পালটে গেল ঐই কথায় । তা সত্ত্বেও তেড়ে উঠে বললে, আমার ঘাড় আপনি ধরার কে?

ধরেছি সামনাসামনি ঐকটি জিনিস ভজিয়ে নেব বলে । মিসেস মেবারলি, আপনি আমাকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছেন—ঐ-কথা কাউকে বলেছেন?

না।

চিঠি ডাকবাক্সে কে ফেলেছিল?

সুশান।

সুশান, চিঠির কথা তুমি কাকে জানিয়েছিলে?

কাউকে না।

সোঁ-সোঁ করে যারা নিশ্বেস নেয়, তারা বেশিদিন বাঁচে না, সুশান। কেন মিথ্যে বলছ?

সুশান, গর্জে উঠলেন মিসেস মেবারলি, আমি নিজের চোখে দেখেছি ঝোঁপের আড়ালে
কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে।

সে অন্য কথা, বেপরোয়া সুর সুশানের। আমার ব্যাপার—

যাকে বলছিলে তার নাম বার্নে স্কটডেল, বলল হোমস।

জানেনই তো জিজ্ঞেস করছেন কেন?

সঠিক জানতাম না-এখন জানলাম । দশ পাউন্ড দোব সুশান-বলে ফেলো বার্নেকে কে পাঠিয়েছে ।

যে পাঠিয়েছে সে আপনার এক একটা দশ পাউন্ডের বদলে হাজার পাউন্ড দিতে পারে ।

এতই টাকার জোর ভদ্রলোকের? ভদ্রলোক নন-মিটিমিটি হাসছ দেখছি-ভদ্রমহিলা । যাক, অনেক কথাই তো বললে, এবার নামটা বলো-দশ পাউন্ড নিয়ে যাও ।

জাহান্নমে যান ।

সুশান, মুখ সামলে কথা বলো! কড়া গলা মিসেস মেবারলির ।

আপনার চাকরির কথায় আগুন! ঢের সয়েছি, আর না-চললাম । কাল লোক পাঠিয়ে দোব-আমার জিনিসপত্র দিয়ে দেবেন । বলেই দরজার দিকে ছিটকে গেল সুশান ।

গুডবাই সুশান-দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই সহজ সুরে হোমস বললে, কত তাড়াতাড়ি গুন্ডার দলটা কাজ চালিয়ে গেছে দেখুন; আপনার চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ পড়েছে রাত দশটায় আমার কাছে এদের শাসানি পৌঁছে গেছে আজ সকাল এগারোটায় । এইটুকু সময়ের মধ্যেই সুশান খবর পাঠিয়েছে নাটের গুরু সেই ভদ্রমহিলাকে-ভদ্রমহিলাই বলব, কেননা

দু বেস-বুর্ক ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

ভদ্রলোক বলায় সুশান ফিক করে হেসে ফেলেছিল আমিও গোড়ায় গলদ করছি দেখে ।
ভদ্রমহিলা ব্ল্যাক স্টিভকে পাঠিয়েছেন আমাকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিতে ।

কিন্তু ওরা চায় কী?

সেইটাই তো প্রশ্ন । এ-বাড়ি আগে কার ছিল?

একজন রিটার্ড সী-ক্যাপ্টেনের ।

ভদ্রলোক সম্বন্ধে আশ্চর্য কোনো খবর জানেন?

আমি অন্তত জানি না ।

কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখেনি তো! আজকাল অবশ্য গুপ্তধন রাখতে হলে পোস্টঅফিসের
বাস্কেই রাখা হয় । তবে কিছু পাগল-ছাগল আছে লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করতে না-পারলে
ঘুম হয় না । কিন্তু গুপ্তধনই যদি হবে তো ফার্নিচার নিতে চাইবে কেন? নিশ্চয় র‍্যাফেলের
ছবি বা শেক্সপিয়রের পাণ্ডুলিপি এখানে নেই?

মোটাই না । ক্রাউন ডার্বি টি সেট ছাড়া আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না ।

দু ব্রেস-বুথ ঔফ শার্লক হোমস । ঔমার বোনা ডয়ল । শার্লক হোমস

সেজন্যে এত ঝগড়াট পাকিয়ে রহস্য সৃষ্টির সার্থকতা থাকে না। টি-সেটই যদি দরকার হবে তো সোজাসুজি বললে পারত? সরাসরি দাম হেঁকে শুধু ওই বস্তুটাই কিনতে চাইত। বাড়িসুদ্ধ জিনিস নিতে যাবে কেন? মিসেস মেবারলি, আমার মনে হয় ওরা এমন একটা জিনিসের দখল চায় যেটা আপনি জানেন না আপনার কাছে আছে-জানলে প্রাণ গেলেও হাতছাড়া করবেন না।

আমারও তাই মনে হয়। বললাম আমি।

ডাক্তার ওয়াটসন একমত আমার সঙ্গে।

জিনিসটা তাহলে কী হতে পারে, মিস্টার হোমস? শুধোন মিসেস মেবারলি।

দেখাই যাক না মানসিক গবেষণা করে তার হৃদিশ পাওয়া যায় কি না। এ-বাড়িতে এক বছর আছেন?

প্রায় বছর দুয়েক।

আরও ভালো। এতদিনে কেউ আপনার কাছে কিছু চায়নি-হঠাৎ তিন চার দিনের মধ্যে উঠল বাই তো কটক যাই অবস্থা হল-জিনিসটা ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার। কী মনে হয় এতে?

দু বেস-বুঝ ঔফ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনাড ডফল । শার্লক হোমস

জিনিসটা খুব সম্প্রতি বাড়িতে এসেছে, বললাম আমি ।

আবার একমত হওয়া গেল ডাক্তারের সঙ্গে । বললে হোমস । মিসেস মেবারলি, দিন কয়েকের মধ্যে নতুন কী জিনিস এ-বাড়িতে পৌঁছেছে?

কিছু না । এ-বছর নতুন কিছুই কিনিনি ।

তাই নাকি! ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! তাহলেও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া যাক । আপনার এই উকিল ভদ্রলোক খুব কাজের লোক?

খুবই ।

সুশান ছাড়া আপনার আর কোনো ঝি আছে?

একটা বাচ্চা মেয়ে আছে ।

মিস্টার সুত্রোকে দু-এক রাত এ-বাড়িতে থাকতে বলুন । আপনাকে আগলানো দরকার!

কার খপ্পর থেকে?

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰণান ডফল । শাৰ্লক হোমস

এখনও জানা নেই-ওদের উদ্দেশ্য কী বুঝতে পারলে সেইদিক থেকে নাটের গুরুর হদিশ বার করে ফেলতাম । দালালটার ঠিকানা কী?

কার্ডেতে শুধু নাম আর পেশা লেখা আছে । হেস-জনসন, নিলামদার ।

ডিরেক্টরি হাটকেও ঠিকানা পাব না । সৎ কারবারিরা কখনো কারবারের ঠিকানা লুকিয়ে রাখে না । মিসেস মেবারলি, নতুন কিছু ঘটলে জানাবেন-আমি রইলাম আপনার পেছনে ।

হল ঘরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময়ে শ্যেনচক্ষু হোমসের নজরে পড়ল এক কোণে বেশ কিছু ট্রাঙ্ক আর কাঠের বাক্স তাগাড় করা হয়েছে । হোমসের চোখ এড়ায় না কিছুই ।

বলল, বাক্সর গায়ে দেখছি মিলানো, লুসারেনে লেখা রয়েছে? ইটালি থেকে এসেছে ।

ডগলাসের জিনিসপত্র ।

এখনও খোলেননি? কদিন এসেছে?

দিন সাতেক ।

দু ব্লেস-বুফ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার ব্লেগান ড়েল । শার্লক হোমস

সেকী! আপনি যে বললেন দিনকয়েকের মধ্যে কিছুই আসেনি বাড়িতে । নিশ্চয় এর মধ্যে দামি জিনিস কিছু আছে যার জন্যে লোক লেগেছে আপনার পেছনে ।

দামি জিনিস কী আর থাকবে বলুন । ডগলাস মাইনে পেত সামান্যই ।

একটু ভাবল হোমস । বলল, আর দেরি করবেন না । সব জিনিস ওপরতলায় আপনার শোবার ঘরে নিয়ে যান । খুলে দেখুন কী আছে । আমি কাল আসছি ।

থ্রি গেবলস-কে যে খর নজরে রাখা হয়েছে, হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলাম রাস্তায় বেরোতেই । মোড়ের মাথায় গাছের ছায়ায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা দানব নিথোর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলাম আচমকা । সঙ্গেসঙ্গে পকেটে হাত দিল হোমস ।

মাসার হোমস কি পিস্তল বার করছেন?

না হে; সেন্টের শিশি বার করছি ।

আপনি বড়ো মজার লোক, মাসার হোমস ।

স্টিভ, আমি যদি তোমার পেছনে লাগি, খুব বেশি মজা আর পাবে না । সকালে সাবধান করেছি, খেয়াল নেই দেখছি ।

দু ব্রেস-বুথ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার বোনা ডয়ল । শার্লক হোমস

খুব খেয়াল আছে মাসার হোমস । সেইজন্যেই তো এসেছি আপনার কাজে লাগতে মাসার পার্কিন্সের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে নয় ।

তাহলে বলো তো বাপু কে তোমাদের এ-কাজে নামিয়েছে?

মাসার হোমস, ভগবানের দিব্য আমি জানি না । বার্নির হুকুমে নেমেছি-এর বেশি জানি ।

সিঁভ, মনে থাকে যেন ও-বাড়ির ভদ্রমহিলা আর সব কিছু দেখাশুনার ভার এখন আমার ওপর ।

মনে থাকবে, মাসার হোমস ।

কিছু দূরে এসে হোমস বললে, পালের গোদাটির নাম জানা থাকলে ব্ল্যাক সিঁভ এখন তার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসত । স্পেনসার জনের দলের লোকজনদের মতিগতি আমি জানি । ওয়াটসন, এ-কैसे ল্যাঙ্গডেল স্পাইকের সাহায্য দরকার । চললাম সেইখানে ।

আমি বলছি, মিস্টার হোমস । যদিও বলবার মতো তেমন কিছু নেই ।

সারাদিন আর টিকি দেখা গেল না হোমসের । আমি জানি ও যার কাছে গেছে, তার কাছ থেকে শহরের নোংরা কেলেকারির কিছু খবর ও আনবেই । ল্যাঙ্গলে স্পাইক লোকটা চার

অঙ্কের মোটা টাকা রোজগার করে পত্রিকায় ফি হুয়ায় কদর্য কুৎসা পরিবেশন করে । এ-
ব্যাপারে একযোগে সে রিসিভার এবং ট্রান্সমিটার । হোমস তার কাছে কেলেক্সারি কাহিনি
মাঝে মাঝে পোঁছে দেয়-বিনিময়ে নতুন খবর সংগ্রহ করে । কেলেক্সারি কাহিনির এহেন
ডিপো থেকে রিভহস্তে যে সে ফেরেনি, তা বুঝলাম পরের দিন সকালে দেখা হওয়ার
পর হাবভাব দেখে । কিন্তু তার পরেই এল টেলিগ্রামের আকারে একটা বিরাট বিস্ময় :

এখুনি আসুন । মক্কেলের বাড়িতে রাতে চোর পড়েছিল । পুলিশ এসেছে ।

শিস দিয়ে উঠল হোমস, দেখলে তো ওয়াটসন, নাটকের গুরুটি বেশ করিতকর্মা ব্যক্তি ।
তোমাকে ওখানে রাত কাটাতে না-বলে খুব ভুল করেছি-সুত্রো লোকটা কোনো কাজের
নয় । যাক গে, নাটক যখন ক্লাইম্যাক্সে পোঁছেছে, তখন হীরো উইন্ডে আবার না-গেলেই
নয় ।

এবার পোঁছে দেখলাম বিষণ্ণ বাড়িটার সামনে এক পাল নিষ্কর্মা লোকের ভিড়, জানলা
আর ফুলের ঝোপ পরীক্ষা করছে পুলিশ কনস্টেবল । বাড়ির ভেতর আমাদের অভ্যর্থনা
জানালেন পঙ্ককেশ এক বৃদ্ধি ভদ্রলোক মিস্টার সুত্রো । পুলিশ ইনস্পেকটর হোমসের
পুরোনো বন্ধু । সোল্লাসে বললেন, এক্সপার্টের দরকার হবে না । ছিঁচকে চুরি । হাড়হাবাতে
পুলিশই সামলাতে পারবে ।

ছিঁচকে চুরি? হোমসের প্রশ্ন ।

দু ব্রেস-বুথ ঐশ্বর শার্লক হোমস । ঐশ্বার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

এক্বেবারে । চোর কারা, তাও জানা হয়ে গেছে । বার্নে স্টকডেলের দলবলের কাজ নিথ্রোটাকেও দেখা গেছে ধারেকাছে ।

চমৎকার! কী চুরি গেল?

তেমন কিছু না । মিসেস মেবারলিকে ক্লোরোফর্ম করে-ওই যে, এসে গেছেন উনি ।

ঝিয়ের কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনে ঘরে ঢুকলেন মিসেস মেবারলি-মিস্টার হোমস আপনার কথা শুনি নি বলেই এই কাণ্ড ঘটল । মিস্টার সুত্রোকে আর কষ্ট দিতে চাই নি কাল রাত্রে ।

আজ সকালেই শুনলাম আপনার নির্দেশ, বললেন মিস্টার সুত্রো ।

খুব ক্লান্ত দেখছি আপনাকে, বললে হোমস । কী ব্যাপার খুলে বলতে পারবেন?

মোটকা নোটবই ঠুকে ইনস্পেকটর বললেন, এর মধ্যেই সব পাবেন ।

ওঁর মুখে শুনতে চাই-যদি খুব ক্লান্ত বোধ না-করেন ।

আমি বলছি, মিস্টার হোমস । যদিও বলবার মতো তেমন কিছু নেই । বাড়িতে চোর ঢোকানোর ব্যবস্থাটা নিশ্চয় সুশানের কীর্তি । নাকে ক্লোরোফর্ম দেওয়ার পর জ্ঞান ছিল না । জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলাম বিছানার পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে । আর একজন

দু বেস-বুঝ ঔখ শার্লক হোমস । ঔথার বোনার ডহল । শার্লক হোমস

হাতে করে কী তুলছে ছেলের ব্যাগের মধ্যে থেকে, ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরলাম তাকে ।
অন্য লোকটা নিশ্চয় তখন মেরে ফের অজ্ঞান করে দেয় আমাকে । আওয়াজ শুনে মেরি
দৌড়ে এসে চঁচামেচি করে পুলিশ ডাকে-চোর পালায় তার আগেই ।

কী নিয়ে গেছে?

তেমন কিছু নয় । ডগলাসের বাক্সে ব্যাগে দামি কিছু ছিল না ।

সূত্র কিছু ফেলে গেছে চোরেরা?

যে-লোকটাকে জাপটে ধরেছিলাম, তার হাত থেকে একটা কাগজ খামচে ছিঁড়ে
দিয়েছিলাম বোধ হয়-মেঝেতেই পড়ে ছিল দলা পাকানো অবস্থায় । ছেলের হাতে লেখা
কাগজ ।

তার মানে কোনো কাজে আসবে না । চোরদের হাতের লেখা থাকলে একটা কথা ছিল,
বললেন ইনস্পেকটর ।

ঠিক বলেছেন । তবুও কাগজটা দেখতে চাই ।

নোটবই থেকে ভাঁজ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজটা বার করতে ইনস্পেকটর বললেন, পঁচিশ
বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, আঙুলের ছাপ-টাপ থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায় ।

দু ব্রেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার ব্রেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

কাগজ দেখে হোমস বললে, আপনি কী পেয়েছেন এ থেকে?

অদ্ভুত ংকটা নভেলের ঔপসংহার বলেই মনে হল ।

ঔপন্যাসের ঔপসংহার তে বটেই । পৃষ্ঠা সংখ্যা দেখেছেন না, দু-শো পঁয়তাল্লিশ । ংগের দু-শো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা কোথায়?

চোরে নিয়ে গেছে বোধ হয় । নিয়ে যাওয়াই সার হবে-লাভ হবে ংষ্টরস্তা ।

অদ্ভুত, গল্প চুরির জন্যে বাড়িতে চোর ঢোকাটা ংকট ংস্বাভাবিক নয় কি?

তাড়াহুড়োর মাথায় হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে সটকেছে, বললেন ংনস্পেকটর ।

কিন্তু ংমার ছেলের জিনিসের ঔপর নজর পড়লে কেন? মিসেস মেবারলির প্রশ্ন ।

নীচের তলায় কিছুই পায়নি বলে । ংনস্পেকটরের জবাব ।

হোমস বললে, ঔয়াটসন, জানলার কাছে ংসো । পড়া যাক কাগজটা ।

আলোয় দাঁড়িয়ে পড়লাম একটা বাক্যের মাঝখান থেকে আশ্চর্য কয়েকটা কথা ।

... দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল মুখের কাটা ছেড়া থ্যাঁতলানো জায়গাগুলো দিয়ে । কিন্তু ক্ষতবিক্ষত রুধিরপ্লাবিত হৃদয়ের তুলনায় মুখের ক্ষত কিছুই নয় । হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দর সেই মুখখানির সহসা পরিবর্তন দেখে... সেই মুখ... যে-মুখের জন্যে জীবন পর্যন্ত নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারত সে, সেই মুখ তার দিকে চেয়ে... তার যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনার দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসল... হাসির মধ্যে ফুটে উঠল হৃদয়হীনার হায়নাহাসি... পিশাচিনীর নিষ্করণ উল্লাস... সেই মুহূর্তেই... হ্যাঁ, হা... সেই মুহূর্তেই নির্মম ওই হাসি দেখেই প্রেম মারা গেল তার হৃদয়ের মধ্যে জন্ম নিল ঘৃণা । মানুষ কিছু নিয়ে বাঁচতে চায় । আমিও বাঁচব । প্রতিহিংসার অনলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়োনোর জন্যে বাঁচব । তোমার প্রেম পাইনি প্রেয়সী, পাইনি তোমার বাহুবন্ধন-কিন্তু তোমার কীর্তিকাহিনি ফাঁস করে দেওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকবে এই অধম ।

চমৎকার ব্যাকরণ! মৃদু হেসে কাগজটা ইনস্পেকটরের হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে হোমস, সে আর তার কীরকম শেষের দিকে আবেগের মাথায় আমি হয়ে গেল লক্ষ করেছেন? চরম মুহূর্তে নিজেকেই নাটকের নায়ক কল্পনা করে বসেছে লেখক ।

লেখার যা ছিরি, কাগজটা নোটবইতে রাখতে রাখতে মন্তব্য করলেন ইনস্পেকটর । একী! চললেন নাকি, মিস্টার হোমস?

দু ব্রেস-বুথ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

যোগ্য ব্যক্তির হাতে তদন্তভার যখন রয়েছে, আমার আর থাকার দরকার নেই। মিসেস মেবারলি, আপনি দেশভ্রমণ করতে চাইছিলেন না?

অনেক দিনের সাধ।

কোথায় যেতে চান? কায়রো? মাদিরা? রিভিয়েরা?

টাকা থাকলে পৃথিবীটা ঘুরে আসতাম।

বেশ, বেশ, পৃথিবী ঘুরতে চান। ঠিক আছে, সুপ্রভাত সবাইকে। সন্কে নাগাদ আমার চিঠি পেতে পারেন। বেরিয়ে আসার সময়ে ইনস্পেকটরের ঠোঁটের কোণে হাসিটুকুর মানে মনে হল এইরকম-সেয়ানা হলেই কি এমনি মাথাপাগলা হতে হয়?

লন্ডন পৌঁছে হোমস বললে, এ-ব্যাপারের এখুনি নিস্পত্তি করা দরকার। ইসাদোরা ক্লিনের মতো মেয়েছেলের সঙ্গে একা দেখা করা নিরাপদ নয়-তুমিও চলো, সাক্ষী থাকবে।

গাড়ি নিয়ে চললাম গ্রসভেনস স্কোয়ারের দিকে। কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকার পর আচমকা যেন জেগে উঠে হোমস বললে, ওয়াটসন, সব বুঝেছি নিশ্চয়?

নাটের গুরুত্ব সঙ্গে দেখা করতে চলেছ-এ ছাড়া কিছু বুঝিনি!

ঠিক, ঠিক। ইসাদোরা ক্লিন নামটা শুনেও কিছু বুঝলে না? এ সেই বিখ্যাত স্প্যানিশ বিউটি-যার পূর্বপুরুষরা পুরুষানুক্রমে পারনামবুকোতে সর্দারি করে গেছে যে হঠাৎ কুবের হয়ে গিয়েছিল জার্মান চিনি সম্রাট ক্লিনকে বিয়ে করার পরেই বিধবা হওয়ার পর। তারপর থেকেই ঘরোয়া প্রেমে পুঁদ হয়েছিল বিখ্যাত বিউটি একাধিক পুরুষের সঙ্গে। পার্মানেন্ট প্রেমিক এ-জাতীয় মেয়েরা রাখে না ধরে আর ছাড়ে-শখ মিটে গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু ডগলাস মেবারলি সোসাইটি প্রজাপতি না হয়েও এর জালে জড়িয়ে গিয়েছিল রূপের টানে অন্ধ পোকার মতো।

উপন্যাসটা তাহলে ডগলাসের নিজের?

এই তো বেশ জোড়াতালি লাগিয়ে ফেলছ। ইসাদোরা ডিউক অফ লোমোন্ডকে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনলাম-যদিও ছেলের বয়সি। ভারী শাশুড়ি মানিয়ে নিলেও কেলেকারির মুখ চাপা দেওয়া যাবে না। এসে গেছি!

ওয়েস্ট এন্ডের ভারি চমৎকার একটা কোণের বাড়ির সামনে এসে নামলাম দুই বন্ধু। যন্ত্রবৎ একজন ফুটম্যান হোমসের কার্ড ভেতরে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে এনে দিয়ে বললে, ভদ্রমহিলা বাড়ি নেই। হোমস হুটকণ্ঠে বললে, তাহলে ফিরে না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

শুনে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যন্ত্র।

খেকিয়ে উঠে বললে, বাড়ি নেই মানে ংপনার জন্যে নেই ।

তোবা! তোবা! তাহলে ংর ংপেক্ষা করতে হবে না । ংই চিঠিটা গিয়ে দাও তোমার মনিবানিকে ।

নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে হোমস শুধু লিখল, তাহলে কি পুলিশ ংসবে? ফুটম্যান বিদেয় হতেই মুচকি হেসে ংমাকে বললে, দেখো না কীরকম কাজটা হয় ।

হলও বটে-ংত্যন্ত চমকপ্রদভাবে ংতিশয় ংটপট ফলটা ফলে গেল । ংক মিনিটও গেল না, ংরব্যরজনীর ংপন্যাস বর্ণিত ংকখানা দারুণ জমকালো ড্রয়িং রুমে সাদরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল ংমাদের । ঘরে ংলো ংর ংধারির খেলা-মাঝে ংকটা গোলাপি রঙের বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে । বিখ্যাত বিউটিটিকে দেখে ংইটুকুই বুঝলাম যে ভদ্রমহিলা ংমন ংকটা বয়সের সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছেন যে-বয়সে পৌঁছে বিশ্বসুন্দরীরাও ংলো ংধারির মধ্যে থাকতে চায় । ংমরা ঘরে ঢুকতেই রানির মতো দীর্ঘতনু সোফা থেকে সিধে করে মুখোশসদৃশ ংপরূপ ংননে গাঁথা ওয়াভারফুল ংকজোড়া স্প্যানিশ চোখে খুন জাগিয়ে যেন ংফেঁড়-ওফেঁড় করে ফেললেন ংমাদের ।

নোটবই থেকে ছেঁড়া কাগজটা নাড়তে নাড়তে বললেন তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে, মানে কী? ংই হামলাবাজির মানেটা কী?

দু ব্রেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার ব্রেনান ড়েল । শার্লক হোমস

মানেটা আপনি ভালোই জানেন । আপনার বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে-যদিও ইদানীং বড়ো ভুল করে ফেলছেন-বুদ্ধির ঘটে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে ।

কীভাবে শুনি?

আমাকে ভাড়াটে গুন্ডার ভয় দেখিয়ে ক্ষান্ত রাখার চেষ্টা করে । প্রাণের ভয় থাকলে এ-পেশা কেউ নেয় না ম্যাডাম । বিপদকে ভালোবাসে বলেই আসে । আপনিই সেই বিপদের লোভ দেখিয়ে কেসটার মধ্যে আমাকে টেনে এনেছেন ।

কী বলছেন বুঝছি না । ভাড়াটে গুন্ডার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

ক্লান্ত ভঙ্গিমায় দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হোমস বললে, সত্যিই আপনার বুদ্ধির ঘট শূন্য হতে চলেছে । চললাম ।

দাঁড়ান! কোথায় যাচ্ছেন?

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ।

কয়েক পা যেতে-না-যেতেই ইসাদোরা ঝড়ের বেগে আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল । চক্ষের নিমেষে স্টিল হয়ে গেল ভেলভেট ।

দু ব্রেস-বুথ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার ব্রনান ডয়ল । শার্লক হোমস

আসুন, বসুন । খোলাখুলি কথা বলা যাক । বন্ধুরূপে পেতে চাই আপনাকে ।

কথা দিতে পারছি না । দণ্ডমুণ্ডের কা আমি নই । যা বলবার বলুন, তারপর বলব আমি কী করব ।

আপনি খাঁটি ভদ্রলোক । বুকের পাটাও আছে । আপনাকে ভয় দেখাতে যাওয়াটা বোকামো হয়েছে ।

আসল বোকামি হয়েছে একদল রাসকলের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া । ওরা এখন হয় ব্ল্যাকমেল করবে আপনাকে, নয় সব ফাঁস করে দেবে ।

অত প্রাণখোলা আমি নই, মিস্টার হোমস । বার্নে স্টকডেল আর সুশান ছাড়া কেউ জানে না আমিই ওদের কাজে নামিয়েছি । ওরা তো এ-রকম কাজ এই প্রথম করছে না-চোখ টিপে বড়ো সুন্দরভাবে ইঙ্গিত করে কথাটা অর্ধসমাপ্ত রাখলেন পরমাসুন্দরী ইসাদোরা ।

তাই বলুন । এর আগেও ওদের কাজে লাগিয়েছেন ।

নিঃশব্দে কাজ সারতে ওদের মতো উঁদে হাউন্ড আর হয় না ।

এরাই আবার ঘুরে কামড়ে দেয় যে লেলিয়ে দেয় তাকেই । চুরির চার্জে শিগগিরই ধরা পড়বে প্রত্যেকেই পুলিশ পেছনে লেগেছে ।

লাগুক । ওরা মুখ বুজে থাকতে জানে । টাকা খায় সেইজন্যেই ।

কিন্তু আমি যদি মুখ খুলিয়ে দিই?

আপনি দেবেন না । আপনি ভদ্রলোক । মেয়েদের গোপন কথা গোপনে রাখতে জানেন ।

তাহলে আগে ফেরত দিন পাগুলিপিটা ।

খিলখিল করে হেসে উঠে ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আগুন খোঁচানোর ডান্ডা দিয়ে একগাদা কালো ছাই নাড়তে নাড়তে ইসাদোরা বললে, নিয়ে যেতে পারবেন?

হোমসের মুখভাব এ-রকম থানাইট কঠিন হতে কখনো দেখিনি ।

আপনার কপালে অনেক দুর্গতি আছে দেখছি । বড় বাড়াবাড়ি করে ফেললেন ।

ডান্ডাটা ছুঁড়ে ফেলে ইসাদোরা বললে, আপনি বড়ো নির্দয়! শুনবেন সব কথা?

আমি বলছি, আপনি শুনুন ।

না, না, আমার মুখে শুনুন। মেয়েমানুষের স্বপ্নের প্রাসাদ যখন ভেঙে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়ায়, তখন এ ছাড়া আর কিছু করার থাকে না, মিস্টার হোমস।

প্রথম পাপটা আপনার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বীকার করছি প্রথম পাপ আমার। ডগলাস ছেলেটা ভালো-কিন্তু সে বড়ো বেশি চেয়ে ফেলেছিল আমার কাছে-আমি ভান করেছিলাম যা দেওয়ার নয় তাকে তাই দোব-সে তা বিশ্বাস করেছিল। ভেবেছিল সে-ই শুধু পাবে আমাকে-আর কেউ নয়। অসহ্য! তাই তাকে সমঝে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল।

দোরগোড়াতেই গুন্ডা দিয়ে পিটিয়ে?

সবই তো জানেন। বার্নে দলবল দিয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছিল দরজা থেকেই, একটু বাড়াবাড়িই করেছিল অবশ্য। কিন্তু তারপর কী করেছিল জানেন? কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে যা করা উচিত নয়-তাই করেছিল। আমাকে নেকড়ে আর নিজেকে মেঘশাবক সাজিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিল। সে-উপন্যাস পড়লেই লোকে জেনে যেত আমার সমস্ত কীর্তিকাহিনি।

অধিকার ছিল বলেই লিখেছিল।

ইটালির নিষ্ঠুরতা ওর রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। তাই জঘন্য সেই উপন্যাসের দুটো পাণ্ডুলিপি করে একটা আগেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল যাতে প্রকাশের আগেই জ্বলে পুড়ে মরি। আর একটা পাঠাত প্রকাশকের কাছে।

প্রকাশকের কাছে যে পাঠিয়ে দেয়নি জানলেন কী করে?

প্রকাশকের কাছে খোঁজ নিয়ে। এর আগেও অনেক বই ও লিখেছে-প্রকাশকের নাম ঠিকানা জানতাম। তারপরেই হঠাৎ খবর এল, ইটালিতে মারা গেছে ডগলাস। লোক লাগলাম পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করার জন্যে-জানতাম মালপত্র মায়ের কাছে ফেরত আসবেই। প্রথমে সোজা আঙুলে ঘি তুলতে চেয়েছিলাম-পাণ্ডুলিপিসমেত পুরো বাড়িটা যেকোনো দামে কিনে নিতে চেয়েছিলাম। যখন পারলাম না, তখন আঙুল বাঁকাতে হল। মিস্টার হোমস, বলুন, এ ছাড়া আমার করার আর কী ছিল? ও-পাণ্ডুলিপি প্রেসে গেলে আমার ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু থাকত। কি? স্বীকার করছি ডগলাসের ওপর অতটা নির্দয় না হলেই ভালো হত। কিন্তু আমারও তো একটা জীবন আছে?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, তা বলে আসুন একটা মন্দ রফা করা যাক। ফাস্ট ক্লাস টিকিটে পৃথিবী বেড়িয়ে আসতে কত খরচ হয়?

হাঁ করে পরম বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন ইসাদোরা।

পাঁচহাজার পাউন্ডে সম্ভব?

নিশ্চয়!

তাহলে পাঁচ হাজারের ঁকটা চেক লিখে দিন-মিসেস মেবারলিকে আজই পোঁছে দোব ।
ওঁর ঁকটু হাওয়া পরিবর্তনের দরকার ঁপনারও তাঁর প্রতি কর্তব্যটা করা দরকার ।
ঁর হ্যাঁ, ঁডুল তুলে হুঁশিয়ার করার ভঙ্গিমায় শেষ করল শার্লক হোমস, সাবধান!
সাবধান! ঁগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে চাপার কলির মতো ওই ঁডুলও ঁকদিন পুড়ে
যেতে পারে খেয়াল থাকে যেন ।

টীকা

পাণ্ডুলিপির প্যাঁচ : দি ঁ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি গেবলস স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ঁক্টোবর
১৯২০ সংখ্যায় ঁবং ঁমেরিকার লিবার্টি পত্রিকার ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ তারিখে
প্রকাশিত সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় ।

হলবর্ন পার্কে : সম্ভবত গ্রেস ইন রোডের হলবর্ন বারস-ঁর কথা বলা হয়েছে ।

দু ব্ৰহ্ম-বুৰ্গ ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔফাৰ ব্ৰহ্মান ডফল । শাৰ্লক হোমস

ৰ্যাফেলের ছবি : ইতালির রেনেসাঁ যুগের চিত্রকর রাফায়েল সানতি (১৪৮৩-১৫২০) বা
ৰ্যাফায়েলো সানজিও-কে বলা হত ইলদিভিনো বা দ্য ডিভাইন। পোপ লিও দ্য টেনথ-এর
আদেশে ভ্যাটিকানের সিসতিন চ্যাপেলের দেওয়ালে ছবি আঁকেন রাফায়েল।

ক্রাউন ডার্বি টি সেট : ১৮৯০ সালে রানি ভিক্টোরিয়া ডার্বির একটি চিনামাটির বাসন
তৈরির কারখানাকে ম্যানুফাকচারার্স অব পপার্সেলিন টু হার ম্যাজেস্টি আখ্যা দেন।
তাদের নামের সঙ্গে রয়্যাল শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি দেন। দ্য রয়্যাল ক্রাউন ডার্বি
পোর্সেলিন কোম্পানির তৈরি চিনামাটির বাসনকে ক্রাউন ডার্বি বলা হয়।

আপনাকে আগলানো দরকার : কোনো উঁকিলের পক্ষে এই ধরনের কাজ করা বেশ
কষ্টকল্পিত।

ডিরেক্টরি : সে যুগের ডিরেক্টরিগুলির মধ্যে কেলি অ্যান্ড কোং প্রকাশিত কেলিস ডিরেক্টরি
ছিল সমধিক জনপ্রিয়।

লুসারেনে : জার্মানভাষী শহর লুসার্ন বা জার্মান উচ্চারণে লুজার্ন, ইতালিয় উচ্চারণে
লুসার্নে লেখা হওয়ার কথা। লুসারেনে ফরাসি উচ্চারণ।

পুরোনো বন্ধু : শাৰ্লক হোমসের কাহিনিতে একমাত্র এখানেই ইনস্পেকটরের নাম জানা
যায়নি।

দু বেস-বুফ ঔফ শার্লফ হোমস । ঔথার বোনা ডফল । শার্লফ হোমস

পারনামবুকো : ১৬৫৪ সালে ওলন্দাজদের হাত থেকে পর্তুগিজদের দখলে আসে পারনামবুকো। ১৮৯১ সালে ব্রেজিল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে স্পেনীয় উপনিবেশ বা দখল কোনোকালে ছিল না।

পাঁচ হাজারের একটা চেক লিখে দিন : ডেভিড গেলারস্টিন লিখেছেন, এই টাকা থেকে যদি মিসেস মেবারলিকে হোমসের পারিশ্রমিক মেটাতে হয়, তাহলে কিন্তু ফাস্ট ক্লাস টিকিটে পৃথিবী বেড়িয়ে আসার টাকা কুলোবে না।

পাতিলেৰ পাপচক্ৰ

[দি অ্যাডভেঞ্চাৰ অফ শসকোম ওল্ড প্লেস]

অনেকক্ষণ ধৰে একটা লো-পাওয়ার মাইক্ৰোস্কোপেৰ ওপৰ হেঁট হয়ে ছিল শাৰ্লক হোমস । এবাৰ সিধে হয়ে বিজয়গৌৰবে তাকাল আমাৰ দিকে ।

বলল, জিনিসটা আঠা-কোনো সন্দেহই নেই । ফিল্ডে ছড়ানো বস্তুগুলো দেখলেই বুঝবে ।

আই-পিসে চোখ রেখে ফোকাস ঠিক কৰলাম ।

ৰোঁয়াগুলো টুইড কোটের । ধূসৰ জিনিসটা ধুলো । বাঁ-দিকের জিনিসটা কোষ থেকে উঠে আসা খোসা । মাঝখানের বাদামি বড়িগুলো আঠা ।

হেসে বললাম, মানলাম । কিন্তু তাতে হলটা কী?

সেন্ট প্যানক্ৰাস কেসে মৃত পুলিশেৰ পাশে একটা টুপি পাওয়া গিয়েছিল মনে আছে? যাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়েছে, সে বলছে টুপি তাৰ নয় । কিন্তু ছবি বাঁধানো তাৰ পেশা-আঠা নিয়ে তাৰ কাৰবার ।

কেসটা তোমাৰ?

নো, মাই ফ্রেন্ড । স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা মেরিভেলের অনুরোধে একটু নাক গলিয়েছি । কোটের হাতার সেলাইয়ের মধ্যে দস্তা আর তামার গুঁড়ো পেয়ে হাতেনাতে সেবার এক জালিয়াতের টাকা জাল করার কীর্তি ফাঁস করে দেওয়ার পর থেকেই ওদের টনক নড়েছে, মাইক্রোস্কোপের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে । বলতে বলতে অধীরভাবে তাকাল ঘড়ির দিকে—নতুন এক মক্কেলের আসবার সময় হয়ে গেছে । ভালো কথা । ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে খবরটবর কিছু রাখ?

আলবাত রাখি । পেনশনের অর্ধেক তো ঘোড়ার পেছনেই ওড়াই ।

তাহলে তোমাকেই জিজ্ঞেস করা যাক । স্যার রবার্ট নরবারটন লোকটা কে? কী জান তার সম্পর্কে?

শসকোম ওল্ড প্লেসে থাকেন । গ্রমের সময়ে কিছুদিন ছিলাম সেখানে । নরবারটন একবার এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন যা তোমার আওতায় আসে ।

কীভাবে?

নিউমার্কেঁর হীথের নাম করা কার্জন স্ট্রিট মহাজন স্যাম ড্রয়ারকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারতে মারতে প্রায় মেরে এনেছিলেন ।

ইন্টাৰেস্টিং! হামেশাই কি এমনি করেন?

সবাই জানে স্যার নরবারটন বড়ো বিপজ্জনক লোক। সারা ইংলন্ড ছুঁড়ে এলে অমন ডেয়ার ডেভিল ঘোড়সওয়ার আর দুটি পাবে কি না সন্দেহ-বছর কয়েক আগে গ্র্যান্ড ন্যাশনালে সেকেন্ড হয়েছিল। ভালো স্পোর্টসম্যান হতে পারতেন। বক্সিং, ঘোড়দৌড়, খেলাধুলো আর সুন্দরী মেয়ে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন-ওঁর আমলে সবাই যা করেছে। কিন্তু সে-সুযোগ আর ফিরে আসবে না।

চমৎকার! নখদৰ্পণ বর্ণনা দিলে দেখছি। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি স্যার নরবারটনকে। শসকোম ওল্ড প্লেস সম্পক্ষে একটু আইডিয়া দিতে পারবে?

জায়গাটা শসকোম পার্কের ঠিক মাঝখানে। ঘোড়া চড়ানোর, পাল ধরানোর আর ট্রেনিং দেওয়ার বিখ্যাত ঘাঁটিটা যেখানে-সেইখানে।

হোমস বললে, হেড ট্রেনার হল জন ম্যাসন। চমকে উঠলে দেখছি। ওয়াটসন, এ-জ্ঞানটুকু অর্জন করলাম এইমাত্র ওই চিঠিখানা থেকে-লিখেছেন জন ম্যাসন স্বয়ং। তার আগে শসকোম সম্পর্কে আরও খবর শোনা যাক। ভালো খোরাক মিলবে মনে হচ্ছে।

শসকোম স্প্যানিয়েলের নাম নিশ্চয় শুনেছ। সাড়া জাগানো কুকুর। ইংলন্ডে অমন স্প্যানিয়েল আর কোথাও হয় না। শসকোম ওল্ড প্লেসের লেডির ভারি জাঁক তাই নিয়ে।

স্যার রবার্ট নরবারটনের স্ত্রী?

স্যার রবার্ট বিয়েই করেননি। বউ পুষতে পারবেন না জেনেই বোধ হয় করেননি। থাকেন বিধবা বোন লেডি বিয়েট্রিস ফালডারের সঙ্গে।

স্যার রবার্টের সঙ্গে থাকেন লেডি বিয়েট্রিস—এই বলতে চাও তো?

আরে, না, না। জায়গাটা লেডি বিয়েট্রিসের স্বর্গত স্বামী স্যার জেমসের। নরবারটনের কোনো দাবিই নেই। যদি বাঁচবেন, তদিন ভোগ করতে পারবেন লেডি। তারপর পাবে দেওর। বছর বছর ভাড়ার টাকাও ভোগ করেন লেডি।

গুণধর ভ্রাতা রবার্ট নিশ্চয় সেই টাকা ওড়ান?

প্রায় তাই। লোক বড়ো খারাপ। বোনকে জ্বালিয়ে মারছেন সন্দেহ নেই। তবেভাইকে ভালোবাসেন এমন কথাও শুনেছি। কিন্তু শসকোমে এমনি কী কাণ্ড ঘটল যে এত কথা জিজ্ঞেস করছ?

আরে, সেইটা জানবার জন্যেই তো পথ চেয়ে বসে আছি। ভদ্রলোক এসে গেলেন মনে হচ্ছে।

দু ব্রহ্ম-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার ব্রহ্মান ডহল । শার্লক হোমস

দরজা খুলে গেল । ছোকরা চাকর যাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল তাঁর চোখ-মুখের কাঠিন্য, দৃঢ়তা আর শুষ্কতা দেখলেই বোঝা যায় ঠেটিয়া লোক আর তেড়িয়া ঘোড়া দমন করে রীতিমতো পোক্ত পুরুষ । জন ম্যানসনের এ-সুনাম আছে বই কী । সংযতভাবে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বসলেন হোমসের দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারে ।

চিঠি পেয়েছেন, মিস্টার হোমস?

পেয়েছি । কিন্তু বুঝিনি ।

ব্যাপারটা এতই ঘরোয়া যে চিঠিতে জানাতে পারিনি । জটিলও বটে । সামনাসামনি বলতে চাই ।

বলুন ।

প্রথমেই বলতে চাই, আমার অন্নদাতা স্যার রবার্ট পাগল হয়ে গেছেন ।

ভুরু তুলে হোমস বললে, এটা বেকার স্ট্রিট, হার্লে স্ট্রিট নয় । কিন্তু কথাটা কেন বললেন?

একটা দুটো অদ্ভুত কাণ্ড করলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। পর পর অদ্ভুত ব্যাপার করে গেলে খটকা লাগে। আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোকের মাথা বিগড়েছে ডার্বি আর শসকোম প্রিন্সকে নিয়ে।

আনাড়ি বাচ্চা ঘোড়া শসকোম প্রিন্স?

কিন্তু ইংলন্ডে অমন ঘোড়া আর নেই, মিস্টার হোমস তা আর কেউ না-জানুক, আমি জানি। কথাটা আশা করি এ-ঘরের বাইরে যাবে না। এ-ডার্বি জিততেই হবে স্যার রবার্টকে। দেনায় ডুবে আছেন-এই তার শেষ সুযোগ। যেখান থেকে যা পেয়েছেন-ধার দেনা করে সর্বস্ব বাজি ধরেছেন। যখন ধরেছিলেন, তখন রেট ছিল প্রায় এক-শো। এখন তা চল্লিশে এসে ঠেকেছে।

কিন্তু ঘোড়া যদি অতই ভালো হবে তো দর পড়বে কেন?

পাবলিক জানে না শসকোম প্রিন্স কত উঁচু জাতের ঘোড়া। স্যার রবার্ট চালাকি করে দালালদের ধোঁকা দিয়ে রেখেছেন। প্রিন্সের মতোই দেখতে একটা ঘোড়াকে তিনি লাফঝাঁপ করাতে মাঠে পাঠান-তফাতটা কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু আমি জানি এক ফার্লিং১০ দৌড়োলেই দু-ঘোড়ার মাপে তফাত থেকে যায় দুজনের মধ্যে। ঘোড়া আর বাড়ি ছাড়া স্যার রবার্টের মাথায় এখন আর কিছু নেই। জীবনটাই ঝুলছে ডার্বির ওপর। তদ্দিন কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছেন সুদখোর ইহুদিদের। প্রিন্স হারলে স্যার রবার্টকে ছিঁড়ে খাবে এরা। বড়ো মারাত্মক জুয়োয় নেমেছেন দেখছি। এবার বলুন পাগলামিটা কী

দেখলেন? চোখের দেখা দেখলেই বুঝবেন। রাতে ঘুমোন বলে মনে হয় না। সারারাত আস্তাবলে কাটান। চোখ দুটোই দাঁড়িয়েছে পাগলের চোখের মতো। নার্স আর সহিতে পারছে না। এ ছাড়াও আছে লেডি বিয়েট্রিসের সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত ব্যবহার।

কীরকম?

ভাইবোনে দারুণ বন্ধুত্ব। রুচিতেও দারুণ মিল। দুজনেই ঘোড়ার ভক্ত! প্রতিদিন ঘড়ি ধরে ঘোড়া দেখতে লেডি যান গাড়ি চেপে, যান স্যার রবার্টও। প্রিন্সকে দারুণ ভালোবাসেন লেডি নিজেও। এত ভালোবাসেন যে নুড়ির ওপর গাড়ির চাকার কড়মড় আওয়াজ শুনলেই কান খাড়া করে শোনে প্রিন্স দৌড়ে বেরিয়ে যায় লেডির হাত থেকে চিনির ডেলা খেতে। কিন্তু সব এখন শেষ।

কেন?

ঘোড়া নিয়ে আর কোনো মাথাব্যথা নেই লেডির। এক হপ্তা ধরে আস্তাবলের পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন-গুড মর্নিং বলতেও দাঁড়াচ্ছেন না?

ঝগড়া হয়েছে, এই বলতে চান তো?

দু বেন্স-বুঝ ঔখ শার্লক হোমস । ঔখার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

সাংঘাতিক ঝগড়া । নইলে যে স্প্যানিয়েলকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন লেডি,
-সে-বেচারাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন স্যার রবার্ট? দিনকয়েক হল কুকুরটা দান
করেছেন বুড়ো বানেজ, থাকে তিন মাইল দূরে ক্রেনড্যানের গ্রীন ড্রাগনে ।

অদ্ভুত ব্যাপার তো!

লেডির শরীর খারাপ । হাট দুর্বল, সারাশরীর জলে ভরে উঠেছে ড্রপসি হওয়ায় । দুর্দান্ত
ভাইয়ের সঙ্গে পারবেন কেন । আগে কিন্তু এই বোনের সঙ্গেই রোজ সন্ধ্যায় দু-ঘন্টা ঘরে
বসে আড্ডা মেরে আসতেন । কিন্তু এখন সব শেষ । বোনের ছায়াও মাড়ান না । লেডির
মন ভেঙে গেছে । মদ ধরেছেন । মদে ডুবে রয়েছেন ।

ঝগড়া হওয়ার আগে মদ খেতেন?

এক আধ গেলাস খেতেন । এখন খান এক-এক সন্ধ্যায় পুরো বোতল । বাটলার স্টিফেন্স
তো তাই বলল ।

আরও আছে । পুরোনো গির্জের তলায় পাতাল সমাধি ঘরে কী করতে যান স্যার রবার্ট ।
রোজ একটা লোক এসে দেখা করে-কে সে?

দু-হাত ঘষে হোমস বললে, চালিয়ে যান, মিস্টার ম্যাসন । ক্রমশই জমিয়ে তুলছেন ।

দু ব্লেস-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার ব্লেস ড়েল । শার্লক হোমস

লোকটাকে বাটলারই দেখেছে। রাত তখন বারোট। দারুণ বৃষ্টি হচ্ছিল। শুনে পরের রাতে আমি নিজে গেলাম দেখতে। সত্যিই দেখতে পেলাম না স্যার রবার্টকে বেরিয়ে পড়েছেন অত রাতেও। খোঁজে বেরোলাম আমি আর সিটফেন্স। ধরা পড়লে মেরে খুন করে ফেলতেন স্যার রবার্ট-তাই কাছাকাছি যেতে ভরসা পেলাম না। দূর থেকে দেখলাম পোড়া পাতালঘরেই ঢুকলেন সেই লোকটাকেও দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে ওর পথ চেয়ে।

পোড়া পাতালঘরটা কী?

পার্কে একটা পুরোনো ভাঙা গির্জা আছে। কত পুরোনো, তা কেউ জানে না। মাটির তলায় আছে একটা সমাধি ঘর-জায়গাটা খারাপ দুর্নাম আছে-লাখ টাকা দিলেও রাত্রে সেখানে কেউ যেতে চায় না। ঠান্ডা, স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার। কিন্তু স্যার রবার্টের ভয়ডর নেই। অত রাতে

কী করতে যান পাতাল গোরস্থানে?

সঙ্গে যে থাকে, সে আস্তাবলের কেউ নয় তো? অথবা বাড়ির কোনো লোক?

সে-রকম কেউ না।

জানছেন কী করে?

দু বেস-বুফ ঔথ শার্লক হোমস । ঔথার বোনার ডফল । শার্লক হোমস

লোকটাকে দেখেছি। দ্বিতীয় রাতে পেছন পেছন গিয়ে ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিলাম আমি আর স্টিফেন্স। চাঁদের আলোয় পাশ দিয়ে চলে গেলেন স্যার রবার্ট। স্পষ্ট শুনলাম, পেছন পেছন আর একজন আসছে। তাকে অত ভয় কীসের? স্যার রবার্ট চলে যেতেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলাম। যেন হাওয়া খাচ্ছি এমনভাবে পেছনে গিয়ে বললাম, আরে! তুমি আবার কে? আমরা যে পেছনে এসেছি, লোকটা তা টের পায়নি। তাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বিকট চেঁচিয়ে পাই পাই করে পালিয়ে গেল চক্ষের পলকে। কী দৌড়! কোথেকে এসেছে, কে সে কিছুই জানা গেল না।

চাঁদের আলোয় মুখটা কিন্তু স্পষ্ট দেখেছিলেন?

হলদেটে মুখ-লেডি কুত্তার মতো নোংরা। স্যার রবার্টের সঙ্গে এমন লোকের সম্পর্কটা কী বলতে পারেন?

কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইল হোমস।

লেডি বিয়েট্রিসকে সঙ্গ দেন কে? ক্যা

রি ইভান্স-বছর পাঁচেক হল এ-কাজ করছেন মেয়েটা।

লেডি বলতে অজ্ঞান নিশ্চয়?

অঙান যে কার জন্যে, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে ।

বুঝেছি । পরিস্থিতি বিলক্ষণ ঘোরালো দেখছি । ডক্টর ওয়াটসন একটু আগে স্যার রবার্টের যে-বর্ণনা শোনালেন, তা থেকে এটুকু বোঝা গেছে যে ভদ্রলোকের খপ্পর থেকে কোনো মেয়ে । রেহাই পায় না । ভাইবোনে ঝগড়ার সূত্রপাত এই নিয়ে নয় তো?

কিন্তু সে-কেলেঙ্কারি তো আজকের নয় ।

লেডি বিয়েট্রিস হয়তো সম্প্রতি জেনেছেন । ধরে নেওয়া যাক, হঠাৎ ব্যাপারটা চোখে পড়েছে । মেয়েটিকে তাই ভাগাতে চান । ভাই রাজি নয় । দুর্বল হৃৎপিণ্ড আর অশক্ত শরীর নিয়ে জোর করতেও পারছেন না লেডি । মেয়েটা চোখের বালি হওয়া সত্ত্বেও কাছছাড়া হচ্ছে না । তাই কথা বন্ধ করে চুপচাপ মদ ধরলেন লেডি । রাগের চোটে বোনের স্প্যানিয়েলকে বাড়ি থেকে

সরিয়ে দিলেন স্যার রবার্ট । কি, সব মিলে যাচ্ছে না?

যতক্ষণ মেলার ততক্ষণ মিলছে ।

যা বলেছেন । কিন্তু রাতদুপুরে পাতাল গোরস্থানে স্যার রবার্টের হানা দেওয়ার সঙ্গে কী সম্পর্ক এই ব্যাপারের? এটাকে তো খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না ।

দু ব্লেস-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার ব্লেগান ড়েল । শার্লক হোমস

আজ্ঞে, না। এমনি আরও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে যা খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না।
যেমন, রাতদুপুরে মাটি খুঁড়ে মড়া বার করেন কেন স্যার রবার্ট?

আচমকা সিধে হয়ে বসল হোমস।

আপনাকে চিঠি লেখবার পর ব্যাপারটা জানলাম-গতকাল। লন্ডনে এসেছিলেন স্যার
রবার্ট। সেই ফাঁকে পাতাল গোরস্থানে গেছিলাম আমি আর সিটফেন্স। এককোণে
নরদেহের মতো একটা বস্তু দেখলাম।

পুলিশকে খবর দিয়েছেন?

আজ্ঞে, পুলিশের মাথা তাতে ঘামবে বলে মনে হয় না। নরদেহ বলতে একটা মমিদেহের
শুধু একটা মাথা আর খানকয়েক হাড়। হয়তো হাজার বছর আগেকার। কিন্তু আগে এ-
জিনিস ওখানে ছিল না। সিটফেন্সও বলল তাই। কোণটা ফাঁকা ছিল চিরকাল। এখন এই
হাড়গোড় সেখানে জড়ো করে কাঠ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

দেখে কী করলেন?

যেখানকার জিনিস, সেইখানেই রেখে দিলাম।

দু ব্রেস-বুথ ঔফ শার্লক হোমস । ঔথার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। স্যার রবার্ট গতকাল লন্ডনে এসেছিলেন বললেন। আজ ফিরেছেন?

আশা করছি।

বোনের কুকুর দান করেছেন কবে?

আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে। ভীষণ চঁচাচ্ছিল বেচারী। সকাল থেকেই মেজাজ তিরিক্ষে হয়েছিল স্যার রবার্টের। এমনভাবে বেচারাকে টেনে আনলেন ভাবলাম বুঝি এবার মেরেই ফেলবেন। জকি স্যান্ডিবেনকে ডেকে বললেন, গ্রিনড্রাগন-এ বার্নেজের কাছে রেখে আসতে-অমন কুকুরের মুখ আর দেখতে চান না।

পাইপ ধরিয়ে ভাবতে বসল হোমস।

তারপর বললে, আমাকে দিয়ে কী করাতে চান, এখনও কিন্তু সেটা স্পষ্ট হয়নি, মিস্টার ম্যাসন।

এই জিনিসটা দেখলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে-বলে, পকেট থেকে কাগজ মোড়া একটা পোড়া হাড় বার করলেন মিস্টার ম্যাসন।

সাগ্রহে দেখল হোমস, কোথায় পেলেন?

লেডি বিয়েট্রিসের ঘরের মাটির তলায় পাতালঘরে ঘর গরম করার ফার্নেস আছে। এতদিন পড়েই ছিল-জ্বালানো হয়নি। হঠাৎ স্যার রবার্ট বললেন, শীতে হাত-পা কালিয়ে যাচ্ছে ফার্নেস জ্বালানো হোক। আজ সকালে ছাই ঘাঁটতে গিয়ে এই হাড়টা ওর চোখে পড়ে। খটকা লাগায় নিয়ে আসে আমার কাছে।

খটকা আমারও লাগছে। ওয়াটসন, তোমার কী মনে হয়?

পুড়ে প্রায় কাঠকয়লার মতো হয়ে গেলেও হাড়ের গড়ন দেখে ভুল হওয়ার কথা নয়।

বললাম, মানুষের উরুর হাড়।

ঠিক বলেছ! অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে গেল হোমস। ছোঁড়াটা ফার্নেসে আগুন দেয় কখন?

সকালে।

রাত্রে যে কেউ সেখানে যেতে পারে?

পারে।

বাইরে থেকে এসে?

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোণান ড়েল । শার্লক হোমস

ংকটাই দরজা ংছে বাইরের দিকে । ংর ংকটাই দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লেডি
বিয়েট্রিসের ঘর যেখানে, সেই প্যাসেজে যাওয়া যায় ।

ব্যাপারটাই গভীর জলের, মিস্টার ম্যাসন । খুবই নোংরা । স্যার রবার্ট কাল রাতে বাড়ি
ছিলেন না?

না ।

তাহলে হাড় তিনি পোড়াননি ।

খাঁটি কথা ।

সরাইখানার নামটাই কী বললেন?

গ্রিন ড্রাগন ।

ও-অঞ্চলে মাছ ধরা যায়?

ংরেক পাগলের পাল্লায় পড়েছেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল ট্রেনারের মুখচ্ছবিতে ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোণান ড়েল । শার্লক হোমস

যায় । ট্রাউট আর পাইক । নদীতে ট্রাউট, হল-লেকে পাইক ।

চমৎকার! ওয়াটসন আর আমি দুজনেই নাম করা জেলে—তাইনা ওয়াটসন? গ্রিন ড্রাগন-এ এরপর দেখতে পাবেন আমাদের । আজ রাতেই পৌঁছোচ্ছি । নিজে আসবেন না, চিঠি লিখবেন । দরকার পড়লে গিয়ে দেখা করব । কেসটা আগে নাড়াচাড়া করি, তারপর জানাব আমার মতামত ।

মে মাসের ঝকঝকে সন্ধ্যায় ফাস্ট ক্লাস কামরায় চেপে রওনা হলাম শসকোম স্টেশন অভিমুখে । মাথার ওপর মাল রাখার তাকে থরে থরে সাজানো রইল ছিপ, রিল আর বাক্সেট । সরাইখানায় পৌঁছোনোর পর জোসিয়া বানেজ উল্লসিত হল আমাদের মাছ ধরার প্ল্যান শুনে ।

হোমস বললে, হল-লেকে পাইক ধরলে কেমন হয়?

অন্ধকার হল বার্নেজের মুখ ।

সুবিধে হবে না । ধরা পড়ে যাবেন মাছ ধরার আগেই ।

তার মানে?

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

স্যার রবার্ট দালালদের একদম বরদাস্ত করেন না । ঔঁর ট্রেনিং কোয়ার্টারের ধারেকাছে আপনাদের ঘুরঘুর করতে দেখলেই খেপে যাবেন ।

ডার্বি রেসে ঘোড়া নামিয়েছেন, তাই না?

আজ্ঞে । ঘোড়াটা আনাড়ি, বাচ্চা । কিন্তু বাজি ধরেছেন সর্বস্ব । বলতে বলতে চিন্তা ঘনিয়ে এল বুড়োর চোখে, আপনারাও রেসের মাঠে যাতায়াত করেন নাকি?

একেবারেই না । এসেছি বার্কশায়ারের হাওয়া খেতে ।

সেদিক দিয়ে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন । তবে স্যার রবার্ট সম্বন্ধে যা বললাম, খেয়াল রাখবেন । ভদ্রলোক আগে হাত চালান, পরে কথা বলেন । পার্কের ধারেকাছেও যাবেন না ।

তা আর বলতে! হলে একটা স্প্যানিয়েলকে কেঁউ কেঁউ করতে দেখে এলাম । চমৎকার কুকুর কিন্তু ।

তা তো হবেই । খাঁটি শসকোম জাতের যে । ইংলন্ডে আর কোথাও এমন স্প্যানিয়েল পাবেন ।

কুকুর পুষতে বড়ো ভালোবাসি আমি । কীরকম দাম পড়ে এ-রকম কুকুরের?

এ-কুকুৰ কেনাৰ টাকা আমাৰ নেই। স্যাৰ ৰবাৰ্ট দিয়েছেন বলেই রেখেছি। চেন খুলে দিলে এখুনি হলে দৌড় দেবে।

বার্নেৰ্জ চোখের আড়াল হতেই হোমস বললে, ওয়াটসন, অনেক খবর পাওয়া গেল। আরও আসবে দু-একদিনের মধ্যে। স্যাৰ ৰবাৰ্ট শুনলাম এখনও লন্ডনেই। আজ রাতেই পাতাল গোরস্থানে হানা দেব ভাবছি। কয়েকটা ব্যাপার খতিয়ে নিতে চাই।

কিছু আঁচ করেছ কি?

শুধু একটা ব্যাপার। দিন সাতেক আগে এমন কিছু ঘটেছে যা বেশ নাড়া দিয়ে গেছে শসকোম ফ্যামিলিকে। পরিণামে অনেকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে।

যেমন রুগণ বোনের সঙ্গে আর দেখা করছেন না ভাই। বোনের প্রাণপ্রিয় কুকুরকে বিদেয় করেছেন বাড়ি থেকে। ওয়াটসন! খটকা লাগছে না? কিছু বুঝতে পারছ না?

কিছু না-ভাই রেগে কাই-এইটাই কেবল বোঝা যাচ্ছে।

রেগে কাই হতে পারে অন্য কিছুও হতে পারে। ঝগড়া আদৌ হয়েছে কি না জানা নেই- যদিও-বা হয়ে থাকে, তারপর থেকে কী ঘটেছে, এবার তা পর্যালোচনা করা যাক। রোজকার অভ্যেস পালটেছেন লেডি। ঘর থেকে বেরোন না, ঝিকে নিয়ে গাড়ি করে

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

বেরোনোর সময় ছাড়া দেখা যায় না, আস্তাবলে গিয়ে প্রাণাধিক ঘোড়াকেও আর গুড মর্নিং বলেন না এবং শোনা যাচ্ছে মদও ধরেছেন। এই হল পুরো কেস, তাই না?

পাতাল গোরস্থানের ব্যাপারটা বাদ গেল।

সেটা আরেক ব্যাপার। দু-লাইনের চিন্তাধারাকে এক লাইনে মিশোতে যেয়ো না-জট পাকিয়ে যাবে। এক নম্বর লাইনে রয়েছে লেডি বিয়েট্রিসের পাচালো কাণ্ডকারখানা।

কিস্‌সু বুঝি না।

দু-নম্বর লাইন হল স্যার রবার্টকে নিয়ে। ডার্বি রেস জেতবার জন্যে পাগল হয়েছেন। ইহুদি সুদখোরদের খপ্পরে পড়েছেন। যেকোনো মুহূর্তে আস্তাবল দখল করতে পারে তারা। ভদ্রলোক বেপরোয়া, দুঃসাহসী। যা কিছু আয় বোনের কাছ থেকে। বোনের ঝিকে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করান।

কিন্তু পাতাল গোরস্থান?

ধরা যাক, স্যার রবার্ট বোনকে খুন করে পুড়িয়ে ফেলেছেন।

মাই ডিয়ার হোমস, এ-প্রশ্নই ওঠে না।

স্যার রবার্ট খানদানি মানুষ। কিন্তু জানো তো ইগলদের মাঝেই কখনো-সখনো পচা মাংস থেকে কাক দেখা যায়? কাজেই আপাতত এই লাইনেই ভাবা যাক। শসকোম প্রিন্স রেসে না-জিতলে বড়োলোক হতে পারছেন না এবং বড়োলোক হতে না-পারলে দেশ ছেড়ে লম্বা দিতে পারছেন না স্যার রবার্ট। তদ্দিন ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে। থাকতে গেলে বোনের লাশ পাচার করতে হবে এবং বোনের জায়গায় নকল কাউকে দিয়ে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে যেতে হবে। ঝি-কে কবজায় রেখেছেন-কাজেই তা অসম্ভব নয়। পাতাল গোরস্থানে কেউ যায় না! কাজেই বোনের লাশ পাচার করা হল সেখানে। পরে পাতাল ফার্নেসে তা পুড়িয়েও ফেলা হল-পড়ে রইল একটাই প্রমাণ-যা আমরা দুজনেই দেখেছি। বলো বন্ধু, কীরকম বুঝলে?

প্রথমেই যে অসম্ভব ভয়ংকর সম্ভাবনাটা ধরে নিয়েছ, সেটা যদি সম্ভব হয় তবেই বাকি সবই সম্ভব।

কাল একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করলেই এ-ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোকপাত ঘটবে। ইতিমধ্যে চলো বুড়ো বার্নেজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া যাক তারই এক গেলাস মদ খেয়ে, আর মাছ নিয়ে গল্প করে।

সকাল বেলা হোমস বললে, মাছের চারা আনা হয়নি। কাজেই শিকেয় উঠল মাছ ধরা। এগারোটা নাগাদ কালো স্প্যানিয়েলকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোলাম দুই বন্ধু।

পার্ক গেটের সামনে এসে দেখলাম ফটকের মাথায় কুলচিহ্ন গ্রিফিনের মূর্তি। মাথা আর পাখা ইগল পাখির দেহটা সিংহের। হোমস বললে, মিস্টার বার্নেজ বলছিলেন, বেলা বারোটা নাগাদ বুড়ি লেডি গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোন। গেটের কাছে গাড়ি আস্তে চলে। গেট পেরিয়ে গেলে ফের জোরে চলে। ঠিক তার আগেই কোচোয়ানকে যা হয় কিছু একটা প্রশ্ন করে গাড়ি দাঁড় করাবে, ওয়াটসন। আমার জন্যে ভেবো না। ঝোঁপের আড়ালে বসে দেখি কী করতে পারি।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দেখলাম দু-ঘোড়ায় টানা একটা বড়ো খোলা হলদে গাড়ি এগিয়ে আসছে। কুকুর নিয়ে ঝোঁপের মধ্যে গুড়ি মেরে বসল হোমস। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে বেতের ছড়ি হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম। দৌড়ে এসে একজন খুলে দিল ফটক।

গাড়ি তখন হেঁটে চলার গতিতে গড়াচ্ছে ভেতরে কারা বসে আছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ-দিকে বসে চড়া রঙে রঙিন এক তরুণী—পট রঙিন চুল—চোখে নির্লজ্জ দৃষ্টি। ডাইনে এক প্রৌঢ়া। শাল দিয়ে ঢাকা মুখ আর কাঁধ। গোলপিঠ। নিঃসন্দেহে রুণা এবং চলৎশক্তিহীন। গাড়ি আবার জোরে চলতে শুরু করেছে দেখে হাত তুলে পথ আটকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, শসকোম ওল্ড প্লেসে স্যার রবার্ট আছেন কি না।

ঠিক সেই সময়ে বেরিয়ে এল হোমস, চেন খুলে রাস্তায় নামিয়ে দিল কালো স্প্যানিয়েলকে। উল্লাসে ঘেউ ঘেউ করে চেষ্টাতে চেষ্টাতে তিরবেগে ছুটে গিয়ে কুকুর

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

লাফিয়ে উঠল পাদানিতে । পরমুহূর্তেই উল্লাসধ্বনি গেল মিলিয়ে জাগ্রত হল ত্রুদ্ধ হংকার
এবং ঘাঁক করে কামড়ে ধরল কালো স্কাট ।

কর্কশ কণ্ঠে কে যেন চেষ্টিয়ে উঠল বিষম আতঙ্কে-চালাও! জোরসে! চাবুক হাঁকড়াল
কোচোয়ান—ছিটকে বেরিয়ে গেল গাড়ি রাস্তার মাঝে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি ।

স্প্যানিয়েল তখন ফুসছে, উত্তেজনায় ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছে । ঝটপট গলায় চেন
পরিয়ে দিল হোমস ।

বলল, কেব্লা ফতে, ওয়াটসন! কুকুর কখনো ভুল করে না । ভেবেছিল লেডি বিয়েট্রিস
তাই দৌড়ে গিয়েছিল । গিয়ে দেখল ভুল হয়েছে অন্য কেউ যাকে চেনে না । তাই অত
রাগ ।

কিন্তু চিৎকারটা বেটাছেলের ।

তা তো হবেই । হাতে আর একটা তাস বাড়ল, ওয়াটসন । এবার খেলতে হবে সাবধানে ।

সারাদিনে বন্ধুবরের নতুন কোনো প্ল্যান না-থাকায় নদীতে গিয়ে মাছ ধরলাম । রাত্রে
খেতে বসে টাটকা পাইকের বোল পেলাম সেই কারণেই । খাওয়া শেষ হল—হোমসের
উদ্যমও যেন ফিরে এল! ফের নামলাম রাস্তায় এলাম পার্ক গেটের সামনে । জন
ম্যাসনের দীর্ঘ কৃষ্ণমূর্তিকে দেখা গেল ফটকের পাশেই আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে ।

গুড ইভনিং, জেন্টলমেন। আপনার চিঠি পেয়েছি মিস্টার হোমস। স্যার রবার্ট এখনও ফেরেননি। তবে আজ রাতেই ফিরবেন আশা করছি।

পাতাল গোরস্থান বাড়ি থেকে কদূর? হোমসের প্রশ্ন।

প্রায় সিকি মাইল।

তাহলে ওঁকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

কিন্তু আমি যে না-ঘামিয়ে পারছি না। বাড়ি ফিরেই তো উনি শসকোম প্রিন্সের খবর জানতে চাইবেন।

তাহলে এক কাজ করুন। আপনার থাকার দরকার নেই। পাতাল কবরখানা দেখিয়ে দিয়ে চলে যান।

আকাশে চাঁদ নেই। নীরন্ধ অন্ধকারেও ঘেসোজমির ওপর দিয়ে জন ম্যাসন আমাদের নিয়ে গেলেন একটা জমাট অন্ধকারের সামনে। প্রাচীন গির্জের ভগ্ন্যুপ। এককালে যেখানে গাড়িবারান্দা ছিল, সেইখান দিয়ে ভাঙা ইটকাঠপাথরের ওপর হোঁচট খেতে খেতে পৌঁছোলাম। এক কোণে একটা খাড়াই সিঁড়ি নেমে গেছে পাতাল গোরস্থানের দিকে। দেশলাই জ্বাললেন মিস্টার ম্যাসন। যা তা করে খোদাই করা বিস্তর পাথর, কোণে কোণে

দু বংশ-বুঝ ঐশ্বর শার্লক হোমস । ঐশ্বার্য বণনান ডায়াল । শার্লক হোমস

জড়ো করা সিসে আর পাথরের কফিন, নীচু ছাদ আলোকিত হয়ে উঠল ম্লান আলোয়-
পাতালের অন্ধকারে ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছে বিষাদ ঘেরা সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ । লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিল
হোমস । হলদে আলোয় উদ্ভাসিত হল কফিনের ডালায় গ্রিফিন মূর্তি-এ-বংশের কুলচিহ্ন-
মৃত্যুপুরীতে রওনা হওয়ার সময়ে যে-সম্মান নিয়ে যেতে হবে যমের দুয়ার পর্যন্ত ।

হাড়গুলো কোথায়, মিস্টার ম্যাসন?

এই তো এই কোণে, কিন্তু পরক্ষণেই চোঁচিয়ে উঠলেন পরম বিস্ময়ে, আরে! গেল কোথায়
হাড়গুলো!

কাষ্ঠ হেসে হোমস বললে, জানতাম পাবেন না । ছাইটা পেতে পারেন ফার্নেসে ।

কিন্তু হাজার বছর আগেকার কঙ্কাল পুড়িয়ে লাভটা কী বলতে পারেন?

সেইটা জানবার জন্যেই তো এসেছি । সকাল হয়ে যাবে জানতে জানতে । আপনি যান-
আর আটকাব না ।

জন ম্যাসন যেতে-না-যেতেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবর পর্যবেক্ষণে মেতে উঠল শার্লক
হোমস । হ্যাক্সন আমলের অতি পুরাতন কবর থেকে দেখতে দেখতে নরম্যান হিলগো
আর ওডাসদের সুদীর্ঘ কবর দেখে এসে পৌঁছোল অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাহিত স্যার
উইলিয়াম আর স্যার ডেনিস ফালডারের কবরের সামনে । ঘন্টাখানেক কি আরও বেশি

সময় লাগল সব দেখতে । তারপর এসে দাঁড়ালাম ভটে প্রবেশপথের মুখে একটা সিসের কফিনের সামনে । দেখেই হর্ষধ্বনি করে দৌড়ে গেল হোমস বুঝলাম যা খুঁজছিল এতক্ষণ, এবার তা পেয়েছে । ভারী ডালাটার প্রতি বর্গ ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখল আতশকাচ দিয়ে । তারপর পকেট থেকে ছেনি বার করে ডালার ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় মারতেই ক্ল্যাম্প খসে খুলে গেল ঢাকনা । মড় মড় মচাৎ করে ডালাটা সবে খানিকটা হেলেছে, ভেতরের বস্তু কিছুটা দেখা যাচ্ছে এমন সময়ে বাধা এল অপ্রত্যাশিতভাবে ।

মাথার ওপর গির্জেতে কে যেন হাঁটছে । একবারও হোঁচট খাচ্ছে না-খামছে না চেনাজানা পথেই কে যেন দৃঢ় চরণে দ্রুত এগিয়ে চলেছে । সিঁড়িতে আলোর আভাস দেখা গেল পরমুহূর্তেই পথিক খিলানের ফাঁকে আবির্ভূত হল আলোকধারী ব্যক্তির কৃষ্ণমূর্তি । ভয়ংকর আকৃতি । যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি বিকট চালচলন । হাতে বিরাট আস্তাবল-লণ্ঠন, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে ইয়া মোটা গোঁফ আর চনমনে ত্রুন্ধ দুই চোখ । কটমট করে ভল্টের আনাচেকানাচে দেখতে দেখতে দৃষ্টি স্থির হল হোমস আর আমার ওপর ।

শোনা গেল বজ্রনাদ, কে আপনারা? আমার জায়গায় কী করতে ঢুকেছেন? হোমস নিরন্তর দেখে দু-পা এগিয়ে এসে হাতের লাঠি মাথার ওপর তুলল অসুর মূর্তি, কথাটা কানে ঢুকেছে । কে আপনারা? এখানে কী করছেন? লাঠি কাঁপতে লাগল শূন্যে ।

হোমস কোথায় পেছিয়ে আসবে, তা না একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ডয়ল । শার্লক হোমস

বলল বজ্রকঠিন স্বরে, স্যার রবার্ট, আমি ঁকটা কথা জানতে চাই । ঁটা কী? ঁখানে কেন?

বলেই পেছন ফিরে ঁক ঁটকায় খুলে ফেলল কফিনের ডালা । লন্ডনের জোরালো ঁলোয় দেখলাম পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা ঁকটা লম্বমান দেহ-ঁক প্রান্তে কেবল বেরিয়ে ঁছে ঁকটা ভয়াবহ ডাইনি-সদৃশ মুখ-বিরং, সিটিয়ে থাকা মুখ নাক, থুতনি, ঘোলাটে চোখ ।

চিৎকার করে ঁঠলেন ব্যারোনেট । টলতে টলতে পিছিয়ে কোনোমতে ঁকটা পাথরের

শবাধার ধরে সামনে নিলেন নিজেকে ।

ঁপনি জানলেন কী করে?তারপরেই ঁবার ফিরে ঁল সেই হিংস্র, বর্বর, ঁদ্ধত কণ্ঠস্বর, তা নিয়ে ঁপনার কী?

ঁমার নাম শার্লক হোমস শুনে থাকতে পারেন । ঁমার কাজ ঁইন রক্ষা হছে কি না দেখা । জবাবদিহির জন্যে প্রস্তুত থাকুন ।

জ্বলন্ত চোখে তাকালেন স্যার রবার্ট । কিন্তু ওষুধ ধরল হোমসের নিষ্কম্প কণ্ঠস্বর ঁর ঁচঞ্চল ঁচরণে ।

মিস্টাৰ হোমস, দেখে যা ভাবছেন তা নয়। এ ছাড়া আর করার কিছু ছিল না আমার।

যা বলবার পুলিশকে বলবেন।

বৃষ্ণক্ক ঝাঁকিয়ে স্যার রবার্ট বললেন, বলতে তো হবেই। তার আগে আপনি নিজেই শুনে যান সব ব্যাপার।

পনেরো মিনিট পর প্রাচীন প্রাসাদের গানরুমে এসে পৌঁছোলাম সবাই। আমাদের বসিয়ে উধাও হলেন স্যার রবার্ট। ফিরে এলেন প্রায় সঙ্গেসঙ্গে। পেছন পেছন এল দুটি মূর্তি। একজনকে গাড়ির মধ্যে আগেই দেখেছি-চড়া রঙে রঙিন সেই মেয়েটি। অপরজন হুঁদুরমুখো এক পুরুষ-চোখে চোরাচাহনি দেখলেই গা পিত্তি জ্বলে যায়। হতভম্ব দুজনেই। স্যার রবার্ট হুটোপুটি করে টেনে এনেছেন নিশ্চয়-খুলে বলার সময় পাননি।

হস্তসঞ্চালনে দুজনকে দেখিয়ে বললেন, মিস্টাৰ আর মিসেস নরলেট এদের নাম। মিসেস নরলেটের ডাক নাম ইভান্স। আমার বোনের পাশে পাশে থাকার কাজ নিয়েছে বছর পাঁচেক আগে। আমি কী করেছি, কেন করেছি-এরা সব জানে। তাই নিয়ে এলাম আপনার সামনে।

তারস্বরে ইভান্স বললে, করছেন কী স্যার রবার্ট?

দু ব্রেস-বুথ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার বেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

ইঁদুরমুখো লোকটা সঙ্গেসঙ্গে ধুয়ো ধরল, আমি কিন্তু কোনো দায়িত্ব নিচ্ছি না।

অপ্রসন্ন চোখে তাকিয়ে স্যার রবার্ট বললেন, আমি নিচ্ছি। মিস্টার হোমস, সোজাসুজি সব বলছি-শুনুন।

অনেক ব্যাপার জেনে ফেলেছেন-নইলে আমার আস্তানায় এভাবে ঢুকতেন না। এটাও নিশ্চয় জানেন যে ডার্বি রেসে একটা ঘোড়ার ওপর সর্বস্ব বাজি ধরেছি আমি। যদি জিতি-উতরে যাব। যদি হারি-একেবার তলিয়ে যাব। উফ ভাবাও যায় না।

বুঝতে পারছি, বলল হোমস।

বোন লেডি বিয়েট্রিসের ওপর আমি পুরোপুরি নির্ভরশীল। কিন্তু এসেট শুধু তাকেই দেখবে আমাকে নয়। আমাকে বাঁচতে হয় ইহুদি মহাজনের টাকায়। বোনের মৃত্যু হলেই ওরা শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার আস্তাবল, ঘোড়া-সব কিছু ওপর-পথে বসিয়ে ছাড়বে আমাকে। মিস্টার হোমস-ঠিক সাতদিন আগে দেহ রেখেছে আমার সেই বোন।

কাউকে তা বলেননি।

বলব কী করে? বললেই তো রাস্তায় বসতাম। কিন্তু হুগা তিনেক ঠেকিয়ে রাখলে বেঁচে যাব। এই যে লোকটাকে দেখছেন-ইভান্সের স্বামী-এর জীবিকা অভিনয় করা। ভেবে

দেখলাম, ঁকে দিয়ে বোনের ভূমিকা হুগা তিনেক অভিনয় করালে ইহুদিদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে। ঁমন কিছু শক্ত কাজ নয়। রোজ ঁকবার গাড়ি চড়ে হাওয়া খেলেই হল। ঘরে ইভান্স ছাড়া ঁর কেউ ঢোকে না-কাজেই ঁর কোনো ঁামেলা নেই। বোন মারা গেছে ড্রপসি রোগে-ভুগছিল ঁনেক দিন ধরে।

সেটা করোনার দেখবে।

কয়েক মাস পরে ডাক্তারও বলেছিল, মৃত্যু হবে হঠাৎ। সার্টিফিকেট ঁনিয়ে দেব।

ঁপনি কী করলেন, তাই বলুন।

ডেডবডি তো রাখা যায় না বাড়ির মধ্যে। তাই সেই রাতেই নরলেট ঁর ঁমি লাশ পাচার করলাম বার-বাড়িতে। ওখানে কেউ যায় না। কিন্তু স্প্যানিয়েলটা গেল সঙ্গে সঙ্গে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঁত ঘেউ ঘেউ করতে লাগল যে বাধ্য হয়ে ডেডবডি সরিয়ে নিয়ে যেতে হল ঁরও নিরাপদ জায়গায়। স্প্যানিয়েলকে ঁগে সরিয়ে দিলাম বাড়ি থেকে। তারপর ডেডবডি নিয়ে গেলাম গির্জের তলায় কবরখানায়। ঁর মধ্যে কোনো ঁসম্মান বা ঁশ্রদ্ধা নেই। লোকান্তরিত ঁত্মার প্রতি কোনো ঁন্যায় করেছি বলে ঁমি মনে করি না।

কিন্তু ঁমার কাছে তা ক্ষমার ঁযোগ্য, বললে হোমস। ঁধীরভাবে মাথা নাড়লেন ব্যারোনেট, জ্ঞান দেওয়া খুব সোজা। ঁমার ঁবস্থায় থাকলে হয়তো ঁন্য বুদ্ধি ঁপনার

মাথায় আসত না। শেষ পর্যন্ত বাড়াভাতে ছাই পড়তে যাচ্ছে দেখলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। ঠিক করলাম, সাময়িকভাবে ভগ্নীপতির পূর্বপুরুষদের কোনো শবাধার খালি করে তার মধ্যে বোনকে রাখব-কফিনের কঙ্কাল ফার্নেসে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব। তাই করেছি আমি নরলেট-দেখতেই পাচ্ছেন!

কিছুক্ষণ নতমস্তকে চিন্তামগ্নভাবে বসে রইল হোমস।

তারপর বলল, যা বললেন, তার মধ্যে একটা ফাঁক কিন্তু রয়ে গেল। রেসে জিতুন আর-জিতুন-পাওনাদাররা তো আপনাকে ছেড়ে দেবে না-এস্টেট লুট করে নিয়ে যাবে!

ঘোড়াটা এস্টেটের সম্পত্তি কিন্তু বাজির টাকার ধার ধারবে না। আমার সবচেয়ে বড়ো পাওনাদার হল স্যামব্রয়ার। মহাবদমাশ। নিউমার্কেট হীথে হান্টার পেটা করেছিলাম একবার। আপনি কি মনে করেন সে আর আমাকে বাঁচাবে?

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, আপনার ব্যাপার আপনি বুঝবেন। আমার কর্তব্য আমি করব-পুলিশকে খবর দেব। রাত বারোটা বাজল। ওয়াটসন, চলো ফেরা যাক।

সবাই জানেন অত্যাশ্চর্য এই কাহিনির উপসংহারে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি-যা ঘটা একান্তই সংগত ছিল স্যার রবার্টের অসংগত আচরণের অবশ্যসম্ভাবী পরিণামস্বরূপ। শসকোম প্রিন্স ডার্বি জিতেছিল, মালিককে আশি হাজার পাউন্ড পাইয়ে দিয়েছিল। পাওনাদারদের টাকা মিটিয়েও স্যার রবার্টের হাতে এত টাকা থেকে গিয়েছিল বাকি

জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। লেডি বিয়েট্রিসের মৃত্যুর খবর দেৱিতে নথিভুক্ত করার দরুন ব্যারোনেটকে মৃদু তিরস্কার করে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ এবং করোনার। পুরো লেনদেনের ব্যাপারটাকে দেখেছিল উদার চোখে। অসম্মানের ছায়া থেকে সরে এসে এখন সসম্মানে বার্ষিক্যের দিকে এগিয়ে চললেন স্যার রবার্ট।

টাকা

পাতালের পাপচক্র : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য শসকোম ওল্ড প্লেস স্ট্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় শার্লক হোমস-এর গল্প দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রিটায়ার্ড কালারম্যান-এর পরে। আমেরিকার লিবার্টি পত্রিকার মার্চ ১৯২৭ এবং স্ট্র্যান্ডের ১৯২৭ সংখ্যায় প্রকাশের আগে ওই পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যায় এটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্ল্যাক স্প্যানিয়েল নামে। আবার জন মারে প্রকাশিত শার্লক হোমসের গল্প সংকলনে লেখক স্যার আর্থার গল্পটির উল্লেখ করেন দি অ্যাডভেঞ্চার অব শসকোম অ্যাবি নামে।

সেন্ট প্যানক্রাস : এই অঞ্চলে চতুর্দশ শতকে নির্মিত সেন্ট প্যানক্রাস ওল্ড চার্চকে ইংলন্ডের প্রথম ক্রিস্টান চার্চ বলে অনুমান করা হয়।

টাকা জাল করার কীর্তি : দি গ্রিক ইন্টারপ্রেটার গল্পেও হোমসকে টাকা জাল করার কীর্তি ফাঁস করতে দেখা গিয়েছিল।

পেনশনের অর্ধেক : নিনো সিরোনের প্রবন্ধে জানা যায়, সেই সময়ে ড. ওয়াটসনের পেনশন ছিল সপ্তাহে দু-পাউন্ড। (দ্রষ্টব্য : দ্য ড. জন ওয়াটসন অ্যানুয়াল প্রাইজ এসে কম্পিটিশন ২০০১)।

ঘোড়ার পেছনেই ওড়াই : সিলভার ব্লেজ গল্পে দেখা গিয়েছিল হোমস ঘোড়দৌড় সম্পর্কে বিস্তর খবরাখবর রাখলেও ওয়াটসনের এই ব্যাপারে কোনো ধারণা বা উৎসাহ ছিল না। বিভিন্ন সময়ে ওয়াটসনের শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু রেসের কথা এই প্রথম।

থ্যান্ড ন্যাশনাল : লিভারপুলের এইনট্রি রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক স্টিপলচেজ প্রতিযোগিতা। স্টিপলচেজ ঘোড়দৌড় শুধু নয়, ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ারের নানাবিধ কসরত প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ১৮৩৯ থেকে।

হার্লে স্ট্রিট নয় : হার্লে স্ট্রিটে ডাক্তারদের অফিস বা চেম্বার। হোমস বোঝাতে চেয়েছিল, স্যার রবার্টের পাগলামি সারাতে ডাক্তার প্রয়োজন, গোয়েন্দা নয়। আরেকটি হোমসিয় ঠাট্টা।

ডার্বি : সারে-র এপসম ডাউন্স-এ অনুষ্ঠিত উঁচু বাজির বাৎসরিক ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। ১৭৮০ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা এই প্রতিযোগিতা বর্তমানে বিজ্ঞাপন স্পনসর-এর নাম অনুসারে ভোডাফোন ডার্বি নামে পরিচিত।

চল্লিশে এসে ঠেকেছে : অৰ্থাৎ, বৰ্তমান দৰ হল চল্লিশ ।

ফাৰ্লং : এক মাইলৈৰ এক অষ্টমাংশ । ডাৰ্বিৰ দৌড় হত দেড় মাইল । অৰ্থাৎ বারো ফাৰ্লং ।

ড্রপসি : শৰীৰেৰ টিসু এবং শিৰায় রস জমে শৰীৰেৰ বিভিন্ন অঙ্গ, বিশেষত গোড়ালি বা পায়ের নীচের দিকের অন্যান্য অংশ ফুলে ওঠা । বৰ্তমান নাম ইডিমা ।

পাইক : দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কাৰভিলস উপন্যাসেৰ টীকা দ্রষ্টব্য ।

প্রস্তরের প্রতিলিখন

[দ্য প্রব্লেম অফ থর ব্রিজ]

শেরিং ক্রসে কক্স অ্যান্ড কোম্পানির ব্যাক্সের ভন্টে একটা তোবড়ানো টিনের বাক্স আছে। ডালায় লেখা আছে আমার নাম-জন এইচ ওয়াটসন, এম. ডি.। এককালের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ডাক্তার। বহু দেশ পাড়ি দেওয়ার ফলে টোল খেয়ে বাক্সের অবস্থা শোচনীয়। ভেতরে ঠাসা শার্লক হোমসের বহুবিধ কেসের বৃত্তান্ত লেখা রাশি রাশি কাগজ। কতকগুলো কেস নিষ্ফল তদন্তেই শেষ হয়েছে। শার্লক হোমস হালে পানি পায়নি। সেসব নিয়ে গল্প লেখা আর হবে না-পাঠক মজা পাবে না। যেমন, জেমস ফিলিমোরের অসমাপ্ত কাহিনি। ভদ্রলোক ছাতা নেওয়ার জন্যে বাড়ি ফিরলেন-তারপর থেকেই বেমালুম যেন উবে গেলেন ধরাতল থেকে। বিচিত্র কাহিনি হিসেবে অ্যালিসিয়া জাহাজের অদ্ভুত রহস্যও কম যায় না। কুয়াশার মধ্যে ঢুকে জাহাজখানা যেন অদৃশ্যই হয়ে গেল লোকজন সমেত। ইসাদোরা পারসানোর উপাখ্যানও চক্ষু কপালে তুলে দেবার মতো বিস্ময়কর। ইনি একাধারে পুঁদে দ্বন্দ্বযযাদ্ধা এবং সাংবাদিক। কিন্তু এহেন ব্যক্তিকেই একদিন দেখা গেল বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় সামনে একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে বসে আছেন-বাক্সের মধ্যে একটা আশ্চর্য পোকা, যে-পোকার নাম বিজ্ঞান এখনও শোনেনি। এ ছাড়াও এমন সব গোপন কাহিনি নিয়ে তদন্ত করেছে হোমস যা নিয়ে এখন গল্প লিখলে হইচই পড়ে যাবে। বাকি কেসগুলো কম বেশি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও এতদিন গল্প লেখায় হাত লাগাইনি পাছে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বন্ধুবরের সুনামে আঁচড়

পড়ে-এই ভয়ে । এই ধরনের কিছু কেসে আমি নিজে থেকেছি, কিছু শুনেছি । আজ যে-কেসটা লিখতে বসেছি, তার মধ্যে আমি নিজে ছিলাম ।

অক্টোবরের সকাল । বাড়ির পেছনে একমাত্র গাছটার শেষ পাতা ক-টাও হাওয়ায় ঝরে পড়ছে মাটিতে । শয্যাভ্যাগ করে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্যে নামতে নামতে ভাবলাম, নিশ্চয় বিষণ্ণ মেজাজে দেখব হোমসকে । পরিবেশের প্রভাব ওর ওপর বড্ড বেশি পড়ে তো । কিন্তু দেখলাম তার বিপরীত । হালকা মুডে থাকলে যা তাই । দুষ্ট প্রসন্নতা ভাসছে চোখে-মুখে । খুশি যেন উপচে পড়ছে । খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছে ।

বললাম, কী হে, হাতে কেস এসেছে মনে হচ্ছে?

ও বলল, গোয়েন্দাগিরি জিনিসটা দেখছি ছোঁয়াচে রোগ । ঠিক ধরে ফেলেছ । মাসখানেক ছাচড়া কাজ নিয়ে উপপসি থাকার ফলে আজ জ্বর কেস এসেছে হাতে ।

ভাগ পাব তো?

ভাগ দেওয়ার মতো তেমন কিছু যদিও নেই, তাহলেও তোমার পাতের ওই কড়া সেদ্ধ ডিম দুটো সাবাড় করার পর এ নিয়ে কথা বলা যাবেখন ।

পনেরো মিনিটেই শেষ হল প্রাতরাশ-সাব হযে গেল টেবিল । পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে হোমস বললে, সোনার রাজা নীল গিবসনের নাম নিশ্চয় শুনেছ?

সে তে কিছুদিনের জন্যে ছিলেন। আসলে ঔঁর খ্যাতি অন্য কারণে। সোনার খনিওয়ালাদের মধ্যে ঔঁর চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই পৃথিবীতে।

এখন আছেন ইংলন্ডে।

বছর পাঁচেক আগে হ্যাম্পশায়ারে বাড়ি কিনেছেন। ঔঁর স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যুর খবরটা নিশ্চয় শুনেছ?

এখন মনে পড়েছে। নামটা ওইজন্যেই অত চেনা চেনা লাগছে।

চেয়ারে গাদা করা একরাশ কাগজ দেখিয়ে হোমস বললে কেসটা যে শেষ পর্যন্ত আমার হাতে আসবে ভাবিনি। ঘটনাটা সাংঘাতিক চাঞ্চল্যকর। কিন্তু দারুণ সোজা-কোনো সমস্যাই নেই যেন। করোনারের জুরি যাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তার অদ্ভুত ব্যক্তিত্বও দোষের মাত্রা লাঘব করতে পারেনি-ঘটনা ঘটনাই থেকে গিয়েছে এবং নতুন কোনো ঘটনা না-জানা পর্যন্ত মক্কেল। ভদ্রলোকের খুব একটা উপকার করতে পারব বলেও মনে হয় না।

তোমার মক্কেল?

ঐ দেখো! তোমার সঙ্গে থেকে থেকে পেছন থেকে গল্প বলা অভ্যেস করে ফেলেছি। আসল ব্যাপারটাই ভুলে মেরে বসে আছি। ঐ নাও, পড়ো। বলে চিঠিখানা ঐগিয়ে দিল হোমস। বেশ কড়া হাতে লেখা চিঠির ভাবটা ঐরকম :

ক্ল্যারিজস হোটেল

তেসরা অক্টোবর

প্রিয় মিস্টার শালক হোমস,

ঈশ্বর যে-মেয়েটিকে সব মেয়ের সেরারূপে সৃষ্টি করেছেন, ঐভাবেই কি তার মৃত্যু হবে? তাকে বাঁচানোর জন্যে কোনো চেষ্টাই কি হবে না? বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই, কিছু বুঝতেও পারছি না। শুধু বলব, মিস ডানবার নিরপরাধিনী। দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে-ব্যাপার, আপনিও তা জানেন। গুজবের অন্ত নেই, প্রতিবাদে কেউ কিন্তু সোচ্চার হচ্ছে না। ঐতবড়ো অন্যায় আমি আর সইতে পারছি না-মাথা খারাপ হতে বসেছে। মাছি পর্যন্ত মারতে পারে না যে-মেয়ে, সে করবে মানুষ খুন? কাল ঠিক ঐগারোটায় আমি আসছি। দেখুন, অন্ধকারে আলো আবিষ্কার করতে পারেন কি না। সূত্র হয়তো আমার কাছে, কিন্তু আমিই জানি না তা কী। আমার সর্বস্ব আপনার যদি তাকে বাঁচাতে পারেন। আপনার ক্ষমতার প্রকৃত প্রয়োগ করুন ঐ কেসে।

আপনার বিশ্বস্ত

।জে নীল গিবসন

ব্রেকফাস্ট পাইপ থেকে ছাই ফেলে দিয়ে ফের তামাক ঠাসতে ঠাসতে হোমস বললে, বসে আছি ঐর জন্যেই। কেসটা সব কাগজেই বেরিয়েছে। সমস্ত পড়বার হয়তো সময় পাওনি। আমি ছোটো করে বলছি। যিনি আসছেন, পৃথিবীতে এর টাকার দাপট প্রচণ্ড। মানুষ হিসেবেও অতি ভয়ংকর, অতি প্রচণ্ড। যাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি এখন যৌবননাত্তীর্ণ। দুই সন্তানের ভার দেওয়া ছিল পরমাসুন্দরী এক গভর্নেসের হাতে। তিন জনের মধ্যে থেকে একজন, মানে, ভদ্রলোকের স্ত্রী, সোজাসুজি খুন হয়ে গেলেন একটা ঐতিহাসিক খামারবাড়িতে। মাথায় বুলেট, গায়ে শাল, পরনে ডিনার ড্রেস। বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে গভীর রাতে পাওয়া গেল তার দেহ। খুনের অস্ত্র ডেডবডির কাছে পাওয়া যায়নি-খুনের কোনো পত্রও পাওয়া যায়নি। ওয়াটসন, পয়েন্টটা খেয়াল রেখো-ডেডবডির ধারেকাছে হত্যার হাতিয়ার পাওয়া যায়নি। খুনটা হয়েছে সন্ধে নাগাদ, ডেডবডি চোখে পড়েছে রাত এগারোটা নাগাদ, পুলিশ আর ডাক্তার তন্নতন্ন করে লাশ পরীক্ষা করে তবে বাড়ির মধ্যে এনেছে। খুব ছোটো হয়ে গেল না তো? স্পষ্ট হল?

খু-উব। কিন্তু সন্দেহটা গভর্নেসের ওপর কেন?

স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে। একই বুলেটের ক্যালিবারের পিস্তল পাওয়া গেছে। ভদ্রমহিলার ওয়ার্ডরোবের নীচের তাকে একটা চেম্বার খালি। বলতে বলতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল হোমসের ছাড়া ছাড়া ভাবে বললে নিজের মনে, পাওয়া গেছে ভদ্রমহিলার ওয়ার্ডরোবের-নীচের তাকে। এ-লক্ষণ আমি চিনি। চিন্তার ট্রেন ছুটছে মাথায়। বাগড়া দেওয়া ঠিক হবে না। ঝাঁকি মেরে ফের প্রাণবন্ত হল সেকেন্ড কয়েক পরেই। বলল, হ্যাঁ,

পাওয়া গেছে ওয়ার্ডরোবের নীচের তাকে। খুবই খারাপ। তার চাইতেও খারাপ হল একটা চিরকুট। লিখেছেন গভর্নেস। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন গিবসনের স্ত্রীর সঙ্গে। চিরকুট মুঠোর মধ্যে নিয়েই অ্যাপয়েন্টমেন্টের জায়গায় খুন হয়েছেন তিনি। কী বুঝলে? চূড়ান্ত প্রমাণ হল মোটিভ। সিনেটর গিবসন বিপত্নীক হলে গভর্নেসের পোয়াবারো। প্রেম, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা এসে যাবে গিবসনের প্রসাদে। ওয়াটসন, কেস অতি কদর্য!

খুবই।

গভর্নেস নিজেও তাঁর অন্যত্রস্থিতি বলতে পারেননি। উলটে তিনি যে ওই সময়ে ওই জায়গায় ছিলেন-তা বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী দেখেছে।

তাহলে তো হয়েই গেল।

উঁহু, তাহলেও...সব হয়েও... যাকগে! লাশ পাওয়া গেছে থর ব্রিজের মুখে। পাথরের ব্রিজ। থর জলা যেখানে সরু হয়ে গিয়েছে, তার ওপর তৈরি পাথরের ব্রিজটার নাম থর ব্রিজ। আরে, মক্কেল ভদ্রলোক দেখছি একটু আগেই এসে গেলেন।

বলতে-না-বলতেই দরজা খুলে বিলি য়াকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল এবং নামটা তার আগেই বলে গেল-তিনি নীল গিবসন নন। মার্লো বেস্টস। নার্সাস, রোগা, ভয়াত চক্ষু। দুজনের কেউই চিনি না ভদ্রলোককে। কম্পিত কলেবর দেখে আমার ডাক্তারি মন বলল, লোকটা স্নায়ুপীড়নের ধকল সহিতে না-পেরে ভেঙে পড়ার মুখে এসে পৌঁছেছেন।

হোমস বলল, বড় উত্তেজিত দেখছি আপনাকে। বসুন। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন। এগারোটায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

জানি কার সঙ্গে আছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন মার্লো বেস যেন দম আটকে এল প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গেসঙ্গে, নীল গিবসন আমার মনিব-আমি তার এস্টেট ম্যানেজার। শয়তান, পিশাচ জানোয়ার কোথাকার!

বড্ড শক্ত শক্ত কথা বলছেন কিন্তু।

মনের কথা চট করে বোঝাতে চাই বলেই বলছি। সময় খুব কম। এখানে আমাকে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। আজ সকালে সেক্রেটারি ফার্গুসনের কাছে শুনলাম উনি আসছেন এখানে। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।

আপনি না তাঁর ম্যানেজার?

ছিলাম-চাকরিতে জবাব দিয়েছি। পিশাচ নীল গিবসন দানধ্যান করে শুধু কুকীর্তি ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে। সবচেয়ে জঘন্য ব্যবহার করেছে নিজের বউয়ের সঙ্গে। জানোয়ার কোথাকার! কী করে মারা গেলেন মিসেস গিবসন বলতে পারব না—তবে ওঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল এই শয়তান। মিসেস গিবসনের জন্ম গরমের দেশে—ব্রেজিলে। জানেন তো?

ঐ শুনলাম ।

স্বভাবটাও তাই গরম । সূর্যের দেশের মেয়ে-আবেগে ফুটতেন সবসময়ে । স্বামীকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু যেই রূপ যৌবন গেল, ঐকালে খুবই রূপবতী ছিলেন- আরম্ভ হয়ে গেল শয়তানির শয়তানি । অসম্ভব ধূর্ত, অসম্ভব বদমাশ । মুখের কথায় ভুলবেন না । যা বলবে, ঢাকবে তার বেশি । আমি চলি । না, না, আটকাবেন না-ঐসে গেল বলে নীল গিবসন!

ঘড়ির দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল বিচিত্র আগন্তুক ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হোমস বললে, নীল গিবসনের কর্মচারীরা মনিবের প্রতি খুব ঐকটা অনুগত নন দেখছি । ভালোই হল । হুঁশিয়ারিটা কাজে লাগবে!

ঠিক ঐগারোটোর সময়ে সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল । ঘরে ঢুকলেন স্বনামধন্য কোটিপতি । ঐক নজরেই হাড়ে হাড়ে বুঝলাম কেন ম্যানেজার ভদ্রলোক যমের মতো ভয় পান মনিবকে ঐবং কেনই-বা প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারিরা অভিশাপের পাহাড় জমিয়েছে ঐর মাথায় । যদি ভাস্কর হতাম, চামসিটে বিবেকসম্পন্ন লৌহকঠিন স্নায়ুতে গড়া মূর্তি গড়ার বায়না যদি পেতাম, মডেল হিসেবে বেছে নিতাম নীল গিবসনকে । ঐবড়োখেবড়ো পাথরের মতো বিরাত দীর্ঘ চেহারায় ঐগাগোড়া প্রচণ্ড লালসা আর ঐপরিমেয় ক্ষুধা যেন

দু ব্রেস-বুথ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার ব্রণান ডয়ল । শার্লক হোমস

ফুটে বেরোচ্ছে। আব্রাহাম লিঙ্কনকে যদি সৎ কাজ থেকে হেঁটে এনে বদকাজে লাগানো হয় তাহলে যা দাঁড়ায়, নীল গিবসন তাই। মুখখানা যেন গ্রানাইট কুঁদে তৈরি। কঠিন। অনুতাপবিহীন। অজস্র কঠিন রেখায় অসংখ্য সংকট পেরিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। ধূসর শীতল চোখ দিয়ে পর্যায়ক্রমে দুজনকে মেপে নিলেন প্রথমেই। আমার পরিচয় দিল হোমস। অভিবাদন সেরে নিয়ে কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন হোমসের একদম সামনে।

বললেন, টাকার অভাব হবে না মিস্টার হোমস। টাকা ছড়ান-কিন্তু প্রমাণ করে দিন ভদ্রমহিলা নির্দোষ। বলুন, কত নেবেন?

ঠান্ডা গলায় হোমস বললে, আমি যা নিই, তার বেশি কখনোই নিই না। অথবা একদম পয়সাই নিই না।

বেশ, টাকার দরকার না-থাকলে নামডাকের প্রয়োজন তো আছে। সারাইংলন্ডে হইচই পড়ে যাবে এ-কেস যদি ঠিকমতো সাজিয়ে দিতে পারেন।

ধন্যবাদ। নামডাকের প্রয়োজন আমার নেই। আমি আড়ালে থেকে কাজ করতেই ভালোবাসি। সমস্যাটাই আমার কাছে একমাত্র আকর্ষণ। বাজে সময় নষ্ট না-করে কাজের কথায় বরং আসা যাক।

খবরের কাগজেই নিশ্চয় সব জেনেছেন?

একটা খবৰ বাদে ।

কোনটা?

আপনাৰ সঙ্গে মিস ডানবাবেৰেৰ আসল সম্পৰ্কটা কী?

দাৰুণ চমকে উঠলেন স্বৰ্ণ নৃপতি । চেয়াৰ থেকে উঠতে গিয়েও ফেৰ বসে পড়লেন-
সামলে নিলেন নিজেকে ।

মিস্টাৰ হোমস, সীমা রেখে ডিউটি কৰবেন আশা কৰি?

অবশ্যই ।

মিস ডানবাবেৰেৰ সঙ্গে আমাৰ সম্পৰ্ক মনিবের সঙ্গে কৰ্মচাৰীৰ সম্পৰ্কের মতোই-ছেলে-
মেয়েদের সঙ্গে যখন থাকে, দেখাশুনা হয় শুধু তখন ।

চেয়াৰ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বললে, তাহলে আপনি আসতে পাবেন । আমি ব্যস্ত
মানুষ । বাজে কথায় সময় নষ্ট কৰতে চাই না ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

ভীষণ রাগে মুখ লাল হয়ে গেল নীল গিবসনের । চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হোমসের
ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে বললেন বজ্রকণ্ঠে, তার মানে?

কেস ছেড়ে দিলাম ।

কারণটা কী? দাম বাড়াচ্ছেন? না, ভয় পাচ্ছেন? সোজা জবাব দিন ।

সোজাই বলছি । কেসটা জটিল, ভুল খবরে আরও জটিল হবে ।

তার মানে বলতে চান আমি মিথ্যে বলছি?

ভদ্রভাবে বলতে চেয়েছি—কিন্তু আপনি যখন সোজাভাবে জানতে চাইছেন—প্রতিবাদ করব
না ।

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম কোটিপতির মুখে পৈশাচিক ভাবের বিস্ফোরণ
আর উদ্যত মুষ্টি দেখে । হোমস কিন্তু ক্লান্তভাবে হেসে হাত বাড়াল পাইপের দিকে ।

বললে, মিস্টার গিবসন, গোলমাল করবেন না । ব্রেকফাস্টের পর চাঁচামেচি ভালো লাগে
না । রাস্তায় গিয়ে হাওয়া খান-মাথা ঠান্ডা হবে ।

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰণান ড়ল । শাৰ্লক হোমস

নীল গিবসনের প্রশংসা না-করে পারছি না। অসীম মনোবলে মুহূর্তের মধ্যে শান্ত করে নিলেন নিজেকে।

বললেন, কাজটা ভালো করলেন না। আমাকে ঘাঁটিয়ে কেউ পার পায় না।

অনেকেই অমন বলে আমাকে, এখনও আছি বহাল তবিয়েতে। হেসে হেসেই বলল হোমস। আচ্ছা আসুন, সংসারে এখনও অনেক শিক্ষার বাকি আপনার।

দুমদাম করে বেরিয়ে গেলেন নীল গিবসন। পাইপ টানতে টানতে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে নীরবে কিছুক্ষণ কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করল হোমস।

তারপর বললে, কী বুঝলে হে?

পথের কাঁটা যে-লোক এভাবে সরাতে চায়, তার পক্ষে রূপযৌবনহীনা স্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। মিস্টার বেটস ঠিকই বলেছেন।

আমারও তাই মনে হয়।

কিন্তু গভর্নেসের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কী? তুমি জানলে কী করে?

ধাপ্পা মেৰে। চিঠিৰ ভাষা আবেগে কাঁপছে-সংযত গুছোনো মোটেই নয়। কিন্তু সামনাসামনি কথা বলছে রেখে ঢেকে নিশ্চয় শুধু কৰ্মচাৰীকে বাঁচানোৰ জন্যে এ-ৰকম কাণ্ড কেউ কৰে না-ভেতৰে আৰও ব্যাপাৰ আছে। তাই সৰাসৰি ঘা মারতেই ফেটে বেরিয়ে এল আসল মূৰ্তি। কিছুই জানি না শুধু আঁচ কৰেছি।

ফিৰে আসবেন নিশ্চয়।

আলবত আসবেন। এভাবে কেস ফেলে যাওয়া ওৰ পক্ষে সম্ভব নয়। ওই তো ঘণ্টাৰ আওয়াজ, সিঁড়ি দিয়ে সেই পায়ের মালিক আসছে না? আসুন মিস্টাৰ গিবসন এইমাত্র বলছিলাম ওয়াটসনকে, আপনি এলেন বলে।

অনেকটা মার্জিত চরণে ঘৰে প্রবেশ করলেন কোটিপতি! হোমসের দাওয়াইতে কাজ হয়েছে কিন্তু অপমানের জ্বালা চোখ থেকে এখনও যায়নি। কমনসেন্স দিয়ে বুঝেছেন কাজ উদ্ধার করতে হলে নতিস্বীকার করতেই হবে।

বললেন, ভেবে দেখলাম আপনি প্রশ্ন করেছেন সংগত কারণেই। কিন্তু আমার সঙ্গে মিস ডানবারের সম্পর্ক এ-কैसे আসছে না।

সেটা আমি বুঝব।

অৰ্থাৎ ডাক্তাৰেৰ মতোই ৰুগিৰ সব খবৰ আপনি জানতে চান?

হ্যাঁ! রুগির পক্ষে তা গোপন করা কি ঠিক?

দুম করে যদি একজন মহিলার সঙ্গে আসল সম্পর্ক কী জিজ্ঞেস করেন, স্পষ্ট কথা কি বলা যায়? প্রত্যেক মানুষেরই গোপন কথা থাকে অন্যের প্রবেশ সেখানে নিষেধ। যাক কী জানতে চান বলুন।

যা সত্যি, তাই।

মনে মনে কথাটা সাজিয়ে নিলেন কাঞ্চনসম্রাট। আরও ভারী, আরও গম্ভীর, আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল মুখটা।

সংক্ষেপে বলছি। আমার স্ত্রী মেরিয়া পিন্টোকে বিয়ে করেছিলাম ব্রেজিলে কুড়ি বছর আগে সোনা খোঁজার সময়ে। পরমাসুন্দরী বলতে যা বোঝায়, মেরিয়া ছিল তাই। বিয়ের পর আবেগ যখন থিতিয়ে এল, তখন দেখলাম ওর সঙ্গে আমার মনের মিল কোথাও নেই। আমার ভালোবাসায় ভাটা পড়ল কিন্তু ওর ভালোবাসা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। লোকে বলে আমি নাকি নিষ্ঠুর হয়েছি স্ত্রীর প্রতি। হয়েছি ইচ্ছে করেই। যাতে আমাকে ও ঘৃণা করতে পারে। কিন্তু এত করেও ভালোবাসায় এতটুকু চিড় ধরাতে পারিনি।

দু ব্রেস-বুথ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার ব্রনান ড়ল । শার্লক হোমস

এরপর আমাদের বিজ্ঞাপনের জবাবে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার নিতে এল মিস গ্রেস ডানবার। কাগজে নিশ্চয় তার ছবি দেখেছেন। দুনিয়া জানে সে সুন্দরী। একই বাড়িতে তার মতো মেয়ের প্রতি দুর্বলতা না-নিয়ে থাকা যায় না-আমিও পারিনি। সেটা কি দোষের?

দোষের হবে তখনই যখন আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে ফেলবেন ভদ্রমহিলার কাছে। কেননা, উনি এসেছেন আপনার আশ্রয়ে চাকরি করতে।

হয়তো তাই, মুখে বললেন বটে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য তিরস্কারের ধাক্কায় স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল দুই চোখে। আমি যা নই তা বলতে চাই না নিজেকে। জীবনে যা চেয়েছি মিস ডানবারকেও আমি চাই, চাই তার ভালোবাসা। সে-কথা বলাও হয়ে গেছে।

তাই নাকি? ভীষণ দেখাল হোমসকে।

বলেছি উপায় থাকলে এখুনি বিয়ে করতাম। টাকা যত লাগে দিতে রাজি-তার সুখের জন্যে সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত।

অসীম করুণা আপনার। অবজ্ঞা শানিত স্বর হোমসের।

মিস্টার হোমস, আমি নীতিজ্ঞান শুনতে আসিনি।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

অসহায় যে-মেয়েটির সর্বনাশ করার জন্যে আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন, তাকে আইনের চোখে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্যে এ-কেস আমি হাতে নিয়েছি। আপনাদের মতো বড়ো লোকদের জানা দরকার দুনিয়ায় ঘুস দিয়ে সব জিনিস কেনা যায় না।

অবাক হয়ে গেলাম এতবড়ো একটা ভৎসনা কাঞ্চন সম্রাট বেমালুম হজম করে গেলেন দেখে।

বললেন, এখন তা বুঝছি। ঈশ্বর যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন। মিস ডানবার আমার কোনো কথাই রাখেনি-সেই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল।

গেল না কেন?

দুটো কারণে। প্রথমত, আমি কথা দিয়েছিলাম, আর গায়ে হাত দেব না। এই কথাতেই সে থেকে যায়। কিন্তু আমি জানি কারণ আর একটা আছে। আমার ওপর তার প্রভাবটাকে সে ভালো কাজে লাগাতে চেয়েছিল।

কীভাবে?

মিস্টার হোমস, মিস ডানবার আমার অনেক খবর রাখে। সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে যে ক্ষমতা আমার তা আছে। আমি ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারি, গড়তে পারি। ব্যক্তিবিশেষও নয়-সমাজ।

শহর এমনকী একটা জাতকেও । ব্যাবসা বড়ো কঠিন খেলা-এ-খেলায় দুর্বলের ঠাই নেই । আমি নিজে হেরে কাঁদিনি অন্যের কান্নায় গলে যাইনি । কিন্তু মিস ডানবারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য রকম । সে বলে একজন মানুষের যেটুকু দরকার, তার বেশি তার থাকার প্রয়োজন নেই এবং দশ হাজার রিক্ত মানুষকে ধ্বংস করে একজনের বিত্ত বাড়ানোও পাপ । ডলার চিরকাল থাকে না-যা চিরন্তন, মিস ডানবার ডলারের পাহাড় পেরিয়ে সেইদিকেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমাকে সারাদুনিয়ার মঙ্গল এইভাবেই করছিল আমার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে । এই উদ্দেশ্যেই ও থেকে যায় । তারপরেই ঘটল এই ঘটনা ।

ঘটনাটা সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?

দু-হাতে মাথা চেপে ধরে মিনিট কয়েক কী যেন চিন্তা করে নিলেন স্বর্ণ সম্রাট ।

বললেন, কেস খুবই খারাপ । মেয়েদের মন বোঝা ভার-বাইরে এক, ভেতরে আর এক । প্রথমে তাই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম । তবে কী জানেন, মিস ডানবারের বাইরেটাই অ্যাঙ্গিন দেখেছি । তারপর ভেবে দেখলাম, তা নয় । ঈর্ষা জিনিসটা শুধু দেহ নয়-মনকে নিয়েও গড়ে ওঠে । মিস ডানবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কেবল মনের-আমার স্ত্রী তা টের পেয়েছিল । ডানবারের মনের প্রভাব যে আমার ওপর প্রচণ্ড-যে-প্রভাব আমার স্ত্রীও সৃষ্টি করতে পারেনি তা সে বুঝতে পেরেই নিশ্চয় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল । হাজার হোক রক্তের মধ্যে আমাজনের হলকা রয়েছে তো । পিস্তল নিয়ে তাই খুন করতে গিয়েছিল মিস ডানবারকে কিন্তু ধস্তাধস্তিতে গুলি নিজের মাথাতেই লেগেছে ।

হোমস বললে, সম্ভাবনাটা আমিও ভেবেছি। ঠান্ডা মাথায় খুন করার বিকল্প সিদ্ধান্ত হিসেবে শুধু এইটাই সম্ভব।

কিন্তু মিস ডানবার তো তা মানছে না।

তারপরেও ধরুন আচ্ছন্ন অবস্থায় কোনো মেয়েমানুষের পক্ষে রিভলভার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জামাকাপড়ের আলমারিতে রেখে দেওয়া বিচিত্র নয়-কী করছে সে-হুঁশ হয়তো তখন ছিল না। পরে যখন পিস্তল পাওয়া গেল, তখন মিথ্যে বলা বা অস্বীকার করাটাও স্বাভাবিক। এই যে সিদ্ধান্ত, এর বিপক্ষে কী পয়েন্ট থাকতে পারে বলুন?

মিস ডানবার নিজে।

হয়তো।

ঘড়ির দিকে তাকাল হোমস, সকালটা যাবে পারমিট বার করতে, সন্দের ট্রেনে পৌঁছে যাব উইনচেস্টার। ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা না-করা পর্যন্ত এ নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলা বা আপনার সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয়।

সরকারি অনুমতি বার করতে একটু দেরি হল। উইনচেস্টারে না-গিয়ে সেদিন আমরা গেলাম নীল গিবসনের এস্টেট থর প্লেসে। নীল গিবসন নিজে এলেন না-সার্জেন্ট

কভেন্ট্রির ঠিকানা দিয়ে দিলেন । কেসটা প্রথমে ইনিই তদন্ত করেছেন । রোগা লম্বা বিবর্ণ চেহারার মানুষ । যা জানেন, যেন তার চাইতে ঢের কম বলেন-এমনি একটা রহস্য আর গোপনীয়তা জাগিয়ে রাখেন হাবভাবের মধ্যে । কথা বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বর ফিসফিসানিতে নামিয়ে এনে এমন একটা ভাব করেন যেন খবরটা দারুণ কিছু আসলে তা নেহাতই মামুলি । এইসব কায়দা-টায়দার আড়ালে লোকটা অতি সজ্জন এবং ভালো মানুষ । এ-রহস্যের কিনারা করার মতো বুদ্ধি যে তার ঘটে নেই, যেকোনো সাহায্য পেলে বর্তে যাবেন-তা স্বীকার করে বসলেন অকপটে-যদিও মুখখানা গোমড়া করে ।

মিস্টার হোমস, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্য নিয়ে মুশকিল আছে । কেস ফয়সালা করে কৃতিত্বটা তারাই নিয়ে যাবে আমাকে দুর্নামে ডুবিয়ে যাবে । সেদিক দিয়ে আপনি অনেক ভালো । সোজা লোক আপনি । অনেক সুনাম শুনেছি ।

কারো সাতোপাঁচে থাকি না । শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বিষণ্ণবদন অফিসার, কেস ফয়সালা করলেও নিজের নাম কোনো ব্যাপারে জড়াই না ।

আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন, মিস্টার হোমস । ডক্টর ওয়াটসনকে নিশ্চয় বিশ্বাস করা যায় । চলুন, অকুস্থলে যাওয়া যাক । তার আগে একটা কথা শুধু আপনাদের বলতে চাই, বলে এমনভাবে জুল জুল করে চারদিক দেখে নিলেন সার্জেন্ট যেন কথাটা মুখ দিয়ে বলতে ভরসা পাচ্ছেন না, মিস্টার নীল গিবসন নিজেই খুন করেননি তো?

আমিও ভেবেছি সেইরকম ।

মিস ডানবারকে দেখলে বুঝবেন অমন মেয়ে ত্রিভুবনে নেই । পথের কাঁটা বউকে সরিয়ে দিয়েছেন নীল গিবসন নিজেই । আমেরিকানরা সব পারে । কথায় কথায় বন্দুক চালায় । পিস্তলটাও তো তার ।

প্রমাণ পেয়েছেন?

এক জোড়া পিস্তলের একটায় খুন হয়েছেন মিসেস গিবসন ।

জোড়া পিস্তল? আরেকটা কোথায়?

বাড়িময় তো পিস্তল ছড়ানো । মিলিয়ে দেখা এখনও সম্ভব হয়নি । তবে বাক্সের মধ্যে দুটো পিস্তলের জায়গা আছে দেখছি ।

কিন্তু মিলিয়ে না-দেখলে নিঃসন্দেহ হবেন কী করে?

চলুন না, গিয়ে দেখবেনখন । সাজিয়ে রেখেছি সব ।

পরে দেখব । এখন চলুন অকুস্থলে ।

সার্জেন্ট কভেন্ট্রির সাদাসিদে কটেজটাই স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি। এখান থেকে হেঁটে গেলাম প্রায় আধ মাইল পথ। বরা ফার্নের সোনালি আর ব্রোঞ্জ পাতায় ছাওয়া, হাওয়ায় দামাল অনুর্বর গুল্ম সমাকীর্ণ প্রান্তর পেরিয়ে পৌঁছোলাম খর প্লেস এস্টেটে ঢোকবার সাইড-গেটের সামনে। দূরে রাস্তার শেষে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে একটা আধা-জর্জিয়ান আধা-টিউডর বিশাল বাড়ি অর্ধেক তৈরি গাছের গুড়ি দিয়ে। আমাদের পাশেই নলবনে আকীর্ণ জলা। জলা যেখানে সংকীর্ণ, ঠিক সেই জায়গায় গাড়িতে যাওয়ার পাথুরে ব্রিজ। দু-পাশে জলা বিস্তৃত হয়ে লেকের আকার নিয়েছে। ব্রিজে ওঠবার মুখে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে গেলেন।

জমির দিকে আঙুল তুলে বললেন, এইখানে পাওয়া গেছে মিসেস গিবসনের দেহ।

লাশ সরানোর আগে আপনি এসেছিলেন তো?

নিশ্চয়। সঙ্গেসঙ্গে খবর পাঠিয়েছিল আমাকে।

কে খবর পাঠিয়েছিল?

মিস্টার গিবসন নিজে লোকমুখে খবর শুনেই সবাইকে নিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে আসেন এখানে-পইপই করে প্রত্যেককে বলে দেন পুলিশ না-আসা পর্যন্ত যেন কিছু সরানো হয়।

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ড়ল । শার্লক হোমস

বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন । খবরের কাগজে লিখেছে, খুব কাছ থেকে নাকি গুলি করা হয়েছে?

খুবই কাছ থেকে ।

ডান রগে?

একটু পেছনে ।

লাশ কীভাবে পড়ে ছিল?

চিত হয়ে । ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন পাইনি । বাঁ-মুঠোয় আঁকড়ে ধরা ছিল মিস ডানবারের লেখা চিরকুটটা ।

আঁকড়ে ধরেছিলেন?

আস্তে । আঙুল খুলতে হিমশিম খেয়ে গেছি ।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট । এ থেকে বোঝা যায়, মিথ্যে সূত্র হিসেবে চিরকুটটা খুনের পর হাতে গুঁজে দেওয়া সম্ভব ছিল না । চিরকুটের বয়ানও তো খুব ছোট, রাত নটায় থর ব্রিজে থাকব ।-জি, ডানবার । তাই?

আঙে ।

মিস ডানবার স্বীকার করেছেন চিরকুট তাঁরই লেখা?

করেছেন ।

কেন দেখা করতে এসেছিলেন, বলেছেন?

যা বলবার জেলা আদালতে বলবেন, বলেছেন ।

ইন্টারেস্টিং সমস্যা । বিশেষ করে চিঠির ব্যাপারটা ।

আঙে হ্যাঁ, একমাত্র অকাট্য প্রমাণ ।

মাথা নেড়ে হোমস বললে, কিন্তু চিঠিখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে দেখা করলেন কেন গিবসন? চিঠি পেয়েছিলেন রাত নটার বেশ আগে ঘণ্টাখানেক আগে তো বটেই । অতক্ষণ পরেও চিঠি ধরে রইলেন কেন? চিঠি নিয়ে নিশ্চয় কথা হচ্ছিল না? অদ্ভুত নয় কি?

সেইরকমই তো দেখছি ।

বসে বসে ভাবা যাক, বলে পাথরের পাঁচিলে বসে তীক্ষ্ণ চোখে ংদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেল ব্রিজের উলটোদিকের পাঁচিলের সামনে। পকেট থেকে আতশকাচ বার করে পাথরের কারুকাজ দেখতে দেখতে বললে-
অদ্ভুত তো?

আমিও দেখেছি, স্যার। পাথরে চটা উঠে গেছে। অনেক লোক যায় তো ব্রিজ পেরিয়ে, তাদেরই কারুর কীর্তি।

পাথরটা ধূসর, কিন্তু ংক জায়গা সাদা দেখাচ্ছে চটা উঠে যাওয়ায়। ছ-পেনি মুদ্রার সাইজে খানিকটা জায়গা ভেঙে গেছে। যেন ংকটা জোরালো চোট লেগেছিল ঠিক ওই জায়গাতেই।

চিন্তামগ্ন চোখে হোমস বললে, বেশ জোরে ঘা মেরে ভাঙা হয়েছে দেখছি। হাতের ছড়ি দিয়ে গায়ের জোরে মারল পাঁচিলে, কিন্তু পাথর চটাতে পারল না। বেশ কড়া মার। লেগেছে বড়ো অদ্ভুত জায়গায়। ওপর থেকে নয়, নীচ থেকে। পাঁচিলের তলার কিনারায় দেখছেন?

কিন্তু লাশ পড়েছিল ংখান থেকে কম করেও পনেরো ফুট দূরে।

তা ঠিক। তাহলেও ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়। পায়ের ছাপ-টাপ পেয়েছেন?

মাটি লোহার মতো শক্ত । কোনো ছাপ নেই ।

তাহলে যাওয়া যাক । আগে বাড়ির ভেতরে অস্ত্রগুলো দেখব । তারপর উইনচেস্টারে-মিস ডানবারের সঙ্গে কথা বলব ।

নীল গিবসন তখন ফেরেননি শহর থেকে । ম্যানেজার মিস্টার বেটস ছিলেন নিউরোটিক চেহারা নিয়ে তিনিই আমাদের মনিব সংগৃহীত রকমারি সাইজের বন্দুক পিস্তল দেখিয়ে মনে মনে যেন বিরাট তৃপ্তি পেলেন ।

বললেন, মাথার কাছেও গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে ঘুমোন মিস্টার গিবসন । শত্রুর শেষ নেই—যা ব্যাভার, হবেই-বা না কেন । আমাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে বসেন যে ভয়ে সিটিয়ে থাকি । মিসেস গিবসনও নিশ্চয় আতঙ্কে থেকেছেন যে কটা দিন বেঁচেছিলেন ।

মারধর করতে কখনো দেখেছেন?

না । তবে কথা শুনেছি । চাকরবাকরদের সামনেই স্ত্রীকে যা মুখে আসে তাই বলে গেছেন ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে হোমস বললে, কোটিপতির প্রাইভেট লাইফ খুব উজ্জ্বল নয় দেখা যাচ্ছে । মিস্টার বেটস ভদ্রলোক সম্বন্ধে যত মন্দ কথাই বলুন না কেন, শহর থেকে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফেরার পর চৌকাঠ পেরোননি খুনের খবর পাওয়ার আগে পর্যন্ত । সাড়ে আটটার সময়ে তো ডিনার ঘরে ছিলেন । পক্ষান্তরে, মিস ডানবার খুনের ঠিক আগেই মিসেস গিবসনের কাছে ছিলেন মুখে স্বীকার করছেন তার বেশি কিছু বললেন না উকিল বারণ করেছে বলে । এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা না-করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না । শুধু একটা ব্যাপারের জন্যেই একে খুনি বলে ধরে নিচ্ছি না ।

কী ব্যাপার হোমস?

ওঁরই জামাকাপড়ের আলমারিতে পিস্তল খুঁজে পাওয়াটা ।

বল কী । সেইটাই ওঁর বিপক্ষে সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ!

খুব অকাট্য নয় । কাগজ পড়েই খটকা লেগেছিল । কাছে এসে অসংগতিটা আরও চোখে পড়ছে । সংগতি যতক্ষণ না পাচ্ছি, ধরে নেব কোথাও একটা চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা চলছে ।

বুঝলাম না কী বলতে চাও ।

ওয়াটসন, ধরো তুমি একজন মহিলা। খুব ঠান্ডা মাথায় পূর্ব পরিকল্পিত পন্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হনন করতে চাও। প্ল্যান ঠিক করে ফেললে। একটা চিরকুটও লেখা হল। খুন যে হবে, সে এল। হাতে তোমার অস্ত্রও আছে। খুন করলে। ভারি নিখুঁত কাজ-কোথাও কোনো ফাঁক রইল না। এরপর কি বলতে চাও অপরাধী হিসেবে তোমার এত সুনাম নষ্ট করবে পাশের নলবনে অস্ত্রটা ছুঁড়ে না ফেলে দিয়ে সেটাকে ধরে এনে নিজেরই ওয়ার্ডরোবে সযত্নে রেখে দিয়ে? নলবন হাতের কাছেই, ছুঁড়ে ফেলে দিলে জীবনে কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু এমন একটা জায়গায় রাখলে সবার আগে যেখানে সার্চ করা হবে। ওয়াটসন, তুমি যে ধুরন্ধর চক্রী, এ-অপবাদ তোমার প্রাণের বন্ধুও তোমাকে দেবে না-তা সত্ত্বেও বলব এ-রকম আহামুকি তোমার দ্বারাও জীবনে সম্ভব নয়।

উত্তেজনার মুহূর্তে—

কক্ষনো না। এত ঠান্ডা মাথায় যে-খুন করা হয়-ঠান্ডা মাথায় খুনের প্রমাণ লুকিয়ে রাখাও সেক্ষেত্রে করা হয়। না হে, মারাত্মক ভুল ধারণার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের।

কিন্তু অনেক কিছুই তাহলে অস্পষ্ট থেকে যায়। স্প

ষ্ট করার চেষ্টা করা যাক। দৃষ্টিকোণ পালটে গেলেই আগে যা ধোঁয়াটে পরে তা সূত্র হয়ে ওঠে। যেমন ধরো, এখানে ধোঁয়াটে ব্যাপার হচ্ছে রিভলভার। মিস ডানবার বার বার বলছেন রিভলভার তিনি রাখেননি। নতুন থিয়োরি অনুসারে তিনি সত্যি বলছেন যদি

ধরে নিই, তাহলে কেউ এই বস্তুটি তার ওয়ার্ডরোবে রেখেছে। কে রেখেছে? এমন কেউ যে তাকে দোষী সাব্যস্ত করাতে চায়। এই ব্যক্তিই কি প্রকৃত অপরাধী নয়? দেখলে, কীভাবে সঠিক তদন্ত লাইন ধরে ফেললাম।

উইনচেস্টারে রাত কাটাতে বাধ্য হলাম সরকারি অনুমতি পেতে দেরি হল বলে। পরের দিন সকালে মিস ডানবারের আইনবিদ উঠতি ব্যারিস্টার কামিংসকে নিয়ে গেলাম ভদ্রমহিলার কারাকক্ষে। পরমাসুন্দরী কাউকে দেখব আশা করেই গিয়েছিলাম কিন্তু এরকম আশ্চর্য রূপ দেখব ভাবতেও পারিনি। দাপুটে কোটিপতিও যে কেন ঐর কথায় ওঠবোস করেন, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। ভদ্রমহিলা কৃষ্ণাঙ্গী, চুলও কালো। ধারালো চোখে-মুখে এমন একটা ভাব বিচ্ছুরিত হচ্ছে যা দেখে বোঝা যায় ঐর দ্বারা কোনোরকম অপকর্মই সম্ভব নয়-মহৎ কাজ ছাড়া আর কিছুতেই সায় নেই। জালে জড়িয়ে পড়া অসহায় প্রাণীর মতো কালো চোখ দুটিতে ভাসছে আকুলতা আর আর্তি-বেরোবার পথ যে আর নেই তা অন্তর দিয়ে যেন বুঝতে পেরেছেন। এই অবস্থায় যখন দেখলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা এসেছে তাকে বাঁচাতে, তখন রং ফুটল দুই গালে, আলো জাগল দুই চোখে।

খাটো গলায় উত্তেজনা ভাসিয়ে বললেন, মিস্টার নীল গিবসনের কাছে শুনেছেন তো আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক?

শুনেছি। কিন্তু কোর্টে সব কথা খুলে বলেননি কেন? শুধোয় হোমস।

ভেবেছিলাম একদিন সত্য প্রকাশ পাবে। ঘরোয়া কেলেক্কারি পাবলিককে জানাতে চাইনি। এখন দেখছি সত্য প্রকাশ পাচ্ছে না-আরও তলিয়ে যাচ্ছে।

তা ঠিক। আপনার অবস্থা এখন খুব সঙিন। কাজেই আমার অনুরোধ কিছু লুকোবেন না।

না, কিছুই লুকোব না।

তাহলে বলুন মিসেস গিবসনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আসলে কীরকম ছিল।

ঘৃণার, বিদ্বেষের, ঈর্ষার। আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। গরমের দেশের মেয়ে স্বভাবও তাই। আধাআধি কিছু করেন না-যা করেন পুরোপুরি। আমাকে ঘেন্না করার ব্যাপারেও তাই। ওঁর স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আত্মিক, সম্পূর্ণ মানসিক এবং তার মঙ্গলের জন্যেই ও-বাড়িতে আমি থেকে গিয়েছিলাম তা বুঝতে পারেননি। এখন দেখছি, আমি না-থাকলেও ও-বাড়িতে সুখ কোনোদিন ফিরে আসত না।

ঠিক কী-কী ঘটেছিল সেই রাতে পর পর বলে যান।

বলব, কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারের অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আপনি না-পারলেও অন্যে পারবে। আপনি খালি ঘটনাগুলো বলে যান।

থৰ ব্ৰিজে গিয়েছিলাম মিসেস গিবসনের চিঠি পেয়ে। সকাল বেলা স্কুলৰুমে বোধ হয় নিজের হাতেই চিঠিখানা রেখে গিয়েছিলেন। ডিনারের পর যেন দেখা করি, খুব জরুরি দরকার, কথা আছে। আমার জবাব যেন বাগানের সূর্যঘড়ির ওপর রেখে আসি। ওঁর চিঠিখানা যেন। পড়বার পর পুড়িয়ে ফেলি। অবাক হইনি। স্বামীকে যমের মতো ভয় করতেন। স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন মিস্টার গিবসন। এ নিয়ে অনেকবার বকাবকি করেছি ওঁকে।

মিসেস কিন্তু আপনার চিঠি পোড়াননি-খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। মৃত্যুর সময়ে চিঠি মুঠোয় ছিল শুনে খুবই অবাক হয়েছি।

তারপর কী হল?

কথা দিয়েছিলাম বলেই গেলাম। যাওয়ার পর বুঝলাম কীভাবে মনেপ্রাণে আমাকে উনি ঘেন্না করতেন। এক বাড়িতে এতদিন থেকেছি, অথচ একবারের জন্যেও বুঝতে দেননি আমি ওঁর দু-চক্ষের বিষ। বুঝিয়ে দিলেন সেইদিন। যা মুখে এল বলে গেলেন। সেসব কথা শোনাও পাপ। কানে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে আসতে আসতে শুনলাম চিলের মতো টেঁচিয়ে আমার মুণ্ডপাত করছেন। দাঁড়িয়ে ছিলেন থৰ ব্ৰিজের মুখের কাছে।

মৃতদেহ পরে কোথায় পাওয়া গেল?

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার কয়েক গজ দূরে।

ফেরার পথে গুলি ছোড়ার শব্দ শোনেননি?

না। ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম। শোনবার বা দেখবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। সোজা নিজের ঘরে গেছিলাম।

ঘর থেকে আবার বেরিয়েছিলেন সকালের আগে?

হ্যাঁ। মিসেস গিবসন খুন হয়েছেন শুনেই সবার সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

মিস্টার গিবসনকে তখন দেখেছিলেন?

হ্যাঁ। ব্রিজ থেকে ফিরে ডাক্তার আর পুলিশকে খবর পাঠাচ্ছিলেন।

খুব বিচলিত মনে হয়েছিল?

মিস্টার গিবসন শক্ত মানুষ। ভেতরের আবেগ বাইরে ফোঁটান না। তা সত্ত্বেও মনে হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে খুব নাড়া খেয়েছেন।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

এবার আসল পয়েন্টে আসা যাক । পিস্তলটা আগে দেখেছিলেন?

জীবনে না ।

পাওয়া গেল কখন?

পরের দিন সকালে পুলিশ এসে যখন সার্চ করল ।

আপনার জামাকাপড়ের মধ্যে?

হ্যাঁ, নীচের তাকে ।

কতক্ষণ ছিল সেখানে বলে মনে হয়?

তার আগের সকালেও ছিল না ।

কী করে জানলেন?

ওয়ার্ডরোব গুছিয়েছিলাম বলে ।

তাহলে ঘরে ঢুকে কেউ পিস্তল রেখে গেছে আপনাকে ফাঁসানোর জন্যে ।

নিশ্চয় তাই।

কিন্তু কখন?

খাবার সময়ে অথবা যখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে স্কুলঘরে ছিলাম তখন! চিঠি পাওয়ার পর ওই ঘরেই ছিলেন? সমস্ত সকালটা ছিলাম।

পাথরের ব্রিজে এক জায়গায় চটা উঠে গেছে। সদ্য পাথর ভেঙেছে। লাশ যেখানে পড়ে ছিল-ঠিক তার উলটোদিকে। কেন বলতে পারেন?

নিছক কাকতালীয়।

খুবই অদ্ভুত কাকতালীয়, মিস ডানবার। ঠিক যেখানে যে সময়ে খুন হল, পাথরের চটা উঠল কেন ঠিক সেই জায়গায় সেই সময়ে?

উঠবেই-বা কী করে? গায়ের জোরে পাথরে ঘা না-মারলে ওভাবে চটা ওঠানো যায় না।

জবাব দিল না হোমস। আচমকা টানটান হয়ে গেল পাণ্ডুর মুখখানা-ধূসর দুই চোখে ভেসে উঠল দূরায়ত দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি আমি চিনি। রহস্যকূপের নিতলে তলিয়ে সূত্র অন্বেষণে ধ্যানস্থ এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্যসন্ধানী। ধ্যানমগ্ন সেই মূর্তির সামনে কথা

বলারও সাহস হল না আমার, ব্যারিস্টারের বা মিস ডানবারের। আচমকা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে প্রচণ্ড স্নায়বিক শক্তিতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠে যেন ফেটে পড়ল আত্যন্তিক আবেগ, ওয়াটসন, চলো!

কী হল, মিস্টার হোমস?

মাই ডিয়ার লেডি, অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে, রহস্যের মেঘ উঠে যাচ্ছে। মিস্টার কামিংস, শিগগিরই সারাইংলন্ড কাপিয়ে দেওয়ার মতো একখানা কেস আপনাকে দেব। মিস ডানবার, খবর পাবেন কাল সকালেই।

উইনচেস্টার থেকে থর প্লেস খুব একটা লম্বা পথ নয় কিন্তু ট্রেনে বসে ছটফট করতে লাগল শার্লক হোমস পথ যেন আর ফুরোচ্ছে না। থর প্লেসের কাছাকাছি আসতেই আচমকা আমার মুখোমুখি বসে দু-হাত আমার হাঁটুর ওপর রেখে দুই চোখে বিষম কৌতুক আর প্রচণ্ড নষ্টামি নাচিয়ে বললে, ওয়াটসন, অভিযানে বেরোলেই সঙ্গে পিস্তল রাখ তুমি, তাই না?

রাখি ওর জন্যেই। সমস্যায় ডুবে গেলে আত্মরক্ষার খাতিরে পিস্তল নেওয়ার কথাও খেয়াল থাকে না হোমসের-তাই বহুবার প্রয়োজনের মুহূর্তে আমার পিস্তল বাঁচিয়ে দিয়েছে ওর অমূল্য জীবন। কথাটা মনে করিয়ে দিলাম।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

ও বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আবার ংকট ংন্যমনস্ক ংসব ব্যাপারে । পিস্তলটা ংবারেও ংনেছ ংশা করি?

হিপ-পকেট থেকে বার করে দিলাম হাতিয়ার । ক্যাচ খুলে বুলেটগুলো হাতে নিয়ে হোমস বললে, বড্ড ভারী দেখছি ।

নিরেট বলেই ভারী ।

মিনিটখানেক কী যেন ভাবল হোমস ।

বলল, ভায়া, ং-তদন্তে তোমার ংই পিস্তল ংকটা বড়ো ভূমিকা নিতে যাচ্ছে ।

মাই ডিয়ার হোমস, ইয়ার্কি মেরো না ।

ংমি কিন্তু সিরিয়াস । ংকটা টেস্ট করব-টেস্টে তোমার পিস্তল যদি পাশ করে যায়-তাহলেই কেব্লা ফতে । ংকটা বুলেট বাইরে রাখলাম-পাঁচটা ভেতরে রাখলাম ংরও ওজন বাড়ল । চমৎকার ।

ওর মাথায় যে কীসের খেলা চলছে, বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না । বসে রইলাম চুপচাপ । হ্যাম্পশায়ার স্টেশনে পৌঁছে ংকটা ছ্যাকড়াগাড়ি নিয়ে হাজির হলাম সার্জেণ্টের ংস্তানায় ।

সূত্র পেয়েছেন নাকি, মিস্টার হোমস?

সেটা নির্ভর করছে ডক্টর ওয়াটসনের পিস্তল কীরকম ব্যবহার করে আমাদের সঙ্গে তার ওপর। এই নিন পিস্তলটা। দশগজ সরু দড়ি দিতে পারেন?

টোয়াইন সুতোর একটা গোলা পাওয়া গেল গাঁয়ের দোকান থেকে।

এতেই হবে, বলল হোমস। চলো এবার অভিযানের শেষ পর্ব শুরু করা যাক।

তখন সূর্য ডুবেছে। হ্যাম্পশায়ারের দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গায়িত জলাভূমি অপূর্ব সুন্দর লাগছে পড়ন্ত আলোয়। হোমসের মস্তিষ্ক আদৌ সুস্থ আছে কি না, সে-সন্দেহ হরেকরকমভাবে প্রকাশ পাচ্ছে সার্জেন্টের বক্র চাহনির মধ্যে। অকুস্থলে গিয়ে বুঝলাম বাইরে যতই স্থির থাকতে চেষ্টা করুক না কেন, ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়েছে শার্লক হোমস।

আমার টিপ্পনীর জবাবে বললে, আগে বেশ কয়েকবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি তুমি জান। আমি সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি লক্ষ্যটা কোথায়—তা সত্ত্বেও অনেক সময়ে হেদিয়ে মরেছি। এ-কেসেও উইনচেস্টার জেলে বসেই বিদ্যুৎচমকের মতো সম্ভাবনাটা খেলে গেছে মাথার মধ্যে দেখা যাক তা কতদূর সত্যি।

হাঁটে হাঁটেই টোয়াইন সুতোয় একদিক শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিল রিভলভারের হ্যাভেলে। অকুস্থলে পৌঁছে সার্জেন্টের মুখে শোনে ঠিক কোন জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে মিসেস গিবসনের মৃতদেহ। তারপর খুঁজেপেতে একটা বড়োসড়ো পাথর এনে সুতোর আর একদিক বাঁধল পাথরে। বুলিয়ে দিল পাথরের পাঁচিলের অন্য দিকে। পাথর ঝুলতে লাগল জলের ঠিক ওপরে। তারপর লাশ যেখানে পড়েছিল, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে টান টান সুতোয় বাঁধা আমার পিস্তলটা হাতে নিয়ে বলল সোল্লাসে, এইবার।

বলেই, পিস্তল ঠুসে ধরল নিজের রগে এবং মুঠি আলাগা করল পর মুহূর্তেই। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে ঝুলন্ত পাথরের ওজন পিস্তলটাকে সাঁৎ করে টেনে নিয়ে গেল ব্রিজের ওপর দিয়ে, ঠকাং করে লাগল উলটোদিকের পাঁচিলে এবং চোখের নিমেষে পাঁচিল উপকে অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়। একলাফে পাথুরে পাঁচিলের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বিষম উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল শার্লক হোমস।

পেয়েছি! পেয়েছি! এর চাইতে অকাট্য হাতেনাতে প্রমাণ আর হয় না! দেখলে তো ওয়াটসন, সমস্যার সমাধান করল তোমার রিভলভার! দেখলাম, পাঁচিলের তলার দিকে চটা উঠে গেছে পিস্তলের ঘায়ে আগের চটার ঠিক পাশে-সাইজ এবং আকার হুবহু এক।

বিমূঢ় বিস্মিত সার্জেন্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হোমস বললে, আজ রাতটা সরাইখানায় কাটাব। আঁকশি-হুক এনে আমার বন্ধুর রিভলভারটা উদ্ধার করে দিন। পাশেই পাবেন সুতো আর পাথর বাঁধা আর একটা রিভলভার মিস্টার গিবসনের জুড়িদার রিভলভার-যা

দিয়ে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গিয়ে নিজের অপরাধ গোপন করে নিরপরাধিনীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চেয়েছিলেন মিসেস গিবসন। মিস্টারকে জানিয়ে দেবেন কাল সকালে আমি যাব ওঁর কাছে, তারপর মিস ডানবারকে খালাস করার ব্যবস্থা করা যাবেখন।

সেইদিনই রাত্রে সরাইখানায় বসে পাইপ টানতে টানতে হোমস বললে, ওয়াটসন, থর ব্রিজ রহস্য নিয়ে তুমি গল্প নিশ্চয় লিখবে, কিন্তু আমার সুনাম খুব একটা বাড়বে না। আমার গোয়েন্দাগিরি আটের মূল ভিত হল কল্পনা আর বাস্তবের সহাবস্থান। এ-কেসে আমি তার কথা ব্যবহার করতে পারিনি। পাথরের চটা চোখের সামনেই ছিল কিন্তু অতবড়ো সূত্রটা দেখেও কল্পনাকে কাজে লাগাতে দেরি করেছি।

মিসেস গিবসনের মনে যে-খেলা চলছিল, তা এত গভীর যে ওপর ওপর বোঝার সাধ্য কারোরই ছিল না। ভালোবাসা বিকৃত হলে যে অঘটন ঘটতে পারে, আমাদের এতদিনকার অ্যাডভেঞ্চারময় জীবনে তা কখনো ঘটেনি। স্বামীর ওপর মিস ডানবারের আত্মিক অথবা মানসিক প্রভাবের কদর্থ উনি করেছিলেন। ভেবেছিলেন স্বামী তার সঙ্গে যে গহিত আচরণ করছে, তার ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন মিস ডানবার। তাই প্রথমে নিজেকে হনন করে মিস ডানবারকে এমন দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন যা আকস্মিক মৃত্যুর চাইতে অনেক বেশি ভয়াবহ।

প্লট তৈরি করলেন খুব ভেবেচিন্তে নিখুঁতভাবে। কায়দা করে চিঠি লিখিয়ে নিলেন মিস ডানবারকে দিয়ে দেখে মনে হবে যেন তিনি নিজেই দেখা করতে গিয়েছিলেন থর

ব্রিজে । শেষ মুহূর্তে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিলেন চিরকুটটা মুঠোয় ধরে রেখে—
এই একটা বিসদৃশ ব্যাপার দেখেই যেকোনো সন্দিক্ত মানুষের সজাগ হওয়া উচিত ছিল ।

বাড়িতে সিন্দুকে অনেক পিস্তল ছিল । একটা নিলেন কাজ সারার জন্যে! জোড়া পিস্তলটা নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ে এনে সকালের দিকে লুকিয়ে রাখলেন মিস ডানবারের ওয়ার্ডরোবের জামাকাপড়ের মধ্যে । তারপর গেলেন থর ব্রিজে অত্যন্ত মৌলিক পন্থায় হাতিয়ার উদ্ধাও করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন । মিস ডানবার এলেন । আশ মিটিয়ে তাকে গালাগাল দিলেন । মিস ডানবার পালিয়ে যেতেই চক্রান্ত যবনিকা ফেললেন নিজের জীবনে যবনিকা টেনে । রহস্য-শৃঙ্খলে এখন আর কোথাও কোনো ফাঁক নেই—পাশাপাশি সাজানো হয়ে গেল সবকটা আংটা । খবরের কাগজগুলো অবশ্য এরপর চোঁচিয়ে আকাশ ফাটাবে আগেভাগে জলায় জাল ফেলা কেন হয়নি বলে, কিন্তু এতবড়ো জলায় ঠিক কোথায় জাল ফেলা দরকার হয় সেটা জানা না-থাকলে সে-প্রশ্ন ওঠে না । যাই হোক ওয়াটসন, এক আশ্চর্য মহিলা আর এক ভয়াবহ পুরুষকে যুগপৎ সাহায্য করে গেলাম আমরা । এবার দেখা যাক দুজনের বিপুল শক্তি একত্র হয়ে আর্থিক দুনিয়ার কতখানি মঙ্গলসাধন করে । মিলিত ওঁরা হবেনই এবং সারাদুনিয়া জানবে দুঃখের যে পাঠশালায় আমরা সবাই শিক্ষালাভ করি—নীল গিবসন সেই পাঠশালা থেকে কী শিক্ষা শিখে এলেন ।

টীকা

প্রস্তরের প্রহেলিকা : দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে। আমেরিকার হার্ট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনেও দুই কিস্তিতে এই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ ১৯২২ সংখ্যায়।

কক্স অ্যান্ড কোম্পানি : লয়েডস টি. এস. বি. ব্যাঙ্কের শেরিংক্রস শাখার অবস্থান ছিল স্ট্র্যান্ডে। প্রবেশপথের ওপর কক্স অ্যান্ড কোম্পানির বোর্ড টাঙানো আছে।

এইচ : ওয়াটসনের মধ্যনামের এই আদ্যক্ষর জানানো হয়েছিল আ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসে। তবে পুরো নামটি কোথাও বলা হয়নি।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর : ওয়াটসন ছিলেন বার্কশায়ার অ্যান্ড নাস্বারল্যান্ড ফুসিলিয়ার্স-এর সদস্য। এই গোলন্দাজ বাহিনী ভারতীয় নয়, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

অ্যালিসিয়া জাহাজ : এক গবেষক জানিয়েছেন, ১৮৯১-৯২-এর লয়েডস-এর তালিকায় অ্যালিসিয়া নামের একটি জাহাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জাহাজ ১৮৭৭-এ নির্মিত হয় এবং ১৮৯১ পর্যন্ত চালু ছিল।

বিলি : বিলি-র উল্লেখ পাওয়া যায় দ্য মাজারিন স্টোন এবং এই গল্পে, এ ছাড়া দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার উপন্যাসে।

সোনা খোঁজার সময়ে : ব্রেজিলে গোল্ড-রাশ হয়েছিল ১৬৯৫ সাল থেকে, যখন মিনাস
গেরাইস-এ সোনা আবিষ্কৃত হয় ।

নিজের জীবনে যবনিকা টেনে : ইংলন্ডের আইনে আত্মহত্যা অপরাধ । ১৮৭০ পর্যন্ত কেউ
আত্মহত্যা করলে তার সম্পত্তি রাজা বাজেয়াপ্ত করত । তা সত্ত্বেও ইউরোপে সর্বাধিক
আত্মহত্যার ঘটনা ইংলন্ডেই ঘটত বলে জানা যায় ।

বিত্তাতি মঞ্চের বিচ্ছিন্ন বিপদ

[অ্যাডভেঞ্চার অফ দি ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট]

বেশ কয়েক বছরের মধ্যে বার দশেক অনুমতি চেয়েছি শার্লক হোমসের কাছে নীচের এই আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের ইতিবৃত্ত লেখবার জন্যে। অনুমতি মিলল দশমবার খোশামোদের পর। বলল, লিখতে পারো, এখন কারো গায়ে লাগবে না।

টার্কিশ বাথ অর্থাৎ বাম্প-স্নান দারুণ ভালো লাগে আমার আর হোমসের। স্নানের পর গা শুকানোর ঘরে পাইপ টানবার সময়ে এমন একটা আমেজ আসে হোমসের মেজাজে তখন, অন্য সময়ের মতো অতটা অমানুষ আর মুখটেপা থাকতে পারে না। এইরকমই একটা দুর্বল মুহূর্তে নর্দামবারল্যান্ড অ্যাভিনিউর একটা স্নানঘরের ওপরতলায় পাশাপাশি দুটো কোচে চাদর মুড়ি দিয়ে আয়েশ করে বসে থাকার সময়ে শুরু এই অত্যাশ্চর্য কাহিনির। তারিখটা সেপ্টেম্বরের তৃতীয় দিবস, সাল ১৯০২। গা ঢালা অবস্থায় বসে থেকে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম চাঞ্চল্যকর কোনো কেস হাতে আছে কি না। জবাবে কোটের পকেট থেকে একটা খাম টেনে নিয়ে চাদরের বাইরে লম্বা সরু হাতে বাড়িয়ে ধরল হোমস।

বলল, অদ্ভুত ব্যাপার। হয় জীবন মরণের প্রশ্ন, নয় আকাট বোকামি। চিঠিতে যা লেখা আছে, এর বেশি আর কিছুই জানি না।

চিঠি লেখা হ়েছে ংগের সন্ধ্যায় কাল্টন ক্লাব থেকে ।

মিস্টার শার্লক হোমসকে ংভিনন্দন জানাচ্ছেন স্যার চার্লস ড়্যামারি । ংগামীকাল বিকেল সাড়ে চারটায় ংসছেন দেখা করতে । ব্যাপারটা ংত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-বলতেও কুণ্ঠাবোধ হ়েছে । সেই কারণেই পরামর্শ দরকার মিস্টার হোমসের । তিনি যেন কাল্টন ক্লাবে টেলিফোন করে জানিয়ে দেন দেখা করতে রাজি ংছেন ।

হোমস বললে, রাজি ংমি হ়য়েছি, ওয়াটসন । ফোনেও জানিয়ে দিয়েছি, ড়্যামারি লোকটাকে চেনো?

নাম শুনেছি ।

ংমি ংরও কিছু শুনেছি । যেসব কথা বাইরের লোককে বলা যায় না, সেইসব ব্যাপারে নাক না-গলিয়ে মিটমাট করিয়ে দিতে ংনি সিদ্ধহস্ত । হ়্যামার ফোর্ড উইল মামলায় স্যার জর্জ লিউইসের সঙ্গে ংনি যে কথাবার্তা চালিয়েছেন, তা মনে রাখার মতো । সুতরাং ধরে নিতে পারি কেসটা বাজে নয়-ঠেকায় পড়েই ংনি চিঠি লিখেছেন-ংমাদের সাহায্য চাইছেন ।

ংমাদের বলছ কেন? চিঠি তো লিখেছেন তোমাকে?

ক্ষমাঘোনা করে তুমিও থাকছ, নয় কি?

সে তো আমার পক্ষে সম্মানের ব্যাপার হে ।

বেশ তো, সম্মানটা না হয় দেওয়াই গেল । সময়টা মনে থাকে যেন সাড়ে চারটে, তার আগে এ নিয়ে আর কথা নয় ।

কুইন অ্যানি স্ট্রিটে আলাদা থাকতাম তখন । যথাসময়ে এলাম বেকার স্ট্রিটে হোমসের ডেরায় । কাঁটায় কাটায় সাড়ে চারটের সময়ে এলেন কর্নেল স্যার জেমস ড্যামারি । গম্ভীর মমালায়েম গলা । ফিটফাট পোশাক । পরিষ্কার কামানো গাল । সজ্জন ব্যক্তিত্ব । ধূসর আইরিশ চোখে অসীম সরলতা আর সুমিষ্ট ঠোঁটে নিঃসীম কৌতুকবোধ দেখবার মতো । টপহ্যাট থেকে ভার্নিশ করা জুতো পর্যন্ত সর্বত্র বনেদিয়ানার ছাপ, ঘর যেন আলো হয়ে উঠল তার আবির্ভাবে ।

আমাকে দেখে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন করে বললেন, ভালোই হল ডক্টর ওয়াটসনকে পেয়ে । যার সঙ্গে লাগতে যাচ্ছি তার মতো মারকুটে বিপজ্জনক লোক ইউরোপে আর দুটি নেই । কোনো কিছুতেই সে পেছপা নয় ।

হাসল হোমস । বলল, পরলোকগত প্রফেসর মরিয়ানি অথবা এখনও জীবিত কর্নেল সিভাসটিয়ান মোরানের চাইতেও যদি বিপজ্জনক হয়, তাহলে একহাত নিতে পারলে খুশিই হব । সিগারেট খান? না! বেশ তাহলে আমি ধরাচ্ছি । নাম কী লোকটার?

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ডফল । শার্লক হোমস

ব্যারন থানারের নাম ঔনেছেন?

অস্ট্রিয়ার সেই মানুষখুনে?

হেসে ফেললেন কর্নেল ড্যামারি, ওয়াডারফুল! কিছুই দেখছি চোখ এড়ায় না আপনার ।
লোকটাকে এর মধ্যেই খুনি ঠাউরে নিয়েছেন?

কোন মহাদেশে কী ধরনের অপরাধ ঘটছে, সব খবর রাখাটাই যে আমার কাজ কর্নেল ।
সপ্নজেন গিরিবক্সে দুর্ঘটনায় বউ মারা গেছে বললেই হল? ওভাবে আইনের চোখে ধুলো
দেওয়া যেতে পারে । লন্ডনে যখন এসেছে রাসকেল, তখন আমার সঙ্গেও টক্কর লাগবে
জানি । কিন্তু এসেছেন কেন? পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে?

আজ্ঞে না । নতুন ঘটনা ঘটতে । মি. হোমস, ব্যাপারটা ভয়ানক, অত্যন্ত ভয়ানক । যে-
মক্কেলের হয়ে এসেছি, তার স্বার্থ আপনাকে দেখতেই হবে ।

আপনি যে কারো হয়ে এসেছেন বুঝিনি । আসল মক্কেলটি তাহলে কে?

মি. হোমস, নামটা জিজ্ঞেস করবেন না । আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।

তাহলে আমাকে মাপ করবেন । আমি একমুখো রহস্যের জট খুলতে অভ্যস্ত-দু-মুখো
রহস্যের নয় ।

মি. হোমস, এ যে শাঁখের করাতে ফেললেন আমাকে । নাম বলতে পারব না কথা দিয়ে এসেছি যে । বেশ তো, ঘটনাটা শুনতে কি আপত্তি আছে?

বলতে পারেন । কিন্তু আমি কোনো কথা দিচ্ছি না ।

জেনারেল দ্য মারভিলের নাম শুনেছেন?

খাইবার পাস বিখ্যাত দ্য মারভিল?

হ্যাঁ । ওঁর মেয়ে ভায়োলেট দ্য মারভিল শয়তানটার খপ্পরে পড়েছে । অথচ মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি মার্জিত । কম বয়স, হাতে পয়সা আছে, অপূৰ্ব মেয়ে বলতে যা বোঝায় তাই ।

ভালোবেসে । জানেন তো এ-কবজায় পড়লে কোনো মেয়েই আর বেরোতে পারে না । লোকটা শুনেছি সাংঘাতিক সুন্দর । চালচলন চমকে দেওয়ার মতো, কথাবার্তা মধু ঝরানো । দারুণ রোম্যান্টিক ফিগার দেখলেই মেয়েরা ভালোবেসে ফেলে ।

কিন্তু মিস ভায়োলেট দ্য মারভিলের মতো মেয়ের সান্নিধ্যে সে এল কী করে?

দু ব্রেন্স-বুর্ক ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার ব্রেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

ভূমধ্যসাগরে জাহাজে বেড়ানোর সময়ে। দুজনের দেখা সেইখানেই, আলাপটা এমন ভালোবাসায় এসে ঠেকেছে যে বিয়ে হতে চলেছে সামনের মাসে। কিছুতেই টলানো যায়নি মিস মারভিলকে। ব্যারন ছাড়া ওর কাছে দুনিয়া এখন অন্ধকার।

ব্যারনের কুকীর্তি শোনবার পরেও?

ব্যারন নিজেই নিজের কুৎসা শুনিয়েছে মেয়েটিকে এমনভাবে শুনিয়েছে যেন সবই মিথ্যে অপবাদ। ফলে মেয়েটিকে কোনো কুৎসাকাহিনিই আর টলাতে পারছে না।

আপনি কিন্তু অজান্তে মক্কেলের নাম বলে ফেলেছেন, কর্নেল। জেনারেল দ্য মারভিলের হয়ে এসেছেন, তাই না?

আজ্ঞে না। জেনারেল এই ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আমি এসেছি এমন একজনের তরফে যিনি মেয়েটিকে ফকপরা অবস্থা থেকে দেখে এসেছেন, নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসেন। কথা দিয়েছি, তার নাম ফাঁস করব না। মি. হোমস, দয়া করে পীড়াপিড়ি করবেন না।

বেশ, কথা দিলাম। কেসটাও হাতে নিলাম-বেশ ইন্টারেস্ট লাগছে। যোগাযোগ করব কীভাবে?

দু বেস-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔথার বোনা ডয়ল । শার্লক হোমস

কার্লটন হোটেলে। খুব জরুরি দরকার থাকলে XX.31 এই প্রাইভেট নাম্বারে ফোন করবেন!

ব্যারনের ঠিকানা?

কেনসিটংনের ভারনন লজে। বেশ বড়ো বাড়ি। অবস্থাপন্ন লোক। সেই কারণেই আরও বেশি বিপজ্জনক।

এখন বাড়িতেই আছে তো?

আছে।

ব্যারন সম্বন্ধে আর কোনো খবর দিতে পারেন?

লোকটার রুচি আছে-দেদার টাকা ওড়ায় বই আর ছবি কিনতে। বদমাশ হলেও শিল্পী-সত্তা আছে। চৈনিক বাসন-কোসনের অনেক খবর রাখে। এই নিয়ে একটা বইও লিখেছে। হার্লিংটনে এক সময়ে পোলা খেলত। প্রাহার কেলেক্কারির জন্যে চলে আসে।

পৃথিবীর বড়ো বড়ো বদমাশরা এই ধরনেরই জটিল চরিত্রের অধিকারী হয়, কর্নেল। চার্লি পিস বেহালায় তুখোড় ছিল, ওয়েনরাইটমস্ত আর্টিস্ট ছিল। এবার পড়া যাক ব্যারন থানারকে নিয়ে।

কর্নেল তে গেলেন, মুখ গোমড়া করে অনেকক্ষণ বসে রইল হোমস-আমার অস্তিত্বই যেন ভুলে গেল । তারপরেই আচমকা ফিরে এল চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ।

ওয়াটসন, কী মনে হয় তোমার?

মেয়েটির সঙ্গে তোমার দেখা করা দরকার ।

ভায়া ওয়াটসন, ভগ্নহৃদয় পিতৃদেব নিজে যেখানে ব্যর্থ, সেখানে আমার মতো উটকো লোক কিছু করতে পারবে? অন্যদিক থেকে চেষ্টা করতে হবে । শিনওয়ােল জনসনকে দিয়ে কাজ হতে পারে ।

হোমসের কর্মজীবনের শেষের দিকে আবির্ভাব ঘটেছিল এই শিনওয়ােল জনসনের । সেই কারণেই তার সম্বন্ধে কোনো কথা আগের কাহিনিতে লেখা হয়নি । লোকটা মহা দুবৃত্ত । পার্কস্টে দু-বার জেল পর্যন্ত খেটেছে । তারপর অনুতাপের আগুনে পুড়ে পালটে যায় এবং হোমসের শাগরেদি করে এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরে । লন্ডনের সুবিশাল অপরাধী মহলের নাড়িনক্ষত্র তার নখদর্পণে । হোমসের এজেন্ট হিসেবে এনে দিত সেইসব খবরাখবর । পুলিশের তাঁবেদারি করলে কোনকালে কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যেত শিনওয়ােলের । কিন্তু হোমসের কাছ থেকে কোনো খবর বেরোত না শিনওয়ােলের স্যাঙাতরাও জানতে পারত না খবর চালান করেছে কে । দু-বার জেলখাটার ফলে দাগি

আসামি হিমেবে শহৰেৰ সমস্ত খাৰাপ জায়গায় অবাধ গতিবিধি ছিল শিনওয়েলেৰ । লোকটাৰ ব্ৰেন ছিল, চোখ ছিল । ফলে যা দেখত ঝটপট তা থেকে খবৰ বার করে এনে উপহাৰ দিত হোমসকে । শাৰ্লক হোমস ঠিক করল এই শিনওয়েল জনসনকেই এবাৰ কাজে লাগবে ।

হাতে অন্য কাজ ছিল বলে হোমসেৰ সঙ্গে লেগে থাকতে পাৰিনি-কী করল, কোথায় গেল সে-খবৰও রাখিনি । দেখা হল সন্ধ্যায়—সিম্পসনে । রাস্তাৰ দিকেৰ জানলাৰ ধাৰে ছোট টেবিলে বসলাম দুই বন্ধু । স্ট্যাণ্ডেৰ চলমান জলপ্রবাহেৰ দিকে তাকিয়ে হোমস বললে সাৰাদিনেৰ ঘটনা । জনসন বেৰিয়ে পড়েছে খবৰেৰ খোঁজে । লন্ডনেৰ চোৰডাকাত মহলেই পাওয়া যাবে বদমাশটাৰ গোপন কুকীৰ্তিৰ যাবতীয় সংবাদ ।

কিন্তু যে-মেয়ে কোনোরকম কুকীৰ্তি শুনেই টলেনি । সে তোমাৰ জানা নতুন কুকীৰ্তি শুনে টলবে কি?

বলা যায় না । মেয়েদেৰ মন বোঝা ভার । খুন-টুনকেও মানিয়ে নেওয়া যায় । কিন্তু ছোটোখাটো ব্যাপাৰ মন বিষিয়ে দিতে পারে । ব্যাৰন থানাৰই তো বলছিল—

বলছিল! তোমাকে!

লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি বসে চোখাচোখি চেয়ে দেখতে চেয়েছিলাম দৌড় কতখানি। জনসনকে খবর আনতে পাঠিয়ে নিজেই গেছিলাম কেনসিংটনে। বেশ তোফা মুডে পেলাম ব্যারনকে।

চিনে ফেলেনি তো?

না ফেলার কোনো কারণ ছিল না—কেননা নিজের ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এ-লোকের সঙ্গে টক্কর দিয়েও সুখ। বরফের মতো ঠান্ডা মেজাজ, কথাবার্তা সিক্কের মতো মসৃণ, রীতিমতো ফ্যাশন দুরন্ত, কেউটের মতো বিষধর। উঁচু জাতের ক্রিমিনাল। অভিজাত অপরাধী। মুখে মধু ভেতরে ছুরি।

তোফা মুডে পেলে?

ইঁদুর দেখলে বেড়ালের মুড় যেরকম হয়—সেইরকম আর কি। কিছু লোক যখন মুডে থাকে, তখন তারা মারদাঙ্গা লোকদের চাইতেও বিপজ্জনক। আমাকে দেখেই মহা খাতির করে বললে, মিস্টার হোমস, আমি জানতাম আজ হোক কাল হোক আপনি আসবেনই। ভায়োলেটের সঙ্গে আমার বিয়েটা ভাঙল করার জন্যেই নিশ্চয় আপনাকে পাঠিয়েছেন জেনারেল দ্য মারভিল?

আমি বললাম, কথাটা ঠিক।

মশায়, মিছিমিছি সময় নষ্ট কৰছেন। এতদিনের সুনাম খোয়াবেন। দুৰ্নামের শেষ থাকবে না। মাঝখান থেকে বিপদ ডেকে আনবেন। আমার কথা শুনুন। এ-কেস ছেড়ে দিন।

আমি বললাম, মশায়, ঠিক ওই উপদেশটা আপনাকেও দিতে চাই। আপনার ব্রেনকে খাতির করি বলেই বলছি। এতদিনের নামডাক ধুলোয় লুটোবে যদি পত্রপাঠ সরে না-পড়েন। মেয়েটাকে ছাড়ুন। নইলে ইংলন্ডের এমন সব বাঘা বাঘা ব্রেন আপনার পেছনে লাগবে যে তিষ্ঠোতে পারবেন না! অতীতে অনেক কাণ্ড করেছেন—এখন যদি সেসব ভায়োলেটের কানে তোলা যায়, পরিণামটা সুখের হবে কি?

ব্যৱনের নাকের নীচে পোকামাকড়ের কুঁড়ের মতো মোম মাখানো কয়েক গাছি গোঁফের চুল বিষম মজায় থিরথির করে কাঁপতে লাগল আমার কথায়। শেষকালে খুক খুক করে হেসেও ফেলল রাসকেলটা।

বলল, মিস্টার হোমস, হাতে রঙের তাস একটাও নেই কিন্তু বেশ তড়পে যাচ্ছেন দেখছি। আমার হাতে কিন্তু তুরূপের তাস আছে—দরকার হলে দেখাতে দ্বিধা করব না।

ওই জেনেই বসে থাকুন।

বসেই তো আছি। মিস্টার হোমস, বহাল তবীয়তে আছি। আমার সব কুকীৰ্ত্তিই ভায়োলেটকে বলেছি। সেইসঙ্গে বলে রেখেছি বেশ কিছু বদলোক সেইসব কাহিনি বলে মন ভাঙাতে আসতে পারে—আপনিও কিন্তু তাদের একজন মিস্টার হোমস। সম্মোহন

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

করে যা হুকুম দেওয়া যায়, সম্মোহিত মানুষ সেই হুকুম হুবহু মেনে চলে২ জানেন তো? এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিত্ব দিয়ে সম্মোহন করেছি ভায়োলেটকে বলে রেখেছি মন ভাঙতে যারা আসবে, তাদের যেন উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজেই আপনি স্বচ্ছন্দে দেখা করতে পারেন ভায়োলেটের সঙ্গে, সে দেখাও করবে-ফলটা হাতে হাতে পেয়ে যাবেন।

ওয়াটসন, এরপর আর কথা চলে না। মানে মানে সরে পড়াই ভালো। খুবই গম্ভীরভাবে দরজার হাতলে হাত রাখলাম দরজা খুলব বলে, এমন সময়ে ডাক এল পেছন থেকে।

মিস্টার হোমস, ফ্রেঞ্চ এজেন্ট লাবার্নের নাম শুনেছেন?

হ্যাঁ।

লাবার্নের পরিণামটা কী হয়েছিল জানেন?

মারের চোটে পঙ্গু হয়ে গেছে।

কী অদ্ভুত যোগাযোগ দেখুন, তার ঠিক আগেই সে ঘাঁটাতে এসেছিল আমাকে, আরও অনেকের একই হাল হয়েছে বেশি বাড়াবাড়ি করায়। মিস্টার হোমস, সরে পড়ুন, সরে পড়ুন, নিজের চরকায় তেল দিন।

ওয়াটসন, এই হল গিয়ে আজকের রিপোর্ট।

লোকটা বিপজ্জনক ।

অত্যন্ত বিপজ্জনক । এ ধরনের লোকরা যা করে, বলে তার চাইতে কম ।

তোমার নাক গলানো কি ঠিক হবে? ভায়েলেটকে ব্যারন বিয়ে করলে তোমার কী?

যেহেতু নিজের বউকে সে খুন করেছে, তাই ব্যাপারটা মোটেই তুচ্ছ নয় । ও-কথা থাক, ওয়াটসন । কফিটা শেষ করো, বাড়ি চলো । শিনওয়েল খবর নিয়ে আসছে ওখানে ।

বেকার স্ট্রিটের ডেরায় গিয়ে দেখলাম শিনওয়েলকে । বিরাট লালমুখো ধ্যাবড়া চেহারা । গায়ে স্কার্ভি১৩ চর্মরোগের ছাপ । চোখ দুটোই যা কেবল রীতিমতো কালো আর চকচকে—অপরিসীম ধূর্ততা মাখানো । সঙ্গে এনেছে ছিপছিপে চেহারার অগ্নিশিখার মতো এক তরুণীকে । মুখে লাবণ্য, কিন্তু পাপবোধ আর অনুতাপে পুড়ে কালো । বহু বছরের দহন যেন কুষ্ঠরোগের কুৎসিত দাগ রেখে গিয়েছে সুন্দর মুখটিতে ।

মিস্টার হোমস, ইনি মিস কিটি উইন্টার ।

মিস্টার হোমস, সঙ্গেসঙ্গে বলে উঠল রূপসি, লন্ডন নরকে আমাকে খুঁজে বার করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় । কিন্তু তার চাইতেও বড়ো নরকে একজনের ঠাই হোক । আপনি তার পেছনেই লেগেছেন শুনলাম ।

আপনার ইচ্ছে যেন ফলে যায়, মৃদু হেসে বলল হোমস ।

বিষম আবেগে সাদা মুখখানাকে আরও সাদা করে দু-হাতে বাতাসখানাকে ধরে তীব্র গলায় বললে রূপসি, যে-নরকে সে আমাকে নামিয়েছে, আমার মতো আরও অনেককে পাঠিয়েছে-আমি চাই তাকে তারও নীচে নামাতে । বলতে বলতে দু-চোখ ধকধক করে জ্বলতে লাগল মেয়েটার । মেয়েদের চোখে এ-আগুন বড় একটা দেখা যায় না ।

জল কন্দুরে গড়িয়েছে শুনেছেন?

শিনওয়েল বলেছে । আর একটা আহাম্মক মেয়ে ফাঁদে পা দিয়েছে বিয়েটা বন্ধ করতে চান আপনি ।

হ্যাঁ । মেয়েটা অন্ধের মতো ভালোবাসে ব্যারনকে । সব শুনেও কর্ণপাত করছে না ।

বউকে খুন করার ঘটনাটা বলেছেন?

হ্যাঁ ।

মেয়েটার সাহস তো কম নয়!

দু ব্রহ্ম-বুঝ ঐশ্বর শার্লক হোমস । ঐশ্বর ব্রহ্মান ডায়ল । শার্লক হোমস

ওর মতে এ সবই মিথ্যে রটনা ।

প্রমাণ তুলে ধরেছেন?

আপনি জোগাড় করতে পারবেন?

প্রমাণ তত আমি নিজে ।

সামনে গিয়ে বলতে পারবেন?

কেন নয়?

ব্যারনের সব কুকীর্তি শোনার পর ভায়োলেট তাকে ক্ষমা করেছে । এ-প্রসঙ্গ নতুন করে আলোচনা নাও করতে পারে ।

ওসব কথা আমিও শুনেছি । আপনারা যে খুনের কথা শুনেছেন । এ ছাড়াও অনেক খুন সে করেছে । সব কথাই আমাকে শুনিয়েছে । বলেছে, অমুক ঘটনার এক মাসের মধ্যেই অমুক লোকটা মারা যায় । আমি তখন পাগলের মতো ভালোবাসতাম । তাই কিছুই গ্রাহ্য করিনি যেসব এখন করছে ভায়োলেট । কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভেতর পর্যন্ত নাড়া দিয়ে যায় । সেদিন মদ খেয়ে বেহুশ ছিল বলেই জিনিসটা আমাকে দেখিয়ে ফেলেছিল গ্রানার । একটা বাদামি চামড়া বাঁধানো বই-মলাটে ওর প্রতীক চিহ্ন আর তালা লাগানো ।

কীসেৰ বই?

পাপেৰ বই। সারাজীবনে যত মেয়ের সৰ্বনাশ করেছে, তাদের প্রত্যেকের ছবি, নামধাম সমস্ত সেই বইতে আছে। লোকে যেমন প্রজাপতি আর মথপোকা সংগ্রহ করে, এই শয়তান তেমনি মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে।

বইটা কোথায়?

এখন কোথায় তা বলতে পারব না। এক বছর হল আমাকে ছেড়ে দিয়েছে শয়তানটা। তবে প্রথমবার দেখেছিলাম ভেতরের পড়ার ঘরে পুরোনো আলমারির খুপরিতে। এখনও থাকতে পারে সেইখানেই লোকটা এমনিতে খুব গুছোনো জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার অভ্যেস নেই।

বাড়িতে আমি গেছিলাম।

বলেন কী! আজ সকালেই কেস হাতে নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন দেখছি। অ্যাঙ্গিনে ঠিক লোকের পাল্লায় পড়েছে রাসকেল। ভেতরের পড়ার ঘরটা ছোটো-দরকারি কাগজ আর জিনিস থাকে।

চোরের ভয় নেই?

অ্যাডেলবাৰ্ট আৰ যাই হোক, কাওয়ার্ড নয়। বাড়িতে লুকোনো ঘন্টা আছে-চোর ঢুকলেই বেজে ওঠে। চোর এসে দামি দামি বাসন-কোসন নেবে-কাগজ নিতে যাবে কেন?

হক কথা, সায় দিল শিনওয়েল।

হোমস বললে, মিস উইন্টার, আপনি কাল বিকেল পাঁচটায় আসুন এখানে। দেখি ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা করানো যায় কি না। আমার মক্কেল কিন্তু আপনাকে মোটা পারিশ্রমিক দিতে রাজি।

টাকার জন্যে আমি আসিনি। যে-কাদায় আমি নেমেছি সেই কাদা পায়ে করে তার মুখে মাখাতে পারলেই আমার মেহনতের দাম আমি পাব।

পরের দিন স্ট্যান্ড রেস্টোরাঁয় ফের দেখা হল হোমসের সঙ্গে। রুক্ষ রসকষহীন কথায় যা বললে, তা এই :

ভায়োলেট সহজেই দেখা করতে চেয়েছিল। জেনারেলের ফোন পেয়ে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়ে মিস উইন্টারকে নিয়ে গাড়ি করে পৌঁছোলাম ১০৪ নম্বর বার্কলে স্কোয়ারে। পুরানো কেল্লাবাড়িজাঁকালো চেহারা-বিরাট গির্জেও সে তুলনায় কিছু নয়। হলদে পর্দা ঝোলানো বসবার ঘরে দেখা হল ভায়োলেটের সঙ্গে। শান্ত সংযত, বরফচূড়ার মতো! অনমনীয় এবং উদাসীন।

ওয়াটসন, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। সে-সৌন্দর্য ভাষায় বলবার নয়। পুরোনো তৈলচিত্রে এমনি রূপ আমি দেখেছি। এমন মেয়েকে কী করে যে ফাঁদে ফেলল ভেবে পেলাম না। তবে কি জানো, কার কোথায় মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম কথাটা যুগে যুগে সত্যি হয়েছে।

শয়তান ব্যারন যে আগে থেকেই ভায়োলেটের মন বিষিয়ে তুলেছে, তা বুঝলাম আমাদের অভ্যর্থনার ধরন থেকেই। কুষ্ঠরোগীদের যেন চেয়ারে বসতে বলছে গির্জের পুরুষ—অনেকটা এইরকম ভাব দেখাল মেয়েটা।

তারপর বলল বরফঠান্ডা গলায়, আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি এসেছেন ভাঙা দিতে, আমি যাকে ভালোবাসি তার নিন্দে করে বিয়েটা ভাঙাতে। বাবা বলেছেন বলেই দেখা করছি মনে রাখবেন। কিন্তু নিন্দে করে লাভ কিছু হবে না।

ওয়াটসন, দুঃখ হল মেয়েটার জন্য; সেই মুহূর্তে তাকে আমি আমার নিজের মেয়ের মতোই দেখেছিলাম। বুঝিয়েওছিলাম। তুমি তো জান আমি মাথার যুক্তিতে চলি—হৃদয়বেগে নয়। সব সময়ে গুছিয়ে কথা বলতেও পারি না। কিন্তু সেসময়ে যতরকমভাবে বোঝানো যায়, বুঝিয়েছিলাম। তবুও মুখে রং ফোঁটাতে পারিনি। ধ্যানস্থ চোখে আবেগের আলো জাগাতে পারিনি। সত্যিই যেন ব্যারনের সম্মোহনের প্রভাবে আচ্ছন্ন মেয়েটা যেন মর্তে থেকেও স্বর্গস্বপ্নে মশগুল।

শেষকালে বললে, মিস্টাৰ হোমস, আপনি ভাড়াটে এজেন্ট। আমার মন ভাঙতে এসেছেন-টাকা খেলে ব্যৱনের হয়েও অন্যের মন ভাঙতে পা বাড়াবেন। কাজেই আমার মন আপনি ভাঙতে পারবেন না। আপনাদের কথা জানলার ওই চড়ুইদের কিচিৰমিচিৱের শামিল আমার কাছে। ব্যৱন মহৎ। অতীতে যদি তার পদস্থলন হয়েই থাকে, আমি এসেছি তাকে মহত্তর জীবনে নিয়ে যেতে। ইনি কে? বলে ফিৱে তাকাল মিস উইন্টারের দিকে।

আমি কথা বলার আগেই ঘূর্ণি বাতাসের মতো ভেঙে পড়ল মিস উইন্টার। বরফ আৰ আগুন মুখোমুখি কখনো দেখেছ? আমি দেখলাম সেই মুহূৰ্তে।

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ভীষণ আবেগে চোখ-মুখ বিকৃত করে বললে মিস উইন্টার উজবুক মেয়ে কোথাকার। এখনও বুঝছেন না কোন নরকে আপনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শয়তান ব্যৱন। আমার যা দশা হয়েছে, অনেকের সে-হাল হয়েছে আপনারও তাই হবে-তার চাইতেও বেশি হবে। আমিও তাকে ভালোবাসতাম। এখন তাকে ঘৃণা করি। আমার মতোই একদিন সে আপনার হয় বুক নয় ঘাড় ভাঙবে।

ঠান্ডা গলায় বললে মিস দ্য মারভিল, এসব অবান্তর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমি জানি অতীতে মতলববাজ তিনটে মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল ব্যৱন।

তিনটে মেয়ে! বলছেন কী আপনি! আপনার মতো নিৱেট বোকা আমি আৰ দেখিনি!

মিস্টার হোমস, বাবার কথায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছি, এই জীবটির হাত পা ছোড়া দেখতে নয়। আজ এখানেই থাক।

আমি চেপে না-ধরলে মিস উইন্টার রাগে ফুলতে ফুলতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত মিস দ্য মারভিলের ওপর। কোনোরকমে টেনে হিচড়েনিয়ে গিয়ে তুললাম ছ্যাকড়াগাড়িতে। একটা পাবলিক কেলেক্সারি এড়ানো গেল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমারও মেজাজ ঠিক ছিল না। মিস দ্য মারভিলের নির্বিকার মুখচ্ছবি আর বরফ ঠান্ডা মেজাজে কারো মেজাজ ঠিক থাকতে পারে না। যাকে বাঁচাতে চাই, তার এই ব্যবহার অসহ্য। এ-পথে হবেনা, ওয়াটসন। অন্য দাওয়াই দিতে হবে। তোমাকেও দরকার হতে পারে। তবে এবার ওরাই হয়তো দাওয়াই ছাড়বে আমার ওপর।

ঘটলও তাই! তবে সে-দাওয়াই শুধু সেই রাসকেলের-এর মধ্যে ভায়েলেটকে টেনে আনতে মন সায় দিচ্ছে না। দু-দিন পরে রাস্তায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম দেয়ালে লটকানো একটা খবরের কাগজের শিরোনাম দেখে :

শার্লক হোমসকে খুনের চেষ্টা

কিছুক্ষণ সম্বিং ছিল না হলদে কাগজের ওপর কালো হরফে ছাপা ভয়ংকর সংবাদটা পড়বার পর। তারপর হকারের কাছ থেকে একটা কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে একটা দোকানের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চক্ষের নিমেষে পড়ে ফেললাম শার্লক হোমসকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল কীভাবে :

সুবিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলেছে আজ সকালে তার ওপর হত্যাকারী চড়াও হওয়ার পর থেকে। বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি! ঘটনার সুত্রপাত সম্ভবত বেলা বারোটোর সময় কাফে রয়ালের সামনে রিজেন্ট স্ট্রিটের ওপর। দুজন হানাদার লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটোয় শার্লক হোমসকে। মাথা এবং দেহের ক্ষত দেখে ডাক্তার বলেছেন অবস্থা ভালো নয়। হাসপাতাল থেকে তাঁকে বেকার স্ট্রিটের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁরই জেদে। যারা পিটিয়েছে, বেশভূষায় তারা রীতিমতো ভদ্রলোক।

কাগজ পড়েই ছুটলাম বেকার স্ট্রিটে। গাড়ি থেকে নেমেই দেখলাম বাইরে দাঁড়িয়ে একটা ব্রহ্মা গাড়ি, ভেতরে সুবিখ্যাত সার্জন স্যার লেসলি ওকশট। আমাকে বললেন, এখুনি কোনো বিপদ ঘটবে না। মাথায় দুটো বড় রকমের চোট লেগেছে সারা গা ঘেঁতলে গেছে। বেশ কয়েকটা সেলাই দরকার হল সেইজন্যেই। মরফিন দিয়েছে একটু শান্তিতে থাকা দরকার। তবে মিনিট কয়েক দেখা করা যেতে পারে।

প্রায়াক্ষকার ঘরে ঢুকে দেখলাম খড়খড়ি নামাননা জানলার ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু রোদ আসছে। মাথায় রক্ত ছুঁয়ে-বেরিয়ে-আসা ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বিছানায় এলিয়ে রয়েছে হোমস! আমাকে দেখেই ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, ভালোই আছি, ওয়াটসন। ঘাবড়ে যেয়ো না।

ভগবান বাঁচিয়েছেন!

জানই তো আমি নিজেও লেঠেল। ঁকজনকে সামাল দিয়েছিলাম-আরেকজনকে পারলাম।

সেই রাসকেলের কাজ। ঁখুনি যাচ্ছি-ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছি।

খবরদার, ঔটি কোরো না! আমার প্ল্যানটা শোনো, ঔরা তোমার কাছেই আসবে আমার অবস্থা কীরকম জানতে। বাড়িয়ে বলবে। মাথায় চোট-প্রলাপ-তুমিই ভালো পারবে।

কিন্তু স্যার লেসলি ঔকশট তো আসল কথা বলে দেবেন।

ঔঁকে সামলানোর ভার আমার।

আর কিছু?

শিনঔয়েলকে বল মিস উইন্টারকে ঁখুনি সরিয়ে নিয়ে যেতে। ঁভাবে যারা পথের কাঁটা সরায়, আমাকে খুন করতে চেষ্টা করে তারা ঔ-মেয়েকে ছাড়বে না। আজ রাতের মধ্যেই মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলা দরকার।

ঁখুনি যাচ্ছি। আর কিছু?

পাইপ আর তামাক টেবিলে রেখে যাও । রোজ সকালে একবার এসো-ফন্দি আঁটা যাবে ।

জনসনকে দিয়ে সেই রাতেই মিস উইন্টারকে শহরতলিতে চালান করে দিলাম-বিপদ-কাটা পর্যন্ত গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বললাম ।

এর পরের ছ-দিন জনসাধারণ জানল, শার্লক হোমসের অবস্থা অতীব শোচনীয় । যমে মানুষে টানাটানি চলছে । বুলেটিন আর খবরের কাগজে বেরোতে লাগল অতি যাচ্ছেতাই সংবাদ । আমি কিন্তু রোজ যেতাম বলেই জানতাম অবস্থা তার সে-রকম নয় মোটেই । দ্রুত সেরে উঠছে । বরং সন্দেহ হত, আমার কাছেও যেন দ্রুত সেরে ওঠার খবর চেপে যাচ্ছে । ওর মনের জোর আর লৌহ কাঠামোর দৌলতে ভেতরে ভেতরে ফিরে আসছে লুপ্ত শক্তি । কিন্তু নিকটতম বন্ধুর কাছেও চেপে যাচ্ছে, এরপর ওর প্ল্যান কী । যে চক্রান্তকারী একা-একা চক্রান্ত করে কারো সাহায্য নেয় না-সেরা চক্রী সে-ই-এই আপ্তবাক্য অনুসারে ও কাউকেই মনের মধ্যে টেনে আনে না । কাছে থেকেও তাই বুঝতাম বেশ দূরে আছি আমি ।

সপ্তম দিনে সেলাই খোলা হলেও কাগজে বেরোল মৃগীরোগে পুঁকছে হোমস । সেইদিনই একটা খবর পেয়ে অসুস্থ বন্ধুবরকে না-জানিয়ে পারলাম না । রুরিটানিয়া জাহাজে ব্যারন অ্যাডেলবার্ট থানার লিভারপুল থেকে সামনের শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র রওনা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে বিয়েটা হবে তারপর । গুম হয়ে খবরটা শুনে গেল হোমস বুঝলাম নড়বড় করে

উঠেছে ভেতরটা।

বললে চাপা গলায়, রাসকেল কোথাকার! পালিয়ে বাঁচতে চায়! আর মাত্র তিন দিন!
ওয়াটসন, পালাতে ওকে দোব না। একটা কাজ করতে পারবে?

সেইজন্যেই তো এসেছি।

তাহলে সামনের চব্বিশ ঘণ্টা চীনেমাটির বাসন-কোসন নিয়ে বেশ কিছু পড়াশুনো করো।

এর বেশি হোমস একটা কথাও বলল না, আমিও জিজ্ঞেস করলাম না। সোজা গেলাম
লন্ডন লাইব্রেরিতে। একগাদা বই আগলে ফিরলাম বাড়ি।

সারাসন্ধে, গভীর রাত পর্যন্ত, পরের দিন সকালেও শুধু জিরোনোনার সময় ছাড়া
একটানা পড়ে গেলাম বইয়ের পর বই। চৈনিক পটারি সম্বন্ধে এত খবর সংগ্রহ করলাম
যে বলবার নয়। হাং-ওং, আং-লোচ, তাং-ইং, সাং২০ আর উয়াংদের আশ্চর্য,
রহস্যময়, বিস্ময়কর, গৌরবময় কীর্তিকলাপ মাস তারিখ সমেত মুখস্থ করে ফেলে পরের
দিন সন্ধে নাগাদ বেকার স্ট্রিটে গিয়ে দেখলাম মাথায় পেঙ্লায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায়
গালে হাত দিয়ে আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে শার্লক হোমস।

বললাম, ভায়া, লোকে কিন্তু জানে তুমি মরতে বসেছ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বণনান ড়েল । শার্লক হোমস

সেইরকম জানাতেই তো চাই । পড়া হয়েছে?

চেষ্টা করেছি ।

এ-প্রসঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবে?

পারব ।

তাহলে ম্যান্টলপিস থেকে ওই কৌটোটা পেড়ে দাও ।

ঢাকনা খুলে সূক্ষ্ম মসলিনে মোড়া একটা ভারি সুন্দর লাল-নীল রঙের প্লেট বার করল হোমস ।

ওয়াটসন, মিং রাজবংশের ২২ আসল ডিমের খোলার বাসন এটি । পিকিংয়ের রাজপ্রাসাদের বাইরে পুরো সেটটা আজও বেরিয়েছে কি না সন্দেহ । যেকোনো সমঝদার এ-জিনিসের জন্যে রাজত্ব বিলিয়ে দিতেও রাজি ।

এ নিয়ে আমি কী করব?

ডক্টর হিল বার্টন, ৩৬৯ হাফমুন স্ট্রিট ঠিকানা ছাপানো একটা কার্ড আমার হাতে দিয়ে হোমস বললে, এই হল তোমার ছদ্মনামী ঠিকানা । তুমি ডাক্তার বলেই ডাক্তারের ভূমিকা

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

অভিনয় করতে হবে । সাড়ে আটটা নাগাদ ব্যারনের সঙ্গে দেখা করবে । আগেই জানিয়ে আসবে মিং চায়নার একটা নমুনা তোমার হাতে দৈবাৎ এসে গেছে-সমঝদারের হাতে তুলে দিতে চাও । তুমি নিজেও একজন সংগ্রাহক ।

কী দামে? চমৎকার প্রশ্ন করেছে, ওয়াটসন । এ জিনিসের দাম জানা না-থাকলে বোকা বনে যাবে । জিনিসটা জোগাড় করেছি স্যার জেমসের কাছ থেকে । তুমি বলবে এর জুড়ি নেই পৃথিবীতে-

বলব যেকোনো বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দাম ঠিক করাই সংগত ।

চমৎকার! চমৎকার!! দারুণ বুদ্ধির ঝিলিক দেখাচ্ছ আজ! সোদবি-র ক্রিস্টির নাম করবে । নিজে দাম হাঁকতে চাইবে না ।

কিন্তু যদি দেখা না করে?

দেখা করবেই । চীনেমাটির বাসন সংগ্রহের দারুণ বাতিক আছে বলেই দেখা করবে । এ-ব্যাপারে ও নিজেও একজন বিশারদ । বোসসা । চিঠিখানা বলছি, লিখে নাও । জবাব দরকার নেই । শুধু জানাবে-তুমি আসছ এবং কেন আসছ ।

লোক মারফত ছোট্ট কিন্তু কৌতূহল জাগানো পত্র পাঠিয়ে দিলাম । তারপর ডক্টর হিলবার্টনের কার্ড পকেটে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করতে রওনা হলাম ।

ব্যারনের বাড়ি তো নয়-পেল্লায় প্রাসাদ। আফ্রিকায় সোনা খুঁজে পেয়ে আঙুল-ফুলে কলাগাছ এক ভদ্রলোক বিরাট জমির ওপর তৈরি করেছিলেন আশ্চর্য এই ইমারত।

ব্যারন দাঁড়িয়ে ছিল দুই জানলার মাঝে রাখা চৈনিক বাসন বোঝাই আলমারির সামনে। আমি ঘরে ঢুকতেই হাতে একটা বাদামি ফুলদানি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

বসুন। আমার নিজের জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। এই যে তার নমুনাটা দেখছেন। এর সৃষ্টি সপ্তম শতাব্দীতে। এমন পালিশ কখনো দেখেছেন? মিং প্লেটটা এনেছেন?

সন্তর্পণে মোড়ক খুলে এগিয়ে দিলাম ঠুনকো বস্তুটা। ল্যাম্প টেনে নিয়ে টেবিলে বসে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল গ্রানার সেই ফাঁকে ল্যাম্পের হলদে আলোয় আমি দেখলাম ওর মুখ।

সত্যিই সুশ্রী চেহারা। দেখলেই মেয়েদের পছন্দ হয় এই কারণেই। বিশেষ করে কুচকুচে কালো চোখের আকর্ষণ এড়ানো বড়ো সহজ নয়। চুল আর গোঁফও দাঁড়কাকের পালকের মতো মিশমিশে, কালো গোঁফ ছুঁচোলো-মোম দিয়ে পাকানো।

ঠোঁট পাতলা-প্রীতিকর মুখের মধ্যে ওই একটি জায়গাতে কেবল খুনি অন্তরের ছাপ ফুটে বেরিয়েছে-ভয়ংকর, নির্মম, কঠিন। কথাবার্তা মোলায়েম-মন ভুলানো। গোঁফ জোড়াই

দু ব্রেন্স-বুথ ঔফ শার্লক হোমস । ঔথার ব্রেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

কেবল বিপদ সংকেতের মতো উঁচিয়ে আছে কাটা দাগের মতো মুখবিবরের ঠিক ওপরে ।
বয়স মনে হয়েছিল তিরিশ-পরে শুনলাম বিয়াল্লিশ ।

চমৎকার-সত্যিই চমৎকার! আপনি বলছেন আরও ছ-টা প্লেট আছে আপনার কাছে ।
গোলমাল লাগছে কেবল এই একটা ব্যাপারে । আমি জানি এ-জিনিস একটাই আছে
ইংলন্ডে একজনের কাছে । এতগুলো যে পাওয়া যাচ্ছে, আগে কখনো শুনিনি । আপনি
পেলেন কোথেকে?

জিনিসটা খাঁটি । বিশেষজ্ঞ দিয়ে যাচাই করেও নিতে পারেন । কোথেকে পেয়েছি জেনে
কী করবেন?

কালো চোখে সন্দেহের বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে ব্যারন বললে, ভারি রহস্যজনক ব্যাপার দেখছি ।
জিনিসটা খাঁটি সন্দেহ নেই । কিন্তু আপনার বিক্রি করার আদৌ কোনো অধিকার আছে
কি না জানা দরকার তো ।

সে-দায়িত্ব আমার... গ্যারান্টি দিচ্ছি আর কেউ এসে নিজের বলে দাবি করবে না ।

কী ধরনের গ্যারান্টি?

ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ।

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

তা সত্ত্বেও পুরো ব্যাপারটাই গোলমালে লাগছে ।

নেওয়া না-নেওয়া আপনার ইচ্ছে । আপনি সমবাদার শুনেই এসেছি-না নেন অন্যত্র যাব ।

আমি সমবাদার আপনাকে কে বলল?

একটা বই লিখেছেন এ-ব্যাপারে ।

আপনি পড়েছেন?

না ।

রহস্য আরও বাড়ল । যে-বই পড়লে এ-জিনিসের মর্ম বুঝতেন, সেই বইখানা না-পড়েই এ-জিনিস আপনি সংগ্রহ করেছেন?

আমি ডাক্তার মানুষ ভীষণ ব্যস্ত ।

ওটা জবাব হল না । শখের খাতিরে মানুষ সব করে জীবিকা যাই হোক না কেন । আপনি নিজে সমবাদার চিঠিতে লিখেছেন ।

তা তো বটেই ।

তাহলে আপনার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় একটু যাচাই করা যাক। ডাক্তার জানি না আপনি সত্যিই ডাক্তার কিনা-বলুন তো সম্রাট শোমু২৩ সম্বন্ধে কী জানেন? নারা২৪-র শোশোর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? ভড়কে গেলেন দেখছি! উঙ্গ রাজবংশ সম্বন্ধে কিছু জানেন? চৈনিক বাসন-কোসনের সঙ্গে তাঁদের কী সম্পর্ক জানেন?

রেগেমেগে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

অসহ্য! আমি এসেছি আপনার উপকার করতে পরীক্ষা দিতে নয়। এ-ব্যাপারে আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে কম সন্দেহ নেই কিন্তু আপনার কোনো প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল ব্যারন। চাউনিতে আর কৌতুক নেই-আগুন ঝলসাচ্ছে। হঠাৎ নিষ্ঠুর চাপা দুই ঠোঁটের আড়ালে ঝিলিক দিল সাদা দাঁতের মাড়ি।

স্পাই কোথাকার! হোমসের গুপ্তচর! নিজে মরতে বসেছে, তাই স্পাই পাঠিয়ে আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে! ঢুকেছেন যত সহজে বেরোনো কিন্তু তত সহজ হবে না।

বলেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল গ্রানার। আমিও ছিটকে গেলাম পেছনে। গোড়া থেকেই আমাকে সন্দেহ করেছে বলেই এত জেরা করে এসেছে। এখন পাগলের মতো

দু বেস-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

হাতড়াতে লাগল । ড়য়ারের ভেতরে । আচমকা স্তন্ধ হয়ে কান খাড়া করে কী যেন শুনতে লাগল ।

পরমুহূর্তেই অস্ফুট শব্দে চেষ্টিয়ে তিরবেগে ধেয়ে গেল পেছনের ঘরে ।

চক্ষের পলকে আমিও পোঁছোলাম দোরগোড়ায় । দেখলাম বাগানের দিকে খোলা জানলার সামনে অপছায়ার মতো মাথায় রক্তমাখা ব্যান্ডেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস । নীরক্ত মুখে জানলা দিয়ে বেগে ছিটকে গেল ওর বিকট ভূতের মতো দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি নীচের লরেল ঝোপে আছড়ে পড়ল হুড়মুড় করে । ব্যারন গ্রানারও রাগে হুংকার ছেড়ে ধেয়ে গেল জানলার দিকে ।

তারপরের ঘটনাটা ঘটল চোখের পলক ফেলবার আগেই । স্পষ্ট দেখলাম একটা নারী-হস্ত বেরিয়ে এল পাতার আড়াল থেকে । পরমুহূর্তেই বীভৎস চিৎকার ছেড়ে দু-হাতে মুখ খামচে ধরে পাগলের মতো ঘরময় ছুটতে ছুটতে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মেঝের ওপর পড়ে বিষম যন্ত্রণায় চেষ্টাতে লাগল ব্যারন ।

জল! জল! জল!

পাশের টেবিল থেকে কাচের কুঁজো ভরতি জল নিয়ে দৌড়ে গেলাম । ততক্ষণে দুজন চাকর দৌড়ে এসেছে ঘরের মধ্যে । একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ব্যারনের মুখখানা ল্যাম্পের দিকে আমি ঘুরিয়ে ধরতেই । একটু আগেই যে-মুখ দেখে আমি তারিফ করেছি,

সে-মুখ এখন বীভৎস, কদাকার। অমানবিক, বর্ণবিহীন আর্টিস্ট যেন ছবির ওপর দিয়ে ভিজে স্পঞ্জ বুলিয়ে এইমাত্র ধেবড়ে দিয়ে গেল সুন্দর মুখখানা। তরল অ্যাসিড তখনও গড়িয়ে পড়ছে কান আর চিবুক বেয়ে। মুখের সর্বত্র প্রবেশ করছে ভয়ংকর অ্যাসিড। একটা চোখ সাদা হয়ে এসেছে-আর একটা চোখ লাল হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

কিটি উইন্টার! কিটি উইন্টার! আমার সর্বনাশ করে গেল শয়তানি কিটি উইন্টার! উঃ বড়ো যন্ত্রণা... আর সহিতে পারছি না... বড়ো যন্ত্রণা!

জানলা গলে বৃষ্টি ঝরা অন্ধকার বাগানে লাফিয়ে পড়ল চাকরবাকর। আমি মুখে তেল মাখিয়ে কাঁচা মাংসের ওপর তুলো লেপে দিলাম, মরফিন ইঞ্জেকশন দিলাম। আমার ওপর থেকে সব সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো দু-হাতে আমাকে খামচে রইল থানার-মরা মাছের মতো চোখ মেলে চেয়ে রইল এমনভাবে যেন ও-চোখের দৃষ্টিও ফিরিয়ে দিতে পারি আমি। কদাকার সেই মুখ দেখে কেঁদেই ফেলতাম যদি-না— শয়তানটার পুরোনো পাপ কাহিনি মনের মধ্যে ভিড় করে আসত। বাড়ির ডাক্তার এসে যেতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সেইসঙ্গে এল পুলিশ। আমার আসল কার্ড তাদের হাতে দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম বেকার স্ট্রিটে।

শান্ত-ক্লান্ত ফ্যাকাশে মুখে চেয়ারে বসে ছিল হোমস। এমনিতেই জখম দেহ। তার ওপর একটু আগের ওই ভয়াবহ ঘটনা প্রচণ্ড শক পেয়েছে দেখলাম। আমার মুখে সভয়ে শুনল কী ভয়ংকরভাবে পালটে গিয়েছে ব্যারনের মুখের চেহারা।

বলল, পাপের সাজা এইভাবেই পেতে হয়, ওয়াটসন। টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে এই সেই বই যার দৌলতে বিয়ের দফারফা করে ছাড়ব-মিস উইন্টার এই বইটার কথাই বলছিল। যে-মেয়ের ভেতরে এতটুকু আত্মসম্মান আছে, এই বই পড়বার পর সে আর ব্যারনকে স্বামী বলে কল্পনাও করতে পারবে না।

ব্যারনের প্রেমের ডাইরি?

প্রেমের নয় ওয়াটসন, কামের ডাইরি। মিস উইন্টারের কাছে ডাইরির কথা শুনেই বুঝেছিলাম এই সেই মোক্ষম অস্ত্র যা দিয়ে বিয়ে ভাঙা সম্ভব হবে। কী করব ভেবেও নিয়েছিলাম কিন্তু মেয়েটাকে বলিনি পাছে ফাঁস করে দেয়। তারপরেই আমার এই অবস্থা করে গেল ব্যারনের লোক। ভালোই হল। আমি শয্যাশায়ী মুমূর্ষু জেনে আমার দিকে নজর দেওয়া ছেড়ে দিল ও। আমি তক্কে তক্কে রইলাম। আরও দিনকয়েক সবুর করতাম। কিন্তু রাসকেলটা আমেরিকা যাচ্ছে শুনে আর দেরি করতে পারলাম না। এ-রকম একটা মূল্যবান দলিল ফেলে রেখে যাবার পাত্র সে নয়-সঙ্গে নেবেই। তাই তৎক্ষণাৎ চড়াও হওয়ার প্ল্যান করলাম। তোমাকে চাইনিজ পটারি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়ে দিয়ে নীল পিরিচ সমেত পাঠালাম। হাতে সময় খুবই কম পাব জানতাম-অল্প বিদ্যার ফলে পটারি প্রসঙ্গ নিয়ে কতক্ষণই-বা আর আটকে রাখতে পারবে। ব্যারনকে ওর মধ্যেই যাতে ডাইরি উদ্ধার করতে পারি, তাই সঙ্গে নিলাম মিস উইন্টারকে। কিন্তু ও যে আমার কাজ করতেই শুধু যাচ্ছে না-নিজের কাজ সারতেও যাচ্ছে তা বুঝিনি। পোশাকের তলায় ছোট্ট প্যাকেটটা কেন অত সযত্নে নিয়ে যাচ্ছে একদম মাথায় আসেনি।

ব্যারন কিন্তু আঁচ করে নিয়েছিল যে তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।

আমি জানতাম ও করবেই। ডাইরিটা পকেটস্থ করার সময়টুকুই কেবল দিয়েছিলে তুমি-
আর একটু সময় পেলে কাকপক্ষীও টের পেত না-লম্বা দিতাম। এই যে স্যার জেমস,
আসুন!

সাক্ষ্য অ্যাডভেঞ্চার শোনবার পর ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, চমৎকার! মুখের
চেহারা যদি ওইরকম হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এই ডাইরি না-দেখলেও বিয়ে ভেঙে
যাবে।

মাথা নেড়ে হোমস বললে, মিস দ্য মারভিলের মতো মেয়েরা মুখ দেখে টলে না। বরং
আরও বেশি করে পছন্দ করে বসবে ব্যারনকে। ওর শারীরিক দোষ নয়, চরিত্রের
দোষটাই মারভিলের সামনে তুলে ধরতে হবে। এ-ডাইরি ব্যারনের নিজের হাতে লেখা
অবিশ্বাস করতে পারবে না।

পিরিচ আর ডাইরি নিয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে রাস্তায় নেমে গেলেন স্যার জেমস।
আমারও বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে বলে নেমে এলাম পেছনে পেছনে। ব্রহ্ম গাড়িতে
লাফিয়ে উঠে পড়লেন স্যার জেমস। আলখাল্লা দিয়ে প্যানেলের ওপর বর্ণ-চিহ্ন চাপা
দিতে গেলেন বটে, কিন্তু তার আগেই যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছিলাম। সঘন নিশ্বাস
টেনে দৌড়ে উঠে এলাম হোমসের ঘরে। হাঁপাতে হাঁপাতে বিষম উত্তেজিত হয়ে বললাম,
হোমস, তোমার আসল মক্কেলের নাম জানতে পেরেছি। ইনি-

হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে হোমস বললে, খুবই খানদানি মানুষ তিনি। এইটুকুই শুধু জানা থাক, কেমন?

ডাইরিটাকে বিয়ে ভাঙার কাজে লাগানো হল কীভাবে আমি জানি না। স্যার জেমস নিজে হয়তো ঝুঁকি নেননি মিস মারভিলের বাবার হাতে ভারটা দিয়েছিলেন। তিন দিন পরে মর্নিং পোস্ট-এ একটা খবর বেরোল। থানারের সঙ্গে ভায়োলেটের বিয়ে আর হবে না। সেইসঙ্গে বেরোল আর একটা খবর। ব্যারনের মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেওয়ার অপরাধে মিস কিটি উইন্টারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু বিচার চলার সময়ে এমন সব ভয়ানক ভয়ানক খবর ফাঁস হয়ে গেল যে মানবতার খাতিরে নামমাত্র সাজা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল মিস উইন্টারকে। শার্লক হোমসের বিরুদ্ধেও ডাইরি চুরির অভিযোগ এসেছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, কঠোর ব্রিটিশ আইনও তখন নুয়ে পড়ে। ফলে, বন্ধুবরকে আজও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

টীকা

বিখ্যাত মক্কেলের বিচ্ছিন্ন বিপদ : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ ১৯২৫ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে এবং আমেরিকার কলিয়ার্স উইকলির ৮ নভেম্বর ১৯২৪-এর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

টাকিৰ্শ বাথ : ডেভিড উকহাৰ্ট ইন্সটাম্বুল-এৰ ব্ৰিটিশ দূতাবাসে কাজ কৰাৰ সময়ে টাকিৰ্শ বাথ সম্পৰ্কে অভিজ্ঞতা লাভ কৰে পৰে পাৰ্লামেণ্টেৰ সদস্য থাকাকালীন ইংলণ্ডে তা প্ৰচলনেৰ উদ্যোগ নিয়েছিলে। প্ৰথমে নিজেৰ বাড়ি তুৰ্কি ঘৰানায় সাজিয়ে। তাৰই লেখা বই পিলারস অব হাৰকিউলিস-এৰ বিবৰণ অনুসাৰে আয়াৰল্যাণ্ডে প্ৰথম টাকিৰ্শ বাথ প্ৰচলন কৰেন ড. ৰিচাৰ্ড বাৰ্টাৰ নামক এক চিকিৎসক, ১৮৫৬ সালে।

কাৰ্লটন ক্লাব : ৯৪, পলমল ঠিকানায় অবস্থিত কাৰ্লটন ক্লাবেৰ সদস্য সংখ্যা ১৮৯৬-এ ছিল প্ৰায় আঠাৰোশো।

স্যার জৰ্জ লিউইস : লিউইস অ্যান্ড লিউইস ফাৰ্মেৰ স্যার জৰ্জ লিউইস (১৮৩৩-১৯১১) ছিলেন তৎকালীন ব্ৰিটেনেৰ একজন বিখ্যাত সলিসিটৰ।

কুইন অ্যানি ষ্ট্ৰিট : ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়াৰে, ডাক্তাৰদেৰ পিজ হাৰ্লে ষ্ট্ৰিট থেকে কুইন অ্যানি ষ্ট্ৰিট বেশি দূৰে নয়। বেকাৰ ষ্ট্ৰিট থেকেও এই রাস্তাৰ দূৰত্ব সামান্য।

সপ্লুজেন গিৰিবৰ্ত্ত্য : প্ৰাহা বা প্ৰাগ ছিল চেকোশ্লোভাকিয়াৰ ৰাজধানী। কিন্তু সপ্লুজেন গিৰিবৰ্ত্ত্যেৰ অবস্থান সুইজাৰল্যাণ্ড এবং ইতালিৰ সীমান্তে।

খাইবাৰ পাস : দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে, খাইবাৰ পাসেৰ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭৮-৭৯ সালে।

হাৰ্লিংটনে : ফুলহ্যামেৰ হাৰ্লিংটন ক্লাব ছিল ইংলণ্ডে পোলো খেলাৰ প্ৰধান ঘাঁটি। পোলো খেলাৰ উৎপত্তি সম্ভবত পাৰস্যে অথবা ভাৰতবৰ্ষে ছ-শো খ্ৰি. পূ. থেকে খ্ৰিস্টিয় প্ৰথম শতাব্দীৰ মাঝামাঝি কোনো সময়ে বলে মনে করা হয়।

চাৰ্লি পিস : শেফিল্ডেৰ বাসিন্দা চাৰ্লস পিস ছিলেন আবিষ্কাৰক, নামি বেহালাবাদক, অভিনেতা এবং সেইসঙ্গে সিঁধেল চোর এবং খুনি।

ওয়েনরাইট : থমাস থ্ৰিফিথ ওয়েনরাইট (১৭৯৪-১৮৫২) ছিলেন চিত্ৰকৰ এবং শিল্প সমালোচক। তিনি বহু প্ৰবন্ধ রচনা করেছেন ইগোমেট বনমট এবং জানুস ওয়েদাৰকুক ছদ্মনামে। শোনা যায় তিনি একটি হত্যার মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

পাৰ্কহাস্ট : ১৮৩৮-এ আইল অব ওয়েটে প্ৰতিষ্ঠিত অতীব সুরক্ষা সংবলিত কাৰাগাৰ। সম্মোহিত মানুষ সেই হুকুম হুবহু মেনে চলে : ভিয়েনাৰ চিকিৎসক ফ্ৰানজ আন্তন মেসমাৰ (১৭৩৪-১৮১৫) সম্মোহন বিদ্যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যৱহাৰেৰ প্ৰচলন কৰেন। ঊনবিংশ শতকেৰ শেষে ইউৰোপে সম্মোহন ছিল একটি জনপ্ৰিয় বিষয়।

স্কাৰ্ভি : ভিটামিন সি-এৰ অভাবে ঘটিত চৰ্মৰোগ।

দু বেন্স-বুখ ঔফ শার্লক হোমস । ঔমার্থার বেনান ডহল । শার্লক হোমস

কুষ্ঠরোগ : কুষ্ঠরোগের জীবাণু মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম ল্যাপরে প্রথম চিহ্নিত করেন নরউইজিয় চিকিৎসক জি, আরমোয়ার হ্যানসেন। সেকালে এই রোগ ছিল দুরারোগ্য এবং সংক্রামক মনে করা হত কুষ্ঠরোগকে।

সামনের শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র রওনা হচ্ছে : গবেষক লেসলি ক্লিংগার জানিয়েছেন রুরিটানিয়া জাহাজের কর্তৃপক্ষ কুনার্ড লাইনারের জাহাজ লিভারপুল থেকে সেই সময়ে শুধুমাত্র মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার রওনা হত।

লন্ডন লাইব্রেরি : সেন্ট জেমস স্কোয়ারে অবস্থিত লন্ডন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১-এ। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টমাস কার্লাইল এবং জন স্টুয়ার্ট মিল-এর নাম।

হাং ও : দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা হাং ও (১৩২৮-১৩৯৮)-র আসল নাম চু উয়ান চ্যাং। ইনি মিং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

আং লো : আং লো (১৩৬০-১৪২৮) ছিলেন মিং বংশের তৃতীয় সম্রাট।

তাং ইং : মিং যুগের এক বিখ্যাত কবি এবং শিল্পী ছিলেন তাং ইং বা তান ইন (১৪৭০-১৫২৩)।

সাং : চৈনিক রাজবংশ সাং-এর শাসনকাল ছিল খ্রিস্টীয় ৯৬০ থেকে ১২৫৯ পর্যন্ত।

দু ব্ৰহ্ম-বুৰ্গ ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔআৰ্থাৰ ব্ৰণান ডয়ল । শাৰ্লক হোমস

উয়াং : বা উয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খানের নাতি কুবলাই খান (১২১৫-১২৯৪)। সাং বংশীয় শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করে কুবলাই খান এই রাজবংশের সূচনা করেন ১২৭১ সালে। উয়াল রাজবংশ রাজত্ব করে ১৩৬৮ পর্যন্ত।

মিং রাজবংশ : উয়ান রাজবংশের পতনে মিং রাজবংশের সূচনা হয় চিনদেশে ১৩৬৮ সালে। এর শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে ১৬৪৪-এ।

সম্রাট শোমু : জাপানের সম্রাট শোমু (৭০১-৭৫৬) সিংহাসনে অভিষিক্ত হন ৭১৫ সালে মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে। শোমু ছিলেন বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্মের অনুগামী এবং বৌদ্ধশিল্পের পৃষ্ঠপোষক।

নারা : জাপানের প্রথম রাজধানী নারা। সেখানে ৭৫২ সালে সম্রাট শোমু টোডাই-জি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শোশো-ইন হল টোডাই-জি মন্দিরের একটি হর্মের নাম। শোশো-ইন এখন শোমুর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সংগ্রহশালা।

বুড়ো বৈজ্ঞানিকের বিকট বিটলেম

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ক্রিপিং ম্যান]

বিশ বছর আগে প্রফেসর প্রেসবুরিকে ঘিরে অনেক কুৎসিত গুজব দানা বেঁধে উঠেছিল ইউনিভার্সিটিতে। শিউরে উঠেছিল লন্ডনের বিদগ্ধ মহল। শার্লক হোমস বরাবর বলেছে, জঘন্য এই গুজবের অবসান ঘটানোর জন্যেই বিচিত্র সেই কাহিনি জনসমক্ষে হাজির করা দরকার। কিন্তু কিছু অন্তরায়ের জন্যে তা পারিনি। টিনের বাক্সে শার্লক হোমসের অনেক আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে এই কাহিনিও বন্দি হয়ে পড়ে ছিল এতদিন। সম্প্রতি অনুমতি মিলেছে ব্যাপারটা সবাইকে জানানোর। প্র্যাকটিস থেকে রিটায়ার করার আগে হোম, যে-কটা কেস তদন্ত করে গিয়েছিল এটি সেইসবের অন্যতম। বিশ বছর পরেও কিন্তু সব কথা খোলাখুলি বলা যাচ্ছে না সংগত কারণেই রেখে ঢেকে বলতে হচ্ছে।

১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় এক রোববারের সন্ধ্যায় একটা চিরকুট পেলাম হোমসের কাছ থেকে। এখুনি এসো-যদি সুবিধে হয় এবং সুবিধে করে নেওয়া যদি সম্ভব হয়। শা হো। হোমসের সঙ্গে সে সময়ে আমার সম্পর্কটা বড়ো বিচিত্র রূপ নিয়েছিল। হোমস বরাবরই অভ্যেসের দাস-আমিও পড়ে গিয়েছিলাম তার মধ্যে। তামাক, কালোপাইপ, বেহালা, ইনডেক্স বুক এবং অন্যান্য হাবিজাবি বস্তু থেকে একটু পৃথক সত্তা ছিল আমার। দৌড়ঝাঁপের কেসে বিশ্বাসী সঙ্গীর দরকার পড়লেই আমি ছাড়া চলত না। এ ছাড়াও আমাকে দিয়ে ওর কাজ হত অনেক। আমি ছিলাম ওর মনের

শানপাথর । উদীপ্ত করে ছাড়তাম । আমি সামনে থাকলেও মনের চিন্তা প্রকাশ করত মুখ দিয়ে । আমি শুনতাম এবং বাগড়া দিতাম । আমার শ্লথগতি চিন্তাশক্তি ওকে খেপিয়ে তুলত, ফলে অগ্নিশিখার মতো সহজাত অনুভূতি আরও লকলকিয়ে উঠে ভেতর থেকে দ্রুত টেনে আনত স্পষ্টতর মানসছবিকে । মিলেমিশে তদন্তে নামলে এইভাবেই আমার দানহীন ভূমিকা পালন করে যেতাম আমি ।

বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে দেখলাম আর্মচেয়ারে বসে পা গুটিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পাইপ কামড়ে কপাল কুঁচকে কী যেন চিন্তা করছে হোমস । নিশ্চয় বিরক্তিকর কোনো সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে । হাত নেড়ে আমার প্রিয় চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল বটে, তারপর ঝাড়া আধঘণ্টা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না—অস্তিত্বই যেন ভুলে গেছে মনে হল । তারপরেই অবশ্য বুঁকি দিয়ে ভঙ্গ করল তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা অভ্যেসমতো খেয়ালি হাসি হেসে সাদর সম্বর্ধনা জানাল আমাকে আমারই একদা আস্তানায় ।

বললে, ভায়া ওয়াটসন, কিছু মনে করো না । একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম । গত চব্বিশ ঘণ্টায় বেশ কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা হাজির করা হয়েছে আমার সামনে । ভাবছি, গোয়েন্দাগিরিতে কুকুরের ভূমিকা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখব ।

আমি বললাম, কিন্তু হোমস, এ নিয়ে তো আগেও অনেক লেখা হয়ে গেছে । ব্লাডহাউন্ড—
স্লুথহাউন্ড—

না, না, সে-বাপারের কথা বলছি না। ও তো আছেই। আমি যা বলছি, তা আরও সূক্ষ্ম। মনে পড়ে, ংকটা কেসে ংত্নতুষ্ট পরম সম্মানীয় ংক ভদ্রলোকের ংপরাদ্ধী স্বভাবচরিত্রের কথা বলে দিয়েছিলাম তারই ছেলের মন পর্যবেক্ষণ করে?

মনে ংছে।

কুকুরদের নিয়েও ংক ংকই লাইনে ভাবছি। ফ্যামিলি লাইফের প্রতিফলন ঘটে কুকুরদের স্বভাবচরিত্রে। গোমড়া ফ্যামিলিতে ংমুদে কুকুর কি দেখা যায়? সুখী পরিবারের বিষণ্ণ কুকুর কখনো দেখেছ? যাদের স্বভাব দাঁত খিচিয়ে তেড়ে ংসা, তাদের কুকুররাও দাঁত খিচিয়ে তেড়ে ংসতে শেখে। বিপজ্জনক ফ্যামিলির কুকুররাও বিপজ্জনক হয়। কুকুরদের মেজাজে তাদেরই মেজাজের প্রতিফলন ঘটে।

মাথা নেড়ে বললাম, কিন্তু ংকটু দূরকল্পনা হয়ে যাচ্ছে।

টিপ্পনী কানে তুলল না হোমস। পাইপে তামাক ভরে ফের গুটিসুটি মেরে বসল চেয়ারে। যা বললাম তা খেটে যায় হাতের কেসে। সমস্যাটা জট পাকানো। ংকটা প্রশ্নের মধ্যে হয়তো ংকদিনের খেই পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্নটা ংই : প্রফেসর প্রেসবুরির ংকান্ত ংনুগত নেকড়ে-কুকুর তাঁকেই কামড়াতে গেল কেন?

তুচ্ছ ংই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্যে হোমস চিঠি পাঠিয়ে ংমাকে ডেকে পাঠিয়েছে বুঝে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। বিলক্ষণ নিরাশ হলাম। ংপাঙ্গে ংমার নৈরাশ্য নিরীক্ষণ

করে হোমস বললে, কিছুই পালটাওনি দেখছি! ওয়াটসন আগে যা ওয়াটসন এখনও তাই। ছোটোখাটো। ব্যাপারের মধ্যেই যে গুরুতর সমস্যা লুকোনো থাকে, এই সোজা তত্ত্বটা এতদিনেও শিখলে না। প্রেসবুরির নাম নিশ্চয় শুনেছ? ক্যামফোর্ড ফিজিয়োলজিস্ট। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। ধীর। স্থির গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটার প্রাণের বন্ধু বলতে একটা উলফ-হাউন্ড-মনিব অন্ত প্রাণ তার। হঠাৎ এই কুকুর যদি দু-দুবার তেড়ে যায় মনিবকে কামড়ানোর জন্যে, জিনিসটা কি অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হয় না? তোমার কী মনে হয়?

শরীর খারাপ হয়েছে কুকুরের।

খুব সংগত সম্ভাবনা। পরে ভেবে দেখা যাবেখন। কিন্তু আপাতত বলো, আর কাউকে সে তেড়ে যায় না কেন, অথবা সবসময়েই নিবকে ঘাঁক করে কামড়াতে যায় না কেন-যায় শুধু বিশেষ উপলক্ষ্যে। অদ্ভুত, ভায়া ওয়াটসন খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। মিস্টার বেনেট ছোকরা দেখছি। একটু আগেই এসে গেলেন-ঘণ্টাটা নিশ্চয় উনিই বাজাচ্ছেন। ভেবেছিলাম তার আগেই তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে নেব।

বলতে বলতেই সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ এবং পরক্ষণেই আঙুলের গাঁট ঠোকার জোরালো শব্দ শোনা গেল দরজায় এবং ঘরে আবির্ভূত হলেন নতুন মক্কেল। বয়স আন্দাজ তিরিশ। দীর্ঘ, সুশ্রী যুবক। জমকালো পরিপাটি বেশ। কিন্তু হাবভাবে ছাত্রসুলভ কুণ্ঠা আর জড়তা-সংসারের সংগ্রাম ঠেলে এগিয়ে যানেওয়ালা দুঁদে পুরুষ যেন নন। হোমসের সঙ্গে করমর্দন করে সবিস্ময়ে তাকালেন আমার দিকে।

বললেন, ব্যাপারটা কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির সামনে বলতে সংকোচ বোধ করছি। খুবই প্রাইভেট।

নির্ভয়ে থাকুন মশায়। ডক্টর ওয়াটসন বিবেচক পুরুষ। তা ছাড়া এ-কैसे ভঁর মতো সহযোগীর আমার দরকার।

বেশ তো, তাহলে আর আপত্তি কীসের। আমার দিক দিয়ে বলা উচিত বলে বললাম।

ওয়াটসন, ইনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর প্রেসবুরির একমাত্র সহযোগী, মিস্টার ট্রেভর বেনেট। একই বাড়িতে থাকেন-প্রফেসরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গিয়েছে। সেইজন্যেই এত সতর্ক ঘরোয়া ব্যাপারে। যাক এখন অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করা যায় কীভাবে ভাবা যাক।

ডক্টর ওয়াটসন সব জানেন তো?

বলবার সময় পেলাম না।

তাহলে আমি বলছি। সম্প্রতি আরও ঘটনা ঘটেছে।

আগেৰ ঘটনাগুলো তাহলে আমাকে বলে ঝালিয়ে নিতে দিন। ওয়াটসন, প্ৰফেসরের খ্যাতি সারাইউরোপে। পড়াশুনা নিয়েই আছেন। আজ পর্যন্ত কোনো কেলেক্কাৰি তাঁর নামে শোনা যায়নি। বিপত্নীক। মেয়ের নাম এডিথ। অত্যন্ত কৰ্মঠ, বীৰ্যবান পুৰুষ, যা করার সোজাসুজি করেন-ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মানুষ নন। যুদ্ধপ্ৰিয় পুৰুষ বলতে যা বোঝায়, তাই। মাসকয়েক আগেও উনি তাই ছিলেন।

তারপরেই ঘটল অঘটন। একষটি বছর বয়েসে বিয়ে করবেন ঠিক করলেন প্ৰফেসর মৰফিৰ মেয়েকে। বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গেছে। প্ৰফেসর মৰফি কমপ্যারেটিভ অ্যানাটমি চেয়ারে আছেন-প্ৰফেসর প্ৰেসবুৰিৰ সতীৰ্থ। বুড়ো বয়েসের ভালো লাগার চাইতেও এ যেন এককাঠি বেশি যৌবনোচিত আবেগ, উন্মাদনায় যেন ফুটন্ত ভালোবাসা। প্ৰেমে পুঁদ হয়ে গিয়েছেন প্ৰফেসর। মেয়েটির নাম আলিস মৰফি। দেহমনে সুঠাম নিটোল মহিলা। পুৰুষচিত্তে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্ৰফেসরের মোহিত হওয়াটা আশ্চৰ্য নয়। কিন্তু ফ্যামিলিৰ কেউ এ-বিয়েতে সায দিতে পাৰছে না।

বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, বললেন মক্কেল ভদ্রলোক।

ঠিকই বলেছেন। অস্বাভাবিক, অতিরিক্ত এবং একটু উদ্দাম ভালোবাসাই বলতে পারেন। পাত্ৰীৰ বাবার আপত্তি নেই। পাত্ৰীৰ নিজেরও আপত্তি নেই-যদিও তাকে বিয়ে করার জন্যে উপযুক্ত বয়েসের অনেকেই এগিয়ে এসেছে কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে প্ৰফেসরের প্ৰেসবুৰিৰ সঙ্গে তাদের কোনো তুলনাই হয় না। প্ৰফেসরের বয়সটাই কেবল বেশি টাকা আছে কাড়ি কাড়ি।

ঐ সময়ে ঘটল প্রথমে রহস্যটা। যা কখনো করেন না, প্রফেসর তাই করে বসলেন। কাউকে না-জানিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। ফিরলেন পনেরো দিন পরে। কাউকে বললেন না কোথায় গেছিলেন। ভাগ্যক্রমে মিস্টার বেনেটের ঐক বন্ধু প্রাহা থেকে চিঠি লিখে জানালেন, প্রফেসর প্রেসবুরিকে তিনি সেখানে দেখেছেন কিন্তু কথা বলার সুযোগ হয়নি। ঐভাবেই তৃতীয় মুখে জানা গেল কোথায় গেছিলেন প্রফেসর প্রেসবুরি।

ঐরপর থেকেই প্রফেসর যেন আর আগের প্রফেসর রইলেন না-অদ্ভুত ঐকটা পরিবর্তন দেখা গেল তার মধ্যে। বেশ শঠ, ধূর্ত, গোপন, গুপ্ত হয়ে গেলেন। সব কিছুই যেন লুকিয়ে চুরিয়ে করতে পারলে বাঁচেন-যা তার স্বভাবের ঠিক উলটো। ধীশক্তি রইল আগের মতোই প্রখর, ধারালো। কলেজের বক্তৃতার ধারও কমল না। তা সত্ত্বেও বেশ বোঝা গেল, ঐ যেন আরেক প্রফেসর। ঐকটা কুটিল বদ সত্তা যেন তাঁকে আশ্রয় করেছে। ঐ-মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে নিজের মেয়ে বার বার চেষ্টা করেছে বারবার সঙ্গে আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু পারেনি! মিস্টার বেনেট নিজেও চেষ্টা করেছেন। ঐবার ঐপনিই বলুন চিঠিপত্রের ব্যাপারটা।

ডক্টর ওয়াটসন, প্রফেসর প্রেসবুরি ঐমাকে বিশ্বাস করতেন পুরোপুরি। সেক্রেটারি হিসেবে ঐমার যে-ঐধিকার ছিল, ওঁর ভাই বা ছেলে হলেও ঐত ঐধিকার পেতাম কি না সন্দেহ। ওঁর সমস্ত চিঠিপত্র ঐমি দেখতাম। কিন্তু প্রাহা থেকে ফেরার পর ঐ-ব্যবস্থা পালটে গেল। ঐনি ঐমাকে ডেকে বলে দিলেন লন্ডন থেকে স্ট্যাম্পের নীচে ক্রস চিহ্ন দেওয়া কতকগুলো চিঠি ঐসবে-ঐমি যেন তা না-খুলি। ঐ-রকম ঐনেক চিঠি হাত

দিয়ে ঔঁর কাছে পৌঁছেছে-অশিক্ষিত হাতে লেখা ঠিকানা -আর লেখা E. C.। জবাব যদিও-বা দিয়ে থাকেন প্রফেসর, সে-খাম আমার হাত দিয়ে যায়নি, বা সব চিঠি যেখানে জমা পড়ে, সেই বাক্সেটেও রাখেননি।

এবার বলুন বাক্সর ব্যাপারটা, বললে হোমস।

প্রফেসর প্রাহা থেকে একটা কাঠের বাক্স এনেছিলেন-জার্মানিতে যে ধরনের কাঠের কাজ চালু আছে-এ-বাক্সেও সেই কাজ দেখা যায়। যন্ত্রপাতি যেখানে থাকে, বাক্সটা রেখেছিলেন। সেখানে। একদিন একটা যন্ত্র খুঁজতে গিয়ে বাক্সটা যেই তুলেছি, অমনি তেড়ে এলেন প্রফেসর। হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন বাক্সটা এবং কড়া গলায় ধমকে উঠে বললেন, আর কক্ষনো যেন বাক্সে হাত না-দিই। আমি তো অবাক। মনে খুব লাগল। এভাবে কখনো উনি কথা বলেননি আমার সঙ্গে। যদিও বললাম হঠাৎ হাত লেগে গেছে কিন্তু উনি বিশ্বাস করলেন না। সারাক্ষণ আড়চোখে নজর রাখলেন আবার হাত দিই কি না দেখবার জন্যে। পকেট থেকে ডাইরি বার করলেন মিস্টার বেনেট, সেদিন ছিল দোসরা জুলাই।

চমৎকার! আপনার লেখা তারিখগুলো দেখছি কাজে আসবে। বললে হোমস।

গুরুর কাছে গুছিয়ে কাজ করতে শিখেছি অন্যান্য অনেক বিদ্যের সঙ্গে। যেদিন থেকে ঔঁর মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করলাম, সেইদিন থেকে ঔঁর সব কিছুই নজরে রাখব বলেই তারিখগুলোও পর পর লিখে রেখেছি। যেমন ধরুন, ওই দোসরা জুলাই তারিখেই

দু বৎস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বণনান ড়়ল । শার্লক হোমস

স্টাডিরুম থেকে যেই হল ঘরে এলেন প্রফেসর, উলফ হাউন্ড রয় তেড়ে গেল তাকে কামড়ানোর জন্যে। সেই প্রথম, দ্বিতীয়বার কামড়াতে গেল এগারোই জুলাই। তারপর বিশে জুলাই। শেষকালে আস্তাবলে চালান করতে হল রয়কে। এত ভালো কুকুরটার এহেন অবস্থা ভাবাও যায় না-আমি কি বিরক্ত করছি আপনাকে?

মৃদু ভৎসনা মিশিয়ে শেষ কথাটা বললেন মিস্টার বেনেট। হোমস অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। কড়িকাঠ দেখছে। শেষ কথাটা শুনেই সম্বিং ফিরে এল।

অদ্ভুত! আশ্চর্য! অসাধারণ! মিস্টার বেনেট, আপনার খুঁটিনাটি বর্ণনায় অশেষ উপকার হল আমার। অনেক নতুন ব্যাপার জানলাম। এ ছাড়াও নতুন কী ঘটেছে বলছিলেন যেন?

মুখটা কালো হয়ে গেল মিস্টার বেনেটের।

পরশু রাতের ঘটনা। রাত দুটোয় জেগে শুয়ে ছিলাম। এমন সময়ে প্যাসেজে চাপা আওয়াজ শুনলাম। দরজা খুলে উঁকি মারলাম। প্যাসেজের শেষ প্রান্তে প্রফেসরের শোবার ঘর—

তারিখটা? হোমসের প্রশ্ন।

স্পষ্টত বিরক্ত হলেন মক্কেল ভদ্রলোক । কথার মাঝে তুচ্ছ তারিখ জানার কোনো মানে হয়?

বললেন, বললাম তো পরশু রাতের ঘটনা । চৌঠা সেপ্টেম্বর ।

বেশ বেশ, বলে যান ।

প্যাসেজের এক প্রান্তে ওঁর শোবার ঘর, আরেক প্রান্তে সিঁড়ি । সিঁড়িতে যেতে হলে আমার ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হয় । মিস্টার হোমস, ললাম খাড়া হয়ে গেল এই প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে । একটিমাত্র জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ছিল প্যাসেজে বাদবাকি অন্ধকার । আমি দেখলাম, হামাগুড়ি দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে অন্ধকার প্যাসেজ বেয়ে আমার ঘরের দিকে । অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারে গড়া যেন একটা প্রেতমূর্তি । আচমকা আলোর মধ্যে এসে পড়তেই দেখলাম সে কে । প্রফেসর প্রেসবুরি । হামাগুড়ি দিচ্ছেন মিস্টার হোমস প্রফেসর প্রেসবুরি হামাগুড়ি দিচ্ছেন! ঠিক হামাগুড়ি দেওয়া তাকে বলে না-হাঁটু টেনে টেনে আসছেন না-হাঁটছেন হাত আর পায়ের ওপর ভর দিয়ে, মুণ্ডটা ঝুলছে দু-হাতের মধ্যে । সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম তো রইলাম-উনি ওইভাবে চার হাত পায়ে হেঁটে আমার দরজা পেরিয়ে যেতেই সম্বিং ফিরল । পেছনে গিয়ে বললাম সাহায্য করতে পারি কি না । জবাবটা হল অসাধারণ রকমের । ছিলেছেড়া ধনুকের মতো ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রফেসর । তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় অত্যন্ত যাচ্ছেতাই ভাষায় যা মুখে এল তাই বলে গেলেন এবং ঝড়ের মতো দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন । দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ ফেরার

দু বেস-বুঝ ঔখ শার্লক হোমস । ঔখার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

পথ চেয়ে । ফিরলেন না দেখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম । মনে হয় ফিরেছিলেন ভোরের দিকে ।

ওয়াটসন । তোমার কী মনে হয়? যেন ংকটা দুপ্পাপ্য নমুনা ংগিয়ে দিচ্ছে প্যাথলজিস্ট ংমনি ভঙ্গিমায় বলল হোমস ।

বললাম, কোমরে বাত হয়েছে । ব্যথা বাড়লে ংমনিভাবেই লোকে হাঁটে, মেজাজও তিরিঞ্চে হয়ে যায় ।

চমৎকার! কল্পনার ফানুসে চেপে জমিন ছেড়ে শূন্যে ভাসবার পাত্র তুমি নও । কিন্তু ভায়া কটিবাতের থিয়োরি ংখানে অচল । কেননা, পরের মুহূর্তেই উনি সটান সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছেন ।

মিস্টার বেনেট বললেন, ঔঁর শরীরও ইদানীং খুব ভালো যাচ্ছে অত্যন্ত সুস্থ সবল জোয়ানের মতোই স্বাস্থ্য হয়েছে । ংডিথ আর ংমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি । বেশ বুঝছি ংকটা সর্বনাশের দিকে ংগিয়ে যাচ্ছি ।

ওয়াটসন, তোমার কী মত?

ডাক্তারে যা বলে, ংমিও তাই বলব । ভালোবাসায় মস্তিষ্ক ংচ্ছন্ন হয়েছিল বলে প্রফেসর দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন । মাথা ংভা করার জন্যে । বাক্স আর গোপন চিঠির সঙ্গে

দু ব্রেস-বুথ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার ব্রণান ড়েল । শার্লক হোমস

টাকাপয়সার সম্পর্ক আছে-হয়তো ধার নিয়েছিলেন, নয়তো শেয়ার সার্টিফিকেট বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন—

টাকাপয়সা নিয়ে এই লুকোচুরিও নিশ্চয় বরদাস্ত করতে পারেনি উলফ হাউন্ড-তাই ঘঁাক । করে কামড়াতে গিয়েছিল মনিবকে । না হে না, এর মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে । আমি বলব—

যা বলতে যাচ্ছিল হোমস, তা আর বলা হল না ঘরের মধ্যে ঝড়ের মতো এক তরুণী ঢুকে পড়ায় । দেখেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে ধেয়ে গেলেন মিস্টার বেনেট, তরুণীও একই পোজে এগিয়ে এল মিস্টার বেনেটের দিকে ।

এডিথ! কী ব্যাপার?

জ্যাক, আমি একা থাকতে পারলাম না । বড্ড ভয় করছিল । তাই চলে এলাম ।

মিস্টার হোমস, ইনিই আমার ভাবী বউ-মিস এডিথ প্রেসবুরি ।

সেইরকমই আঁচ করেছিলাম আমি আর ওয়াটসন । মিস প্রেসবুরি, নতুন কিছু ঘটল নাকি?

বড়ো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে মিস্টার হোমস । ঔমার বাবাকে ঔপনি বাঁচান । সকাল হতেই শহরে ঔসে জ্যাকের হোটেলে গিয়ে যখন শুনলাম ও নেই, বুঝেছি ঔপনার কাছেই ঔসেছে ।

কেস ঔখনও ঔস্পষ্ট, মিস প্রেসবুরি । নতুন কিছু ঘটে থাকলে বলুন ।

কাল সারাদিন কীরকম যেন ছিল বাবা । ঘটনাটা ঘটল রাত্রে । ঔসব ঘটনা যখন ঘটে, তখন যেন বাবার খোলসটাই শুধু দেখি বাবার মধ্যে বাবা ঔর থাকে না । যেন ঔড্ডুত ভীষণ ঔকটা স্বপ্নের ঘোরে থাকে । পরে কী করেছে-না-করছে কিছু মনে থাকে না ।

কী হয়েছে বলুন ।

কুকুরটার ভীষণ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল গভীর রাতে । রয়কে ঔখন ঔস্তাবলের কাছে শেকলে বেঁধে রাখা হয় । বাবার পরিবর্তনের পর থেকেই ও-বাড়িতে ভয়ে ভয়ে থাকি বলে দরজায় তালা দিয়ে শুয়েছিলাম । জানলার খড়খড়ি ঔকটু ফাঁক ছিল । বাইরে চাঁদের ঔলো দেখা যাচ্ছিল । ঔমি সেইদিকে তাকিয়ে কুকুরটার ভীষণ চেঁচানি শুনছি ঔমন সময়ে চৌকোনা ফাঁকটায় কোথেকে ঔসে গেল বাবার মুখখানা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঔমি শুয়েছিলাম তিনতলার ঘরে... শার্লকর কাছে স্পষ্ট দেখলাম নাক মুখ চেপে ঔমাকে দেখছে বাবা... ঔর... ঔক হাত দিয়ে কাচটা ঔেলে তোলার চেষ্টা করেছে । ঔাতঙ্কে ঔমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম-কাচ খুলে ফেললে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতাম । চোখের ভুল নয়, ভয়ের চোটে ছায়া দেখেও ঔবোল-তাবোল বকছি মনে করবেন না-সর্বাপ্ ঔসাড হয়ে

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

গিয়েছিল বলে নড়তেও পারলাম না। চেয়ে রইলাম বাবার মুখের দিকে। হঠাৎ কাচ থেকে সরে গেল মুখখানা। আমি খাট থেকে ছিটকে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারতেও সাহস পেলাম না। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম ভোরের আলো না-ফোঁটা পর্যন্ত। ব্রেকফাস্টের টেবিলে বাবাকে দেখলাম আঁঝালো চড়া মেজাজে রাতের ঘটনা নিয়ে কোনো কথাই বলল না। আমিও বললাম না। অছিল করে শহরে চলে এলাম জ্যাকের কাছে।

শার্লক হোমস হাঁ হয়ে গেল অদ্ভুত এই কাহিনি শুনে।

বললে, তিনতলায় আপনার শোবার ঘর? বাগানে লম্বা মই নেই তো?

একদম না। তিনতলার জানলায় কোনোভাবেই ওঠা যায় না। তবুও দেখেছি বাবার মুখ।

তারিখটা দেখেছি পাঁচুই সেপ্টেম্বর। ফলে আরও জট পাকিয়ে গেল ব্যাপারটা।

এবার হাঁ হওয়ার পালা মিস প্রেসবুরির।

মিস্টার বেনেট বললেন, এই নিয়ে দু-বার হল তারিখ নিয়ে কথা বললেন মিস্টার হোমস। আপনি কি তাহলে চন্দ্রকলার সঙ্গে উন্মত্ততার সম্পর্ক ভাবছেন?

না, না, ঁকেবারে ংলাদা লাইনে ংবছি। ংপনি বরং ংপনার ডাইরিটা রেখে যাবেন-
তারিখগুলো ংলো করে দেখতে হবে। ওয়াটসন, শুনলে তে বিশেষ বিশেষ তারিখে
প্রফেসর প্রেসবুরি কী করেন, পরে ংর মনে করতে পারেন না। ংই বিস্মৃতির সুযোগ
নিযে ংমরা তাকে গিয়ে বলব, ংমুক তারিখে তিনি ংমাদের সঙ্গে ংপয়েন্টমেন্ট
করেছিলেন, তাই ংসেছি। সেই তারিখের কোনো কথাই মনে করতে পারবেন না
বিশ্বাসও করবেন। সেই ফাঁকে কাছ থেকে তাঁকে স্টাডি করা যাবে।

মিস্টার বেনেট বললেন, ংত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ংকটা ব্যাপারে ংশিয়ার করে দিই।
প্রফেসর প্রেসবুরি ংত্যন্ত কোপন স্বভাবের মানুষ। মাঝে মাঝে মারদাঙ্গা রূপ ধরেন।

মৃদু হাসল হোমস, কিন্তু দেখা ংমাকে করতেই হবে ংর বেশি দেরি না-করে-কারণ
ংছে।

ংস্তানা ছেড়ে হোমসের পক্ষে বেরোনো সহজ-কোনো বন্ধন তে নেই। কিন্তু ংমার
পক্ষে বেরোনো কঠিন ংত পসার ফেলে। যাই হোক সোমবার সকালে ট্রেনে চেপে
ক্যামফোর্ড পৌঁছে সেকেলে সরাইখানার চেকার্স-ং ংমাদের সুটকেস জমা রাখলাম।

পকেট থেকে মিস্টার বেনেটের ডাইরি বার করে দেখে নিযে হোমস বললে, ২৬ ংগাস্ট
ংডুত ঘরে ভুগছেন তার মানে ওই তারিখে কিছুই তার মনে নেই। ংমরা গিয়ে বলব
ংপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন ২৬ তারিখে। লেকচার দেন ংগারোটায় লাঞ্ছের সমযে
বাড়িতেই পাব। চল।

ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি চেপে পৌঁছে গেলাম প্রাচীন কলেজের সারি পেরিয়ে ভারি সুন্দর একটা বাড়ির সামনে। প্রফেসর শুধু আরামেই যে থাকেন তা নয়—একটু বিলাসের মধ্যেই থাকেন বাড়ির চেহারা দেখলেই তা মালুম হয়। দরজা থেকেই দেখলাম জানলা দিয়ে আঁকড়া-চুলো এক বুড়ো কটমট করে দেখছেন আমাদের। অচিরে হাজির হলো তার সামনে। চশমা ঢাকা চোখের মধ্যে পাগলামির ছায়াটুকুও দেখলাম না। বিরাট চেহারা। লম্বা, গভীর কলেজ প্রফেসরের মূর্তি যেমন হয়—ঠিক তাই। দুই চক্ষু কিন্তু আশ্চর্য রকমের তীক্ষ্ণ আর ধূর্ত। চামড়া কুঁড়ে যেন ভেতর পর্যন্ত দেখার ক্ষমতা রাখেন।

আমাদের কার্ড দেখলেন, বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, আসা হয়েছে কেন।

হোমস হাসিমুখে বললে, সেটা তো আপনিই বলবেন।

আমি বলব!

আপনিই তো আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছি।

তাই নাকি। ধূসর চোখে ত্রুর নষ্টামির নাচ দেখলাম, আমি ডেকে পাঠিয়েছি! কে খবর দিল বলুন তো?

দু বেস-বুফ ঔশ শার্লফ হোমস । ঔশার বোনা ডফল । শার্লফ হোমস

সেটা বলতে পারব না-কথা দিয়েছি। তবে যদি আমাদের দরকার আছে বলে মনে না। করেন, আসতে পারি।

যাবেন কী? ব্যাপারটা তলিয়ে আগে দেখি। চিঠিপত্র কিছু আছে? টেলিগ্রাম? আমি যে ডেকে পাঠিয়েছি, তার প্রমাণ?

কিছু নেই।

তার মানে আমি যে ডেকে পাঠিয়েছি সেটা প্রমাণ করতে চান না?

কোনো প্রশ্নের জবাব দোব না।

বটে! বটে! এ-প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু এখুনি বের করা যাবে। বলেই ঘণ্টা বাজালেন প্রফেসর। ঘরে ঢুকলেন মিস্টার বেনেট।

বেনেট, হোমস নামে কোনো লোককে ডেকে পাঠিয়েছিলে চিঠি লিখে? এই দুই ভদ্রলোকের ধারণা নাকি আমি লন্ডন থেকে ঐদের ডেকে এনেছি।

আজ্ঞে, না, রক্তিম মুখে বললেন মিস্টার বেনেট।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

ব্যস, তাহলে আর কোনো কথা নয়, জ্বলন্ত ত্রুন্ধ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর দু-হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে প্রফেসর বললেন, মশায়, এবার তো বেকায়দায় পড়লেন ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, অকারণে ঢুকে পড়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন ।

আচমকা চিলের মতো চেষ্টিয়ে উঠে চোখে-মুখে উৎকট বিদ্বেষ ছড়িয়ে আমাদের পথ রুখে দাঁড়ালেন প্রফেসর, যাবেন কোথা? জবাবদিহি না-করে বেরোতে পারবেন ভেবেছেন? অর্থহীন ক্রোধের নিদারুণ অভিব্যক্তি আর বিকট মুখভঙ্গিমা দেখে বেশ বুঝলাম গায়ের জোরে বেরোতে হবে বাড়ি থেকে । মিস্টার বেনেট মাঝে এসে না-দাঁড়ালে শেষকালে তাই করতে হত ।

গলা ফাটিয়ে বললেন, করছেন কী? মানসম্মান জলাঞ্জলি দিতে বসেছেন দেখছি? টিটি পড়ে যাবে যে ইউনিভার্সিটিতে! মিস্টার হোমস বিখ্যাত মানুষ! দেশসুদ্ধ লোক তাঁকে চেনে । এ কী অসভ্যতা করছেন!

অপ্রসন্ন মুখে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন প্রফেসর । রাস্তায় বেরিয়ে এলাম দুই বন্ধু । হোমস । দেখলাম বেশ মজা পেয়েছে এই ঘটনায় ।

দু ব্রেস-বুথ ঔফ শার্লক হোমস । ঔআর্থার বোনাট ডয়ল । শার্লক হোমস

বললে, ভদ্রলোকের নার্ভের অবস্থা শোচনীয় । কিন্তু যা জানবার জানা হয়ে গেছে । এ কী ।
ওয়াটসন, লোকটা আবার পেছনেও ধাওয়া করল নাকি ।

খড়মড় আওয়াজ শুনলাম পেছনে । ঘুরে দেখি প্রফেসর নন, মিস্টার বেনেট দৌড়ে
আসছেন । হাঁফাতে হাঁফাতে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, দুঃখিত মিস্টার হোমস, সত্যিই
দুঃখিত । ক্ষমা চাইছি ।

মাই ডিয়ার স্যার, ক্ষমা চাওয়ার কোনো দরকারই নেই । এসবই পেশাদারি অভিজ্ঞতার
মধ্যে পড়ে ।

এ-রকম বিপজ্জনক মেজাজে ওঁকে কখনো দেখিনি । দিন দিন মেজাজ সপ্তমে উঠছে ।
এখন বুঝলেন তো কেন ওঁর মেয়ে আর আমি দুজনেই এত ভয় পেয়েছি । অথচ মন
দেখুন প্রফেসরের দিব্যি পরিষ্কার ।

এক্কেবারে । হিসেবে ভুল করে ফেলেছিলেন এখানেই । কিছুই ভোলেননি-সব মনে
রাখেন । ভালো কথা, মিস প্রেসবুরির ঘরটা দেখতে পারি?

ওই তো । বাঁ-দিক থেকে দ্বিতীয় ।

সর্বনাশ! ওখানে ওঠা তো সোজা কথা নয় । জানলার ঠিক নীচে একটা লতা আর ওপরে
একটা জলের পাইপ অবশ্য আছে ।

থাকলেও ঔই বেয়ে ঔঠা ংমার পক্ষেও সম্ভব নয়, মিস্টার হোমস ।

ঠিক কথা । স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে কাজটা বিপজ্জনক ।

প্রফেসর লন্ডনে যাকে চিঠি লেখেন, তার ঠিকানাটা পেয়ে গেছি । ংজই লিখেছেন ংকটা চিঠি । ব্লটিং পেপারে ঠিকানাটা ংঠে গেছে । ংমি টুকে রেখেছি-ংই দেখুন ।

হোমস কাগজটা দেখে পকেটে রেখে বললে, ডোরাক নামটা কিন্তু ংডুত । স্লামভেনিক মনে হচ্ছে । মিস্টার বেনেট, ংর কিছু করার নেই ংপেক্ষা করা ছাড়া । প্রফেসর ংন্যায় করেননি যে গ্রেপ্তার করব । পাগল নন যে ঘরবন্দি করব । ংই ংবস্থায় ংনো ব্যবস্থাই নেওয়া যাবে না ।

তাহলে?

ধৈর্য ধরুন । মঙ্গলবার ংকটা চুড়ান্ত সংকট দেখা যাবে ংশা করছি-সেইদিন ফের ংসব ক্যামফোর্ডে । তদ্দিন ংই ংবস্থা থেকে যদি দূরে সরে থাকতে চান মিস প্রেসবুরি থাকতে পারেন ।

সে-ব্যবস্থা করা যাবে ।

তাহলে তাই কৰুন। প্ৰফেসৰকে এখন ঘাঁটাতে যাবেন না।

ওই যে বেরিয়ে এসেছেন দেখছি! চাপাগলায় বললেন মিস্টার বেনেট। ঝোঁপের ফাঁক দিয়ে দেখলাম সদর দরজার বাইরে এসে ইতিউতি তাকাচ্ছেন প্ৰফেসর-দু-হাত বুলছে সামনে। সাঁৎ করে সরে পড়লেন মিস্টার বেনেট। দূর থেকে দেখলাম যেন রুখে উঠলেন প্ৰফেসর। উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে দুজনেই ঢুকে পড়লেন বাড়ির মধ্যে।

হোমস পা বাড়িয়ে বললে, প্ৰফেসরের ব্রেন অত্যন্ত পৰিষ্কাৰ। বাড়ি বয়ে গোয়েন্দা এসেছে। দেখে সন্দেহ করেছেন সেক্রেটারিকে মিস্টার বেনেটের এখন সময় খুব খারাপ।

ফেরার পথে পোস্টঅফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস। জবাব এল সন্ধে নাগাদ। আমিও পড়লাম, কমার্শিয়াল রোডে ডোরাকের সঙ্গে দেখা করলাম। সেয়ানা লোক। বোহেমিয়ার মানুষ। বয়স্ক। মনিহারি দোকান আছে। মাসাঁর।

হোমস বললে, তুমি আমাকে ছেড়ে ডাক্তারি আরম্ভ করার পর থেকে এই মাসাঁরকে দিয়ে অনেক খবর আমি জোগাড় করি। প্ৰফেসর কাকে চিঠি লেখেন জানা দরকার ছিল। লোকটা বোহেমিয়ার লোক প্ৰফেসরও প্ৰাহায় গিয়েছিলেন।

কিন্তু আমি তো কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না হোমস। তিরিঙ্কে মেজাজের উলফ-হাউন্ডের সঙ্গে বোহেমিয়ায় যাওয়ার কী সম্পর্ক মাথায় আসছে না।

অথবা এই দুইয়ের সঙ্গে সুস্থ-সবল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিশুতি রাতে প্যাসেজে চার হাতপায়ে হাঁটার কী যোগসূত্র আছে, আমার ঘিলুতে প্রবেশ করছে না। সব চাইতে জটিল রহস্য হল তারিখ নিয়ে তোমার কচলাকচলি।

কথা হচ্ছিল সরাইখানায় বসে, এ-শহরের বিখ্যাত সুরার বোতল সামনে নিয়ে। হোমস দু-হাতের আঙুল একত্র করে ক্লাসরুমে বক্তৃতা দেওয়ার ঢংয়ে বলল, মিস্টার বেনেটের ডাইরি থেকে দেখা যাচ্ছে প্রফেসরের বিচিত্র উন্মত্ততার প্রথম ঝোক এসেছিল দোসরা জুলাই-তারপর থেকেই এই প্রকোপ দেখা গেছে ন-দিন অন্তর ব্যতিক্রম দেখা গেছে শুধু একবারই। শেষ আক্রমণটা ঘটেছে শুক্রবার তেসরা সেপ্টেম্বর। ২৬ অগাস্টও এই পর্যায়ের মধ্যে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে। একে কাকতালীয় বলা যায় না।

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম আমিও।

হোমস বললে, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ন-দিন অন্তর প্রফেসর এমন একটা কড়া ওষুধ শরীরে প্রবেশ করান যার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বিষাক্ত। ওঁর উগ্র স্বভাবের ইন্ধন জোগায় এই দ্রব্যটি। প্রাহায় থাকার সময়ে অভ্যেসটা রপ্ত করেছিলেন। লন্ডন থেকে এখন দ্রব্যটি জোগান দেয় একজন বোহেমিয়ার দালাল। সব মিলে যাচ্ছে তাই না?

কিন্তু কুকুর, জানলায় মুখ, প্যাসেজে চার হাতপায়ে হাঁটা?

আৰে ভায়া, সবে তো শুরু করলাম। মঙ্গলবারে বোঝা যাবে কত দূর এগোলাম। আপাতত বেনেট ছোকরা কী খবর দিতে পারে দেখা যাক। আর এই চমৎকার টাউনটার হাওয়া খাওয়া যাক।

খবর যথাসময়ে নিয়ে এলেন মিস্টার বেনেট। প্রফেসর সত্যিই খেপে গিয়েছিলেন। বাড়ির মধ্যে গোয়েন্দা হানা দেওয়ায়। সরাসরি বেনেটকে দোষারোপ করেননি যদিও, কিন্তু বিঁধিয়ে কথা বলেছেন অনেক। পরের দিন সকালেই আবার অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছেন। ক্লাসেও তোফা লেকচার দিয়ে এসেছেন। ব্রেন বেশ ঝরঝরে। কিন্তু মানুষটা পালটে গিয়েছে—দিব্যি গেলে মিস্টার বেনেট বললেন, এ-প্রফেসর সে-প্রফেসর নন।

হোমস বললে, যাই ঘটুক না কেন, দিন সাতেক কিছু করা যাবে না। আমাদের কাজ আছে লন্ডনে। রুগি ফেলে এসেছেন ডক্টর ওয়াটসন। তাই এখন ফিরে যাচ্ছি—সামনের সোমবার এই সময়ে এই সরাইখানায় ফের দেখা হবে। এর মধ্যে চিঠি লিখে ওয়াকিবহাল রাখবেন আমাদের।

পরের কটা দিন হোমসের টিকি দেখা গেল না। সোমবার একটা চিরকুট পেলাম। পরের দিন যেন ট্রেনে দেখা করি। ট্রেনে বসে ও বললে, বেনেট জানিয়েছে এ ক-দিন খুব খোশমেজাজে আছেন প্রফেসর। নতুন কিছু ঘটেনি। চেকার্স সরাইখানায় পৌঁছোনের পর সন্ধে নাগাদ মিস্টার বেনেট এসে বললেন, আজ লন্ডন থেকে একটা চিঠি আর একটা ছোটো প্যাকেট এসেছে প্রফেসরের নামে—দুটোরই ডাকটিকিটের তলায় ক্রস চিহ্ন দেওয়া। কাজেই আমি খুলিনি—নিষেধ আছে বলে।

গম্ভীৰ হয়ে গিয়ে হোমস বললে, মিস্টাৰ বেনেট, যা বললেন, তার মধ্যেই অনেক প্রমাণ পেলাম আমার সিদ্ধান্তের। উপসংহার টানাব আজ রাতে। প্রফেসরকে চোখে চোখে রাখবেন আপনি রাত্রে ঘুমোবেন না। দরজার সামনে দিয়ে গেলেও পথ আটকাবেন না। ধারেকাছেই থাকব আমি আর ডক্টর ওয়াটসন। সেই বাক্সটার চাবি কার কাছে থাকে?

প্রফেসরের ঘড়ির চেনে।

বাক্স নিয়েও গবেষণার প্রয়োজন হবে। দরকার হলে তালা ভাঙব। বাড়িতে শক্তসমর্থ আর কেউ আছে?

কোচোয়ান ম্যাকফেল আছে।

ঘুমোয় কোথায়?

আস্তাবলের ওদিকে।

ওকেও দরকার হতে পারে। আগে নিজেরা দেখি, তারপর। গুডবাই, কাল ভোরের আগেই ফের দেখা হবে।

মাঝরাতে গিয়ে দুই বন্ধু ঘাপটি মেরে বসলাম হল ঘরের দরজার উলটো দিকের
ঝোঁপের মধ্যে। বেশ কনকনে ঠান্ডা, তার ওপর হাওয়া দিচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে
যাচ্ছে মেঘের দল। ভাগ্যিস গায়ে ওভারকোট ছিল, তাই রক্ষা। ভাঙা চাদ মাঝে মাঝে
উঁকি দিচ্ছে ছুটন্ত মেঘের আড়াল থেকে। হোমসের বিশ্বাস অভিযানের শেষ পর্ব হয়তো
এইটাই, ক্লাইম্যাক্সের আর দেরি নেই-সেই আশাতেই উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতে
পারলাম-নইলে বড়োই একঘেয়ে লাগত।

হোমস বললে, ঠিক ন-দিন অন্তর প্রফেসরের পাগলামি মাথা চাড়া দেয় এবং সেটার
সূত্রপাত ঘটেছে প্রাহা থেকে ফিরে আসার পরেই। আজই নবম দিন এবং আজ রাতেই
ফের ঘটবে। লন্ডনের দালাল সেই দ্রব্যটা চালান দেয় প্রফেসরকে এবং ন-দিন অন্তর
সেটি সেবন করার নির্দেশ আছে প্রফেসরের ওপর। দ্রব্যটি কী এখনও জানি না কিন্তু
বাদবাকি সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ভালো কথা, ওয়াটসন, প্রফেসরের আঙুলের
গাঁটগুলো লক্ষ করেছ?

না তো।

করা উচিত ছিল। চামড়া পুরু হয়ে গিয়েছে, কড়া পড়ে গিয়েছে। এ-রকমটি আর কখনো
কারো আঙুলের গাঁটে দেখিনি। আঙুলের গাঁটে নজর রাখবে সবার আগে। তারপর
দেখবে শাটের হাতা, প্যান্টের হাঁটু, আর বুটজুতো। প্রফেসরের আঙুলের গাঁটের অদ্ভুত
চেহারাটা দেখলে। মনে হয়-বলেই থেমে গেল হোমস। খপাৎ করে কপাল খামচে ধরে
বলে উঠল, উফ! ওয়াটসন, ওয়াটসন, কী বোকা আমি! অসম্ভব মনে হলেও এ ছাড়া

আর কিছুই হতে পারে বলে মনে হয় না। কড়া-পড়া আঙুলের গাঁটটা দেখেও আগে ধরতে পারিনি-মাথায় আসেনি...ইস! কী করছিলাম অ্যাডিন? তারপর কুকুরের চঁচানি... আইভি লতা... কী বোকা... কী বোকা আমি! ওই তো প্রফেসর... বেরিয়ে এসেছেন... নিজের চোখেই দেখে এবার মিলিয়ে নেওয়া যাক যা ভয় করেছি তা ঠিক কি না!

দেখলাম, আন্তে আন্তে খুলে যাচ্ছে হল ঘরের দরজা। ঘরের ভেতরে ল্যাম্প জ্বলছিল বলেই আলোর পটভূমিকায় দেখা গেল প্রফেসর প্রেসবুরির দীর্ঘ মূর্তি। পরনে ড্রেসিং গাউন। চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন দু-হাত পাশে ঝুলিয়ে শিরদাঁড়া বোঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। শেষবার এই ভঙ্গিমাতেই দেখেছিলাম ভদ্রলোককে।

তারপরেই বেরিয়ে এলেন বাইরে এবং পর মুহূর্তেই আশ্চর্যভাবে পালটে গেল দেহভঙ্গিমা। অসাধারণ সেই পরিবর্তন চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দু-হাত নামিয়ে মাটি ধরে হাঁটতে লাগলেন কোমর বোঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। মাঝে মাঝে সড়াৎ করে ওইভাবেই চার হাতপায়ে দৌড়ে গেলেন। যেন প্রচণ্ড প্রাণশক্তি আর এনার্জি উপচে পড়ছে দেহে মনে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হলেন বাড়ির কোণ ঘুরে পাশের দিকে। অমনি সদর দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এলেন মিস্টার বেনেট পা টিপে টিপে পেছন ধরলেন প্রফেসরের।

চাপা গলায় বলে উঠল হোমস, ওয়াটসন, এসো। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছোলাম যেখান থেকে প্রফেসরের কীর্তিকলাপ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রফেসর দাঁড়িয়ে ছিলেন আইভিলতায় ছাওয়া দেওয়ালের গা ঘেঁষে। আচমকা দেওয়াল বেয়ে

আইভিলতা আঁকড়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় উঠতে লাগলেন ওপরদিকে এবং এক লতা থেকে লাফিয়ে গিয়ে ধরতে লাগলেন আরেক লতা-যেন ভীষণ ভালো লাগছে খেলাটা, প্রচণ্ড মজা পাচ্ছেন লতা বেয়ে লাফালাফি করতে। আশ্চর্য, একবারও পা ফসকায় না, হাত সরে গেল না। নিজের হাত পায়ের ওপরেও যেন অসীম প্রত্যয় প্রফেসরের। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্যবাহু করার পরে এ-খেলা যেন আর ভালো লাগল না, এমনিভাবে সরসর করে নেমে এলেন নীচে। ঝপ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে ফের দাঁড়ালেন চার হাতপায়ে ভর দিয়ে এবং সাঁ সাঁ করে ছুটে গেলেন উলফ-হাউন্ড যেখানে বাঁধা আছে, সেইদিকে। আগে থেকেই ভয়ংকর গলায় ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করেছিল কুকুরটা-এবার বেরিয়ে এল বাইরে। প্রফেসর যতরকমভাবে পারলেন খেপাতে লাগলেন কুকুরটাকে না-দেখলে প্রত্যয় হয় না সেই দৃশ্য। গম্ভীরবদন বিশুদ্ধমূর্তি বিদগ্ধ প্রফেসর চার হাতপায়ে ভর দিয়ে কুকুরটার নাকের দু-এক ইঞ্চি দূরে হাত নাড়ছেন, কখনো মুঠোমুঠো নুড়ি তুলে মুখ টিপ করে ছুঁড়ে মারছেন, কখনো ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে দূর থেকে খোঁচা মারছেন। কুকুরটা এমনিতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল-তার ওপর এই খোঁচাখুঁচি পাথর ছোড়াছুড়ির মতো অকারণ নিষ্ঠুরতার ফলে বর্ণনাতিত ক্রোধ আর জিঘাংসায় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পাগলের মতো চেন ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করল ভয়াল নেকড়ে কুত্তা।

এর পরের ঘটনা ঘটল মুহূর্তের মধ্যে! চেন ছিঁড়ল না কিন্তু কলার পিছলে গেল। ঘাড় মোটা নিউফাউন্ডল্যান্ড হাউন্ডের ফঁদালো কলার বলেই পিছলে গলে বেরিয়ে গেল উলফ-হাউন্ডের সরু লম্বা ঘাড়ের ওপর দিয়ে। চোখের পলকে মাটির ওপর দিয়ে একসঙ্গে গড়িয়ে গেল কুকুর আর মানুষ এবং কানে ভেসে এল উন্মত্ত হাউন্ডের ক্রুদ্ধ গর্জনের সাথে প্রফেসরের আতঙ্ক বিকৃত মুহূর্ত অদ্ভুত আতর্নাদ। নিমেষ মধ্যে বুঝলাম

প্রফেসরের আয়ু ঝুলছে। সুতোর ওপর। ধেয়ে গেলাম সামনে ততক্ষণে কিন্তু উলফ-হাউন্ডের দাঁত বসে গেছে প্রফেসরের গলায় এবং আমরা যখন কাছে পৌঁছোলাম ততক্ষণে জ্ঞানও হারিয়েছেন; রয়কে টেনে আনাটাও আমাদের দুজনের পক্ষে তখন অতীব বিপজ্জনক কিন্তু তাও সম্ভব হল মিস্টার বেনেটের উপস্থিতিতে। ওকে দেখে, ওর গলা শুনে উলফ-হাউন্ডের যেন চৈতন্য হল। হটগোল শুনে ভাবাচ্যাকা মুখে ঘুম জড়ানো চোখে বেরিয়ে এল কোচোয়ান। বললে, জানতাম এ-রকম ঘটবে। আগেও দেখেছি রয়কে এইভাবে শুধু শুধু রাগিয়েছেন প্রফেসর।

উলফ-হাউন্ডকে ফের চেনে বেঁধে রাখার পর প্রফেসরকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলাম তার ঘরে। মিস্টার বেনেটের মেডিক্যাল ডিগ্রি ছিল বলেই দুজনে মিলে ড্রেস করে দিলাম ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত কণ্ঠদেশ। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন প্রফেসর। আর একটু হলেই ক্যারোটাইড আর্টারি দু-টুকরো হয়ে যেত। রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সিরিয়াস রকমের-আধ ঘণ্টার চেষ্টাও তাও বন্ধ করলাম। তারপর একটা মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম পেশেন্টকে।

বললাম, ফাস্ট ক্লাস সার্জনকে দিয়ে দেখানো দরকার।

আঁতকে উঠে মিস্টার বেনেট বললেন, খেপেছেন? টি-টি পড়ে যাবে তাহলে। মেয়ের মাথা কাটা যাবে।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

হোমস বললে, ঠিক বলেছেন। এ-ব্যাপার পাঁচ কান না-করাই ভালো নিজেরা যা পারি করা যাক। বাক্সের চাবিটা এবার খুলে দিন ঘড়ির চেন থেকে। কী রহস্য আছে বাক্সে, দেখা যাক।

খুব বেশি কিছু ছিল না বাক্সে, কিন্তু যা ছিল, তাই যথেষ্ট। একটা শূন্য অ্যাম্পুল, একটা অর্ধেক খালি অ্যাম্পুল, একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ, কয়েকটা চিঠি। ঠিকানা বিদেশি হাতে লেখা, ডাকটিকিটের তলায় ক্রস চিহ্ন দেওয়া। সব খামই এসেছে কমার্শিয়াল রোড থেকে, টাকা পেয়ে রসিদ পাঠিয়েছে এ. ডোরাক। লিখেছে, নতুন অ্যাল পাঠানো হচ্ছে। একটা খামেই কেবল দেখা গেল ঠিকানাটা শিক্ষিত লোকের হাতে লেখা, ডাকটিকিটটা অস্ট্রিয়ার, ছাপ প্রাহার। লাফিয়ে উঠে হোমস বলল, এই তো পাওয়া গেছে আসল জিনিস! বলেই ভেতর থেকে টেনে বার করল চিঠিটা।

মাননীয় সতীর্থ,

আপনি আসার পর আপনার কেস ভেবে দেখলাম। এ-অবস্থায় চিকিৎসার বিশেষ যুক্তি যদিও আসে, তাহলেও বলব এ-চিকিৎসায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। আগেভাগেই হুঁশিয়ার করছি।

মানবাকার কোনো জীবের সিরাম পেলেই সব চাইতে ভালো হত-যেমন বনমানুষের। কিন্তু আগেও বলেছি আপনাকে, কালো মুখে ল্যাংগুর ছাড়া আর কিছু না-পাওয়ায় কাজে লাগিয়েছি তাকেই। ল্যাংগুর চার হাতপায়ে হাঁটে, লতা বেয়ে লাফালাফি করে। বনমানুষ

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

জাতীয় মানবাকার জীব পেলে সিধে হয়ে হাঁটত-মানুষের কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যেত ।

একটু সাবধানে থাকবেন । নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যেন সব ফাঁস হয়ে না-যায় । আপনি ছাড়া ইংলন্ডে আরও একজন মক্কেল আমার আছে । ডোরাক আমার এজেন্ট হয়ে থাকবে আপনাদের দুজনের কাছেই ।

ফি হুগায় রিপোর্ট পেলে খুশি হব ।

শ্রদ্ধাসহ

এইচ ললায়েনস্টাইন

ললায়েনস্টাইন! স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল হারিয়ে যাওয়া নামটা । খবরটা পড়েছিলাম খবরের কাগজে । জীবনসুধা আর পুনর্যৌবনের দাওয়াই আবিষ্কার করেছেন অজ্ঞাত-পন্থায় প্রাহারের লোয়েনস্টাইন । কিন্তু সুধার উৎস বলতে নারাজ হওয়ায় তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে বিজ্ঞান দুনিয়ায় । ইনিই সেই লোয়েনস্টাইন-বিস্মৃতপ্রায় বৈজ্ঞানিক! সংক্ষেপে বললাম যা মনে করতে পারলাম । বইয়ের তাক থেকে প্রাণীবিজ্ঞানের একটা কেতাব পেড়ে এনে মিস্টার বেনেট ল্যাংগুর কাকে বলে পড়ে শোনালেন । হিমালয়ের মুখপোড়া বৃহদাকার বানর । লতা বেয়ে ওপরে উঠতে পারে যেসব বানর, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো এবং মানুষের নিকটতম মিস্টার হোমস, বিজ্ঞানজগৎ কৃতজ্ঞ রইল আপনার কাছে বিষময় জীবনসুধার উৎস অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্যে ।

হোমস বললে, আসল কাজটা করলেন অবশ্য প্রফেসর। যৌবন ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন বিয়ের আগেই-উৎস তিনিই বের করেছেন। মানুষ স্বভাবে উর্ধ্ব উঠতে গেলেই আরও নীচে তলিয়ে যায়। নিয়তির সোজা সড়ক ছেড়ে বাঁকা পথ ধরলে শ্রেষ্ঠ মানবকেও পশু হয়ে যেতে হয়। নির্নিমেষে চেয়ে রইল অ্যাম্পুলের টলটলে তরল পদার্থটার দিকে, এ-বিষ বাজারে ছাড়া যে আইনত অপরাধ, লোয়েনস্টাইনকে তা লিখে জানালেই আর কোনো ঝঞ্ঝাট হবে না ঠিকই, কিন্তু এ-ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যাবে না। ইনি না-করলেও আর কেউ অন্যভাবে এ-কাজ করে যাবে। মানবসমাজের বিষম বিপদ দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। ওয়াটসন, ভাবতে পার ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত কিছু মানুষ শুধু ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে অর্থহীন জীবন প্রলম্বিত করতে চাইছে ভয়ংকর এই বিষের সাহায্য নিয়ে? সেইসঙ্গে অবশ্য আধ্যাত্মিক মানুষ বসে থাকবে না-ভোগের উর্ধ্ব ওঠার প্রয়াসেও বিরাম ঘটবে না। দেখা যাক এ-সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত কে জেতে, কে হারে। বলতে বলতে স্বপ্নলোক ছেড়ে ফিরে এল বাস্তবে। খাঁ করে লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে মিস্টার বেনেট, আমাদের করণীয় আর কিছু নেই। এখন তো সব পরিষ্কার হল? রয় কুকুর বলেই আপনার চাইতে আগেই বুঝেছিল প্রফেসর আর প্রফেসর নেই-হনুমান হয়ে গেছেন। গায়ের গন্ধেই তা বোঝা যাচ্ছে। বাঁদর তাকে জ্বালাতন করেছে-বাঁদরকেই সে তেড়ে গেছে। লতা বেয়ে বাঁদরের ফুর্তিতে লাফালাফি করতে করতে মেয়ের জানলায় পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রফেসর। ওয়াটসন, পরের ট্রেনেই লন্ডন ফেরার আগে চলো চেকার্স গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে যাওয়া যাক।

টীকা

বুড়ো বৈজ্ঞানিকের বিকট বিটলেমি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ক্রিপিং ম্যান ইংলন্ডের স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন এবং আমেরিকার হাস্টস ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের মার্চ ১৯২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সম্প্রতি অনুমতি মিলেছে : অনেক ক্ষেত্রেই গল্প প্রকাশে শার্লক হোমসের অনুমতি দেৱিতে পেয়েছে ওয়াটসন। কিন্তু এর কারণ জানানো হয়নি কখনো।

ক্যামফোর্ড : ক্যামফোর্ড নাম নিশ্চয়ই কেজি এবং অক্সফোর্ডের মিশ্রণ। তবুও চেকার্স পাব বা অন্য কয়েকটি সূত্রে গবেষকরা মনে করেন কন্যান ডয়াল অক্সফোর্ডের কথা মাথায় রেখেই এই গল্পটি লিখেছিলেন।

অশিক্ষিত হাতে লেখা ঠিকানা : অশিক্ষিতই যদি হবে, তাহলে সে লিখবে কী করে? প্রশ্ন তুলেছেন কয়েকজন সমালোচক।

E.C.: লন্ডনের ইস্ট-সেন্ট্রাল পোস্টাল-ডিস্ট্রিক্ট বোঝানো হয়।

জ্যাক : ট্রেভর বেনেটকে তার প্রেমিকা হঠাৎ জ্যাক নামে ডাকলেন কেন? লেখকের অন্যমনস্কতা? নাকি অন্য কোনো কারণে?

মঙ্গলবার : শেষ আক্রমণ যদি শুক্রবার তেসরা সেপ্টেম্বর হয়ে থাকে, তাহলে মঙ্গলবার নয়, হোমস কত দূর এগিয়েছে বোঝা যাওয়ার কথা রবিবার, বারোই সেপ্টেম্বর, নয়দিন পরে। অবশ্য ১৯০৩-এর তেসরা সেপ্টেম্বর ছিল বৃহস্পতিবার এবং তার ন-দিন পর বারো তারিখ ছিল শনিবার।

বৈজ্ঞানিক : ভিয়েনার বৈজ্ঞানিক ইউজিন স্টিনাথ (১৮৬১-১৯৪৪) ১৯১২ সালে জীবদেহের গ্রন্থি-নির্গত এক ধরনের রস আবিষ্কার করে তার নাম দেন হরমোন। আবার ব্রাউন-সেকোয়া (১৮১৭-১৮৯৪) নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী চিরযৌবন প্রাপ্তির ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন বলে দাবি করেন ১৮৮৯-এ। কোনো কোনো গবেষকের অনুমান। লোয়েনস্টাইন চরিত্রটি এদের অনুকরণে সৃষ্টি করেছিলেন ক্যান ডয়াল।

দু বেস-বুৰু ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔআৰ্হাৰ বোনাৰ ডহল । শাৰ্লক হোমস

ৰং-ব্যাপাৰীৰ বিৰং ব্যাপাৰ

[দি অ্যাডভেঞ্চাৰ অফ দ্য রিটায়ার্ড কালারম্যান]

বিষণ্ণ দাৰ্শনিক মেজাজে সেদিন সকালে দেখলাম শাৰ্লক হোমসকে ।

দেখেছ লোকটাকে? শুধোল আমাকে ।

এইমাত্র বেরিয়ে গেল যে-বুড়োটা?

হ্যাঁ ।

দরজার কাছে দেখলাম ।

কী মনে হল?

দেহমনে ভেঙে পড়া মানুষ । দেখলে মায়া হয় । জীবন যেন শূন্য, অসার ।

আহা, একেবারে খাঁটি কথা । তবে কী জান ওয়াটসন, সব জীবনই তো এমনি । শূন্য, অসার । বড়ো মায়া হয় । বিন্দুতে সিন্দুদৰ্শন ঘটিয়ে গেল বুড়ো । সারাজীবন মানুষ মরীচিকার পেছনেই ছুটে ছুটে যা চায় তা হাতের মুঠোয় পাওয়ার পর দেখে—সব ফক্কা,

দু বেন্স-বুক অফ শার্লক হোমস । অর্থার বেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

সব মিথ্যে, সব ছায়া। জীবনে এত দৈন্যতা তো সেই কারণেই। ছায়াবাজির চাইতেও যা মর্মান্তিক।

তোমার মক্কেল বুঝি?

তা বলতে পার। পাঠিয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। হালে পানি না-পেলে বিশেষজ্ঞ যেমন রুগি পাঠায় হাতুড়ের কাছে-জানে তো আর কিছু করার নেই, এও তেমনি।

ব্যাপারটা কী?

টেবিল থেকে একটা বেশ ময়লা কার্ড তুলে নিয়ে হোমস বললে, জোসিয়া অ্যামবার্লি। ছবি আঁকার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ব্রিকফল অ্যান্ড অ্যামবার্লি কোম্পানির জুনিয়ার পার্টনার। পেন্টবক্সের গায়ে কোম্পানির নামটা দেখে থাকবে। একষটি বছর বয়সে রিটায়ার করে জমানো টাকা নিয়ে লুইহ্যামে একটা বাড়ি কিনে ভেবেছিলেন শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাবেন।

তারপর।

খামের পেছনে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে রেখেছিল হোমস। এখন দেখে নিয়ে বলল, অবসর নিলেন ১৮৯৬ সালে। বিয়ে করলেন ১৮৯৭ সালে। বউয়ের বয়স ওঁর চাইতে কুড়ি বছর কম। সুন্দরী-ছবি তাই বলছে। স্বচ্ছন্দে বাস করার মতো টাকাপয়সা, সুন্দরী স্ত্রী, অখণ্ড

দু বৎস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বণনান ড়েল । শার্লক হোমস

অবসর জীবনটা মধুময় হওয়াই উচিত ছিল । কিন্তু হল না । দু-বছরের মধ্যেই সব গেল ।
ভেঙে পড়লেন দেহে মনে নিজের চোখেই তো দেখলে ।

কিন্তু কেন?

ওয়াটসন, গল্প সেই পুরোনো । বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আর চপলমতি স্ত্রী । জীবনে একটাই
শখ ছিল অ্যামবার্লির দাবা খেলা । বাড়ির কাছেই থাকতেন এক দাবাড়ে ছোকরা ডাক্তার ।
ডক্টর

রে আর্নেস্ট । যাতায়াত ছিল ফলে স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জন্মায় । বুড়োকে তো দেখলে
ভেতর সুন্দর হলেও বাইরেটা নয় । কাজেই স্ত্রীর আর দোষ কি । গত হপ্তায় নিরুদ্দেশ
যাত্রা করেছে এই দুজন । যাবার সময়ে বুড়োর সারাজীবনের জমানো বেশ কিছু টাকা
আর দলিলের বাক্সটাও নিয়ে গেছে । মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে হবে, টাকাপয়সা
উদ্ধার করতে হবে । সামান্য মামুলি কিন্তু বুড়োর কাছে মর্মাস্তিক ।

কী করবে ঠিক করেছে?

তুমি হলে কী করতে? হাতের কেস নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত আমি । লুইহ্যামে যাওয়ার
সময় নেই, অথচ অকুস্থলের প্রমাণের বিশেষ দাম আছে । বুড়ো চাইছিল আমি যাই ।
কিন্তু অসুবিধেটা বুঝে আমার বদলি কাউকে পাঠাতে বলেছে ।

তাহলে, আমি যাব—যদিও খুব ংকটা কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।

বিকেলের দিকে রওনা হলাম লুইহ্যাম ংভিমুখে। তখন বুঝিনি মামুলি ংই ব্যাপার নিয়েই ংলন্ডের হাট বাজার পর্যন্ত গরম হয়ে ংঠবে দু-দিনেই!

ংকটু রাত করেই ফিরলাম বেকার স্ট্রিটে। পাইপ টানতে টানতে ংধনিমীলিত চোখে রিপোর্ট শুনে গেল হোমস। মাঝে মাঝে ংকঝকে ধারালো ধূসর চোখ পুরোপুরি তাকিয়ে দু-চারটে প্রশ্ন না-করলে মনে হত যেন দীর্ঘকৃশ শরীর ংলিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে।

বললাম, জোসিয়া ংয়ামবার্লির বাড়ির নাম হ্যাভেন। ংট বাঁধানো ংকঘেয়ে রাস্তার মাঝে সংস্কৃতি ংর সুখ ংচ্ছন্দ্যে ংপরূপ যেন ংকটা দ্বীপভূমি। রোদূর পোড়া, শ্যামলা ছাওয়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ংমন ংকটা পাঁচিল যা—

কবিতা রাখো ওয়াটসন, কড়া গলায় বললে হোমস, ংটের ংঁচু পাঁচিল, ংই তো?

হ্যাঁ। রাস্তায় ংকটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম হ্যাভেন কোথায়। লোকটা সিগারেট খাচ্ছিল দাঁড়িয়ে। লম্বা, ময়লা। মিলিটারি-মিলিটারি চেহারা। ংয়া মোটা গাঁফ। হ্যাভেন কোথায় জিজ্ঞেস করতেই ংডুত চোখে তাকাল ংমার দিকে।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

ফটক পেরোতে-না-পেরোতেই দেখলাম এগিয়ে আসছেন মিস্টার অ্যামবার্লি । সকালে এক বলক দেখে বিচিত্র জীব মনে হয়েছিল-এখন দেখলাম আরও বেশি । লোকটা স্বাভাবিক মোটেই নয় ।

আমিও লক্ষ করেছি, বলল হোমস ।

পিঠ বেঁকে গেছে যেন ভারী জিনিস তুলে তুলে । অথচ রোগাপটকা দুর্বল মোটেই নন-অসুর কাঁধ আর বুকের ছাতি দেখলেই মালুম হয় । পা দুটো কিন্তু নেমে এসেছে আলপিনের মতো সরু হয়ে ।

বাঁ-পায়ের জুতো ভাজ খাওয়া । ডান পায়ের জুতো মসৃণ ।

অত দেখিনি ।

আমি দেখেছি । নকল পা লাগিয়ে হাঁটেন বুড়ো । তারপর?

স্ট্র-হ্যাটের তলা দিয়ে ঝুলন্ত সাপের মতো তেল চুকচুকে চুলের গোছা আর বলিরেখা আঁকা ভীষণ মুখচ্ছবি দেখেও অবাক হয়েছি ।

বেশ করেছ । কী বলেছেন তাই বলো!

দুঃখকষ্টের কথা বলে গেলেন হাউ হাউ করে। গাড়ি চলার পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে আশপাশ দেখে নিলাম। যত্ন-আত্তির চিহ্ন নেই কোথাও, বাড়ি আর বাগানের সর্বত্র অযত্ন আর হেলাফেলার ছাপ। বাগান হবে ছবির মতো কিন্তু যা দেখলাম তা জঙ্গলের মতো। কোনো সুরচিম্পন্না মহিলা এ-পরিস্থিতি বরদাস্ত করতে পারেন না। বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। এই একটি ব্যাপারে বুড়োর টনক নড়েছে মনে হল। কেননা হল ঘরে মস্ত গামলা বোঝাই সবুজ রং আর বুড়োর হাতে রঙের বুরুশ দেখলাম। কাঠে রং লাগাচ্ছিলেন।

আমাকে নিয়ে গেলেন নিজের নোংরা ঘরে। অনেকক্ষণ কথা বললেন। তুমি নিজে- যাওয়ায় হতাশ হয়েছেন দেখা গেল। বললেন, পথের ফকির হয়ে গেছি, কাজেই আমার মতো দীনহীন মানুষের বাড়িতে শার্লক হোমসের মতো বিখ্যাত পুরুষ আসবেন-এতটা আশা করাই অন্যায়।

বুঝিয়ে বললাম, টাকাকড়ির প্রশ্নই এখানে ওঠে না। বুড়ো বললেন, তা ঠিক। তবে কি জানেন, ক্রাইমও একটা আর্ট-সেদিক দিয়ে এই কেসে মনের খোরাক পেতেন উনি। মানুষকে চেনা মুশকিল। স্ত্রীর কোন আবদারটা রাখিনি বলুন। সে-ছোকরাকেও ছেলের মতোই দেখেছিলাম। তারপরেও কিনা এই ব্যবহার! ডক্টর ওয়াটসন, সংসার বড়ো ভয়ংকর!

ঘন্টাখানেক ধরে শুরু এই পালাগানই শুনে গেলাম। এতবড়ো একটা ষড়যন্ত্র ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি বুড়ো। বাড়িতে কর্তাগির্নি ছাড়া আর জনমনিষি নেই। একজন

দু ব্রেন্স-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার ব্রেনান ডফল । শার্লক হোমস

ঠিকে ঝি সকালে আসে সন্ধ্যায় যায় । এ-ঘটনা যেদিন ঘটে, সেদিন হে-মার্কেট থিয়েটারে দুটো বেশি দামের আপার সার্কেলের টিকিট কেটেছিলেন বুড়ো নিজের আর স্ত্রীর জন্যে । শেষ মুহূর্তে মাথাব্যথা করছে বলে বউ আর যায়নি । বুড়ো একাই গেছিলেন । বউয়ের না-যাওয়া টিকিটটাও দেখালেন ।

হোমস বললে, আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! কৌতূহল জাগিয়ে দিলে দেখছি । টিকিটটা নিজে দেখাচ্ছিল? নম্বরটা মনে আছে?

সগর্বে বললাম-তা আছে । একত্রিশ-আমার পুরোনো স্কুলের নাম্বার বলেই মাথার মধ্যে থেকে গেছে ।

অপূর্ব! বুড়োর সিট নাম্বার তাহলে নয় তিরিশ নয় বত্রিশ ।

একটু গোলমাল লাগল হোমসের অকস্মাৎ আগ্রহ আর কথাবার্তা শুনে । বললাম, তা তো বটেই । B সারির টিকিট, তাও দেখেছি ।

খুব ভালো করেছ । আর কী বললেন বুড়ো?

স্ট্রংরুম দেখালেন! স্ট্রংরুমই বটে । ব্যাঙ্কে যেমন থাকে-অবিকল তাই । দরজা জানলা সব লোহার । চোরের বাবার সাধি নেই ভেতরে ঢোকে । ভদ্রমহিলা কিন্তু নকল চাবি

দু বক্স-বুক্‌ অফ শার্লক্‌ হোমস্‌ । অর্থাৎ বক্সান ডয়ল । শার্লক্‌ হোমস্‌

জোগাড় করেছিলেন। উপপতির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে প্রায় সাত হাজার পাউন্ড নগদ নোট আর কোম্পানির কাগজ নিয়ে ভাগলবা হয়েছেন।

কোম্পানির কাগজ নিয়ে বিক্রি করবে কী করে?

সে-পথ বন্ধ করে দিয়েছেন বুড়ো। পুলিশকে লিস্ট দিয়েছেন। মাঝরাতে থিয়েটার থেকে ফিরে দেখেন বাড়ি খালি, দরজা জানলা খোলা, স্ট্রংরুম লুঠ হয়ে গেছে। যাবার সময়ে চিঠিপত্র

পর্যন্ত রেখে যায়নি স্ত্রী। সঙ্গেসঙ্গে পুলিশকে খবর দেন বুড়ো।

মিনিট কয়েক কী ভাবল হোমস!

তারপর বলল, কোথায় রং করছিলেন অ্যামবার্লি?

প্যাসেজ। স্ট্রংরুমের দরজা জানলা আগেই করেছিলেন।

তোমার খটকা লাগেনি? এই পরিস্থিতিতে রং করা নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা একটু অদ্ভুত নয় কি?

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

মন খারাপ থাকলে কিছু একটা নিয়ে ভুলে থাকে সবাই। কথাটা বুড়োর। মাথার ছিট আছে, তাই এমন কথা বলতে পারলেন। আমার সামনেই চিলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে বউয়ের একটা ফটোগ্রাফ ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেললেন-কালামুখ এ-জীবনে যেন আর না-দেখি।

আর কিছু লক্ষ করলে?

একটা ব্যাপার খুব বেশি চোখে পড়েছে। ব্ল্যাকহীদ স্টেশনে ফিরে ট্রেনে উঠলাম। যেই ট্রেন ছেড়েছে অমনি আমার পাশের কামরায় একটা লোক লাফিয়ে উঠে পড়ল। তুমি তো জান, যে-মুখ একবার দেখি, চট করে আর তা ভুলি না। লোকটাকেও ওই ঝকির্দর্শনেই চিনে ফেললাম। রাস্তায় যাকে হ্যাভেন কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই লোক। আবার তাকে দেখলাম লন্ডন ব্রিজে। তারপর ভিড়ে হারিয়ে গেল। আমাকেই ফলো করছিল-কোনো সন্দেহ নেই।

ঠিক... ঠিক... কোনো সন্দেহ নেই। লোকটা ময়লা, লম্বা ফো আর গগলস পরা-তাই?

হোমস! তুমি কি গণকার? চোখে গগলস আছে আমি তো বলিনি।

ম্যাসোনিক টাই-পিনও আছে নেকটাইতে।

হোমস!

ভায়া ওয়াটসন এ তো খুবই সোজা ব্যাপার। সেটা কিন্তু জমে উঠছে, আগে ভেবেছিলাম সাদামাটা আমার মাথা ঘামানোর উপযুক্ত নয়। যদিও গুরুত্বপূর্ণ সবকটা ব্যাপারই তোমার চোখ এড়িয়ে গেছে, তাহলেও যা দেখেছ তার মধ্যেই গভীর চিন্তার খোরাক পাওয়া যাচ্ছে।

আরে ভায়া, আঘাত দেওয়ার জন্য কথাটা বলিনি। যা করে এসেছ, অন্য কেউ তা করতে পারত না। কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট একদম খেয়াল করনি। যেমন ধরো, আমবার্লি আর তার স্ত্রী সম্পর্কে প্রতিবেশীরা কী বলে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ডক্টর আর্নেস্ট সম্পর্কেই-বা পাড়াপ্রতিবেশীর মন্তব্য কী? লক্সাপায়রা লম্পট কি? ওয়াটসন, তোমার একটা মস্ত সুবিধে হচ্ছে যে তুমি ডাক্তার। মেয়েরা সহজেই মন খোলে তোমার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওদের কাছেই অনেক খবর পেতে। যেমন ধর পোস্টঅফিসের কেরানি মেয়ে অথবা মুদির বউ এরাই তোমার স্যাঙাত হয়ে উঠতে পারত। সরাইখানার মেয়েটাকেও কানে মন্ত্র দিলে অনেক কথা বেরিয়ে আসত। কিন্তু কিছুই তুমি করনি।

এখনও করা যায়।

করা হয়ে গেছে। এ-ঘর থেকে না-বেরিয়েই টেলিফোন আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দৌলতে তা করেছি। বুড়ো যা বলেছে তা সত্যি। পাড়ার সবাই তাকে মহাকিপটে আর চামার স্বামী বলে জানে। স্ত্রীর সঙ্গে মিষ্টি কথা পর্যন্ত বলত না। স্ট্রংরুমে টাকা থাকত কাঁড়িকাড়ি। আইবুড়ো ডক্টর আর্নেস্ট দাবা খেলত বুড়োর সঙ্গে অন্য খেলা বুড়োর

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰহ্মান ডফল । শাৰ্লক হোমস

বউয়ের সঙ্গে। সবই যেন জলের মতো পরিষ্কার-তবুও যেন কোথায় একটা লটঘট
ব্যাপার থেকে যাচ্ছে!

সেটা কী?

স্ৰেফ কল্পনা বলেই মনে হচ্ছে। আপাতত তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। চলো,
অ্যালবার্ট হলে গিয়ে ক্যারিনার গান শুনে আসা যাক।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রুটির গুঁড়ো আর জোড়া ডিমের খোলা দেখেই বুঝলাম
আমার আগেই উঠেছে হোমস। টেবিলে একটা হাতে-লেখা চিঠি পেলাম।

প্রিয় ওয়াটসন,

জোসিয়া অ্যামবার্লির সঙ্গে মোলাকাত করে দু-একটা পয়েন্ট পরিষ্কার করে নিতে চাই।
তারপর ভাবব কেসটা হাতে রাখব না ছেড়ে দেব। তিনটের সময়ে তৈরি থেকো।
দরকার হতে পারে।

সারাদিন টিকি দেখা গেল না হোমসের। বাড়ি ফিরল ঠিক তিনটের সময়ে। মুখ গম্ভীর,
চিন্তাবিষ্ট এবং অন্যমনস্ক। এ-অবস্থায় ওর সঙ্গে কথা না-বলাই সংগত।

অ্যামবার্লি এসেছিলেন?

না ।

আসবেন ংখুনি ।

ংকটু পরেই ঔীষণ ংদবিন্ণ ও ঔ্যাবাচ্যাকা মুখে ংবিভূত হলেন বুড়ো ঔদ্রলোক ।

মিস্টার হোমস, ংই টেলিগ্রামটা পেয়ে ছুটে ংলাম । মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝছি না, হাত থেকে টেলিগ্রাম নিয়ে জোরে জোরে পড়ে গেল হোমস ।

ংখুনি আসুন । ংপনার সাম্প্রতিক লোকসান সম্পর্কিত খবর দিতে পারব ।-ংলমান, পল্লি পুরোহিত ঔবন ।

হোমস বললে, টেলিগ্রাম পোস্ট করা হয়েছে দুটো দশ মিনিটে লিটল পার্লিংটন থেকে! জায়গাটা ংসেক্স ফ্লিনটমের কাছে! ংখুনি বেরিয়ে পড়ুন । গাঁয়ের পুরাত বাজে কথা বলার লোক নন । ট্রেন ক-টায়, ওয়াটসন?

পাঁচটা পঁচিশে ংকটা ংছে লিভারপুল থেকে ।

চমৎকার । ওয়াটসন, তুমিও যাও সঙ্গে । কেসটা চূড়ান্ত ংকার নিতে চলেছে । তোমার থাকা দরকার ।

কিন্তু রওনা হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখালেন না বৃদ্ধ মক্কেল ।

বললেন, মিস্টার হোমস, এ বড়ো উদ্ভট ব্যাপার । আমার ব্যাপার গাঁয়ের পাদরি জানবেন কী করে? মিছিমিছি সময় আর পয়সা খরচই হবে ।

না-জানলে টেলিগ্রাম করতেন না । পালটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিন আপনি আসছেন ।

আমার যাওয়ার দরকার দেখছি না ।

কঠোর হয়ে গেল হোমসের চোখ-মুখ কণ্ঠস্বর ।

মিস্টার অ্যামবার্লি, এ-রকম স্পষ্ট একটা সূত্র পাওয়ার পর আপনি যদি তার সুযোগ না-
নেন, তাহলে আমি আর পুলিশ ধরে নেব কেসটার ফয়সালা করায় আপনার আগ্রহ
নেই ।

যেন আঁতকে উঠলেন বৃদ্ধ মক্কেল ।

আরে মশাই, তাই যদি মনে করেন, তাহলে এক-শোবার যাব । মনে হচ্ছিল গিয়ে লাভ
নেই, তাই বলছিলাম—

কিন্তু আমাৰ মনে হছে আপনাৰ যাওয়াই দৰকাৰ । জোৰ দিয়ে বললে হোমস ।

ৰওনা হওয়ার আগে আমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে হোমস এমন একটা কথা বললে যা শুনে বুঝলাম বিষয়টা ওর কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বলল, বুড়ো যেন সত্যিই যান-এইটুকুই শুধু দেখবে। যদি ভেঙ্গে পড়েন বা ফিरे আসেন, পোস্টঅফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম করবে আমাকে। লিখবে, ভাগলবা। যেখানেই থাকি না কেন, সে-টেলিগ্রাম যাতে আমার কাছে পৌঁছায় সে-ব্যবস্থা করে যাব!

লিটল পার্লিংটন স্টেশনটা ব্রাঞ্চ লাইনে বলে যাওয়া একটু মুশকিল। যাত্রাপথও খুব সুখকর হল না। একে তো গরম পড়েছে, ট্রেনও টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে, তার ওপর বুড়ো অ্যামবার্লি মুখখানা শুকনো আমসির মতো গোমড়া করে চুপচাপ বসে রইল তো বসেই রইল। মাঝে মাঝে এক-আধবার বাঁকা সুরে শুধু বলল-পগুশ্রম হছে-গিয়ে কোনো লাভ হবে না। স্টেশনে পৌঁছে মাইল দুয়েক পথ ঘোড়ার গাড়িতে পাড়ি দিয়ে হাজির হলাম পল্লিপুৰোহিত ভবনে। হুষ্টপুষ্ট বিরাটকায় সৌম্যমূর্তি পুরুতমশায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। টেলিগ্রাম দেখে বললে, এ কী! এ-টেলিগ্রাম তো আমি পাঠাইনি! জোসিয়া অ্যামবার্লির নামও কখনো শুনিনি।

ভাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমি আর বুড়ো। বললাম, তাহলে বোধ হয় ভুল ঠিকানায় এসেছি। আর একটা পল্লিপুৰোহিত ভবন নিশ্চয় এ-গ্রামে আছে। পাদরি সাহেবের নামটা দেখুন এলমান।

দেখুন মশায়, ঁ-গাঁয়ে পুরত-ভবন ঁকটাই, পুরতও ঁকজন । ঁই টেলিগ্রাম জাল ঁং জালিয়াতি নিয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব পুলিশের । ঁপাতত ঁর কথা বাড়তে চাই না ।

বেরিয়ে ঁলাম ইংলন্ডের ঁদিমতম গ্রামের রাস্তায় । পোস্টাফিসে গেলাম টেলিগ্রাম করতে ঁফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় করা গেল না । শেষ পর্যন্ত রেলওয়ে ঁর্মস থেকে টেলিফোন করলাম হোমসকে ।

সব ঔনে ও বললে, ঁশ্চর্য! সতিই বড়ো ঁশ্চর্য! ঁজ রাতে ফেরবার ট্রেনও তো নেই, ওয়াটসন । রাতটা গাঁইয়া চটিতে কাটিয়ে দাও প্রকৃতি ঁর জোসিয়া ঁ্যামবার্লির সান্নিধ্যে । খুক । খুক হাসির ঁওয়াজ ঔনলাম শেষের দিকে ।

বুড়ো ঁ্যামবার্লিকে কেন যে লোকে হাড়কিপটে বলে, সেদিন তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম । ট্রেনে ঁসার খরচপত্র নিয়ে গজগজ করছিলেন গোড়া থেকে, জোরজবরদস্তি করে থার্ডক্লাসে টিকিট দেওয়া নিয়ে । পরের দিন লন্ডন পৌঁছোনের পর দুজনের মধ্যে কার মেজাজ যে বেশি খিঁচড়ে ছিল, সেটাও বলা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল ।

বললাম, বাড়ি ফেরার ঁগে বেকার স্ট্রিট ঘুরে যান । মিস্টার হোমসের নতুন নির্দেশ থাকতে পারে ।

বিচ্ছিরি রকমের ঁুকুটি করে ঁ্যামবার্লি বললেন, কালকের মতো নির্দেশ হলে ঔনে লাভ কিছু হবে কি? মুখে বললেন বটে, কিন্তু সঙ্গে গেলেন বেকার স্ট্রিটে । হোমসকে ঁগেই

টেলিগ্রাম করে আমার ফেরার সময় জানিয়ে দিয়েছিলাম! কিন্তু বাসায় ফিরে দেখলাম হোমস নেই। একটা চিঠি রেখে গেছে। লুইহ্যামে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে। আশ্চর্য হলাম চিঠি পড়ে। আরও অবাক হলাম বুড়োর বসবার ঘরে হোমসের সঙ্গে ম্যাসোনিক টাইপিন পরা চোখে গগলস আঁটা ময়লা চেহারার কঠোর প্রকৃতির সেই লোকটাকে বসে থাকতে দেখে যে আমাকে এখান থেকে লন্ডন পর্যন্ত ফলো করেছিল।

হোমস বললে, ইনি আমার বন্ধু মিস্টার বার্কার। আপনার কেস তদন্ত করেছি দুজনেই আলাদা আলাদাভাবে। এখন দুজনেই একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

কী প্রশ্ন?

লাশ দুটি কোথায় পাচার করলেন?

বিকট চিৎকার করে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গেলেন জোসিয়া অ্যামবার্লি। সরু সরু হাড় বার করা আঙুল দিয়ে খামচে ধরলেন বাতাস। চোয়াল ঝুলে পড়ল, মুখ হাঁ হয়ে গেল, ভয়ানক বাজপাখির মতো দেখাল ক্ষণেকের জন্যে। চকিতের মধ্যে স্পষ্ট দেখলাম আসল অ্যামবার্লিকে, দানব প্রকৃতিপিশাচ অ্যামবার্লি-যার মন দেহের মতই বিকৃত, বীভৎস, ক্রুর, কুটিল। ধপাস করে পড়ে গেলেন চেয়ারে, পর মুহূর্তেই ঠোঁট চেপে ধরলেন উদগত কাশি আটকানোর প্রয়াসে। বাঘের মতো লাফিয়ে গেল হোমস। মুখখানা সবলে চেপে ধরে কঁকিয়ে নামিয়ে ধরল মেঝের দিকে। খাবি খাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে টুপ করে খসে পড়ল একটা সাদা বড়ি।

শর্টকাট রাস্তায় যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়, জোসিয়া অ্যামবার্লি? যা হবার তা আইনসংগতভাবেই হবে। বার্কীর, আপনি কী বলেন?

গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

ওয়াটসন, তুমি বোসা এখানে। থানায় ছেড়ে দিয়ে ফিরছি আধঘণ্টার মধ্যে।

জোসিয়া অ্যামবার্লি বুড়ো হলে কী হবে, বিরাট শরীরে সিংহের শক্তি ছিল। কিন্তু দু-দুজন অভিজ্ঞ পালোয়ানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে সুবিধে হল না। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বুড়োকে তোলা হল ছ্যাকড়াগাড়িতে। আধঘণ্টার আগেই স্মার্ট চেহারার এক ছোকরা পুলিশ ইনস্পেকটরকে নিয়ে ফিরে এল হোমস।

বললে, ওয়াটসন, বার্কীর আমার পয়লা নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। সারি উপকূলে খুব টক্কর দিয়েছে এককালে। লম্বা ময়লা একজন তোমাকে ফলো করেছে শুনেই চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিতে পেরেছিলাম সেইজন্যেই। বেশ কিছু কেসের ফয়সালা ওর হাতে হয়েছে, তাই না ইনস্পেকটর?

সংযত কণ্ঠে ইনস্পেকটর বললেন, নাক গলিয়েছে বলা যায়।

আমার মতোই ধরাবাঁধা পদ্ধতিতে বার্কীর কাজ করে না-হাতে হাতে তাই পাওয়া যায়।

এ-কেসে যে আমরা আমাদের পদ্ধতিতে তদন্ত করে ফল পেতাম না, এমনটা ভাববেন না মিস্টার হোমস। আপনাদের উলটোপালটা পদ্ধতি দিয়ে তদন্ত করে প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে আমাদের বঞ্চিত করাটা আমি ভালো চোখে দেখছি না কিছু মনে করবেন না সোজাসুজি বলছি বলে।

আরে মশাই, কৃতিত্ব থেকে কে বঞ্চিত করছে আপনাদের? কেস শেষ হল-আমিও সরে দাঁড়াচ্ছি।

শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ইনস্পেকটর। উত্তম কথাই বলেছেন। প্রশংসা বা নিন্দায় আপনার কিছু হয় না কিন্তু খবরের কাগজের টিটকিরিতে আমাদের ক্ষতি হয়।

প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলে টিটকিরি দেবে কেন? যেমন ধরুন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কী দেখে বুড়োর গোপন পাপ আঁচ করতে পারলেন, জবাব দেবেন কী?

ঘাবড়ে গেলেন ইনস্পেকটর।

তিনজন সাক্ষীর সামনে আসামি স্বীকার করেছে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল স্ত্রী আর স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যা করার পর। এ ছাড়া আর কী থাকতে পারে বলুন?

বাড়ি তল্লাশির ব্যবস্থা করেছেন?

তিনজন কনস্টেবলকে পাঠিয়েছি।

তাহলে লাশের খবরও এবার পাবেন। বাড়িটায় জলের পাইপ লাগানো হয়েছে বাড়ি তৈরির অনেক পরে। তার মানে এমন একটা কুয়ো কোথাও পাবেন যা এখন ব্যবহার করা হয় না। লাশ দুটো তার মধ্যে থাকতে পারে অথবা বাগানে বা পাতালঘরেও থাকতে পারে।

কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? খুনটাই-বা হল কী করে?

খুন করলেন কী করে, আগে তাই বলি। বুড়ো অ্যামবার্লির ঠাই হওয়া উচিত পাগলাগারদে, ফাঁসিকাঠে নয়। বউয়ের ওপর এমন অত্যাচার করেছেন টাকাকে বেশি ভালোবাসার দরুন, যার ফলে ভদ্রমহিলা বাধ্য হয়েছে পরপুরুষে আসক্ত হতে। অ্যামবার্লি কুচক্রী বলেই দাবাটা ভালো খেলতেন। হাড়কিপটেরা বুড়ো ঈর্ষাকাতর হয়-অ্যামবার্লিও তাই ছিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে স্ত্রীর গোপন প্রণয় আঁচ করে ফেলেছিলেন। তাই প্ল্যান করে ফেলেছিলেন দুজনকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ-রকম পৈশাচিক পরিকল্পনা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কে আসে না। আসুন দেখাচ্ছি।

যেন এ-বাড়িতেই দীর্ঘদিন বাস, এমনভাবে পথ দেখিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল হোমস, দাঁড়াল স্ট্রংরুমের খোলা দরজার সামনে।

হোমস বললে, প্রথম সূত্র হল এই রঙের গন্ধ। ধন্যবাদটা ডক্টর ওয়াটসনের প্রাপ্য। গন্ধটা ওর নাকেও এসেছিল কিন্তু ঠাঠর করতে পারেনি। আমি কিন্তু লাইন করে ফেলেছিলাম। এই পরিস্থিতিতে বাড়িময় রঙের গন্ধ কেউ ছড়ায় কেন? কী উদ্দেশ্যে? নিশ্চয় অন্য কোনো গন্ধ ঢাকবার মতলবে-এমন একটা গন্ধ যা বাইরের লোকের নাকে সন্দেহ হতে পারে। তারপরেই শুনলাম এইরকম একটা ঘর রয়েছে বাড়ির মধ্যে দরজা জানলা লোহার-বাতাস পর্যন্ত বেরুতে পারে না। দুটো বিষয় পাশাপাশি রাখুন-কী পাচ্ছেন? নিজের চোখে বাড়ি দেখার পর আমি নিজে বুঝে ফেলেছিলাম আসল ব্যাপার। কেসটা যে সিরিয়াস আঁচ করেছিলাম আগেই। হে-মার্কেট থিয়েটারের বি-সারিতে তিরিশ, আর বত্রিশ নম্বর সিটে কেউ যে আসেনি বিশেষ সেই রাতে-তা নিজে গিয়ে জেনেছিলাম। এ-সূত্রটাও ডক্টর ওয়াটসনের বাঘের চোখে ধরা পড়েছিল কিন্তু তলিয়ে দেখেনি। কাজেই অ্যামবার্লির অন্যত্র স্থিতি ধোপে টিকল না-কেননা থিয়েটারে উনি যানইনি সেই রাতে। বউয়ের জন্য কাটা টিকিট দেখাতে গিয়ে ডক্টর ওয়াটসনকে টিকিট নাম্বার দেখিয়ে ফেলে বিরাট ভুল করেছিলেন। বাড়ির মধ্যে থেকে অ্যামবার্লিকে সরানোর জন্যে একটা কায়দা করতে হল। আমার এক এজেন্টকে পাঠিয়ে দিলাম এমন একটা দূর গ্রামে যেখান থেকে রাতে ফেরা যায় না-ট্রেন থাকে না বলে। গাঁয়ের পাদরির নাম দিয়ে এজেন্ট একটা টেলিগ্রাম পাঠাল অ্যামবার্লিকে। ডক্টর ওয়াটসনের সঙ্গে অ্যামবার্লিকে একরকম জোর করেই পাঠালাম সেখানে। কী বুঝলেন?

দারুণ!ইনস্পেকটরের সশ্রদ্ধ মন্তব্য।

পথ পরিকার করার পর হানা দিলাম বাড়িতে । সিঁধেল চোরের ব্যবসায়ে নামলে নাম করতে পারতাম । কী পেলাম নিজের চোখে দেখুন । এই যে গ্যাসপাইপটা দেখছেন-এই দেখুন পাইপের গায়ে কোণের দিকে ংকটা কলও রয়েছে । দেখতেই পাচ্ছেন পাইপটা দেওয়াল বেয়ে ঔঠে স্ট্রংরুমের ভেতরে গিয়েছে-কড়িকাঠের যেখানে কারুকাজ করা-সেইখানে পাইপের খোলা মুখটা লুকোনো রয়েছে । যেকোনো মুহূর্তে বাইরের কল খুলে দিয়ে ঘরের ভেতরে গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া যায় । বাঁচবে না । স্ত্রীর ংর ছোকরা ডাক্তারকে এই গ্যাস চেস্বারে ঢুকিয়ে খুন করেছেন ংমবার্লি-পৈশাচিক পন্থাটা বুড়োর মাথায় ংল কী করে জানি না ।

পাইপ দেখলেন ইনস্পেকটর । বললেন, ংমাদের ংক ংফিসার গ্যাসের গন্ধ পেয়েছিলেন । তখন ংবশ্য দরজা জানলা খোলা ছিল-রঙের গন্ধও ছিল । ংমবার্লি রং করা শুরু করেছিলেন নাকি ংগের দিন থেকে । তারপর মিস্টার হোমস?

তারপর ংকটা ংপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল । ভোররাতে ভাড়ার ঘরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে ংসার সময়ে খপ করে কে যেন কলার খামচে ধরে চাপা গলায় হুংকার ছাড়ল, রাসকেল, ংবার যাবি কোথায়? ফিরে দেখলাম প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু মিস্টার বার্কারকে । হাসতে লাগলাম দুজনেই । ংদ্ভুত পরিস্থিতি । বার্কারকে ং-কাজে লাগিয়েছে নিখোঁজ ছোকরা ডাক্তারের বাড়ির লোক-বার্কারও ংঁচ করেছিল জঘন্য কিছু ংকটা ঘটেছে বাড়ির মধ্যে । ক-দিন ধরেই বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল । ডক্টর ওয়াটসনকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেই ংঁকে সন্দেহ করে ংবং পেছন নেয় । ংপ্তারও করত ওয়াটসনকে, কিন্তু ভঁড়ার

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰণান ডফল । শাৰ্লক হোমস

ঘৰেৰ জানলা বেয়ে আৰ একটা লোককে চোৱেৰ মতো বোৱোতে দেখে আৰ ধৈৰ্য ধৰতে পাৰেনি । এৰপৰ থেকেই দুজনে কাজ কৰেছি একসঙ্গে ।

আমাদেৰ সঙ্গে না-কৰে তাৰ সঙ্গে কাজ কৰাৰ কী দৰকাৰ ছিল?

দুজনে মিলে ছোট্ট যে-পৰীক্ষা কৰলাম এবং সফলও হলোম-সে-পৰীক্ষা আপনাদেৰ দিয়ে হত না বলে ।

যাই হোক, কেস থেকে এখন সৰে দাঁড়াচ্ছেন তো?

নিশ্চয় । আমাৰ কাজেৰ ৰীতিই তাই ।

পুলিশ বাহিনীৰ তৰফ থেকে ধন্যবাদ ৰইল ।

আপনাকে আৰও একটা প্ৰমাণ দিয়ে যাই । ধৰুন আপনাকে এ-ঘৰে কেউ আটকে রেখে গ্যাস ঢোকাচ্ছে আৰ বাইৰে থেকে টিটকিৰি দিচ্ছে । মাত্ৰ দু-মিনিট সময় পেয়েছেন মৃত্যুৰ আগে । কী কৰবেন তখন?

চিঠি লিখে যাব ।

দু বেস-বুর্ক ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

খাঁটি কথা । কীভাবে মারা যাচ্ছেন-তা লিখে রাখার চেষ্টা করবেন । কাগজে লিখলে তা চোখে পড়ে যাবে । তাই এই দেখুন এখানে দেওয়ালের নীচের দিকে বেগনি কপিং পেনসিলে লেখা : আমরা খু- ব্যস আর লেখা হয়নি ।

আপনি কী বুঝেছেন?

মেঝে থেকে মাত্র এক ফুট ওপরে লেখা । অর্থাৎ মরবার আগের মুহূর্তে-শেষ করার আগেই জ্ঞান লোপ পেয়েছে ।

বুঝেছি । লিখছিলেন : আমরা খুন হচ্ছি ।

আমারও তাই বিশ্বাস । লাশ পেলে পকেটে পেনসিলও পেতে পারেন ।

দেখব । কিন্তু কোম্পানির কাগজগুলো গেল কোথায়?

কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন নিশ্চয় । কিছুদিন পরে নিজেই বলতেন পলাতকরা পাঠিয়ে দিয়েছে কাজে লাগবে না বলে অথবা কোথাও ফেলে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গেছে ।

আপনার কাছে সাহায্য নিতে গেল কেন?

অত্যন্ত সেয়ানা বলে। বড়ো বেশি বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর। পাড়াপ্রতিবেশীকে পরে বলতেন-দেখছ, শুধু পুলিশ নয়-খোদ শার্লক হোমসকে দিয়েও খোঁজবার ব্যবস্থা করেছি।

হেসে ফেললেন ইনস্পেকটর, কাজটা চমৎকার করেছেন বলেই খোদ শব্দটা মাপ করে দেওয়া গেল, মিস্টার হোমস।

দিন দুই পরে নর্থ সারি অবজারভার পত্রিকার একটা সংখ্যা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে হোমস। পত্রিকাটা দ্বিসাপ্তাহিক। প্রথম পৃষ্ঠাতেই চোখ-কেড়ে-নেওয়া চনমনে কয়েকটা শিরোনামা শুরু হ্যাভেন বিভীষিকা দিয়ে, শেষ চমকপ্রদ পুলিশ তদন্ত দিয়ে। তলায় অত্যাশ্চর্য এই কাহিনির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। উপসংহারটাই আসল। তাতে লেখা :

সরকারি গোয়েন্দাদের প্রখর বুদ্ধির প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ অপরাধ ইতিহাসে চিরকাল সুবর্ণ অঙ্করে লিপিবদ্ধ থাকবে ইনস্পেকটর ম্যাকিননের অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা। রঙের গন্ধ শুকেই তিনি বুঝেছিলেন গ্যাস জাতীয় কোনো উৎকট গন্ধ ঢাকবার জন্যেই বিকট রঙের গন্ধ ছড়ানো হয়েছে বাড়িময়, এই থেকেই উনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে স্ট্রংরুমকে গ্যাস চেম্বারে রূপান্তরিত করা হয় এবং এই সূত্র অনুসরণ করেই লাশ দুটোকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেন কুকুরশালা দিয়ে সুকৌশলে আচ্ছাদিত একটা অব্যবহৃত কুয়োর তলদেশ থেকে। জয়তু ইনস্পেকটর ম্যাকিনন!

কাষ্ঠ হেসে হোমস বললে, ম্যাকিনন লোকটা তো খারাপ নয়। কেসটা খাতায় লিখে রাখো। একদিন আসল ব্যাপার সবাই জানবেখন।

টীকা

১. রং-বাপারীর বিরং ব্যাপার : লিবার্টি পত্রিকার ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৬ সংখ্যায় এবং স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন-এর জানুয়ারি ১৯২৭ সংখ্যায় দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রিটার্ড কালারম্যান প্রথম প্রকাশিত হয়।

হে-মার্কেট থিয়েটার : ১৭২০ সালে হে-মার্কেট থিয়েটার নির্মাণ করেন জন পটার। ১৮২১-এ এর লাগোয়া বড়ো থিয়েটার হল নির্মিত হয়। তার নাম থিয়েটার রয়্যাল হে-মার্কেট।

টেলিফোন : এই গল্প ছাড়া বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাড়ির টেলিফোনের উল্লেখ পাওয়া যায় দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট এবং দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি-গ্যারিডেবস গল্পে। এই দুটি গল্পই ১৯০২ সালের ঘটনা।

অ্যালবার্ট হল : ২৯ মার্চ ১৮৭১-এ খোলা হয়েছিল রয়্যাল অ্যালবার্ট হল, পরলোকগত প্রিন্স অ্যালবার্টের স্মৃতিতে। সাত হাজার আসনবিশিষ্ট এই হল ইংলন্ডের বৃহত্তম কনসার্ট হল।

দু ব্ৰহ্ম-বুৰ্গ ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔমাৰ্হাৰ ব্ৰণনাৰ ডহুল । শাৰ্লক হোমস

ক্যারিনা : ক্যারিনা নামটি কাল্পনিক। তবে কিছু গবেষক মনে করেন এই কল্পনার পেছনে আমেরিকান শিল্পী অ্যানি লুই ক্যারি (১৮৪১-১৯২১) কিংবা ক্রোয়েশিয় গাইয়ে মিলিকা তেরনিয়া (১৮৬৩-১৯৪১) অথবা ভেনিজুয়েলার পিয়ানো-বাদিকা, সুরস্রষ্টা এবং কণ্ঠশিল্পী মারিয়া টেরেসা ক্যারেননার (১৮৫৩-১৯১৭) প্রভাব থাকা সম্ভব।

পকেটে পেনসিলও পেতে পারেন : মরবার আগের মুহূর্তে লেখাটা শেষ করার আগেই যে লেখকের জ্ঞান লোপ পেয়েছে, তার পক্ষে কি পেনসিলটা পকেটে রাখা সম্ভব?

দু বেস-বুফ ঔফ শার্লফ হোমস । ঔার্থার বোনাট ডয়েল । শার্লফ হোমস

রক্তচোষা বউয়ের রক্তজমানো বগহিনি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার]

ডাকের চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়ল হোমস। তারপর হেসে উঠল খুকখুক করে শুকনো এই হাসিই ওর কাছে হা-হা হাসির কাছাকাছি। টুক করে টোকা মেরে চিঠিখানা ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

বলল, একাল আর সেকাল, বাস্তব আর দুর্বীর কল্পনার অদ্ভুত জখাখিচুড়ির এইটাই বোধ হয় চূড়ান্ত সীমা ওয়াটসন, তোমার কী মনে হয়?

আমি পড়লাম :

৪৬, ওল্ডজুরি

১৯ নভেম্বর

বিষয় : ভ্যাম্পায়ার

মহাশয়, মিসিং লেনের চায়ের দালাল ফার্গুসন অ্যান্ড মুরহেডের মিস্টার রবার্ট ফার্গুসন আমাদের একজন মক্কেল। ভ্যাম্পায়ার সম্বন্ধে উনি খোঁজখবর করেছেন আমাদের কাছে। যেহেতু আমরা কলকবজা নিয়ে কারবার করি মিস্টার ফার্গুসনকে বলেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। মার্টিলডা ব্রীগস-এর কেসে আপনার সাফল্য আমরা ভুলিনি।

আপনার বিশ্বস্ত
ই জে সি-র পক্ষে
মরিস, মরিস অ্যান্ড ডড

ওয়াটসন, স্মৃতি রোমন্থনের সুরে বলল হোমস, মার্টিলডা ব্রীগস কিন্তু কোনো মহিলার নাম নয়। একটা জাহাজের নাম সুমাত্রার দানব ইঁদুরের সঙ্গে জড়িত এই জাহাজের আশ্চর্য কাহিনি দুনিয়ার সামনে হাজির করার সময় এখনও হয়নি। কিন্তু ভ্যাম্পায়ার কি আমাদের আওতায় আসে? অবশ্য একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা নিয়ে মাথাটাকে খেলানো মন্দ নয়। গ্রিমভাইয়ের উপকথা নিয়ে শেষকালে তদন্ত করতে হবে ভাবিনি। ভি ভলুমটা হাত বাড়িয়ে নামাও তো।

ইংরেজি ভি চিহ্নিত বিরাট আয়তনের নির্দেশিকা গ্রন্থটি নামিয়ে আনলাম তাক থেকে। এ-গ্রন্থে আছে ওর সারাজীবনের সঞ্চিত বহু তথ্য এবং পুরানো মামলার বৃত্তান্ত।

উচ্চ কণ্ঠে পড়ে গেল হোমস, গ্লোরিয়া স্কটের সমুদ্রযাত্রা। খুবই বাজে তদন্ত-এ নিয়ে ফলাও করে একটা গল্প তুমি লিখেছিলে ওয়াটসন-অভিনন্দন জানাতে কিন্তু পারিনি। জালিয়াত ভিক্টর লিঞ্চ। বিষধর গিরগিটি গিলা। কেসটা সত্যিই অত্যাশ্চর্য! সার্কাসবালা ভিক্টোরিয়া। ভ্যানডারবিল্ট আর এগম্যান। ভাইপার ভোগিস, হ্যামরস্মিথের বিস্ময়। এই তো! এই তো! খাসা নির্দেশিকাই বটে-এ-বইকে টেক্কা মারতে তুমি পারবে না ওয়াটসন-যত পুরোনো হচ্ছে, তত দাম বাড়ছে। শোনো। হাঙ্গারিতে ভ্যাম্পায়ারের উৎপাত। এই

দেখো আবার ট্রানসিলভানিয়ায় ভ্যাম্পায়ারের দৌরাহু। সাগ্রহে পাতা উলটে পড়ে গেল হোমস। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য নিরাশ হয়ে দমাস করে নামিয়ে রাখল প্রকাণ্ড কেতাবখানা।

রাবিশ! হুৎপিণ্ডে কাঠের গোঁজ ঠুকে যাদের কফিনে ঠেকিয়ে রাখতে হয় তাদের সঙ্গে আমার আবার কারবার কীসের? রাবিশ! পাগলামির একটা সীমা আছে।

ভ্যাম্পায়ার মানেই যে কেবল জ্যান্ত মড়া, তা তো নয়। জলজ্যান্ত মানুষরাও রক্ত শুষে খায়। আমি তো জানি যৌবনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এককালে কমবয়সিদের রক্ত পান করা হত।

সেরকম কিংবদন্তিও এ-বইতে আছে, ওয়াটসন। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার আছে কি? আমরা নিরেট বাস্তব নিয়ে দিব্যি খাড়া আছি-ভূতপ্রেতকে কাছে ঘেঁষতে দেব না। মিস্টার ফাগুসনের এ-কেস নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ-চিঠিখানা বোধ হয় উনিই লিখেছেন। দেখা যাক কীসের উদবেগে মরছেন ছটফটিয়ে।

প্রথম চিঠি নিয়ে তন্ময় হয়েছিল বলেই আরেকখানা লম্বা লেফাফার দিকে এতক্ষণ নজর দেয়নি হোমস। এবার তুলে নিল। পড়তে শুরু করল পরম কৌতুকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুখের পরতে পরতে জাগ্রত হল অপরিসীম আগ্রহ আর কৌতূহল। পড়া শেষ করে দু-আঙুলে চিঠিখানা ঝুলিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই যেন ঘুম থেকে

দু ব্রেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার ব্রেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে বললে, চীজম্যান্স, ল্যামবার্লি। ল্যামবার্লি জায়গাটা কোথায়, ওয়াটসন?

সাসেক্স, হর্সম্যানের দক্ষিণে।

খুব দূরে নয় তাহলে। চীজম্যান্স কোথায়?

কয়েকশো বছর আগে ওই নামে যিনি ওখানে একগাদা বাড়িঘর তৈরি করে গিয়েছিলেন, তার নামেই জায়গাটার নাম হয়েছে চীজম্যান্স। বাড়িগুলো এখনও আছে। আমি চিনি।

ঠিক বলেছ। খুব একটা আগ্রহ না-দেখিয়ে বলল হোমস। আসলে নিজে যে-খবর জানে, তা চট করে জেনে নিয়ে মগজের ভাঁড়ারে জমিয়ে রেখে খবরদাতাকে খুব একটা আমল-দেওয়া ওর একটা স্বভাব। চীজম্যান্স আর ল্যামবার্লি সম্পর্কে পরে আরও খবর সংগ্রহ করা যাবেখন। চিঠিখানা রবার্ট ফার্গুসনই লিখেছেন। উনি তো বলছেন চেনেন তোমাকে।

আমাকে!

পড়েই দেখো।

পড়লাম চিঠিটা :

প্রিয় মিস্টার হোমস,

আমার ঔকিল আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে সুপারিশ করেছেন। বিষয়টা অসাধারণ আলোচনা করাটাও মুশকিলের ব্যাপার। আমার এক বন্ধুর হয়ে ঁ-চিঠি আমি লিখছি-সমস্যাটা তারই। বছর পাঁচেক আগে ইনি এক পেরুভিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। ভদ্রমহিলার বাবা একজন পেরুভিয়ান কারবারি আলাপ হয়েছিল নাইট্রেট আমদানি করার সময়ে। ভদ্রমহিলা ডাকসাইটে সুন্দরী। কিন্তু ভিনদেশের ভিনধর্মী মেয়ে বলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে ঔঠেছে ঁই ক-বছরে। ভদ্রলোকও ঁখন পস্তাচ্ছেন। ভালোবাসায় বলাবাহুল্য ঁকটু ভাটা পড়েছে। মহিলাটি কিন্তু প্রকৃতই পতিভক্ত-অথচ তার চরিত্রের কয়েকটা দিক স্বামীর কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যাওয়ার ফলে ভদ্রলোকের মনোবেদনা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

ঁবার যে-বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাই নিয়ে বসা যাক। ঁ-চিঠি শুধু ঁকটু সূচনা-পড়বার পর আপনি চিন্তা করবেন কেসটা নেবেন কি না। ভদ্রমহিলা খুবই নরমস্বভাবা মিষ্টি মনের মেয়ে-অথচ ঁমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলছেন যা তার চরিত্রের ঔিক ঔলটো। ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন দু-বার, প্রথম পক্ষের ঁক ছেলে বর্তমান। পনেরো বছর বয়স ছেলেটার, দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে যায়, ঁত মিষ্টি স্বভাব। ছেলেবেলায় ঁকটা দুর্ঘটনার ফলে ঁকটু জখম হয়েছিল। দু-দুবার ঁই ছেলের ওপর চড়াও হয়েছিলেন সত্যা-ঁকবার লাঠি দিয়ে ঁমন পিটিয়েছিলেন যে হাতে কালশিটে পড়ে যায়।

নিজের বছরখানেক বয়সের ছেলের সঙ্গে ভদ্রমহিলা যে-কাণ্ড করেছেন, সে তুলনায় সৎছেলের ওপর হামলাবাজি কিছুই নয়। মাসখানেক আগে একবার মিনিটকয়েকের জন্যে শিশুটিকে একলা রেখে যায় ধাইমা। সেই সময়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে কেঁদে ওঠে ছেলেটা। শুনে দৌড়ে যায় নার্স। গিয়ে দেখে ভদ্রমহিলা যেন নিজের ছেলের ওপর ঝুঁকে ঘাড়ে কামড় বসাচ্ছে। ঘাড়ে একটা ছোট ক্ষতও দেখা গেল—দরদর করে রক্ত পড়ছে ক্ষত দিয়ে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে ছেলের বাবাকে ঘটনাটা বলতে গিয়েছিল নার্স, কিন্তু কাকুতিমিনতি করে তাকে আটকান ছেলের মা। এমনকী মুখ বন্ধ রাখার জন্যে কড়কড়ে পাঁচটা পাউন্ড ঘুস পর্যন্ত দেন। ব্যাপারটা সেইখানেই ধামাচাপা পড়ে। ভদ্রমহিলাও বলেননি কেন এমন করে কামড়ছিলেন নিজের ছেলেকে।

নার্স কিন্তু ভুলতে পারল না ভয়ংকর সেই দৃশ্য চোখে চোখে রাখল ছেলেকে। স্পষ্ট বুঝল, ছেলের মা-ও যেন চোখে চোখে রাখছে নার্সকে তার একটু সরে যাওয়ার আর ছেলেকে নিরিবিলিতে একলা পাওয়ার সুযোগ খুঁজছে। দিনরাত নার্স আগলে রইল ছেলে, দিনরাত ছেলের মা খরনজরে রাখল নার্সকে যেন মেঘশাবককে একলা পাওয়ার তালে ঘুরছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে। উপমাটা অবিশ্বাস্য কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবেন না—একটি শিশুর জীবন আর একজন ভদ্রলোকের মানসিক সুস্থতা নির্ভর করছে এর ওপর।

তারপর এল সেই ভয়ানক দিনটি যেদিন স্বামীর কাছে কোনো ব্যাপারই আর গোপন করা গেল না। স্নায়ুর ওপর দিবানিশি এই নিপীড়ন নার্স আর সহ্য করতে পারল না—ভেঙে পড়ল। মুক্তকণ্ঠে সব স্বীকার করল ছেলের বাবার কাছে। শুনে বিশ্বাস করলেন না ভদ্রলোক যেমন করছেন না আপনি। সৎছেলের ওপর হামলাবাজি করা ছাড়া ভদ্রমহিলার

মিষ্টি চৰিত্ৰে কোনোৱকম কদৰ্ঘতা এবং পৈশাচিকতা কল্পনাও কৰা যায় না। মনিবানি সম্পৰ্কে এইসব কুৎসাৰ জন্যে নাৰ্সকে যেই ধমকাতে শুৱ কৰেছেন ভদ্রলোক, ঠিক সেই সময়ে তীব্ৰ যন্ত্ৰণায় ককিয়ে কেঁদে উঠল শিশুপুত্ৰ। নাৰ্সাৰিতে দৌড়ে গেলেন দুজনে। মিস্টাৰ হোমস কল্পনা কৰুন ভদ্রলোকেৰ তখনকাৰ মনেৰ অবস্থা যখন তিনি স্বচক্ষে দেখলেন ছোট খাটেৰ পাশে হেঁট হয়ে বসে নিজেৰ ছেলেৰ ঘাড় কামড়ে রয়েছে তাৰই স্ত্ৰী, দেখলেন রক্তে মাখামাখি হয়ে রয়েছে ছেলেৰ ঘাড় আৰ বিছানাৰ চাদৰ। বিষম আতঙ্কে বিকট চেঁচিয়ে উঠে স্ত্ৰীৰ মুখ চেপে ধৰে আলোৰ দিকে ঘূৰিয়ে দিতেই দেখলেন রক্ত লেপে রয়েছে দুই ঠোঁটে। না, কোনো সন্দেহই নেই আৰ নিজেৰ ছেলেৰ রক্তপান কৰছিলেন ভদ্রমহিলা।

এই ব্যাপাৰ। ভদ্রমহিলা এখন নিজেৰ ঘৰে অন্তৰিন। কেন এমন কৰতে গেলেন, তা বলেননি। ভদ্রলোকও উন্মত্ত-প্ৰায়। ভ্যাম্পায়াৰ সম্পৰ্কে কিছুই তিনি জানেন না, আমিও জানি না। আগে ভাবতাম এসব বিদেশি গালগল্প। এখন তো দেখছি খাস ইংলণ্ডেৰ মাটিতেই এ-কাণ্ড ঘটছে। বিষয়টা নিয়ে সাক্ষাতে আলোচনা কৰতে চাই। আপনাৰ অসামান্য ক্ষমতা যদি প্ৰয়োগ কৰতে চান, বিকৃত বুদ্ধি এক ভদ্রলোকেৰ উপকাৰ কৰতে চান, দয়া কৰে ফাণ্ডসন্স, ল্যামবাৰ্লি এই ঠিকানায় টেলিগ্ৰাম কৰে দিন। দশটাৰ মধ্যেই আপনাৰ ঘৰে পোঁছে যাব।

আপনাৰ বিশ্বস্ত

ৰবাৰ্ট ফাৰ্গুসন।

দু বেস-বুফ ঔথ শার্লফ হোমস । ঔথার বোনার ডফল । শার্লফ হোমস

পুনশ্চ-আপনার বন্ধু ওয়াটসন ব্ল্যাকহিডে যখন রাগবি খেলতেন, আমি তখন রিচমন্ডের তরফে থ্রিকোয়ার্টার ছিলাম। ব্যক্তিগত পরিচয় হিসেবে শুধু এইটুকুই বলা যায়।

চিঠি রেখে বললাম, চিনি বই কী ফার্গুসনকে। বব ফার্গুসন। রিচমন্ডে অমন দুঁদে থ্রিকোয়ার্টার আর ছিল না। দিলদরিয়া মানুষ। বন্ধুর সমস্যায় এত উদবেগ ওকেই মানায়।

চিন্তাকুটিল ললাটে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে হোমস বললে, তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে, ওয়াটসন। টেলিগ্রামটা লিখে ফেললা! সানন্দে গ্রহণ করব আপনার কেস।

আপনার কেস!

তা নয় তো কী! আমাদের এই এজেন্সি যে দুর্বলমনাদের জন্যে নয়, প্রথমেই তা সমঝে দেওয়া দরকার। এ-কেস তাঁর নিজের।

ফার্গুসন এল ঠিক দশটার সময়ে। এককালের সেই বিরাটকায় খেলোয়াড়ি চেহারা আর নেই-ধসে গেছে। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, কাঁধ গোল হয়ে ঝুলে পড়েছে। এককালের দুর্দান্ত খেলোয়াড়দের এ-চেহারা দেখলে কষ্ট হয়। আমার তো মনে হল আমাকে দেখেও একই ভাবের উদয় হল ফার্গুসনের মনের মধ্যে।

বলেও ফেলল আগের মতোই গস্তীর ভরট আন্তরিক গলায়, হ্যালো ওয়াটসন, ওল্ড ডিয়ার পার্কে দড়ির ওপর দিয়ে ভিড়ের মধ্যে যে-ওয়াটসনকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম-দেখছি সে-ওয়াটসন তুমি আর নও। আমিও পালটেছি-বিশেষ করে গত দু-তিন দিনের মধ্যে হঠাৎ বয়সটা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে ফেলেছি। মিস্টার হোমস আপনার চিঠি পড়ে বুঝলাম, কেসটা যে আমারই, তা আপনি ধরে ফেলেছেন।

সোজাসুজি কথা বলাই ভালো, বলল হোমস।

কথাটা ঠিক। কিন্তু কী জানেন, আমি যে কী করব, তাই ভেবে পাচ্ছি না। আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে-প্রচণ্ড ভালোবাসে। তাকে যেমন আলগাতে চাই, বাচ্চা দুটোকেও তেমনি আগলাতে চাই। বলুন এ-পরিস্থিতিতে কী করা উচিত আমার। কী মনে হয় আপনার? মাথার রোগ? পাগলামি? রক্তের দোষ? এ-রকম কে আগে হাতে কখনো পেয়েছেন? বলুন, মিস্টার হোমস, বলুন আমাকে, গাইড করুন, পরামর্শ দিন আমার মাথার একদম ঠিক নেই।

আগে বসুন। যা বলি, তার সোজা জবাব দিন, বুদ্ধিশুদ্ধি আমারও গুলিয়ে গেছে। প্রথমে বলুন, স্ত্রী কি এখনও ছেলেদের কাছে আছে?

না। ভয়ংকর সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবার পর পাগলের মতো তাকে বার বার জিজ্ঞেস করেছি, এ-কাজ সে কেন করতে গেল, কেন, কেন, কেন? ফ্যালফ্যাল করে আমার

মুখের দিকে কীরকম ভাবে যেন চেয়ে রইল সে-একটা কথারও জবাব দিলে না। সে যে আমাকে বড়ো ভালোবাসে মিস্টার হোমস সমস্ত অন্তর দিয়ে উন্মাদিনীর মতোই ভালোবাসে। তারপরেই ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে। খিল তুলে দিল ভেতর থেকে। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চাইছে না আর। ওর বাপের বাড়ির একজন ঝি আছে-ডোলোরেস তার নাম-ঝি না-বলে বান্ধবীই বলা উচিত। খাবারদাবার সে-ই ভেতরে নিয়ে যায়।

যাক। ছেলে দুটো তাহলে বিপদের মধ্যে আর নেই?

নার্স মিসেস ম্যাসন দিব্যি গেলে বলেছে, বাচ্চাকে এক সেকেন্ডের জন্যও আর চোখের আড়ালে করবে না। অস্বস্তি হচ্ছে কেবল জ্যাকের জন্যে আমার বড়ো ছেলে। এর আগে দু-দুবার তাকে মারধর করেছে আমার স্ত্রী।

জখম তো করেনি?

না, কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে। বেচারী এমনিতেই পঙ্গু। শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে ছেলেবেলায় পড়ে যাওয়ার পর থেকে। দেখলে মায়া হয়-মনটা বড়ো ভালো, প্রাণে স্নেহ মমতা ভালোবাসা আছে-বলতে বলতে কোমল হয়ে এল ফাগুসনের বিরাট কাঠামো।

ফাগুসনের লেখা গতকালের চিঠিটা পড়তে পড়তে হোমস বললে, বাড়িতে আর কে কে আছে?

দু বেন্স-বুক্‌ অফ শার্লক্‌ হোমস্‌ । অর্থাৎ বেনসান ডয়েল । শার্লক্‌ হোমস্‌

দুজন চাকর, মাইকেল-আমার সহিস বাড়িতেই ঘুমোয়, আমার স্ত্রী। আমি, বড়ো ছেলে
জ্যাক, বাচ্চাটা, ডোলোরেস আর মিসেস ম্যাসন। আর কেউ নেই।

বিয়ের সময়ে স্ত্রী সম্বন্ধে সব খবর নিশ্চয় জানা ছিল না?

কয়েক হপ্তা আলাপের পর বিয়ে হয়েছিল।

ডোলোরেস কদিন আছে ওঁর সঙ্গে?

বেশ কয়েক বছর।

তার মানে, স্ত্রীর চরিত্র আপনি যা জানেন, তার চাইতে বেশি জানে ডোলোরেস?

তা বলতে পারেন।

কী যেন লিখে নিল হোমস।

বললে, তদন্ত এখানে বসে হবে না আপনার বাড়ি যেতে হবে। উঠব অবশ্য সরাইখানায়।

ফার্গুসন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দুটোয় ংকটা ট্রেন ংছে ভিক্টোরিয়ায় ।

তাতেই য়াব । হাতে ংখন ংকদম কাজ নেই । ওয়াটসনও ংসবে । তার ংগে দু-ংকটা প্রশ্ন । ভদ্রমহিলা দুটো ছেলের ওপরেই চড়াও হয়েছেন?

হ্যাঁ ।

কিন্তু ধরনটা দু-রকমের । জ্যাককে ংনি মেরেছেন ।

ংকবার লাঠি দিয়ে, ংর ংকবার শুধু হাতে-অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ।

কেন মেরেছিলেন, বলেছিলেন?

না । শুধু বলেছে জ্যাককে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে-দু-চক্ষে দেখতে পারে না । ংকবার নয় বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে ংকই কথা ।

সংমা-রা ওইরকমই বলে বহুক্ষেত্রে! ংর্ষার ব্যাপার । ংপনার স্ত্রীর স্বভাবেও কি ংর্ষার ংগুন ংছে?

প্রচণ্ডভাবে ংছে । গরমের দেশে জন্মালে যা হয় ংর কি ।

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

জ্যাকের বয়স যখন পনেরো, মাথাও নিশ্চয় সাফ-বিশেষ করে শারীরিক বিকৃতি থাকার ফলে আর পাঁচটা সুস্থ ছেলের চেয়ে মগজের বুদ্ধি একটু বেশিই হয়েছে বলা যেতে পারে । কেন অমন মারা হয়েছে তাকে, সে কী বলেছে?

বলেছে স্রেফ অকারণে নাকি মেরেছে সৎমা ।

স্নেহের সম্পর্ক নিশ্চয় এককালে ছিল দুজনের মধ্যে?

কোনোকালেই ছিল না ।

কিন্তু আপনি যে বললেন ছেলেটার প্রাণে স্নেহ মমতা ভালোবাসা আছে?

এ-রকম পিতৃভক্ত ছেলে দুটি আর হয় না । আমার জীবনই তার জীবন । আমার কথায় আমার কাজে ডুবে থাকে অষ্টপ্রহর ।

হোমস আবার কী যেন লিখে নিল । কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল ।

দ্বিতীয় বিয়ের আগে আপনি আর জ্যাক খুব কাছাকাছি ছিলেন-প্রাণের বন্ধু বলতে পারেন । তাই তো?

খুবই ।

যার মনে ংত স্নেহ মমতা ভালোবাসা, মরা মায়ের স্মৃতিও নিশ্চয় তার মনে খুব উজ্জ্বল?

খুবই ।

ইন্টারেস্টিং ছেলে । আর ংকটা প্রশ্ন । বাচ্চা আর জ্যাকের ওপর কি ংকই সময়ে চড়াও হতে দেখা গেছে ংপনার স্ত্রীকে?

প্রথমবারে তাই । যেন খুন চেপেছিল স্ত্রীর মাথায় ংকই সঙ্গে দুধের বাচ্চা আর জ্যাকের ওপর ংল বেড়েছে । দ্বিতীয়বারে মার খেয়ে মরেছে কেবল জ্যাক-বাচ্চা নিরাপদেই ছিল- বলেছে মিসেস ম্যাসন ।

তাহলে তো আরও জট পাকিয়ে গেল ব্যাপারটা ।

বুঝলাম না, মিস্টার হোমস ।

ংখন বুঝবেন না । থিয়োরির পর থিয়োরি খাড়া করে যাওয়া ংমার মেথড । তার ংগে মুখ খুলি না ংবং সেটাই ংমার বদভ্যাস । ংপনার বন্ধু ংমার সম্বন্ধে খুব বাড়িয়ে গল্প-টল্প লেখে । তবে কী জানেন ংপনার ং-কেস খুব ংকটা দুর্ঘট নয়-মীমাংসা করা যাবে । যাই হোক, বেলা দুটোয় ভিক্টোরিয়ায় দেখা পাবেন ংমাদের ।

নভেস্বরের কুয়াশাচ্ছন্ন বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ল্যামবার্লি এসে পৌঁছোলাম আমরা। সপ্তের জিনিসপত্র সরাইখানায় রেখে সাসেক্সের কাদামাটি মাখা দীর্ঘ গলিপথ বেয়ে এসে দাঁড়লাম অতি পুরাতন নিভৃত ংকটা খামারবাড়ির সামনে। বিরাত বাড়ি। মারের অংশ অতিশয় প্রাচীন, ধারের দিক অতিশয় আধুনিক। বেজায় উঁচু টিউডর চিমনি, ছাতলাপড়া হর্সাম টালি ছাওয়া ছাদ দেখবার মতো। চৌকাঠ ক্ষয়ে গেছে বহুবছর ধরে বহু মানুষের আনাগোণায়। প্রথম যিনি ং-বাড়ি বানিয়েছেন, তাঁর নাম লেখা রয়েছে সেকালের টালিতে। বাড়ির ভেতরে কড়িকাঠগুলো ভারী ওক কাঠের। মেঝে ক্ষয়ে গর্ত গর্ত হয়ে গেছে। পড়োপড়ো বাড়ির চারদিক থেকে যেন বয়স আর জরার গন্ধ নাকে ভেসে আসছে।

মারের ংকটা প্রকাণ্ড ঘরে আমাদের নিয়ে গেল ফার্গুসন। অতিশয় মান্ধাতার আমলের ফায়ার প্লেসে কাঠের গুড়ি জ্বলছে দাউদাউ করে। আগুনের পেছনে লোহার চাদরে লেখা সালটা-১৬৭০।

বিভিন্ন সময় আর বিভিন্ন দেশের সমন্বয় ঘটেছে ঘরখানার মধ্যে। দেওয়ালের তলার দিকে কাঠের প্যানেল-সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত, কিন্তু আধুনিক জলরঙে চিত্রিত। কাঠের তক্তার ওপরদিকে হলদে পলস্তারার ওপর বুলছে সারি সারি দক্ষিণ আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র আর বাসনপত্র—ফার্গুসনের পেরুভিয়ান বউ নিশ্চয় বাপের বাড়ি থেকে ংনে টাঙিয়ে রেখেছে দেওয়ালে। দেখেই জাগ্রত হল হোমসের কৌতূহল। দেওয়ালের সামনে

দু বেস-বুফ ঔফ শার্লফ হোমস । ঔসার বোনা ড়েল । শার্লফ হোমস

দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল প্রত্যেকটা অস্ত্র । ঘুরে দাঁড়াল চোখের মধ্যে একরাশ চিন্তা নিয়ে ।

পরক্ষণেই বলল সবিস্ময়ে, আরে! আরে! এ আবার কী!

এক কোণে ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে ছিল একটা স্প্যানিয়েল কুকুর । এখন বেরিয়ে এল বাইরে । খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, পেছনের পা টেনে, মেঝের ওপর ল্যাজ ঝুলিয়ে অতিকষ্টে এগিয়ে এসে হাত চাটতে লাগল ফার্গুসনের ।

কী হল, মিস্টার হোমস?

কুকুরটার এমন দশা হল কী করে?

সেটাও একটা সমস্যা । পশুর ডাক্তাররাও বুঝতে পারছে না । এক রকমের পক্ষাঘাত শিরদাঁড়ার মেনিনজাইটিস । তবে আগের চাইতে ভালো আছে—সেরে উঠবে দু-দিনেই । না রে কালো?

কার্লোর ঝুলে পড়া ল্যাজের মধ্যে দিয়ে যেন একটা শিহরন বয়ে গেল । তাকে নিয়েই যে আলোচনা হচ্ছে বুঝতে পেরে কীরকম যেন করুণ চোখে পর্যায়ক্রমে দেখতে লাগল আমাদের ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

রোগটা কি হঠাৎ হয়েছে?

রাতারাতি ।

কদিন আগে?

মাস চারেক আগে ।

খুবই আশ্চর্য! খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ ।

কী বলতে চান, মিস্টার হোমস?

ঠিক যেরকমটি ভেবেছি, দেখছি তার সবই মিলে যাচ্ছে ।

ভগবানের দোহাই মিস্টার হোমস, কী ভেবেছেন দয়া করে বলুন! আপনার কাছে এটা বুদ্ধির ব্যায়াম হতে পারে, আমার কাছে জীবন মরণের খেলা । আমার স্ত্রী ভারী খুনি আমার ছেলের প্রাণ যেতে বসেছে! আমার সঙ্গে অন্তত খেলা করবেন না!

রাগবি থ্রি কোয়ার্টারের অতবড়ো দেহখানা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল বিষম উত্তেজনায় ।
বাহু স্পর্শ করে আশ্বস্ত করে হোমস বললে—

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

ঐ মুহূর্তে কিছুই বলব না । তবে সমাধানটা ঐনার পক্ষে বেদনাদায়ক হবে-ঐটুকুই শুধু শুনে রাখুন ।

ঐকটু বসুন । স্ত্রীর খোঁজটা নিয়ে ঐসি ।

ফার্গুসন বেরিয়ে যেতেই ফের দেওয়ালের সামনে গিয়ে তন্ময় হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিরীক্ষণ করতে লাগল হোমস । ঐকটু পরেই ফিরে ঐল ফার্গুসন-মুখ দেখে বুঝলাম অবস্থার তিলমাত্র উন্নতি ঘটেনি । পেছন পেছন ঐল ছিপছিপে লম্বা চেহারার বাদামি মুখ ঐকটি মেয়ে ।

ডোলোরেস, মিসেস ফার্গুসনকে চা দাও, বলল ফার্গুসন ।

বিতৃষ্ণা জ্বলজ্বল চোখে মনিবের দিকে তাকিয়ে ডোলোরেস বললে দক্ষিণ ঐমেরিকার উচ্চারণে, ঔঁর শরীর খুব খারাপ । কিছু খাচ্ছেন না । ডাক্তার ডাকতে বলছেন । ঐমার বড়ো ভয় হচ্ছে ।

সপ্রশ্ন চোখে ঐমার দিকে ফার্সন তাকাতেই ঐমি বললাম, ঐমি গিয়ে দেখে ঐসতে পারি ।

ডোলোরেস, মিসেস ফার্গুসন ডাক্তার ওয়াটসনকে ঢুকতে দেবেন তো?

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

দেবেন, দেবেন, জিঙেস করার দরকার নেই । আসুন আমার সঙ্গে । চলো ।

আবেগকম্পিত ভোলোরেসের পেছন পেছন অনেক সিঁড়ি অনেক গলিপথ পেরিয়ে লোহার চাদর দিয়ে মজবুত করা প্রকাণ্ড ংকটা দরজার সামনে ংসে দাঁড়িয়ে বুঝলাম গায়ের জোরে ং-দরজা ভেঙে বউয়ের সঙ্গে দেখা করার ক্ষমতা ফার্গুসনের হবে না । চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ভোলোরেস-পেছনে আমি । সঙ্গেসঙ্গে খিল তুলে দেওয়া হল দরজায় ।

শয্যায় শুয়ে ংক মহিলা । দেখেই বুঝলাম দারুণ জ্বরে প্রায় বেহঁশ । আমার পায়ের ংওয়াজ পেতেই জ্বরের ঘোরে ংর্ধেক উঠে সভয়ে তাকালেন-বড়ো বড়ো সুন্দর দুটি চোখে ংসীম ংতরু ঘনিয়ে উঠল । ংমাকে দেখে ংশ্বস্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের ংলিয়ে পড়লেন বালিশে । নাড়ি দেখলাম । জ্বর হয়েছে ংকই, তবে ংমার মনে হল কারণটা মানসিক নিদারুণ ংয়বিক উত্তেজনা ।

দিন দুই হল ংইভাবে শুয়ে ংছেন বাঁচবেন তো? ভয়ে বিকৃত শোনাৎ ভোলোরেসের গলা ।

ংরক্ত সুন্দর মুখ ংমার দিকে ফিরিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, ংমার স্বামী কোথায়?

নীচে । ংপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ।

দু ব্ৰহ্ম-বুক ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰহ্মান ডফল । শাৰ্লক হোমস

দেখা কৰব না-কখনোই কৰব না । বলতে বলতে যেন থ্ৰলাপবকুনি আৰম্ভ কৰে দিলেন,
পিশাচ! পিশাচ! শয়তান কোথাকাৰ!

বলুন আমি কী কৰতে পাৰি?

কিছু কৰতে পাৰবেন না-কেউ পাৰবে না । সব শেষ! সব শেষ! আমাৰ যা খুশি কৰব ।
সব শেষ!

ভদ্ৰমহিলা নিশ্চয় কোনো বিচিত্ৰ বিভ্ৰান্তিতে ভুগছেন । সজ্জন বব ফাৰ্গুসনকে নৰপিশাচ
বা শয়তানের ভূমিকায় কল্পনাও কৰতে পাৰলাম না ।

বললাম, ম্যাডাম, বুক দিয়ে আপনাৰ স্বামী আপনাকে ভালোবাসেন । এ-ঘটনায় তিনি
গভীৰ শোক পেয়েছেন ।

আবার সেই জ্বালাময় চোখে আমাৰ দিকে তাকালেন ভদ্ৰমহিলা ।

বললেন, হ্যাঁ বাসে । আমিও কি বাসি না? ভালোবাসায় ভৰা তাৰ বুক ঘা মেৰে ভেঙে
টুকৰো টুকৰো কৰে দেওয়ার চাইতে নিজেকে তিল তিল কৰে মেৰে ফেলার মতো
ভালো কি আমি বাসি? আমাৰ এই ভালোবাসাৰ পৰেও সে কিনা ওইভাবে আমাৰ
সম্পৰ্কে কথা বলতে পাৰে?

বড়ো দুঃখ পেয়েছে-বুঝতে পারেনি ।

বুঝতে পারেনি ঠিকই-কিন্তু বিশ্বাস তো করা উচিত ছিল ।

দেখাও করবেন না?

না, না । যেসব কথা ও বলেছে, যে-চোখে তাকিয়েছে-কোনোদিনই তা ভুলব না । দেখাও করব না । আপনি যান । কিছুই করতে পারবেন না আমার জন্যে । শুধু একটা কথা বলবেন । আমার ছেলেকে আমি চাই । আমার দাবি আছে বলেই চাই । এ ছাড়া আর কোনো কথা তার সঙ্গে আমার নেই । বলে, দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে শুলেন ভদ্রমহিলা-আর একটা কথাও বললেন না ।

নীচের তলায় এসে বললাম সব । বিষম উৎকণ্ঠায় শুনল ফার্গুসন ।

বলল, ছেলেকে পাঠানেনা কি যায়? ওর ভেতরে এখন কোন প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়েছে কেউ তা জানে না । রক্তমাখা ঠোঁটে যেভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিল বাচ্চার পাশ থেকে আমি তা ভুলিনি-ভোলা যায় না । মিসেস ম্যাসনের কাছে ছেলে যেমন আছে থাকবে ।

মাকাতার আমলের এ-বাড়িতে অত্যাধুনিক বস্তু দেখলাম একটিই-স্মার্ট চেহারার ফিটফাট একজন পরিচারিকা । চা নিয়ে ঘরে ঢুকল । চা দিচ্ছে সবাইকে, এমন সময়ে আবির্ভাব ঘটল বছর পনেরো বয়সের হালকা নীল চক্ষু এক কিশোরের, চুল সুন্দর, মুখশ্রী পাণ্ডুর ।

দু ব্রেন্স-বুঝ ঔফ শার্লক হোমস । ঔথার ব্রেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

ফার্গুসনকে দেখেই আবেগ আর আনন্দের রোশনাই জ্বলে উঠল আশ্চর্য সুন্দর সেই চোখে। দৌড়ে এসে আদরিণী মেয়ের মতো বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললে সোল্লাসে, ড্যাডি, ড্যাডি, কখন এলে?

অপ্রস্তুত হয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করে নিল ফার্গুসন।

সোনালি সিল্কের মতো হালকা চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললে পরম স্নেহে, মিস্টার হোমস আর ডাক্তার ওয়াটসনও এসেছেন।

ডিটেকটিভ মিস্টার হোমস?

হ্যাঁ।

অন্তর্ভেদী চোখে আমাদের দেখল কিশোর। গভীর সেই চাউনির মধ্যে বিদ্বেষের ভাবটাই যেন বেশি।

হোমস বললে, আপনার ছোটো ছেলের সঙ্গে এবার আলাপ করা দরকার।

ফার্গুসন বললে, জ্যাক, যা, মিসেস ম্যাসনকে বল বাচ্চা নিয়ে এখানে আসতে। বেরিয়ে গেল জ্যাক। আমার সার্জিক্যাল অভিজ্ঞতায় বুঝলাম, ছেলেটি কেঁপে কেঁপে হাঁটছে মেরুদণ্ডের বিকৃতির জন্যে। ফিরে এল একটু পরেই। পেছনে দীর্ঘকায়া আঁটসাঁট চেহারার

এক স্ত্রীলোক-কোলে ভারি সুন্দর এক শিশু, কালো চোখ, সোনালি চুল, স্যাক্সন আর ল্যাটিনের অপূর্ব সমন্বয়। ফার্গুসন কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল বাচ্চাকে-গভীর স্নেহ ফুটে উঠল চোখে-মুখে।

দেবশিশুর গলার মতো পেলব গলায় ছোট্ট একটা লাল টকটকে ক্ষতর দিকে তাকিয়ে বললে আপন মনে, এমন বাচ্চাকেও জখম করতে প্রাণ চায়?

ঠিক এই সময়ে হোমসের ওপর চোখ পড়ায় দেখলাম বিচিত্র তন্ময়তা জাগ্রত হয়েছে তার ভাবভঙ্গিতে। পুরোনো হাতির দাঁত খুদে তৈরি করা মুখের মতো স্থির হয়ে উঠেছে মুখভাব-যে-চোখ একটু আগেই ন্যস্ত ছিল বাপবেটার ওপর এখন তা দূর বিস্তৃত-ঘরের অন্যদিকে কী যেন দেখছে অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে। ঔৎসুক্যের কারণ আবিষ্কারের জন্য দৃষ্টি অনুসরণ করে মনে হল যেন জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরের বিষাদ-মলিন কুয়াশাভেজা বাগান দেখছে তন্ময় হয়ে। খড়খড়ি অর্ধেক নামানো-বাইরের দৃশ্য পুরো দেখা যাচ্ছে না-তবুও কিন্তু সেই আধবন্ধ কাচের জানলার দিকেই ধ্যানস্থ চোখে তাকিয়ে আছে শার্লক হোমস। হেসে উঠল পরের মুহূর্তেই দৃষ্টি ফিরে এল বাচ্চার ওপর। মোলায়েম ঘাড়ের ওপর ছোট্ট কুঁচকোনো ক্ষতচিহ্নটার দিকে চেয়ে রইল নির্নিমেষে। সযত্নে পরীক্ষা করল দাগটা। কথা বলল না। তারপর ফুলোফুলো নধর মুঠো দুটো ধরে অল্প নেড়ে দিয়ে বললে, গুডবাই, খুদে মানুষ। জীবনটাকে শুরু করলি কিন্তু বড়ো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা দিয়ে। নার্স, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দু বৎস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বণনান ড়েল । শার্লক হোমস

মিসেস ম্যাসনকে ঁকপাশে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ কী সব কথা বলল হোমস । শেষের কথা ক-টা কানে ভেসে ঁল-ভয় নেই, শিগগিরই ঁৎকণ্ঠার অবসান ঘটবে তোমার । বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে গেল স্বল্প ঁঁঝালো প্রকৃতির নার্স ।

ফিরে ঁসে হোমস বললে, মিসেস ম্যাসনকে ঁপনার কীরকম মনে হয়?

মনটা ভালো বাইরে থেকে বোঝা যায় না । ছেলেটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ।

জ্যাক কী বলে? পছন্দ হয় মিসেস ম্যাসনকে?

মুখ কালো হয়ে গেল জ্যাকের । মাথা নাড়ল । ঁর্থাৎ পছন্দ নয় কাঠখোঁটা চেহারার মিসেস ম্যাসনকে ।

ঁদর করে বড়ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে ফার্গুসন বললে, জ্যাকের পছন্দ ঁপছন্দ বড়ো চুলচেরা । কপাল ভালো, ওর পছন্দসই মানুষদের মধ্যে ঁমি ঁকজন ।

বাবার বুকে মুখ গুঁজল জ্যাক । স্নেহভরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ফার্গুসন ।

বললে, যা পালা । দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল জ্যাক-পেছন থেকে গভীর স্নেহে চেয়ে রইল ফার্গুসন । চোখের ঁড়াল হতেই হোমসকে বললে, ঁপনাকে ঁই টানাপোড়েনের

দু বেন্স-বুক ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বেনান ড়ল । শার্লক হোমস

মধে টেনে ংনে কি ঙুল করলাম? ংত সূক্ষ্ম ংর জটিল সমস্যায় ংমাকে সহানুভূতি জানানো ছাড়া ংর কি কিছু করতে পারবেন?

সূক্ষ্ম তো বটেই, কৌতুক হাসি হেসে বললে শার্লক, তবে জটিল নয় । ধাপে ধাপে বুদ্ধির বিশ্লেষণ বেয়ে সমাধানে পৌঁছে গেছি বেকার স্ট্রিট থেকে বেরোনোর ংগেই । ংসেছি কেবল নিজের চোখে দেখে বাজিয়ে নেওয়ার জন্যে ।

বলি ংকা কপালে হাত বুলিয়ে ভাঙা গলায় ফাণ্ডসন বললে, তাহলে ংর ংমাকে উদবেগের মধ্যে রাখছেন কেন?

খুলে বলার ংগে ংমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে চাই । ওয়াটসন, ংনি কি পারবেন দেখা করতে?

পারবেন ।

তবে চলো । জট পরিক্ষার তার সামনেই হোক ।

ভাঙা গলায় ফাণ্ডসন বললে, ংসম্ভব । ংমার মুখ দেখবে না ও ।

দু ব্রেন্স-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার ব্রেনান ডফল । শার্লক হোমস

দেখবেন, দেখবেন, নিশ্চয় দেখবেন, বলতে বলতে এক টুকরো কাগজে খসখস করে কী যেন লিখে আমার হাতে দিয়ে হোমস বললে, ওয়াটসন, তুমি তো ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার অধিকার পেয়েছ। এই চিরকুটটা পৌঁছে দেবে?

ওপরে গিয়ে দরজায় নক করতেই পাল্লা ফাঁক করল ডোলোরেস—বাড়িয়ে দিলাম চিরকুটটা। একটু পরেই ভেতর থেকে ভেসে এল বিস্ময় আর হর্ষ ভরা চিৎকার।

ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডোলোরেস বললে, দেখা করবেন।

ডেকে নিয়ে এলাম হোমস আর ফার্গুসনকে। ঘরে ঢুকেই শয্যায় উঠে বসা বউয়ের দিকে এগোতে গিয়েছিল ফার্গুসন কিন্তু হাত তুলে ভদ্রমহিলা নিরস্ত্র করতেই ধপ করে বসে পড়ল আর্মচেয়ারে। অভিবাদন সেরে নিয়ে হোমস বসল পাশের চেয়ারে। ফ্যালফ্যাল করে বিষম বিস্ময়ে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা।

হোমস বললে, সবচেয়ে চটপট অপারেশনই সবচেয়ে কম ব্যথা দেয়। তাই ছোট্ট করে বলি, মিস্টার ফার্গুসন, আপনার স্ত্রী রীতিমতো সাধবী, অত্যন্ত প্রেমময়ী এবং তার সঙ্গে খুবই জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছে!

আনন্দে চোঁচিয়ে উঠল ফার্গুসন, প্রমাণ করুন মশায়, আজীবন দাসখত লিখে দেব আপনাকে।

প্রমাণ তো করবই-কিন্তু আপনাকে আহত করে ।

পরোয়া করি না । আমার স্ত্রী অপরাধিনী নন যদি প্রমাণ করতে পারেন-সব আঘাত সয়ে যাব ।

বেশ তাহলে শুনুন । বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে যখন রক্তপায়ী-পিশাচের কাহিনি বলেছিলেন, আমি একদম বিশ্বাস করিনি-ওসব গালগল্পেই মানায় । অথচ আপনি স্পষ্ট দেখেছিলেন বাচ্চার খাটের পাশ থেকে রক্তমাখা ঠোঁটে উঠে দাঁড়াচ্ছেন আপনার স্ত্রী ।

হ্যাঁ-হ্যাঁ-

ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত পান করা ছাড়াও অন্য কারণে রক্ত টেনে নেওয়া যায়-এ-ধারণাটা আপনার মাথায় এল না কেন বলতে পারেন? বিষ টেনে বার করার জন্যে ইংলিশ ইতিহাসের এক রানি ক্ষতমুখে মুখ দিয়ে রক্ত শুষে বার করেননি?

বিষ!

দক্ষিণ আমেরিকার জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে বাড়িময় । দেওয়ালে ঝোলানো অস্ত্রশস্ত্র দেখেই মন টেনেছিল ওই কারণেই । অন্য কোনো বিষও হতে পারত কিন্তু আমার সহজাত প্রবৃত্তি মন থেকে বলে উঠল-বিষ এসেছে ওদের মধ্যেরই কোনো একটা থেকে । পাখি মারা পুঁচকে ধনুকটার পাশে ছোট কিন্তু শূন্য তৃণটা দেখেই বুঝলাম-যা

ভেবেছি তাই । তির নেই । তার মানে কুরারিবা ঔই জাতীয় কোনো মারাত্মক শেকড়ের রসে তিরখানা ডুবিয়ে নিয়ে যদি বাচ্চাটাকে খোঁচা মারা হয়-সে-বিষ মাখ দিয়ে টেনে স্লেসস্লে বার করে না-দিলে প্রাণে বাঁচানো যাবে না কিছুতেই ।

তারপর ধরুন স্প্যানিয়েল কুকুরটার রাতারাতি রোগ হওয়াটা । আগে অবশ্য কুকুরের কথা মাথায় আসেনি-দেখামাত্র বুঝলাম ব্যাপারটা কী । তিরের খোঁচায় কাজ কীরকম হয় দেখার জন্যে মহড়া দেওয়া দরকার । কুত্তা বেচারার ঔপর সেই ংক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল । দেখা গেল বিষের ক্ষমতা মোটেই নষ্ট হয়নি ।

আপনার স্ত্রী স্বচক্ষে দেখেছেন আপনার বড়ো ছেলে তার ছোটো ভাইকে তির দিয়ে খুঁচিয়ে পালাচ্ছে মেরেছেন সেই কারণেই কাহাতক ংর সহ্য করা যায় । মুখ দিয়ে স্লেসস্লে বিষ টেনে বার করে দিয়েছেন, কিন্তু আপনাকে জ্যাকের কুকীর্তি বলেননি পাছে আপনার মন ভেঙে যায়-ভালোবাসা কতখানি গভীর হলে ংতখানি গোপনতা সম্ভব কল্পনা করতে পারেন?

জ্যাকি!

ংকটু ংগেই তো দেখলাম, ছোটো ছেলেকে আপনার ংদর করা দেখে নৃশংস ঘৃণা ংর পাশবিক হিংসা ফুটে ংঠেছে আপনার ংদরের বড়ো ছেলের চোখে-মুখে দেখলাম জানলার শার্সিতে জ্যাকের হিংসায় কালো ঘৃণায় নিষ্ঠুর মুখের প্রতিবিম্ব দেখে ংমি

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

অবাক হয়ে গেছি এ-রকম জিঘাংসা কোনোদিন কারো মুখে এভাবে ফুটে উঠতে কখনো আমি দেখিনি ।

জ্যাকি?

সহ্য করুন, মিস্টার ফার্গুসন, সহ্য আপনাকে করতেই হবে । ভালোবাসা বিকৃত চেহারা নিলে এই পথেই চলে । সে ভালোবাসে নিজের মায়ের স্মৃতিকে, ভালোবাসে আপনাকে সে জানে নিজের শরীরের দুর্বলতা কোথায়-ঠিক তার বিপরীত আপনার ছোটো ছেলে-ফুটফুটে সুন্দর যেন এক দেবশিশু-ঈর্ষার বিয়ে তাই অমানুষ হয়ে গেছে জ্যাকের মতো ছেলেও ।

গুড গড! এ যে বিশ্বাস করাও যায় না ।

ম্যাডাম, আমি কি মিথ্যে বলছি?

এতক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে কুঁপিয়ে কাঁদছিলেন ভদ্রমহিলা । এবারে মুখ ফেরালেন স্বামীর পানে ।

এ-কথা কি তোমাকে বলা যায়, বব? আমি চেয়েছিলাম-আমি নয়, আর কেউ তোমাকে সব বলুক, এই ভদ্রলোকের সেই ক্ষমতা আছে-অলৌকিক ক্ষমতা । চিরকুটে লিখে পাঠালেন-সব জানেন, সমস্ত ।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে হোমস বললে, আমার প্রেসক্রিপশন যদি শোনে তো জ্যাককে বছরখানেক সাগরে হাওয়া খাইয়ে আনুন। মিসেস ফার্গুসন, একটা ব্যাপার এখনও ধোঁয়াটে রয়ে গেল আমার কাছে। বাচ্চাটাকে এই দু-দিন ছেড়েছিলেন কোন সাহসে?

মিসেস ম্যাসন সব জানে আমি বলেছি।

ঠিক, ঠিক। আমিও তাই আঁচ করেছিলাম।

ফার্গুসন দু-হাত বাড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে ফিসফিস করে হোমস বললে, ওহে ওয়াটসন, চলো এবার পালাই। ডোলোরেসের এক হাত তুমি ধরো, আর একটা হাত আমি ধরছি। তিনজনে বাইরে আসতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে, বাকিটা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নিক।

যে-চিঠি পাওয়ার পর কেসের সূত্রপাত, হোমস তার জবাব দিল এইভাবে :

বেকার স্ট্রিট

২১ নভেম্বর

বিষয় : ভ্যাম্পায়ার

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

মহাশয়,

আপনার ১৯ তারিখের চিঠির জবাবে জানাচ্ছি, আপনাদের মক্কেল মিসিং লেনের চায়ের দালাল ফার্গুসন অ্যান্ড মুরহেডের মিস্টার রবার্ট ফার্গুসনের সমস্যার ংকটা সন্তোষজনক সমাধান আমি করেছি। আপনার সুপারিশের জন্য ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত
শার্লক হোমস

—

টীকা

রক্তচোষা বউয়ের রক্তজমানো কাহিনি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সাসেক্স ভ্যামপায়ার ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ংবং ংমেরিকার হাস্টস ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের জানুয়ারি ১৯২৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

হা-হা হাসির কাছাকাছি : হোমসকে কিন্তু ংনেক সময়ে উচ্চস্বরে হেসে উঠতে দেখা গিয়েছে।

দু বেস-বুফ ঔফ শার্লফ হোমস । ঔআর্থার বোনাগ ডফল । শার্লফ হোমস

ওল্ডজুরি : লন্ডনের ওল্ড জিউইস স্ট্রিটে ইহুদি শরণার্থীরা ঘাঁটি গেড়েছিল দ্বাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে। খুদে টাকা খাটানো ছিল এদের ব্যবসা, কারণ তাদের অন্য ব্যবসা করবার অনুমতি দেওয়া হত না।

কলকবজা নিয়ে কারবার করি : যে আইন ব্যবসায়ী সংস্থা কলকবজা নিয়ে কারবার করে, একজন চায়ের দালালের পক্ষে তাদের মক্কেল হওয়া বেশ অস্বাভাবিক।

জাহাজের নাম : একজন গবেষক, রিচার্ড ডবলু ক্লার্ক, জানিয়েছেন সাংহাইয়ের ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং কোম্পানির মাটিলডা ব্রিগস নামে একটি জাহাজ ছিল।

সুমাত্রার দানর ইঁদূর : বৈজ্ঞানিক নাম সানডামিস ইনফ্রালুটিউস। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ইঁদুরের ওজন বাইশ পাউন্ড এবং লেজসহ দৈর্ঘ্য চব্বিশ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

ট্রানসিলভানিয়া : ভিক্টোরীয়-যুগে মধ্য রোমানিয়ার ট্রানসিলভানিয়া ছিল হাঙ্গেরির দখলভুক্ত। ব্রাখ স্টোকারের বিখ্যাত গল্প ড্রাকুলা-র পটভূমি হল এই অঞ্চল। কাহিনি অনুসারে এখানেই ছিল রক্তচোষা কাউন্ট ড্রাকুলা-র দুর্গ প্রাসাদ। এই অঞ্চলে বাস্তবেও একটি প্রাসাদ আছে যার নাম ড্রাকুলাস ক্যাসল। তবে ওই ক্যাসলের কাউন্ট ড্রাকুলা বাস্তবে ছিলেন উদার এবং উপকারী মানুষ।

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔষধ শাৰ্লক হোমস । ঔষধাৰ ব্ৰহ্মান ডয়ল । শাৰ্লক হোমস

নাইট্ৰেট আমদানি করার সময়ে : একজন চায়ের দালাল হঠাৎ পেরু থেকে নাইট্ৰেট আমদানি করতে গেল কী কারণে?

ব্ল্যাকহিডে : ব্ল্যাকহিডের রাগবি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৮ সালে।

রিচমন্ডের : রিচমন্ডের রাগবি ক্লাব সংগঠিত হয় ১৮৬১-তে। ১৮৭১-এ এই দুই ক্লাব অন্য আরও কয়েকটি ক্লাব মিলে রাগবি ফুটবল ইউনিয়ন গঠন করে।

ওল্ড ভিয়ার পার্ক : রিচমন্ডের কাছাকাছি রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন লাগোয়া ওল্ড ভিয়ার পার্কের দশ একর জমি রিচমন্ড ক্রিকেট ক্লাবকে লিজ দেওয়া হয় ১৮৬৫ সালে। পরের বছর ক্রিকেট ক্লাব ওই জমি রিচমন্ড ফুটবল ক্লাবকে ব্যবহার করতে দেয় শীতকালে রাগবি খেলবার জন্য।

ক্যুরারি : নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ থেকে লব্ধ এক ধরনের বিষ। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে শিকার করতে বা যুদ্ধের সময়ে শত্রুর ওপর তিরের বা বর্শার ফলায় মাখিয়ে এই বিষ ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

কুকুরটার রাতারাতি রোগ হওয়াটা : ক্যুরারি বা কিউরারির প্রথম অভিঘাত লক্ষিত হয় রোগীর মুখের পেশিতে। কুকুরটার তা হয়নি। বিয়ের আক্রমণে কুকুরটির মুখ, ঘাড় বা পায়ে কোনো অস্বাভাবিকত্ব দেখা যাওয়ার কথা। কিংবা কুকুরটির মরে যাওয়ার কথা।

সাদাটে সৈন্য সাংঘাতিক সংবট

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্লাঞ্চড সোলজার]

বন্ধুর ওয়াটসনের মাথাটি খুব উর্বর নয়-আইডিয়া বেরোয় কদাচিৎ-কিন্তু যখন বেরোয়। তখন তার পেছনে লেগে থাকে ছিনেজোঁকের মতো। অনেকদিন ধরেই ও আমাকে খেয়ে ফেলছে আমাকে দিয়েই আমার একখানা অ্যাডভেঞ্চার লেখানোর জন্যে। মতলবটা সম্ভবত আমিই জুগিয়েছি ওর মাথায়। ওর লেখা নিয়ে কম সমালোচনা তো করিনি। বরাবর বলেছি, লোকরঞ্জনের দিকে না-ঝুঁকে ঘটনার দিকে নজর দাও। ও খেপে গিয়ে বলত, নিজে চেষ্টা করলেই পার। কলম হাতে নিয়ে বুঝছি, লেখাটা পাঠকের মনোরঞ্জন করার মতো করেই লেখা দরকার। আমার বুলিতে জমানো সবচেয়ে অদ্ভুত কেসগুলোর একটা বেছে নিয়েছি। ওয়াটসন, আমার জীবনীকার, কিন্তু এ-কেসের বৃত্তান্ত জানে না। ওয়াটসনের নিজস্ব কতকগুলো অত্যাশ্চর্য গুণ আছে। আমাকে নিয়ে রং চড়িয়ে গল্প লিখতে গিয়ে নিজের গুণটা বিনয় সহকারে এড়িয়ে গেছে। স্যাঙাত যদি আপনার মতলব আগে থেকেই আঁচ করে ফেলে তাকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দিয়ে চমকানো যায় না। কিন্তু যে তা পারে না, প্রতি মুহূর্তে সে চমকে চমকে ওঠে। ওয়াটসন ছিল তাই। ভবিষ্যতের খবর সে আঁচ করতে পারত না বলেই সঙ্গী হিসেবে সে আদর্শ-তার লেখার মধ্যেও এই চমকটা ফুটে উঠত এই লাইনে।

ওয়াটসন যে সময়ে স্বার্থপরের মতো বউ নিয়ে ঘরসংসার করবে বলে আমাকে একলা ফেলে গিয়েছিল, এ-কাহিনি তখনকার। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। বুয়র যুদ্ধ

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰণান ডফল । শাৰ্লক হোমস

তখন সৰে শেষ হয়েছো। আমাৰ ঘৰে পায়ের ধুলো দিলেন রোদেপোড়া তাজা চেহাৰাৰ
বিতাটকায এক ইংরেজ । নাম তাৰ জেমস এম ডড ।

জানলাৰ দিকে পিঠ দিয়ে বসে মক্কেলকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে খুঁটিয়ে পৰ্যবেক্ষণ করা
আমাৰ চিৰকালের অভ্যেস । মিস্টাৰ ডডকেও বসালাম সেই চেয়ারে । উনি কিন্তু কথা শুরু
করবেন কী করে ভেবে না-পেয়ে মহা ধাঁধায় পড়লেন । আমিও কথা ধরিয়ে না-দিয়ে
সেই ফাঁকে ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে দু-একটা পিলে চমকানো খবর
শুনিয়ে দেব ঠিক করলাম । আমি দেখেছি, এতে কাজ হয় ভালো ।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছেন দেখছি?

চমকে উঠে ডড বললেন, আঙো হ্যাঁ ।

রাজকীয় অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক?

এক্কেবারে ঠিক ।

মিডলসেক্স বাহিনী ।

ঠিক, ঠিক । মিস্টাৰ হোমস কি গণৎকার!

দু ব্ৰহ্ম-বুৰ্গ ঔফ শাৰ্লফ হোমস । ঔআৰ্থাৰ ব্ৰণান ডফল । শাৰ্লফ হোমস

ভদ্রলোকের ভাবাচ্যাকা ভাব দেখে মুচকি হেসে বললাম, রোদেপোড়া মুখ দেখলেই বোঝা যায় এ-রোদ ইংলন্ডের রোদ নয়-বিশেষ করে রুমাল পকেটে না-রেখে হাতায় গুঁজে রাখলে পরিষ্কার বোঝা যায় আগমন হচ্ছে কোথেকে। খাটো দাড়ি দেখেই বুঝেছি আপনি বারোমেসে সেপাই নন-স্বেচ্ছাসেবক। চেহারার ধার দেখেই বোঝা যায় ঘোড়ায় চড়েন। মিডলসেক্স বাহিনীতে নাম লিখিয়েছেন বুঝলাম আপনার কার্ড থেকে-গ্রুগমর্টন স্ট্রিটের শেয়ারের দালাল আপনি। আরও বাহিনীতে যোগ দেওয়ার মতলব আছে দেখছি?

সবই দেখেন দেখছি।

আপনাকে ছাড়া কিছুই আর দেখিনি। চোখ মেলে সব কিছু দেখবার ট্রেনিং এই চোখ জোড়াকে দিয়েছি। যাকগে সে-কথা, পর্যবেক্ষণ-বিজ্ঞান নিয়ে গল্প করার জন্যে নিশ্চয় সাতসকালে আসেননি। ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে কী ঝামেলায় পড়েছেন বলুন।

মিস্টার হোমস-।

আরে মশাই, অমন আঁতকে উঠছেন কেন? এর মধ্যে রহস্য একদম নেই। আপনার চিঠিতে শিরোনাম দিয়েছিলেন ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্ক। দেখাও করতে চেয়েছিলেন খুব তাড়াতাড়ি-ঝামেলায় না-পড়লে এত ধড়ফড় কেউ করে?

তা ঠিক, তা ঠিক। চিঠিখানা লিখেছিলাম বিকেলে। তারপর জল অনেক গড়িয়েছে। কর্নেল এমসওয়ার্থ আমাকে লাথিয়ে বার করে না-দিলে—

লাথিয়ে বার করে দিয়েছেন?

প্রায় তাই। বড়ো দুঁদে লোক মশাই এই এমসওয়ার্থ। কর্নেল যখন ছিলেন, তখনও যা, এখনও তাই। কথাবার্তাও চোয়াড়ে। শুধু গডফ্রে'র খাতিরেই ভদ্রলোকের সামনে গিয়েছিলাম।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে হেলান দিয়ে বসলাম চেয়ারে। বললাম, খুলে বলুন।

দুষ্টামির হাসি হেসে মক্কেল বললেন, ভেবেছিলাম আপনাকে কিছু খুলে বলতে হয় না—সব বুঝে নেন। যাই হোক, যা-যা ঘটেছে, সব বলছি। সারারাত ভেবেও কূল-কিনারা পাইনি—দেখি আপনি পান কি না।

দু-বছর আগে আমি বাহিনীতে নাম লেখাই। সেই বছরেই একটা স্কোয়াড্রনে নাম লেখায় কর্নেলের ছেলে গডফ্রে এমসওয়ার্থ। বাপকা বেটা লড়াই ওর রক্তেও ছিল। দারুণ বন্ধুত্ব জমে গেল দুজনের মধ্যে। তারপর প্রিটোরিয়ার বাইরে ডায়মন্ড হিলের কাছে হাতিমারা বুলেটের চোট পেল গডফ্রে। কেপটাউনের হাসপাতাল থেকে একবার একটা চিঠি পেলাম—আর একটা পেলাম সাদাম্পটন থেকে। তারপর ছ-মাস কেটে গেছে মিস্টার হোমস আর কোনো চিঠি পাইনি।

যুদ্ধ শেষ হলে পর গডফ্রেব বাবাকে একটা চিঠি লিখে ওর খবর জানতে চাইলাম। জবাব পেলাম না। আবার একখানা চিঠি ছাড়তেই কাঠখোটা ভাষায় আমাকে জানানো হল গডফ্রেব বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছে জাহাজে চেপে ফিরতে সেই এক বছর।

জবাব মনে ধরল না আমার। গডফ্রেব মতো ছেলে দোস্তের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে ভাবাও যায় না। আমি জানতাম উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু টাকা পেয়েছে গডফ্রেব। এও জানতাম যে বাপের সঙ্গে তার সম্পর্কটা খুব মধুর নয়। বাপের জোর জুলুম সহিতে সহিতে হাড় কালি হয়ে গিয়েছে গডফ্রেব। তাই বাপের জবাব মনে ধরল না আমার। ঠিক করলাম শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়ব। কিন্তু নিজের কাজে এত জড়িয়ে পড়েছিলাম যে সময় করে উঠতে পারিনি অ্যাডিন। দিন সাতেক হল গডফ্রেব কেস নিয়ে পুরোদমে মাথা ঘামাচ্ছি-এসপার কি ওসপার করে ছাড়ব।

জেমস ডডের শক্ত চোয়াল আর কঠোর চাউনি দেখে বুঝলাম এ-লোক শত্রু না হয়ে বন্ধু হলেই মঙ্গল।

কী করলেন, তাই বলুন।

প্রথমেই ঠিক করলাম বেডফোর্ডের কাছে ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে নিজেই যাব। দেখব ব্যাপারটা কী। চিঠি লিখলাম গডফ্রেব মাকে-রগচটা গোমড়ামুখো বাপকে এড়িয়ে যাওয়া মনস্থ করলাম। সোজাসুজি লিখলাম গডফ্রেব আমার প্রাণের বন্ধু। তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলার আছে আমার। তাই আমি আসতে চাই ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে। ভারি মিষ্টি

জবাব দিলেন গডফ্ৰেৰ মা । ৰাতটা বাড়িতে কাটিয়ে যেতে নেমন্তন্ন করলেন । তাই গত সোমবার গেলাম সেখানে ।

ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে যেদিক দিয়েই যান না কেন, পাঁচ মাইল হাঁটতেই হবে । স্টেশন থেকে সুটকেস নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন পৌঁছোলাম, তখন সন্ধে হয়ে গেছে । বাড়িটা দেখলাম পেছায়-মস্ত পার্কের মাঝখানে পুরোনো আমলের হাজার রহস্যে ঘেরা ছায়াময় থমথমে ইমারত । এলিজাবেথ-আমলের ভিত, ভিক্টোরিয়া-আমলের গাড়িবারান্দা । পর্দা, তৈলচিত্র, কাঠের প্যানেল সব কিছুই কালের মহিমায় জীর্ণ, বিবর্ণ এবং হতশ্রী । খাস চাকরের নাম ৰালফ-বয়সটা বাড়ির বয়সের সমান বলেই মনে হল । তার বউয়ের বয়স যেন আরও বেশি । গডফ্ৰেৰ ধাইমা সে । মায়ের মতোই ভালোবাসত গডফ্ৰে । ভালো লাগল আমারও । ভালো লাগল গডফ্ৰেৰ মাকেও- ছোটোখাটো সাদা মহিলা-খলবলে ইঁদুরের মতোই চটপটে । পছন্দ হল না কেবল খোদ কর্নেলকে ।

প্রথমেই এমন একচোট কস্তাকস্তি হয়ে গেল যে ইচ্ছে হল তৎক্ষণাৎ রওনা হই স্টেশন অভিমুখে । তারপর ভেবে দেখলাম বুড়ো কর্নেলেরও মতলব হয়তো তাই । ঘটনাটা ঘটল এইভাবে ।

কর্নেলের ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া পর দেখলাম রাজ্যের জিনিস ছড়ানো টেবিলের একপ্রান্তে বসে আমার দিকে জ্বলন্ত ধূসর চোখে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক । পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা, গালে দাড়ির জঙ্গল, বিরাট আকৃতি, চামড়া ধোঁয়াটে রঙের, লাল ধমনী ওঠা নাকটা বেরিয়ে গেছে শকুনির ঠোঁটের মতো, ভুরু দুটো ঝোঁপের মতো নেমে

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

আছে জ্বলন্ত চোখজোড়ার ওপর । এক নজরেই বুঝলাম বাপ সম্পর্কে কেন ওই ধরনের
টীকাটিপ্পনী ছাড়ত গডফ্রে ছোকরা ।

উখোঘসা গলায় বললেন, বাড়ি বয়ে আসার আসল কারণটা জানতে পারি?

আমি তখন বললাম, চিঠিতে ওঁর স্ত্রীকে কী লিখেছি । উনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন সত্যিই
আফ্রিকায় থাকার সময়ে আমার সঙ্গে গডফ্রে বন্ধুত্ব ছিল কি না । গডফ্রে লেখা চিঠি
বাড়িয়ে দিলাম । উনি পড়ে ফেরত দিয়ে বললেন, তা তো হল, এখন কী চাই?

গডফ্রে এখন কোথায় জানতে চাই?

আপনাকে আগেই একখানা চিঠিতে তা জানানো হয়েছে । জাহাজে করে পৃথিবী দেখতে
বেরিয়েছে । যুদ্ধ থেকে ফিরে ওর এখন বিশ্রাম দরকার । সবাইকে তাই বলে দেবেন ।

কোন জাহাজ দেশ বেড়াতে বেরিয়েছে, দয়া করে বলুন । চিঠি লিখব ।

কর্নেল যেন হকচকিয়ে গেলেন আমার এই প্রশ্নে । কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থাকার
পর যখন মুখ তুললেন, দেখলাম মুখ থমথম করছে । দাবা খেলায় যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর
সামনাসামনি কোণঠাসা চালের পালটা চাল যেন ভেবে পেয়েছেন, এমনি সুরে বললেন,
আপনার ছিনেজোঁকের মতো কথাবার্তা কিন্তু সহের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ।

সেটা ংপনার ছেলের প্রতি ংমার ভালোবাসার জন্যে ।

প্রত্যেক ফ্যামিলির গোপন কথা থাকে বাইরের লোককে তা বলা যায় না । গডফ্রের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনোরকম খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করবেন না । ংমার স্ত্রীর সঙ্গে কেবল তার অতীত নিয়েই ংলোচনা করবেন-তার বেশি নয় ।

মিস্টার হোমস, ংরপর ংর কথা জমল না । খেতে বসেও মুখ গোঁজ করে রইলাম তিনজনে । কর্তা-গিন্নিও হাওয়া স্বাভাবিক করতে পারলেন না । খাওয়া শেষ হতেই ংছিলা করে উঠে গেলাম ংমার ংকতলার ঘরে । বাইরে চাঁদ উঠেছে । জানলা খুলে দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে হাতের কাছে ল্যাম্প জ্বলে বসলাম ফায়ার প্লেসের পাশে । ংমন সময়ে ংল বুড়ো চাকর রালফ । কথায় কথায় বললে, তার স্ত্রী গডফ্রেকে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করেছে । সেইদিক দিয়ে গডফ্রের ধর্ম-বাপ বলা যায় তাকে । গডফ্রের কথা উঠতেই ংমি তার সাহসের প্রশংসা করলাম । উচ্ছ্বসিত হয়ে রালফ সায় দিলে । ছেলেবেলায় পার্কের হেন গাছ নেই যাতে সে না-উঠেছে । দারুণ ডাকাবুকো ছেলেবেলা থেকেই ।

বলল, বড়ো ভালো ছেলে ছিল । কিছুতেই গাছে চড়া ংটকাতে পারতাম না । বড়ো হয়েও ংমন চমৎকার মানুষ ংর ছিল না ।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বুড়োর কাঁধ খামচে ধরে বললাম, তার মানে? ছিল কেন বলছ? মরে গেলে তো বলে ছিল । কী হয়েছে গডফ্রের? বেঁচে ংছে তো?

আমার চাউনির সামনে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল রালফ। তারপর এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, মরলেই বরং ভালো ছিল।

মিস্টার হোমস, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল এই কথা শুনে। এসে বসলাম চেয়ারে। মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগলাম কী বলতে চেয়েছে বুড়ো রালফ। মানে একটাই দাঁড়ায়। নিশ্চয় কোনো গর্হিত কাজ করে ফেলেছে গডফ্রে। ওর বাপ তাই ওকে লুকিয়ে রেখেছে ফ্যামিলির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। ঘাড় হেঁট করে এইসব ভাবতে ভাবতে মাথা তুলে দেখলাম, খোলা জানলার ঈষৎ সরানো পর্দার ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গডফ্রে এমসওয়ার্থ।

মিস্টার হোমস, সে-মুখের বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। জানলাটা মেঝে পর্যন্ত। পর্দার ফাঁকে গডফ্রে'র পুরো দেহটাই দেখা যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আমার চোখ আটকে রইল কেবল মুখখানার ওপর। সাদাটে, ফ্যাকাশে, ভ্যাটভেটে, বীভৎস। চোখ তো নয় যেন মড়া তাকিয়ে আছে। শুনেছি ভূতদের মুখ এমনি মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়। কিন্তু গডফ্রে'র সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখজোড়ার মধ্যে প্রাণের সাড়া পেলাম। আমি দেখে ফেলেছি দেখেই পরমুহূর্তেই ছিটকে সরে গেল গডফ্রে।

ভয়ের চোটে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কোনো মানুষের মুখ এমন বিকট সাদা ভ্যাটভেটে ফ্যাকাশে হয় না। পালিয়ে যাওয়াটা কেমন যেন চোরের মতো, মহা অপরাধীর

মতো আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। অথচ গডফ্রে'র ভেতরে লুকোছাপা কোনোকালেই ছিল না। চিরকালই খোলামেলা, পষ্টাপষ্ট চরিত্রের মানুষ সে। কিন্তু হাজার যোক আমি বুয়র যুদ্ধ লড়ে এসেছি, ভয়ে বসে থাকার পাত্র নই। তাই সঙ্গেসঙ্গে লাফিয়ে উঠে ছুটলাম দরজার দিকে। বেয়াড়া ছিটকিনি খুলতেই গেল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বাগানে ধেয়ে গিয়ে গডফ্রেকে আর দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু যদিকে ছিটকে গিয়েছিল, সেইদিকের পথে গাছপাতা নড়া দেখে মনে হল নিশ্চয়ই ও দৌড়োচ্ছে সেইদিকে। আমিও ছুটলাম। নাম ধরে ডাকলাম, এক জায়গায় রাস্তাটা অনেক ভাগ হয়ে গেছে। কোনদিকে যাব ভেবে না-পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি, এমন সময়ে স্পষ্ট শুনতে পেলাম সামনের দিকে দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। পেছনে নয়-যে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে এসেছি, সে-বাড়ি থেকে নয়-সামনের দিকে। আর কোনো সন্দেহ রইল না। গডফ্রেই আমাকে দেখে পালিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। যেন বাগান দেখতে বেরিয়েছি এমনভাবে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম। অনেকগুলো আউটহাউস চোখে পড়ল। একটা বেশ বড়। মালি-টালির বাড়ি হতে পারে। বাড়িটার সামনে আসতেই কালো কোট আর টুপি পরা, দাড়িওলা ছোটোখাটো চেহারার চটপটে এক ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে চাবি রাখলেন পকেটে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই অবাক হয়ে গেলেন।

আপনি কে?

আমি বললাম আমি কে । গডফের বন্ধু । কিন্তু সে যে দেশ বেড়াতে বেরিয়ে যাবে কে জানত ।

শুনে কেমন যেন চোরা গলায় বললেন ভদ্রলোক, তা ঠিক, তা ঠিক, বড়ো অসময়ে এসে পড়েছেন ।

বলতে বলতে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু আড়চোখে লক্ষ করলাম ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছেন আমি কী করছি । আমি তাই বাড়ি ফিরে এলাম । রাত গভীর হতেই চুপিসারে গেলাম আউটহাউসটায় । সব জানলায় পর্দা টানা, খড়খড়ি নামানো । বাড়ি বলেই মনে হয় । কিন্তু একটা জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে । কপাল ভালো আমার । জানলার খড়খড়িটা একটু ভাঙা ছিল, পর্দাও একটু ফাঁক ছিল । সে-ফাঁকে চোখ রাখতেই দেখতে পেলাম ঘরের মধ্যে ল্যাম্প জ্বলছে, ফায়ার প্লেসে আগুন লকলক করছে । কালো কোট পরা দাড়িওলা সেই লোকটা জানলার দিকে ফিরে কাগজ পড়ছেন ।

এই পর্যন্ত শুনেই প্রশ্ন করলাম, কী কাগজ?

বাধা পেয়ে বিরক্ত কণ্ঠে ডড বললেন, তা জেনে কি দরকার আছে?

খুবই দরকার আছে ।

অত দেখিনি ।

সাইজ কী? দৈনিক কাগজের মতো বড়ো? না, সাপ্তাহিকের মতো ছোটো?

খুব ংকটা বড়ো নয় । স্পেকটের কাগজ হলেও হতে পারে । তখন অত ভাববার সময় বা মনের অবস্থা ংমার ছিল না । জানলার দিকে পিঠ করে সে বসে ংছে, তার মুখ দেখতে না-পেলেও পিঠের গোলভাব দেখেই বুঝলাম গডফ্রে । বিষণ্ণভাবে চেয়ে ংছে ংগুনের চুল্লির দিকে । কী করব ভাবছি । ংমন সময়ে থাবড়া পড়ল কাঁধে ।

ফিরে দেখি, কর্নেল ংমসওয়ার্থ । চাপা গলায় ফাঁস করে খালি বললেন, ংদিকে ংসুন ।

ংলাম পেছন পেছন-ংক্কেবারে ংমার শোবার ঘরে । হল ঘর থেকে ংকটা টাইমটেবিল নিয়ে ংসেছিলেন কর্নেল । বাড়িয়ে দিয়ে বললেন রাগ থমথমে গলায়, সকাল সাড়ে ংটটায় লন্ডনের ট্রেন-ংটটায় গাড়ি ংসবে ংপনাকে নিতে ।

ংমি তখন ংমন ংপ্রস্তুত হয়ে গেছি যে তোতলাতে তোতলাতে গডফ্রে প্রসঙ্গ ংথাপন করতে যেতেই ংনি ফাঁস করে বলে বসলেন, খবরদার । ং নিয়ে ংর কোনো কথা নয় । ফ্যামিলির গোপন ব্যাপারে নাক গলিয়েছেন ংপনি । ংপনাকে থাকতে দিয়েছিলাম ংতিথি হিসেবে-কিন্তু ংপনার কাজকর্ম স্পাইয়ের মতো । ংর কোনোদিন যেন ংপনার মুখ ংমাকে দেখতে হয় ।

ঐ ঔনেই ব্রক্ষতালু পর্যন্ত জ্বলে ঔঠল প্রচণ্ড রাগে। চিৎকার করে বললাম, আমি আপনার ছেলেকে দেখেছি। তাকে আটকে রাখা হয়েছে। কেন রেখেছেন, তা আপনিই জানেন। কিন্তু তার স্বাধীনতা কেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা না-জানা পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ব না, কর্নেল এমসওয়ার্থ। ঐ-রহস্যের তলা পর্যন্ত দেখে ছাড়ব-ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে আমাকে আটকাতে পারবেন না।

বুড়োর মুখ দেখে মনে হল ঐবার আমাকে মেরে বসবেন। ঐগেই বলেছি, চেহারার দিক দিয়ে কর্নেলকে ছোটোখাটো দৈত্য বললেই চলে। আমিও কম যাই না। টক্কর লাগলে ঐকাই লড়ে যেতাম। ঔনি কিন্তু কটমট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঐঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমিও যথাসময়ে গাড়ি আসতেই স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে সোজা চলে ঐলাম আপনার কাছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম ঐগেই।

জেমস ডডের কাহিনি ঔনে পাঠক পাঠিকারাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন সমস্যা সমাধান বেশ দুরূহ। কেসটা কিন্তু বিলক্ষণ ইন্টারেস্টিং।

প্রশ্ন করলাম, বাড়িতে চাকরবাকর ক-জন?

যদূর দেখেছি বুড়ো রালফ আর তার বউ।

আউটহাউসে চাকর নেই?

দু বেস-বুফ ঔথ শার্লফ হোমস । ঔথার বোনার ডফল । শার্লফ হোমস

কালো কোট পরা লোকটাকে কিন্তু চাকর বলে মনে হয়নি-উঁচু জাতের মানুষ বলেই মনে হয়েছে ।

খুবই প্রণিধানযোগ্য পয়েন্ট । আউটহাউসে খাবার নিয়ে যাওয়া হয় কি না দেখেছেন?

বললেন বলে মনে পড়ছে । রালফকে বুড়ি হাতে ওদিকেই যেতে দেখেছি । তখন অবশ্য মনে হয়নি খাবার নিয়ে যাচ্ছে ।

পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন?

নিয়েছি । স্টেশন মাস্টার আর গাঁয়ের মোড়লকে জিজ্ঞেস করেছি । দুজনেই বলেছে, গডফ্রে যুদ্ধ থেকে ফিরেই পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে ।

আপনার সন্দেহের কথা কাউকে বলেননি?

একদম না ।

ভালো করেছেন । আপনাকে নিয়ে ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে যাব ভাবছি ।

আজ?

দু ব্রেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার ব্রেনান ডফল । শার্লক হোমস

হাতে তখন কাজ ছিল। ডিউক অফ গ্রেমিস্টার আর তুর্কির সুলতান দুটি কেস দিয়েছিলেন হাতে। তাই জেমস ডকে নিয়ে রওনা হলাম দিন সাতেক পরে। স্টেশনে পৌঁছে গম্ভীর বদন কঠোর চেহারার এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে ডকে বললাম, ইনি আমার পুরোনো বন্ধু, সঙ্গে থাকবেন-দরকার আছে। এর বেশি একটা কথাও আর বললাম না। ওয়াটসন আমার স্বভাব আর তদন্ত পদ্ধতির কথা আপনাদের জানিয়েছে। দরকারের বেশি একটা কথাও তদন্তকালে আমি বলি না-প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করি না। জেমস ড একটু অবাক হলেন-কিন্তু কৌতূহল দেখালেন না। ট্রেনে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোককে।

গডফ্রেকে জানলায় দেখে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন তো? একই লোক?

এক্কেবারে। শার্লক কাকে চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। ল্যাম্পের আলো মুখে পড়েছিল।

আর কেউ নয়? একরকম দেখতে কেউ?

না।

আপনিই তো বললেন তার সবটাই গডফ্রে মতো নয়?

রংটাই কেবল আলাদা। মাছের তলপেটের মতো ভাটভেটে সাদা মুখ। সব রং নিংড়ে বার করে নেওয়া মুখ।

মুখের আগাগোড়াই কি এমনি সাদাতে?

মনে হয় না। কপালটা কাচে ঠেকে ছিল বলেই স্পষ্ট দেখেছিলাম।

ডেকেছিলেন তখন?

আঁতকে উঠে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম-ডাকবার কথা মনে ছিল না। পরে পেছন পেছন গিয়ে ডেকেছিলাম।

সমাধান পেয়ে গেলাম। রহস্য আর কিছুই নেই। এখন শুধু একটা ঘটনা ঘটানো দরকার উপসংহার টানার জন্যে। ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে পৌঁছোলাম গাড়ি ভাড়া করে। গম্ভীর বদন বন্ধুটিকে গাড়িতে বসিয়ে জেমস ডডকে নিয়ে গেলাম পেব্লেয়া বাড়ির সদর দরজায়। দরজা খুলে দিল রালফ-হাতে চামড়ার দস্তানা। আমাদের দেখেই ঝটিতি হল ঘরের টেবিলে দস্তানা খুলে রেখে আমাদের কার্ড নিয়ে গেল কর্নেলের কাছে। সেই ফাঁকে আমি একটা ছোট সন্দেহ ভঞ্জন। করলাম। অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে আসছিল নাকে। ওয়াটসনের লেখনীর দৌলতে পাঠকপাঠিকারা নিশ্চয় জেনে গেছেন আমার গন্ধেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর। গন্ধটা আসছিল হল ঘরের মাঝখান থেকে। টেবিলের ওপর টুপি রেখে তুলে নেওয়ার অছিলায় মাথা হেঁট করে নাকটা নিয়ে এলাম চামড়ার দস্তানা জোড়ার কাছে। গন্ধটা আসছে দস্তানা থেকেই। যেটুকু বাকি ছিল সমাধানকে জোরদার করতে, তাও পেয়ে গেলাম ওই গন্ধের মধ্যে থেকে। ওয়াটসন হলে রহস্য শৃঙ্খলের এই বিশেষ

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনাড ড়েল । শার্লক হোমস

ঔস্থিটুকু না-জেনেই রহস্যকে রুদ্ধশ্বাসী করে ঔপস্থাপিত করত । ঔমাকে করতে হবে জেনেশুনেও তার কথা চেপে রেখে ।

কর্নেল ঔঁর ঘরে ছিলেন না । কার্ড পেয়ে ঔলেন দুমদাম করে । প্যাসেজে শুনলাম তার রাগী পায়ের ঔওয়াজ । পরক্ষণেই ঘরে ঢুকে গাঁক গাঁক করে বললেন, ফের ঔসেছেন? বললাম না ঔপনার মুখ দেখতে চাই না? তারপর ফিরলেন ঔমার দিকে, ঔপনার সুনাম ঔমি শুনেছি । ক্ষমতা দেখাতে হয় ঔন্য জায়গায় দেখান, ঔখানে নয় ।

গোঁয়ার গলায় জেমস ডড বললেন, গডফ্রে ঔগে নিজে বলুক তাকে জোর করে ঔটকে রাখা হয়নি-তাহলেই যাব—নইলে নয় ।

ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজিয়ে হাঁক দিলেন কর্নেল, রালফ! পুলিশকে টেলিফোন করো, দুজন কনস্টেবল পাঠাতে বলো । বাড়িতে চোর ঢুকেছে ।

ঔমি বললাম ডডকে, কর্নেল ঔিকই বলেছেন । ঔঁর বাড়িতে ঔঁর ইচ্ছে না হলে ঔমরা থাকতে পারি না । কিন্তু ঔমি যদি কর্নেলের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কথা বলার সুযোগ পাই, তাহলে ব্যাপারটা সরল করে তুলতে পারব ।

কোনো কথা নয় । রালফ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? যাও, ফোন করে থানায় ।

দরজা আটকে দাঁড়িয়ে বললাম, সেটি হচ্ছে না। পুলিশ এলে আপনি যা ঢাকতে চাইছেন, তা ফাঁস হয়ে যাবে। বলতে বলতে পকেট থেকে নোটবই বার করে একতাড়া ছেড়া কাগজে একটা কথা লিখে এগিয়ে দিলাম কর্নেলের দিকে আমি এসেছি এইজন্যেই।

ফ্যালফ্যাল করে কাগজটার দিকে চেয়ে রইলেন কর্নেল। বিস্ময় ছাড়া সব অভিব্যক্তিই মুছে গেল মুখ থেকে।

ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, আপনি জানলেন কী করে?

জানাটাই আমার কাজ, আমার ব্যবসা।

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে দাড়ি নিয়ে টানাটানি করে যেন হাল ছেড়ে দিলেন কর্নেল।

বললেন, ঠিক আছে, গডফ্রেকে দেখলেই যদি প্রাণ ঠান্ডা হয় তো তাই হোক। আপনারাই জোর করলেন আমার আর দোষ রইল না। রালফ, মিস্টার গডফ্রে আর মিস্টার কেন্টকে বলো পাঁচ মিনিট পর সবাই আসছি।

পাঁচ মিনিট ফুরোতেই রওনা হলাম রহস্যময় সেই আউটহাউস অভিমুখে। দাড়িওলা খর্বকায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়। সবিস্ময়ে বললেন, কর্নেল এমসওয়ার্থ, করছেন কী! প্ল্যান যে ভণ্ডুল হয়ে যাবে!

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰহ্মান ডফল । শাৰ্লক হোমস

আমি নিৰুপায় মিস্টাৰ কেন্ৰ । চাপেৰ কাছে নতি স্বীকাৰ কৰা ছাড়া পথ আৰ নেই ।
গডফ্ৰে তৈৰি?

হ্যাঁ ।

সদলবলে ঢুকলাম ভেতৰেৰ ঘৰে । আসবাবপত্ৰ মামুলি । ঘৰেৰ ঠিক মাঝখানে ফায়ার
প্লেসেৰ দিকে পিঠ ফিৰিয়ে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি । দেখেই দু-হাত বাড়িয়ে দৌড়ে গেলেন
জেমস ডড গডফ্ৰে! গডফ্ৰে!

হাত তুলে কাছে আসতে নিৰস্ত কৰল গডফ্ৰে ।

বলল, আমাকে ছুঁয়ো না । তফাত থাকো । হ্যাঁ, ফ্যালফ্যাল কৰে শুধু দেখো! বি
স্কোয়াড্ৰনেৰ সেই স্মাৰ্ট লান্স কৰ্পোৰাল এমসওয়ার্থ আৰ আমি নই, ঠিক কিনা?

সত্যিই সে-চেহাৰা অস্বাভাবিক । একককালে দেখতে নিশ্চয় ভালো ছিল, কিন্তু আফ্ৰিকাৰ
ৰোদে পোড়া বাদামি চামড়ার ওপৰ অদ্ভুত ছোপ-ছোপ সাদাটে দাগেৰ ফলে বীভৎস
দেখাচ্ছে । এখন ।

জিমি, এই কাৰণেই কাৰো সঙ্গে আমি দেখা কৰি না ।

দু ব্লেস-বুথ ঔথ শার্লক হোমস । ঔথার ব্লেসান ড়েল । শার্লক হোমস

গডফ্রে, সেই রাতে জানলায় তোমাকে দেখা পর্যন্ত আমি পাগলের মতো হয়ে রয়েছি...
সব ব্যাপার খোলসা না-করা পর্যন্ত থাকতে পারিনি।

রালফের মুখে তুমি এসেছ শুনে লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এ-হাল তোমার হল কী করে?

প্রিটোরিয়ার বাইরে ইস্টার্ন রেলওয়ের ওপর লড়াইটার কথা মনে আছে?

হ্যাঁ।

লড়তে লড়তে তিনজন দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলাম। দুজন মারা গেল, আমি কাঁধে
হাতিমারা বুলেটের চোট খেলাম। ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলাম বেশ কয়েক মাইল,
তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে।

জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলাম রাত হয়েছে। ঠান্ডায় হাড় পর্যন্ত কাপছে। বরফ পড়া
ঠান্ডায় এত কষ্ট হয় না-ওখানকার সেই রাত-হলেই-বিতিকিচ্ছিরি-ঠান্ডার অভিজ্ঞতা
তোমারও আছে, জিমি। খুব কাহিল লাগছিল নিজেকে। দেখলাম পেছনে একটা বড়ো
বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কোনোরকমে বুকে হেঁটে পৌঁছোলাম খোলা দরজায়-সিঁড়ি বেয়ে
টুকলাম একটা বড়ো ঘরে। চোখে তখন ধোঁয়া দেখছি। অস্পষ্ট মনে আছে ঘরে

অনেকগুলো বিছানা পাতা-কেউ কোথাও নেই। আমি একটা লাটঘাট বিছানায় শুয়ে আপাদমস্তক কস্মল মুড়ি দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল চোঁচামেচি টানাটানিতে। সকাল হয়েছে। আফ্রিকার সূৰ্য তেজালো রোদ ঢালছে জানলা দিয়ে। ঘরের সব কিছু অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাকে বিছানা থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছে মৰ্কটের মতো একটা অদ্ভুত লোক মাথাটা বাবের মতো প্রকাণ্ড গোল। পেছনে এক দঙ্গল কিস্তুতকিমাকার লোক দাঁড়িয়ে রগড় দেখছে। এদের দেখেই আমার গা শিরশির করে উঠল। দুঃস্বপ্ন দেখছি কি না বুঝতে পারলাম না। স্বাভাবিক মানুষ কেউ নয়-প্রত্যেকেই বিকৃত, বীভৎস। দোমড়ানো তেউড়োনো হাত পা মুখের এমন চেহারা কোনো জীবন্ত দেহে কখনো দেখিনি। মৰ্কটের মতো লোকটা বাদামি স্পঞ্জের মতো অদ্ভুত হাত ছুঁতে ছুঁতে আর ডাচ ভাষায় চোঁচাতে চোঁচাতে আমাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে, এমন সময়ে ঘরে ঢুকল একজন কৰ্তাব্যক্তি চেহারার মানুষ। কড়া গলায় ডাচ ভাষায় ধমকে উঠে সরিয়ে দিলেন সবাইকে। টানাহ্যাচড়ায় আমার কাঁধের ফুটো দিয়ে ফের রক্তপাত ঘটছে দেখে ভদ্রলোক কাছে এসে ইংরেজিতে বললেন, এখানে এলেন কী করে! ইস বড্ড রক্ত পড়ছে দেখছি! দাঁড়ান, ব্যান্ডেজ করে দিই। কিন্তু আপনি করেছেন কী! এর চেয়ে যে মৃত্যুও ভালো ছিল। কুষ্ঠরুগির বিছানায় শুয়ে রাত কাটিয়েছেন। এটা যে কুষ্ঠ হাসপাতাল।

জিমি, আমার মনের অবস্থাটা তখন কল্পনা করো। পরে শুনলাম, শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসছে দেখে রুগিদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে গেছিলেন ডাক্তার। এখন ব্রিটিশরা

জিতেছে দেখে ফিৰে এসেছেন। যাই হোক, দিন সাতেক পরে একটু সেরে উঠে চলে এলাম থ্রিটোরিয়ার বড়ো হাসপাতালে।

তারপর থেকেই আতঙ্কে ছিলাম, আশা নিরাশায় দুলছিলাম। বাড়ি ফিৰে আসার পর কুষ্ঠর লক্ষণ ফুটে বেরোলে মুখে। খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে বাড়িছাড়া হতে হবে—কুরগিদের সঙ্গে আলাদা থাকতে হবে। তাই লুকিয়ে বাড়িতে থাকাই ঠিক করলাম। চাকর দুজন ছাড়া সেবার জন্যে রইলেন মিস্টার কেন্ট-ডাক্তার মানুষ। কাকপক্ষীও যাতে জানতে না-পারে, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল—নইলে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে এমন এক ভয়ংকর পরিবেশে যা ভাবতেও গা ঠান্ডা হয়ে যায়। জানি না বাবা হঠাৎ নরম হল কেন, তোমাদের ডেকে আনল কেন।

আমাকে দেখিয়ে কর্নেল এমসওয়ার্থ বললেন, এই ভদ্রলোকের জন্যে। পকেট থেকে আমার দেওয়া কুষ্ঠ লেখা কাগজটা বার করে বললেন, এতই যখন জেনেছেন ভদ্রলোক, তখন বাকিটাও জানা উচিত, এই ভেবে নিয়ে এলাম তোর কাছে।

আমি বললাম, মিস্টার কেন্ট, আপনি কুষ্ঠরোগে বিশেষজ্ঞ?

একটু শক্ত হয়ে গিয়ে মিস্টার কেন্ট বললেন, মামুলি ডাক্তার আমি।

আপনার যোগ্যতা নিশ্চয় আছে। তবে কী জানেন, এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামতের দাম আছে। পাছে রুগিকে ঘরছাড়া করতে হয়, এই ভয়ে আপনারা বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হননি।

তা ঠিক, সায় দিলেন কর্নেল।

তা ভেবেই আমি একজন বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে এনেছি-গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি। আমার পুরোনো বন্ধু বিশ্বাসের পাত্র। নাম, স্যার জেমস সন্ডার্স।

লর্ড রবার্টস স্বয়ং এসেছেন শুনেও বুঝি এত খুশি হতেন না মিস্টার কেন্ট। বিস্ময় আর আনন্দ উপচে উঠল চোখে-মুখে।

কর্নেল, চলুন আপনার স্টাডিতে বসে, সব ব্যাপারটা বলছি। ইতিমধ্যে স্যার জেমস এসে দেখুক আপনার ছেলেকে।

এরপরের কথাগুলো লিখতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে ওয়াটসনের অভাব অনুভব করছি। সে থাকলে বিস্ময়বোধ, উচ্ছ্বাসোক্তি, চতুর প্রশ্ন দিয়ে আমার এই অতি সহজ বিধিবদ্ধ কমনসেন্সের আর্টকে বেশ একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারত। সে-উপায় আমার নেই। তাই যেভাবে গুনিয়েছিলাম সন্দ্রীক কর্নেলকে ঠিক সেইভাবেই লিখছি সব কথা।

কর্নেল এমসওয়ার্থ, সমস্ত অসম্ভব সম্ভাবনা বাদ দেওয়ার পর যা পড়ে থাকে, তা যত অবিশ্বাস্য উদ্ভটই হোক না কেন-আসলে তাই নির্জলা সত্য। এই সূত্র অনুসারে এ-বাড়িতে গডফ্রে রহস্যের তিনটে ব্যাখ্যা আঁচ করেছিলাম। হয় সে কোনো কুকর্ম করেছে, নয় পাগল হয়ে গিয়েছে, অথবা এমন কোনো ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে যার জন্যে তাকে পাঁচজনের থেকে আলাদা করে রাখা দরকার। এখন এই তিনটে সম্ভাবনাকে খুঁটিয়ে করে দেখতে হয় কোনটা সঠিক।

কুকর্ম সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যেতে পারে। গা-ঢাকা দেওয়ার মতো বড়ো রকমের কোনো অপরাধ করলে আমার কানে সে-খবর আসতই। পাগল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বরং বেশি জোরদার। দরজায় তালা দেওয়া থাকে শুনেই সন্দেহটা বাড়ল। পাগল বলেই তাকে চব্বিশঘণ্টা ঘরবন্দি করে রাখা হয়নি রাত্রে বন্ধুকে দেখতে এসেছিল সেই কারণেই। একজনকে রাখা হয়েছে পাগলের দেখাশুনা করার জন্যেই। সেই মানুষটা যে কাগজ পড়ছিল, তার সাইজটা মিস্টার ডডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মেডিক্যাল জার্নাল ল্যানসেট বা ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের মতো আকারে ছোটো হলেই সন্দেহ আর সন্দেহ থাকত না। কিন্তু পাগলকে আটকে রাখার মধ্যে এত লুকোচুরি কেন? কাজটা তো বেআইনি নয়? তবে?

তাহলে বাকি রইল শেষ সম্ভাবনাটা। সব রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল ওই সম্ভাবনার মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কুষ্ঠরোগ খুব একাট বিরল রোগ নয়। গডফ্রে হয়তো এই রোগ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। জানাজানি হলেই তাকে কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে আলাদা থাকতে হবে এই ভয়ে জানাশুনো এক ডাক্তারের হেপাজতে বাড়িতেই রাখা হয়েছে শুধু রাত্রে বাগানে

বেড়ায় কেউ দেখতেও পায় না। এ-রোগে চামড়া সাদাটে হয়ে যায়। প্রমাণটা পেলাম এ-বাড়ি এসে রালফকে চামড়ার দস্তানা-পরা হাতে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে যেতে দেখে। নিশ্চয় ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে দস্তানা-পরা হয়েছে। নাকে জীবাণুনাশকের গন্ধ আসতেই দস্তানা শুকে দেখলাম অ্যান্টিসেপটিক লাগানো রয়েছে তাতে। এ-সম্ভাবনাটাই যে একমাত্র সম্ভাবনা, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম বলেই আসবার সময়ে সঙ্গে এনেছিলাম বিশেষজ্ঞকে আপনাকেও কাগজে লিখে জানিয়েছিলাম মিছে গোপনতা-সব জেনে গিয়েছে। আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘরে ঢুকলেন সুবিখ্যাত চর্মরোগ বিশারদ। এখন আর ততটা গম্ভীর আর কঠোর নন-কৌতুকের রোশনাই ভাসছে চোখে। সোজা এগিয়ে গিয়ে কর্নেলের হাত ধরে বেশ করে ঝাঁকুনি দিলেন।

বললেন, সবসময়ে বদ সংবাদ আমি আনি না ভালো খবরও আনি। যেমন এনেছি এখন। রোগটা কুষ্ঠরোগ নয়।

কী বললেন?

এ হল ছদ্ম কুষ্ঠ বা ইকথিয়োসিস। চামড়ার খোসা ওঠা অবস্থা। বড়ো ছ্যাচড়া রোগ। কিন্তু সারানো যায় এবং ছোঁয়াচে মোটেই নয়। কিন্তু এ বড়ো অদ্ভুত কাকতালীয় মিস্টার হোমস। কাকতালীয় কি না সে-বিষয়েও সন্দেহ হচ্ছে আমার। অনেক জিনিসই জানি না আমরা। গডফ্রে। এমসওয়ার্থও কি স্রেফ ভয়ে সিটিয়ে থেকে রোগের লক্ষণ ফুটিয়ে তুলেছে চামড়ায়? কে জানে! আমার বিদ্যেবুদ্ধি অনুসারে অবশ্য আরে! ভদ্রমহিলা যে

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । আৰ্থাৰ ব্ৰেণান ডয়ল । শাৰ্লক হোমস

অজ্ঞান হয়ে গেলেন! মিস্টার কেন্ট বরং ওঁর সঙ্গে থাকুন আনন্দের ধাক্কা কাটিয়ে না-ওঠা পর্যন্ত কাছছাড়া হবেন না।

টীকা

সাদাটে সৈন্যের সাংঘাতিক সংকট : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লাড সোলজার নভেম্বর ১৯২৬-এর স্ট্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং আমেরিকার লিবার্টি পত্রিকার ১৬ অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

কলম হাতে নিয়ে বুঝেছি : কোনো কোনো গবেষক মনে করেছেন শাৰ্লক হোমসের বকলমে ড. ওয়াটসন কিংবা আৰ্থাৰ কন্যান ডয়াল লিখেছেন এই গল্পটি। কারণ, হোমসের লেখা হত কাঠখোঁটা প্রবন্ধ-গগাছে। তা ছাপা হত কোনো বিশেষ জার্নালে।

বুয়র যুদ্ধ : দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজদের জমি দখলের লড়াই।

সময় : ১৮৯৯ থেকে ১৯০২। ওলন্দাজ ভাষায় বুয়র (BOER) শব্দের অর্থ কৃষক।

রাজকীয় অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক : ১৭৯৪-এ সংগঠিত ইয়োমেনরি ক্যাবালারির নাম ১৯০১-এ বদলে ইম্পিরিয়াল ইয়োমেনরি করে দেওয়া হয়।

মিডলসেক্স কাহিনি : মিডলসেক্স (ডিউক অব কেম্ব্রিজস হাসার্স) ইয়োমনরি ক্যাভালরিকে বলা হত মিডলসেক্স কোর। ১৯০১-এ এই বাহিনীর নাম হয় মিডলসেক্স ইম্পিরিয়াল ইয়োমেনরি এবং ১৯০৮-এ ফাস্ট কাউন্টি অব লন্ডন ইয়োমেনরি।

প্রিটোরিয়া : সাউথ আফ্রিকান ট্রান্সলের পূর্বতন রাজধানী প্রিটোরিয়া শহরের পত্তন ১৮৫৫ সালে বুয়র নেতা আন্দ্রিস প্রিটোরিয়াসের নামে। বুয়র যুদ্ধের সময়ে ইংলন্ডের মর্নিংপোস্ট কাগজের সংবাদদাতা উনিস্টন চার্চিল এই শহরে থেঙার হলেও পরে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। পরবর্তীযুগে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের স্মৃতিচারণে প্রিটোরিয়া সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

ডায়মন্ড হিল : ব্রিটিশ বাহিনীর প্রিটোরিয়া দখলের ঠিক পরে ১৯০০ সালের ১১ এবং ১২ জুন ডায়মন্ড হিলের যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

তুর্কির সুলতান : তুর্কির সমসাময়িক সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ (১৮৪২-১৯১৪)। ১৮৭৬-এ পূর্ববর্তী সুলতান পঞ্চম মুরাদ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার সুযোগে তার ভাই আব্দুল হামিদ ক্ষমতা দখল করেন।

ফোন করো : লন্ডনের প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় ১৮৭৯-তে। ১৯০২ সালে ন্যাশনাল টেলিফোন কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা ২৫০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া পাঁচ হাজারের বেশি পোস্ট অফিসেও টেলিফোন পৌঁছেছিল।

ইস্টাৰ্ন ৰেলওয়ে : খুব সম্ভব ইস্ট আফ্ৰিকান ৰেলওয়ে ।

কুষ্ঠৰোগীৰ বিছানায় শুয়ে : বিশেষজ্ঞৰা বলেন, কুষ্ঠৰোগীৰ বিছানায় শুয়ে একরাত কাটালেই যে রোগ সংক্রামিত হবে, সেই সম্ভাবনা খুবই কম ।

লৰ্ড ৰবার্টস : ফ্ৰেডৰিক স্নে ৰবার্টস বা ফাস্ট আৰ্ল ৰবার্টস অব কান্দাহাৰ (১৮৩২-১৯১৪), ব্ৰিটিশ সেনাবাহিনীৰ ফ্ৰিড মাৰ্শাল ছিলেন । ভাৰতের সিপাহী বিদ্রোহে তাঁর অবদানের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রসে ভূষিত হন ।

সিংহ-বংশের সংহার মূর্তি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য লায়নস মেন]

গোয়েন্দাগিরি যতদিন করেছি, ততদিন ভাগ্যে এ-রকম অসাধারণ কেস জোটেনি। এমনই কপাল যে কেসটা ঘরের কাছেই ঘটল গোয়েন্দাজীবন থেকে বিদায় নিয়ে লন্ডনের ধোঁয়াটে পরিবেশ ত্যাগ করে সাসেক্সের গ্রামাঞ্চলে প্রকৃতির লীলানিকেতনে পরম শান্তিতে শেষ জীবন কাটাতে আসার পর। ওয়াটসন এখন দৃষ্টিসীমার বাইরে বললেই চলে। মাঝেমাঝে হৃষ্টাশেষে একবার দেখা করে যায়। কাজেই কাহিনিটা নিজেই লিখছি। সিংহকেশরের রহস্যভেদ করে সমাধানে পৌঁছানোর আগে ঠিক যেরকমটি দেখেছিলাম শুনেছিলাম-সেইভাবেই প্রতিটি কথা, দৃশ্য এবং ঘটনা লিখে যাব সহজ সরলভাবে আমার ভঙ্গিমায়।

ডাউনসের দক্ষিণ ঢালে আমার ছোট্ট ভিলা থেকে ইংলিশ চ্যানেল দেখা যায়। উপকূলের এদিকে কেবল খড়িপাথরের খাড়াই টিলা। একটিমাত্র পিচ্ছিল পথ বেয়ে অতি সাবধানে পা টিপে টিপে নামতে হয় জলের দিকে। পথের শেষে প্রায় এক-শো গজ চওড়া বেলাভূমিতে ছড়ানো কেবল নুড়ি আর জলে ক্ষয়ে যাওয়া ছোটো ছোটো পাথর। জোয়ার এলেও বেলাভূমির পাথর আর নুড়ি দেখা যায়। মাঝে মাঝে কতকগুলো গভীর গর্তে প্রতিবাত জোয়ারের টাটকা জল জমে ছোটো ছোটো সন্তরণকুণ্ড তৈরি হয়ে যায়। ডাইনে বাঁয়ে যদিকে দু-চোখ যায় আশ্চর্য এই বেলাভূমির ছেদ নেই কোথাও-শুধু এক জায়গায় ছাড়া... ফুলওয়ার্থ গ্রাম আর ছোট্ট উপসাগর রয়েছে যেখানে।

আমাৰ বাড়িতে আমি, মৌমাছি আৰ ঘরের কাজকৰ্ম দেখাশুনা করার জন্যে একটা লোক আৰ কেউ থাকে না। আধ মাইল দূৰে হ্যারোল্ড স্ট্যাকস্টেৰ কোচিং হাউস। নানা ধরনের বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। স্ট্যাকহাস্ট নিজে এককালে ভালো খেলোয়াড় এবং ভালো ছাত্র ছিল। এখন অনেক মাস্টার রেখে কোচিং হাউস চালাচ্ছে। আমার সঙ্গে খুব জমেছে। বিনা নেমন্তনে দুজনেই দুজনের বাড়ি গিয়ে সন্ধে কাটিয়ে আসি যখন-তখন। ওর কোচিং হাউসের নাম গেবলস।

১৯০৭ সালের জুলাই মাসের শেষাংশে প্রচণ্ড ঝড়ে উবেল ইংলিশ চ্যানেলের জল খাড়াই। খড়িপাহাড় ভাসিয়ে দিল-ঝড় থেমে গিয়ে জল নেমে যাওয়ার পর দেখা গেল বেশ একটা উপহ্রদের মতো সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। এমন মনোরম প্রভাতে হাওয়া খেয়ে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না। পিচ্ছিল পথটা বেয়ে খাড়াই খড়িপাহাড়ের দিকে যাচ্ছি, এমন সময়ে . পেছন থেকে চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি হ্যারোল্ড স্ট্যাকহাস্ট- সোল্লাসে হাত নাড়ছে।

কী সুন্দর সকাল দেখেছেন! আমি জানতাম আপনি বেরিয়ে পড়বেন। সাঁতার কাটতে চলেছেন দেখছি।

সেই পুরোনো কায়দা, হাসতে হাসতে ঠেলে-ওঠা পকেটে হাত দিল স্ট্যাকহাস্ট। ম্যাকফারসন আগেই বেরিয়েছে-আমি যাচ্ছি এখন।

ফিজরয় ম্যাকফারসন কোচিং হাউসের সায়েন্স-মাস্টার। বাতজ্বরে বেচারার হাটের বারোটা বেজে গিয়েছে। পঙ্গু হয়ে পড়েছে। খেলাধুলা এখনও করে এবং কেউ ওর সঙ্গে টক্কর দিতেও পারে না। তবে যে-খেলায় বেশি ধকল পড়ে, তা এড়িয়ে যায়। শীতগ্রীষ্মে সাঁতার কাটা ওর প্রিয় অভ্যেস। সাঁতারু আমি নিজেও। একসঙ্গে সাঁতারও কেটেছি অনেকবার।

ঠিক এই সময়ে দেখতে পেলাম ফিজরয়কে। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে খাড়াই খড়িপাহাড়ের ওপর প্রথমে দেখা গেল দুটো হাত, তারপর সারাদেহ। টলছে ম্যাকফারসন। যেন মদ খেয়েছে। পরমুহূর্তেই দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিষমভাবে ককিয়ে উঠে পড়ে গেল মুখ খুবড়ে। দৌড়ে গেলাম আমরা। চিত করে শুইয়ে সভয়ে দেখলাম ম্যাকফারসন মরতে চলেছে। চোখে আলো নেই, গালে রং নেই। ক্ষণিকের জন্যে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল চোখে-মুখে-সমস্ত শক্তি দিয়ে কী যেন বলতে চাইল। শেষ কথাটা কেবল আমার কানে ধরা পড়ল। লায়নস মেন! যেন শেষ মুহূর্তেও সাবধান করে দিতে চাইছে সিংহকেশর সম্পর্কে। খুব অস্পষ্ট আর দুর্বোধ্য হলেও অর্থহীন শব্দ দুটো কিন্তু কানে লেগে রইল আমার। তারপরেই আধখানা শরীর মাটি থেকে তুলে দু-হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে কাত হয়ে পড়ে গেল নিস্প্রাণ দেহে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত চনমন করে উঠল ভয়ংকর এই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে। ম্যাকফারসনের গায়ে বারবেরি ওভারকোট, ট্রাউজার্স আর পায়ে ফিতে বাঁধা ক্যানভাস জুতো। কাত হয়ে আছড়ে পড়ার সময় পিঠ থেকে সরে গেল ওভারকোট। শিউরে উঠলাম পিঠময় সরু তারের মতো চাবুকের ঘা দেখে। বিন্দু বিন্দু ক্ষতস্থান থেকে রক্ত

ছুঁয়ে বেরুচ্ছে। রক্ত ঝরছে নীচের ঠোঁট থেকেও মৃত্যুযন্ত্রণা সহিতে না-পেরে কামড়ে রক্ত বার করে ফেলেছে ঠোঁট থেকে। সে-যন্ত্রণা যে কী নিদারুণ, তা বিকৃত বীভৎস মুখচ্ছবি দেখলেই মালুম হয়।

খোলা পিঠের দগদগে কশাঘাতের দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় পেছন থেকে কার ছায়া পড়ল সামনে। ফিরে দেখি আয়ান মুরডক। কোচিং হাউসের অঙ্কের মাস্টার। কালো চোখ, লম্বা পাতলা কঠোর চেহারা! কারো সঙ্গে মেলামেশা তেমন নেই। ছাত্রের সঙ্গে তেমন প্রাণের সম্পর্ক নেই। সবসময়ে নিজস্ব জগতে কুঁদ হয়ে তাকে। রেগে গেলে মাথায় তখন খুন চাপে। তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ম্যাকফারসনের কুকুরের বেয়াদবি সহিতে না-পেরে কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল একবার। স্ট্যাকহাস্ট তখনই চাকরি থেকে জবাব দেবে ঠিক করেছিল মুরডককে—কিন্তু অমন মাস্টার আর দুটি পাওয়া যায়

বলেই সয়ে গিয়েছিল। ম্যাকফারসনের প্রাণহীন দেহের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এহেন আয়ান মুরডককে। কুকুরের ঘটনাটা মনে পড়ার জন্যেই বোধ হয় চোখে-মুখে খুব একটা সহানুভূতির ছায়াপাত দেখলাম না। যদিও মনে হল যেন খুবই বিচলিত হয়েছে সতীর্থের মৃত্যুতে।

আহা রে!

সঙ্গে ছিলেন নাকি?

না, না। আমি তো ঘুম থেকে উঠেছি দেৱিতে। সমুদ্ৰেৰ ধাৰেই যাইনি। সোজা আসছি গেবলস থেকে। কী কৰি বলুন তো?

ফুলওয়ার্থে গিয়ে এখনি পুলিশে খবৰ দিন।

মুখ থেকে আৰ একটা কথাও না-খসিয়ে দ্ৰুত পা চালিয়ে উধাও হল মূৰডক। স্ট্যাকহাস্ট আচ্ছন্নৈৰ মতো বসে ৰইল মৃতদেহেৰ পাশে। আমি উঠে পড়লাম ধাৰেকাছে আৰ কেউ আছে কি না দেখবাৰ জন্যে। ওপৰে উঠতেই অনেকদূৰ পৰ্যন্ত চোখে পড়ল। খাঁ-খাঁ কৰছে চাৰদিক। অনেক দূৰে গোটা দুই আবছা মূৰ্তি ফিৰছে ফুলওয়ার্থ গ্রামেৰ দিকে। ৰাস্তা বেয়ে নামতে নামতে দেখলাম একই পায়ের ছাপ নেমেছে এবং উঠে এসেছে। ম্যাকফাৰসন একাই ছিল-কেউ আসেনি এদিকে আজ সকালে। এক জায়গায় পাঞ্জাৰ ছাপ-আঙুলগুলো ঢালৈৰ দিকে ছড়ানো। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল ম্যাকফাৰসন। গোল গৰ্তও দেখলাম মাটি বসে গিয়েছে-খড়িমাটি আৰ সাৰ মেশানো কাদাৰ ওপৰ যেন হাঁটু গেড়ে বাৰ বাৰ বসে পড়েছে। ম্যাকফাৰসন ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে। পথেৰ নীচে বেশ একটা উপহৃদ দাঁড়িয়ে গেছে ঝড়ৈৰ পৰ জল সৰে যাওয়ার পৰেও। এইখানে এক জায়গায় ম্যাকফাৰসনেৰ তোয়ালে পড়ে-পোশাক খুলেছিল নিশ্চয় জলে নামবে বলে। কিন্তু নামেনি। কেননা তোয়ালে দিব্যি খটখটে শুকনো এবং পৰিপাটিভাবে ভাজ কৰা। বালিৰ ওপৰ এখানে সেখানে ওৰ খালি পা। অথবা ক্যানভাসে জুতোর ছাপ পড়েছে। জুতো খুলেছিল জলে নামবে বলেই। কিন্তু শুকনো তোয়ালে দেখে বোঝা যাচ্ছে নামা আৰ হয়ে ওঠেনি।

এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল ম্যাকফারসনের মৃত্যু-প্রহেলিকা। বিজন সৈকতে ও একা ছিল বড়োজোর পনেরো মিনিট-কেননা গেবলস থেকে রওনা হওয়ার পর স্ট্যাকহাও রওনা হয়েছে। মাঝে পনেরো মিনিটে কারো নির্মম কশাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে হার্টের রুগি ম্যাকফারসন। জলে সে নামেনি অথবা গা মুছবার সময় পায়নি-ধড়ফড় করে কোনোমতে জামাজুতো পরে নিয়েছে-তাই জুতোর ফিতে বাঁধা হয়নি-ওভারকোট কোনোমতে গায়ে গলিয়েছে। কাছাকাছি কেউ ছিল না। খাড়াই খড়িপাহাড়ের গায়ে বিস্তর গর্ত আর গুহা আছে ঠিকই কিন্তু দিগন্তরেখায় উদীয়মান সূর্যের আলো সোজাসুজি সেসব গর্তে পড়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কেউ সেখানে লুকিয়ে নেই। অনেক দূরে যে আবছা ছায়ামূর্তিগুলোকে দেখলাম, এই স্বপ্ন সময়ে এখান থেকে অতদূরে চলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়-বিশেষ করে মাঝখানে যখন উপহুদ রয়েছে যার জলে ম্যাকফারসন সাঁতরাতে মনস্থ করেছিল। সমুদ্রে দু-একটা মাছধরা নৌকা ভাসছে বটে, সে-নৌকায় কারা আছে তা পরে অবসরমতো তদন্ত করে জানা যাবেখন। তদন্ত করার পথ একাধিক কিন্তু কোনোটাই প্রহেলিকা সমাধানের পথ বলে মনে হল না।

মৃতদেহের কাছে ফিরে এসে দেখলাম লোক জড়ো হয়েছে। গাঁয়ের কনস্টেবলকে নিয়ে ফিরে এসেছে আয়ান মুরডক। সব কথা শোনবার পর সে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে বললে, মিস্টার হোমস, এ-কেস ফয়সালা করা আমার সাধ্য নয়। আপনি সাহায্য না-করলে ওপরওয়ালা আমায় দাঁতে পিষবে।

আমি বললাম ওপরওলাকে যেন এখুনি খবর দেওয়া হয়। একজন ডাক্তার দরকার এখুনি। নতুন কোনো পায়ের ছাপ যেন না পড়ে। কোনো জিনিস যেন সরানো না হয়। মৃতদেহের পকেট সার্চ করে পেলাম একটা রুমাল। একটা বড়ো ছুরি, আর একটা কার্ড কেস। কার্ড কেসের ভেতর থেকে বেরুল মেয়েলি হাতের লেখা একটা চিরকুট-তুমি এসো, আমি থাকব। মডি। প্রেম-ট্রেম চলছিল মনে হল। কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ হবে কোথায় তা লেখা নেই। কনস্টেবলও দেখল চিরকুটটা রেখে দিল কার্ড কেসে। বললাম, খাড়াই কড়িপাহাড়ের তলদেশ যেন তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হয়। এরপর বাড়ি ফিরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম।

দু-এক ঘণ্টার মধ্যে স্ট্যাকহাস্ট এল জবর খবর নিয়ে। ডেডবডি গেবলস-এ নিয়ে গেছে পুলিশ। ম্যাকফারসনের ডেস্ক থেকে কয়েকটা প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। লিখেছে ফুলওয়ার্থের মিস মড বেলামি।

প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল ম্যাকফারসন। কিন্তু তার সঙ্গে ওর মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না আমার। তবে হ্যাঁ, ম্যাকফারসনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল মেয়েটা।

পাঁচজনে যেখানে যায় চান করতে, ঠিক সেইখানে? বললাম আমি।

ভাগ্য ভালো ছাত্ররা গিয়ে পড়েনি।

দু বেস-বুঝ ঔখ শার্লক হোমস । ঔখার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

সবটাই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেবেন?

চিন্তায় কপাল কুঁচকে গেল স্ট্যাকহারে ।

মুরডক অ্যালজেরার অংশ শেখানোর জন্যে আটকে রেখেছিল ছাত্রদের ।

দুজনের মধ্যে কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল না ।

এককালে ছিল না-পরে হয়েছিল । বছরখানেক ওদের মধ্যে মেলামেশা ছিল । আর পাঁচজনের সঙ্গে মুরডকের মেলামেশা যতখানি-ঠিক ততখানি । সহানুভূতি বস্তুটার অভাব আছে মুরডকের স্বভাব-চরিত্রে ।

সেটা আমিও বুঝেছি । কুকুর নিয়ে দুজনের মধ্যে একবার টক্কর লেগেছিল না?

সে কোনকালে মিটে গেছে ।

তিক্ততা থেকে যায়নি?

না, না । সত্যিকারের বন্ধুত্ব ফিরে এসেছিল তারপরে ।

তাহলে মেয়েটাকে নিয়ে ভাবা যাক । চেনেন আপনি?

কে-না চেনে । এ-অঞ্চলের একমাত্র রূপসি বলতে সে-ই সত্যিকারের ডানাকাটা পরি । দেখলেই ফিরে তাকাতে ইচ্ছে যায় । ম্যাকফারসনের মনে ধরেছিল জানতাম, কিন্তু জল যে এতদূর গড়িয়েছে জানা ছিল না ।

মেয়েটা কে?

টম বেলামির মেয়ে । মাছ ধরা কারবার শুরু করে বুড়ো টম বেলামি । এখন এ-তল্লাটের সমস্ত বোট আর চান করার কটেজের মালিক । ছেলে উইলিয়ামকে নিয়ে ব্যাবসা চালায় টম বেলামি ।

ফুলওয়ার্থে গিয়ে চলুন আলাপ করে আসা যাক ।

কী অছিলায়?

ম্যাকফারসনের মৃত্যুটা সত্যিই চাবুকের ঘায়ে হয়েছে কি না ঈশ্বর জানেন । কিন্তু মানুষের হাতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই । তার চেনাজানা লোকের সংখ্যা যখন কম, তখন একটা ছুতোনাতায় টম বেলামিদের সঙ্গে দেখা করতে অসুবিধে হবে না । মোটিভ পাওয়া গেলে ক্রিমিনালকেও পাওয়া যাবে ।

দু ব্রেস-বুথ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার ব্রনান ড়েল । শার্লক হোমস

সুগন্ধিত ডাউনস বেয়ে হাঁটতে অন্য সময়ে ভালো লাগত, কিন্তু সে সময়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকায় প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারলাম না। ফুলওয়ার্থ গ্রামটা উপসাগর ঘিরে আধখানা চাঁদের আকারে গড়ে উঠেছে। সেকেলে কুঁড়ের সারির পেছনে খানকয়েক আধুনিক বাড়ি। এইদিকেই যেতে যেতে স্ট্যাকহাস্ট বললে, ওই যে স্লেট ছাওয়া কর্নার-টাওয়ার বাড়িটা দেখছেন, ওই হল টম বেলামির বাড়ি। পকেটে কানাকড়িও ছিল না এক সময়ে এখন দেখেছেন অবস্থাটা। আরে-! ও কে?

বাগানের গেট খুলে বেরিয়ে এল দীর্ঘ এক মূর্তি? আয়ান মুরডক।

রাস্তার মুখোমুখি হতেই আড়চোখে আমাদের দেখে নিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে গেল মুরডক, কিন্তু ধরে ফেলল স্ট্যাকহাস্ট।

বললে, এখানে কেন?

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল মুরডকের, কৈফিয়ত দেব যখন আপনার বাড়িতে আপনার কাজে থাকব রাস্তায় ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়।

অন্য সময়ে হলে স্ট্যাকস্টের প্রতিক্রিয়া হত অন্যরকম-দুম করে ফেটে না-পড়ে সরে যেত। কিন্তু তখন ওরও নার্ভের অবস্থা শোচনীয়। কাজেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ড়েল । শার্লক হোমস

মিস্টার মুরডক, জবাবটা অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে গেল ।

আপনার প্রশ্নটাও তাই ।

আপনার ঔদ্ধত্য এর আগে ক্ষমা করেছি অনেকবার । এবার আর নয় । আপনাকে আর আমার কাজ করতে হবে না ।

আমিও তাই ঠিক করেছি । গেবলস-এ থাকবার মতো পরিবেশ একজনই তৈরি করে রেখেছিল-আজ সে চলে গেল ।

দুমদাম করে বেরিয়ে গেল মুরডক । রাগত চোখে স্ট্যাকহাস্ট বললে, অসহ্য! বরদাস্ত করা যায় না!

আমার কিন্তু চোখ খুলে গেল এ-ঘটনায় । স্পষ্ট বুঝলাম, আয়ান মুরডক ছুতোনাতা করে অকুস্থল ছেড়ে চম্পট দেবার ফিকিরে আছে । সন্দেহ দানা বাঁধল মনের মধ্যে । বেলামি পরিবারের সঙ্গে দেখা করলে হয়তো অন্ধকারে আলো দেখা যেতে পারে । স্ট্যাকহাস্ট সামলে নিল নিজেকে । এগোলাম বাড়ির দিকে ।

টম বেলামি মাঝবয়েসি পুরুষ । দাড়ির রং আগুনের মতো লাল । মেজাজ খুব তিরিক্ষে মনে হল । আমাদের কথা শোনবার পর দাড়ির মতোই লাল হয়ে গেল মুখ ।

খঁকিয়ে উঠে বললে, অত খুঁটিনাটি শোনবার দরকার দেখছি না। ওই আমার ছেলে উইলিয়াম। ঘরের কোণে বিষণ্ণবদন ভারীমুখ এক জোয়ানকে দেখিয়ে, আমরা দুজনেই এ-ব্যাপারে একমত। ম্যাকফারসন আমার মেয়েকে বিয়ে করবে এ-কথা একবারও বলেনি কিন্তু চিঠিপত্র দেখা সাক্ষাৎ চলছিল। আমরা তা চাইনি। মেয়েটির মা নেই। আমরাই তার অভিভাবক। তাই ঠিক করেছি—

কথা আটকে গেল স্বয়ং মড বেলামির আবির্ভাবে। সত্যিই সুন্দরী। যেকোনো যুবাপুরুষের মুণ্ড ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। বিস্ফারিত চোখে স্ট্যাকহাস্টের সামনে এসে বললে, ফিজরয় মারা গেছে আমি শুনেছি। সব খুলে বলুন।

টম বেলামি বললে, আরেকজন এসে সব বলে গেছে।

উইলিয়াম গজগজ করে উঠল, উইলিয়াম, ব্যাপারটা আমার-আমাকে সামলাতে দাও। খুনিকে ধরতে গেলে আমার সাহায্যের দরকার আছে—ফিজরয়ের আত্মার শান্তির জন্যে।

মেয়েটির শুধু রূপই নেই, চরিত্রে দৃঢ়তাও আছে। স্ট্যাকহাস্ট গুছিয়ে বলল সব কথা। শোনবার পর আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল মড, মিস্টার হোমস, খুন যারা করেছে, তাদের পুলিশে ধরিয়ে দিন আমি সাহায্য করব! বলতে বলতে অপাঙ্গে চেয়ে নিল বাপ আর।

আমি বললাম, যারা, বলছেন কেন? আপনি তাহলে মনে করেন খুনটা একজন করেনি?

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰণান ড়েল । শাৰ্লক হোমস

ম্যাকফাৰসনের গায়ে জোর ছিল, মনে সাহস ছিল। ওর মতো পুরুষকে একা ঘায়েল করা সম্ভব নয় বিশেষ করে ওইভাবে।

আপনাকে একা কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

চিলের মতো চৌঁচিয়ে উঠল টম বেলামি, খবরদার, মড!

অসহায়ভাবে মড বললে, কী করি বলুন তো!

আমি বললাম, তাহলে সবার সামনেই বলছি-দু-দিন বাদে দেশসুদ্ধ লোক তো জেনেই যাবে। বাবা আর ভাইয়ের সামনে প্রসঙ্গটা পাড়তে চাইনি। ম্যাকফাৰসনের পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠির বয়ানটাও বললাম। তদন্ত শুরু হলে এ-চিঠির প্রসঙ্গও উঠবে। আপনি কিছু জানেন এ-সম্পর্কে?

খামোখা রহস্য সৃষ্টি করতে চাই না। ম্যাকফাৰসনের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তা পাঁচকান করা হয়নি ওর কাকার জন্যে। তাঁর অনিচ্ছায় বিয়ে করলে সম্পত্তি পাওয়া যাবে না বলে রেখেছেন। ভদ্রলোক এখন মৃত্যুশয্যা়।

কথাটা আমাদের বললে পারতে, গজগজ করে বললে টম বেলামি।

বলতাম যদি একটু সহানুভূতি দেখাতে।

আমি চাই না যাকে তাকে বিয়ে কৰুক আমাৰ একমাত্ৰ মেয়ে ।

ম্যাকফাৰসন সম্পৰ্কে তোমাৰ এই গাজোয়াৰি কথাবাৰ্তাৰ জন্যেই কিছুই বলিনি । চিঠিটা লিখেছিলাম আমি এই চিঠিৰ জবাবে । বলে একটা তালগোল পাকানো চিৰকুট বাৰ কৰে দিল মড ।

তাতে লেখা—

প্ৰিয়তমা,

মঙ্গলবাৰ সূৰ্য ডোবাৰ সময়ে সৈকতে পুৰোনো জায়গায় । আৰ সময় হবে না বেরোনোর ।— এফ.এম!

আজ মঙ্গলবাৰ । সন্ধেৰ সময়ে যাব ঠিক কৰেছিলাম ।

চিৰকুটটা উলটেপালটে দেখে বললাম, এ-চিঠি তো পোস্টে আসেনি । কী কৰে পেলেন?

যা নিয়ে তদন্ত কৰছেন, তাৰ সঙ্গে এৰ কোনো সম্পৰ্ক নেই বলেই জবাব দোব না । এ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে আমাৰ সহযোগিতা পাবেন ।

কথাৰ নড়চড় হল না। সব কথাৰ জবাব দিয়ে গেল মড়-চিঠি এনেছে কে, এ-প্রশ্নটি বাদে। ফিজরয়ের কোনো শত্রু আছে বলে তার জানা নেই। স্বীকার করল, অনেকেই তার রূপে মুগ্ধ।

মিস্টার আয়ান মুরডক কি তাদের একজন?

বললে, এক সময়ে ছিল। পরে যখন জানল আমার সঙ্গে ফিজরয়ের মন দেওয়া নেওয়া হয়েছে, তখন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল মুরডক।

আয়ান মুরডককে ঘিরে সন্দেহের ছায়া নতুন করে ঘনীভূত হল আমার মনের মধ্যে। একই মনোভাব দেখা গেল স্ট্যাকহাৰেও। লোকটার ঘর সার্চ করা দরকার গোপনে। কাগজপত্র দেখা দরকার। স্ট্যাকহাস্ট সাহায্য করতে চাইল নিজে থেকেই। টম বেলামির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম মনের মধ্যে সেই ভরসা নিয়ে রহস্য সূত্রের একটা প্রাপ্ত হয়তো হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে।

দিন সাতেক বৃথাই গেল পুলিশ তদন্তে অশ্বাভিষ প্রসবই সার হল। আমিও আকাশ-পাতাল ভেবে কূলকিনারা পেলাম না। তার পরেই ঘটল কুকুরের ঘটনা।

দু বেস-বুফ ঔথ শার্লক হোমস । ঔথার বোনা ডফল । শার্লক হোমস

আমার বাড়ির কাজকর্ম যে দেখে একদিন সে বললে, শুনেছেন, মিস্টার ম্যাকফারসনের কুকুরটাও এবার মনিবের কাছে গেল।

সে কী! কীভাবে?

একই জায়গায় যেখানে-মনিব খুন হয়েছে-ঠিক সেই জায়গায়।

তোমাকে কে বলল?

সবাই জেনে গেছে। সাতদিন মনের দুঃখে না-খেয়ে ছিল বেচার। আজকে দুজন ছাত্র গিয়েছিল জলের ধারে দেখলে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আহা রে!

একটা কথা কানে লেগে রইল। মনিব যেখানে খুন হয়েছে ঠিক সেই জায়গাতেই পাওয়া গেছে প্রভুভক্ত কুকুরকেও। এ কি নিছক কাকতালীয়? না, বিশেষ ওই জায়গাটিতে চিরবৈরীর অদৃশ্য অনল জ্বলছে লেলিহান প্রতিহিংসারূপে? তবে কি... একটা আবছা সন্দেহ দেখা দিল মনের দিগন্তে। চটপট পা চালিয়ে পৌঁছে গেলাম কোচিং হাউসে। স্ট্যাক ডেকে পাঠাল ছাত্র দুজনকে।

একজন বলল, আঙো হ্যাঁ, মিস্টার ম্যাকফারসনের পায়ের ছাপ ফলো করেই যেন জলের ধার পর্যন্ত গিয়েছিল বেচার। ঠিক একই জায়গায় শেষ নিশ্বাস ফেলতে।

হল ঘরে মাদুরের ওপর শোয়ানো কুকুরটিকেও দেখলাম। সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট, অঙ্গ বিকৃত, চোখ ঠেলে বার করা, নিদারুণ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেহের সর্বত্র।

গেবলস থেকে সোজা গেলাম অভিশপ্ত সেই জায়গাটিতে। সূর্য ডুব দিয়েছে তখন নিখর জলের ওপর আসন্ন অন্ধকারে ছায়া সিসের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। চারদিক খাঁ খাঁ করছেমাথার ওপর কর্কশ শব্দে উড়ে গেল গোটা দুই সামুদ্রিক পাখি। হেঁট হয়ে মগ্ন রইলাম নিজের মধ্যে। অনেকরকম চিন্তায় ভরে রইল মনটা সমাধান সূত্র যেন ঠাহর করেও ধরতে পারছি না এমনি একটা আবছা দুঃসহ অনুভূতি ছটফটিয়ে তুলল আমাকে। বুঝি বুঝি করেও কী যেন বুঝে উঠতে পারছি না-মাথায় এসেও আসছে না। অবশেষে পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে।

আর ঠিক তখনই বিদ্যুৎচমকের মতো মাথার মধ্যে ঝলসে উঠল আবছা ধারণাটা। ওয়াটসন বহুবার আপনাদের লিখে জানিয়েছে-আমার পড়াশুনা বহু বিষয় নিয়ে। মাথার মধ্যে বিস্তর জ্ঞান জড়ো করা থাকে-অগোছালো অবস্থায়। যেন অনেকরকম খবরের প্যাকেট তাগাড় করা থাকে মস্তিষ্ক নামক মাচার মধ্যে। তাই দরকার মতো ঝট করে কোন খবরটা কোথায় আছে খুঁজে পাই না কিন্তু জানা থাকে খবরটা আমার মাথাতেই আছে-খুঁজে বার করতে হবে। আবছা সেই মনে পড়াটাকেই এবার টেনেটুনে বার করতে হবে তথ্যবহুল-মস্তিষ্ক থেকে। অবিশ্বাস্য দানবিক হলেও যা সন্দেহ করছি তা সম্ভবপর। খুবই সম্ভবপর। দেখা যাক যাচাই করে।

আমার ছোট্‌ ভিলায় একটা মস্ত্‌ চিলেকোঠা আছে । রাজ্যের বই ঠাসা আছে সেখানে । ঝাড়া এক ঘণ্টা বই ঘাঁটলাম সেই ঘরে বসে । রুপোলি চকোলেট রঙের একটা মোটা বই বার করে আবছাভাবে মনে পড়া একটা অধ্যায় খুলে থোথাসে গিললাম বিষয়বস্তু । যা পেলাম, এ-কেসে ঠিক তা ঘটেছে ভাবতেও কল্পনাকে কষ্ট করতে হল-সম্ভাবনা তেমন আছে বলেও মনে হল না । কিন্তু বাজিয়ে দেখে নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত স্থির হতেও পারলাম না । মনটা উদগ্রীব হয়ে রইল সেই প্রতীক্ষায় ।

কিন্তু তার আগেই বাগড়া পড়ল বিরক্তিকরভাবে । পরের দিন ভোরবেলা চা খেয়ে সৈকত অভিমুখে রওনা হতে যাচ্ছি, এমন সময়ে এলেন ইনস্পেকটর বর্ডিল । নিরেট চেহারা চোখে দুশ্চিন্তা ।

বললেন, মিস্টার হোমস, মিস্টার ম্যাকফারসনের খুনের অপরাধে এবার গ্রেপ্তারটা করে ফেলব কি না ভাবছি ।

কাকে করবেন? মিস্টার আয়ান মুরডককে?

তিনি ছাড়া এ-কাজ আর কে করতে পারে বলুন?

প্রমাণ?

ইনস্পেকটর যা বলে গেলেন, সে-লাইনে চিন্তা আমিও করেছিলাম। আয়ান মুরডকের স্বভাব চরিত্র, তাকে ঘিরে দানা বেঁধে ওঠা রহস্য, হঠাৎ খেপে গিয়ে ম্যাকফারসনের কুকুরকে জানলা গলিয়ে ফেলে দেওয়া, ম্যাকফারসনের সঙ্গে অতীতে ঝগড়া, মড় বেলামির প্রতি ম্যাকফারসনের অনুরাগকে কেন্দ্র করে ঈর্ষা-সবই আমার পয়েন্ট। শুধু একটা পয়েন্ট বাদে মুরডক যে চম্পট দেওয়ার আয়োজন করছে, সে-খবর রাখে না ইনস্পেকটর।

শোনবার পর আমি বললাম, আপনার যুক্তির মধ্যে তিনটে ফাঁক আছে। প্রথম, মুরডকের অন্যত্র স্থিতি জোরদার? সে দেখিয়ে দেবে ম্যাকফারসন যখন খুন হয়েছে, তখন সে ছাত্রদের অঙ্ক বোঝাচ্ছিল। সৈকতে এসেছে ম্যাকফারসন আসার পর আগে নয়। দ্বিতীয় ফাঁক-একা হাতে এভাবে চাবকে মানুষ খুন তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তৃতীয় ফাঁক-এ-রকম ক্ষত সৃষ্টি করার মতো হাতিয়ার কি পাওয়া গেছে?

নমনীয় চাবুক দিয়ে মারলে এ-রকম দগদগে ঘা দেখা যায়।

দাগগুলো আপনি দেখেছেন?

দেখেছি। ডাক্তারও দেখেছে।

আমি দেখেছি আতশকাচের মধ্যে দিয়ে। দাগগুলো অদ্ভুত।

দু বেস-বুঝ ঔখ শার্লক হোমস । ঔখার বোনা ড়ল । শার্লক হোমস

কীরকম অডুত?

উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে ংকটা ংনলার্জ করা ফটো নিয়ে ংলাম, ংসব কেস ংইভাবেই ংমি তদন্ত করি ।

কিছুই বাদ দেন না দেখছি ।

ডান কাঁধের ওপর ংই টানা লম্বা দাগটা দেখুন, ংশ্চর্য ংকটা ব্যাপার লক্ষ করছেন?

ংজ্ঞে না ।

দগদগে ভাবটা সব জায়গায় সমান জোরালো নয় । ংই দেখুন রক্ত চুয়ে পড়ছে খুব বেশি ংই পয়েন্টে-তারপর ংই ংখানে ংর ংকটা পয়েন্ট । ংপাশের টানা লম্বা দাগেও দেখুন সেই ংসমান দগদগে ভাব । ংর মানে কী বলুন তো?

ংমি জানি না । ংপনি জানেন?

বোধ হয় জানি । বোধ হয় জানি না । তবে শিগগিরই জানব । তারপর ধরতে পারব ংপরাদ্ধীকে ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনার ডয়ল । শার্লক হোমস

আচ্ছা আগুনে পোড়ানো টকটকে রাঙা কোনো তারের জাল পিঠে ছড়িয়ে দিলে জালের দুটো তার যেখানে মিশেছে, গাঁটের ঠিক সেই জায়গায় এ-রকম বেশি রক্তওলা দাগ হতে পারে নাকি?

অথবা খুব শক্ত গাঁটওলা কোনো চাবুক দিয়ে মারলেও এমনি দাগ পড়তে পারে ।

মিস্টার হোমস! ঠিক ধরেছেন মনে হচ্ছে!

অন্য ব্যাপারও হতে পারে । তাই বলছিলাম, এখুনি থেঙার করতে যাবেন না । তা ছাড়া ম্যাকফারসন মরবার ঠিক আগে বলেছিল-লায়নস মেন ।

আয়ান নামটার সঙ্গে কিন্তু মিল রয়েছে না?

তাও ভেবেছি । কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনেছি মেন-আয়ান নয় ।

তাহলে কী হতে পারে?

হাতে আরও মালমশলা না-আসা পর্যন্ত সেটা বলা সংগত হবে না ।

কখন আসবে?

দু ব্রেন্স-বুক্‌ অফ শার্লক্‌ হোমস্‌ । অর্থাৎ ব্রেন্স ডায়েরি । শার্লক্‌ হোমস্‌

ঘন্টাখানেকের মধ্যে ।

অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে চিবুক চুলকোলেন ইনস্পেকটর বার্ডল ।

জেলে নৌকোর কথা ভাবছেন নাকি?

আরে না । অদূর যেতে হবে না ।

তাহলে কি বেলামি বাপ বেটাকে সন্দেহ করেছেন? ম্যাকফারসনের নাম শুনলেই তো জ্বলে উঠত দুজনে ।

না, না । যাক গে, দুপুরে আসুন-তখন তৈরি থাকব আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে । এখন-

এই পর্যন্ত বলার সঙ্গেসঙ্গে প্রচণ্ড বাধা পড়ল কথায় এবং শুরু হয়ে গেল শেষ পর্ব । দড়াম করে খুলে গেল দরজা । স্থলিত পায়ের আওয়াজ শুনলাম প্যাসেজে । পরক্ষণেই টলতে টলতে এলোমেলো বসনে উশকোখুশকোভাবে ঘরে ঢুকল আয়ান মুরডক । মুখ যন্ত্রণাবিকৃত, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, হাতের সামনে আসবাবপত্র যা পাচ্ছে খামচে ধরে সিঁধে থাকবার চেষ্টা করছে ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

ব্র্যাভি! ব্র্যাভি! বিকট গলায় গুঙিয়ে উঠে ধড়াম করে পড়ে গেল সোফায়। পেছন পেছন এল স্ট্যাকহাস্ট। হাঁপাচ্ছে, মাথায় টুপি নেই! মুরডকের মতোই প্রায় তার চেহারা— উদ্ভান্ত।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্র্যাভি দিন। দম নিতে পারছে না—দু-বার অজ্ঞান হয়েছে আসবার পথে!

আধ গেলাস ব্র্যাভিতে ম্যাজিক ঘটে গেল। এক হাতে ভর দিয়ে দেহটা অর্ধেক তুলে আরেক হাতে কোটটা টান মেরে ফেলে দিয়ে ককিয়ে উঠল মুরডক, তেল! আফিং! মরফিয়া! যা থাকে দিন-এ-যন্ত্রণা আর সহিতে পারছি না!

খোলা পিঠের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম আমি আর ইনস্পেকটর। ম্যাকফারসনের পিঠে চাবুক মারার রক্তঝরা যে বীভৎস দাগ দেখেছি, হুবহু সেই রকমের এলোপাতাড়ি চাবুকের ঘা সারাপিঠ জুড়ে রয়েছে।

অসহ্য সে-যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বেশ কয়েকবার দম আটকে মুখ কালো হয়ে এল মুরডকের প্রতিবারেই প্রবল চেষ্টায় অনেকক্ষণ পরে হু-উ-উ-স করে নিশ্বাস নিয়ে হাট চালু রাখল কোনোমতে। ঘামে ভিজে গেল কপাল। বেশ বুঝলাম, যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারে বেচার। গলায় ব্র্যাভি ঢালতে লাগলাম ক্রমাগত, প্রতি ঢোক গেলার সঙ্গেসঙ্গে একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগল প্রাণশক্তি। সেইসঙ্গে স্যালাড অয়েলে তুলে ভিজিয়ে বিচিত্র ক্ষতস্থানে চেপে ধরায় যন্ত্রণাও কমে এল অনেকটা।

দু ব্রেন্স-বুঝ ঔফ শার্লক হোমস । ঔার্থার ব্রেনান ডফল । শার্লক হোমস

শেষকালে বেদম হয়ে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল সোফায়-অর্ধচেতন্য অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ।

এ-অবস্থায় প্রশ্ন করা সম্ভব নয় ।

স্ট্যাকহাস্ট আতঙ্ক বিকৃত কণ্ঠে বলল, হোমস! হোমস! এ কী! এসব কী হচ্ছে!

এ-অবস্থায় একে পেলেন কোথায়?

জলের ধারে, ঠিক যে-জায়গায় দেখেছিলাম ম্যাকফারসনকে । আসবার পথেই মারা যেত যদি ম্যাকফারসনের মতো হার্টের রুগি হত । গেবলস পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারব না বলেই এখানে ঢুকে পড়লাম ।

সমুদ্রের ধারে দেখলেন?

পাহাড়ের ওপর বেড়াছিলাম-এমন সময়ে শুনলাম চিৎকার । জলের ধারে পড়ে মাতালের মতো পাকসাট খাচ্ছিল । ছুটে গিয়ে জামাকাপড় জড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসেছি! হোমস! এ কী অভিশাপ লেগেছে এ জায়গায়! যা পারেন করুন! বাঁচান আমাদের ।

করব । আসুন আমার সঙ্গে । ইনস্পেকটর, আপনিও আসুন । দেখি মার্ডারারকে তুলে দেওয়া যায় কি না আপনার হাতে ।

হাউসকিপারের হেফাজতে অজ্ঞান মুরডককে রেখে তিনজনে গেলাম মৃত্যু-ভয়াল উপহুদে । জলে ক্ষয়ে যাওয়া নুড়ির ওপর তোয়ালে আর জামাকাপড়ের স্তূপ চোখে পড়ল । আহত মুরডক রেখে গেছে । জলের কিনারা বরাবর হাঁটতে লাগলাম আস্তে আস্তে, সার বেঁধে পেছন পেছন এল দুই সঙ্গী । বেশির ভাগ অঞ্চলই অগভীর-কেবল এক জায়গায় জল চার পাঁচ ফুটের মতো গভীর । জল এখানে ক্রিস্টালস্বচ্ছ-অদ্ভুত সুন্দর সবুজ রঙের সাঁতারুর পক্ষে লোভ সামলানো কঠিন । খাড়াই পাহাড়ের নীচের দিকে তাকের মতো বেরিয়ে থাকা পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম জলের দিকে চোখ রেখে! জল যেখানে সবচেয়ে গভীর আর স্থির, সেখানে পৌঁছোতেই দেখতে পেলাম এতক্ষণ চোখ যা দেখতে চাইছিল । বিপুল উল্লাসে বললাম নিস্তর্র সৈকত কাঁপিয়ে, সায়ানিয়া! সায়ানিয়া! সিংহ কেশর সায়ানিয়া!

আঙুল তুলে বিচিত্র যে-বস্তুটার দিকে দুই সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, বাস্তবিকই তা দেখতে সিংহের কেশর থেকে ছিঁড়ে আনা একতাল জটার মতো । ফুট তিনেক গভীরে জলের মধ্যে পাথুরে তাকের ওপর অদ্ভুত দর্শন লোমশ প্রাণীদেহটা স্পন্দিত হচ্ছে, দুলে দুলে উঠছে বিচিত্র ভঙ্গিমায় হলুদ বেগিগুচ্ছের মধ্যে দেখা যাচ্ছে রূপোলি আভাস! দুলছে, গুটিয়ে ছোটো হয়ে গিয়ে ফের বড়ো হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত ছন্দে ।

স্ট্যাকহাস্ট, অনেক খুন করেছে এই শয়তান! এবার খেল খতমের পালা! হাত লাগাও!

হাতের কাছেই একটা বড়োসড়ো গোলমত পাথর ছিল। ঠেলাঠেলি করে ফেলে দিলাম জলের ওপর। প্রচণ্ড শব্দে ঝপাস করে জলে পড়ল লোমশ হত্যাকারীর ঠিক ওপরেই। জল স্থির হওয়ার পর দেখলাম নীচের তাকে গিয়ে আটকে গেছে পাথরটা। একদিকে উঁকি দিচ্ছে প্রাণীটার কম্পমান খুঁড়গুলো। তেলতেলে পুরু গাঁজলা পাথরের চারপাশ থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে জলের ওপরে।

অবাক হয়ে ইনস্পেকটর বললেন, মিস্টার হোমস, কী এটা? সাসেক্সে জন্মেছি আমি কিন্তু একে তো কখনো দেখিনি!

ঝড় এনে তুলেছে সাসেক্সে, বললাম আমি। চলুন, বাড়ি ফেরা যাক। সমুদ্রের আতঙ্কের সর্বশেষ শিকারের মুখেই শোনা যাক তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার লোমহর্ষক কাহিনি।

বাড়ি ফিরে দেখলাম মুরডকের জ্ঞান ফিরেছে, উঠে বসতে পারছে। তবে আচ্ছন্ন ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি। যন্ত্রণার দমকে মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটাকে মোচড় দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা কথায় যা বললে তা থেকে এইটুকুই বোঝা গেল যে কী যে হয়েছে তা সে নিজেই জানে না। আচম্বিতে সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো গরম শিক কুঁড়ে দেওয়ার মতো একটা ভয়াবহ যন্ত্রণায় সে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে তীরে এসে উঠেছিল।

চিলেকোঠা থেকে বার করা সেই কেতাবখানা তুলে নিয়ে বললাম, রহস্যভেদ করবে এই বই। নাম আউট অফ ডোরস লিখেছেন জে. জি. উড। উড নিজেই শেষ হয়ে যেতেন

ঐ পিশাচ প্রাণীর খপ্পরে পড়ে আয়ু ছিল বলেই বেঁচে যান। ঐর পুরো নাম সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা। কেউটে কামড়ালে যে-যন্ত্রণা, তার চাইতে বহুগুণ বেশি যন্ত্রণা-ঐর ছোবলে। জীবনহানির সম্ভাবনাও বেশি। ঐকটু পড়ে শোনাছি, শুনুন।

চান করতে নেমে কেউ যদি সিংহের কেশর থেকে খামচে আনা ঐকতাল পিঙ্গলবর্ণ চুল আর চামড়ার মতো কিছু দেখেন-যার ভেতরে রূপোলি আভাস-তাহলে যেন হুঁশিয়ার হন। নিরীহ দর্শন ঐ প্রাণীর হল ফোঁটানোয় জীবন বেরিয়ে যেতে পারে। ঐর নাম সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা। মূর্তিমান আতঙ্ক। ঐর চাইতে ভালো বর্ণনা কি আর সম্ভব?

মিস্টার উড কেন্টির উপকূলে সাঁতার কাটছিলেন। দেখলেন প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূর পর্যন্ত প্রায় অদৃশ্য শুড় বাড়িয়ে কিলবিল করছে সিংহ-কেশর সায়ানিয়া। অতদূর থেকেও শুড়ের ছোঁয়ায় উড প্রাণে মরতে বসেছিলেন। লিখেছেন, অসংখ্য সুতোর ছোঁয়ায় রক্তলাল দাগ ফুটে ওঠে চামড়ার ওপর। খুব কাছ থেকে দেখলে মনে হবে যেন সারি সারি ফুসকুড়ির লাইন-প্রত্যেকটা ফুসকুড়ি দিয়ে আগুনে তাতানো হুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে নার্ভের মধ্যে।

বলেছেন, হল ফোঁটানোর জায়গায় যে-যন্ত্রণা, শরীরময় তীব্র যন্ত্রণার তুলনায় তা সামান্যই। বুকের মধ্যে যন্ত্রণার শলাকা গেঁথে যায় যেন যেন তপ্ত বুলেটে ঐফোঁড়-ওফোড় হয়ে যায় হৃৎপিণ্ড আছড়ে পড়েছিলাম হাটের সেই অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পারে। হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়-তারপরেই ঐমনভাবে ছ-সাতবার সাংঘাতিকভাবে লাফিয়ে ওঠে। হৃৎপিণ্ড যেন বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

সিংহ-কেশরের দংশন ওঁকে ঘায়েল করেছিল সমুদ্রের উদবেল জলের মধ্যে স্নান করার শান্ত নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে নয়। লিখেছেন, পরে নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারেননি এমন সাদা হয়ে গিয়েছিল মুখখানা অজস্র বলিরেখায় কুঁচকে ভাঁজ খেয়ে গিয়েছিল মুখের চামড়া। পুরো এক বোতল ব্র্যান্ডি ঢকঢক করে খেয়ে কোনোমতে থাণটাকে আটকে রেখেছিলেন দেহপিঞ্জরে। ইনস্পেকটর, এই সেই বই। রাখুন আপনার কাছে। ম্যাকফারসন বেচারা যে কী যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেছে, তার নিখুঁত বর্ণনা পাবেন এর মধ্যে।

ক্লান্ত বিষণ্ণ হেসে আয়ান মুরডক বললে, সেইসঙ্গে বন্ধু হত্যার দায় থেকেও অব্যাহতি দিতে পারবেন আমাকে। আপনাদের কারোরই দোষ নেই ইনস্পেকটর। মিস্টার হোমস, আপনাকেও আমি দোষারোপ করছি না আমাকে সন্দেহ করার জন্যে! নিজেকে প্রায় মেরে এনেছিলাম একই পন্থায়-তাই আজ বেঁচে গেলাম ফাঁসির দড়ি থেকে।

হোমস বললে, কথাটা ঠিক নয়, মিস্টার মুরডক। আপনি যে নির্দোষ, আমি তা জেনেছিলাম। আর একটু আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লে এহেন ভয়াল অভিজ্ঞতার মধ্যেও আপনাকে পড়তে দিতাম না।

আপনি জেনেছিলেন? কীভাবে মিস্টার হোমস? কীভাবে?

ৰাজ্যেৰ জ্ঞান সংগ্ৰহ কৰা আমাৰ বাতক । যা পাই, তাই পড়ি । স্মৃতিৰ মন্দিৰে ফেলনা জিনিসও জমিয়ে ৰাখি । জানেন তো যাকে ৰাখা যায়, সে-ই আপনাকে পৰে ৰেখে দেয় । লায়নস মেন শব্দ দুটো সেই কাৰণেই প্ৰচণ্ড উৎপীড়ন সৃষ্টি কৰেছিল মাথার মধ্যে । কোথায় যেন পড়েছিলাম-পড়ব বলে পড়িনি-চোখে পড়ে গিয়েছিল কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না । এখন শুনলেন তো কীভাবে জলচর আতঙ্কের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন মিস্টার উড । জলে নেমে তালগোল পাকানো লোমশ এই প্ৰাণীকেই দেখেছিলেন মিস্টার ম্যাকফারসন । তাই মৰবার আগেও শৰীৰেৰ শেষ শক্তিবিन्दু দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে- হুঁশিয়ার করতে চেয়েছে-সাবধান! জলে নেমেমা না! সিংহ-কেশৰ ওত পেতে আছে সেখানে অসংখ্য শুড়ের ছল বাড়িয়ে ।

অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে মূৰডক বললে, আমি তাহলে খালাস পেলাম সন্দেহের আওতা থেকে । আপনাদের তদন্ত কোন পথে যাচ্ছিল জানি বলেই দু-একটা ব্যাপার খোলসা কৰে যেতে চাই । মড বেলামিকে আমি ভালোবাসতাম ঠিকই, কিন্তু যেদিন জানলাম প্ৰিয় বন্ধু ম্যাকফারসনকে সে মন দিয়েছে, সেইদিন থেকেই মন প্ৰাণ দিয়ে চেষ্টা কৰে গেছি যাতে মড সুখী হয় । ওদের মধ্যে খবৰ দেওয়া নেওয়ার কাজ কৰেছি । সেই কাৰণেই ওদের সমস্ত গোপন কথা আমি জানতাম । ম্যাকফারসনের শোচনীয় মৃত্যুৰ খবৰটা অন্য কেউ ফেনিয়ে অন্যৰকমভাবে মডকে জানিয়ে পাছে ওৰ মন ভেঙে দেয় তাই নিজে থেকেই গিয়েছিলাম ওকে সব কথা জানাতে । গিয়েছিলাম ওকে মন থেকে ভালোবাসি বলে । আমাদের মধ্যে সম্পৰ্ক কীৰকম ছিল, মড আপনাকে বলেনি পাছে আপনারা ভুল ধারণা কৰেন, আৰ আমি অকাৰণ ভোগান্তিৰ মধ্যে পড়ি । আৰ নয় । এবাৰ যাই । একটু না-শুলেই নয় ।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্ট্যাকহাস্ট বললে, নাভের অবস্থা কারোরই ভালো ছিল না বলে যা ঘটে গেছে, তা ভুলে যেয়ো। মুরডক, ভবিষ্যতে যেন আমাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে। হাতে হাত দিয়ে বন্ধুর মতোই বেরিয়ে গেল দুজনে। বলদের মতো চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে ইনস্পেকটর বললেন, আবার কিস্তিমাং করলেন মিস্টার হোমস! অনেক সুনাম শুনছি আপনার-এবার দেখলাম নিজের চোখে! ওয়াভারফুল! না-দেখলে বিশ্বাসই করতাম না!

এ-প্রশংসা হজম করা মানেই নিজেকে খাটো করা। তাই মাথা না-নেড়ে পারলাম না।

বললাম, প্রথম দিকে যাচ্ছেতাইভাবে দেরি করেছি। মৃতদেহ জলের মধ্যে পাওয়া গেলে এত দেরি হত না-সঙ্গেসঙ্গে ধরে ফেলতাম মৃত্যুর কারণ। তোয়ালেটাই বিপথে চালিয়েছে আমাকে। ম্যাকফারসন গা মোছবার কথাও ভাবেনি-ভাঁজ করা শুকনো তোয়ালে দেখে আমিও তাই ভেবেছি ও বুঝেছি যে জলে ও নামেনি। তাই জলচর জীরের আক্রমণের সম্ভাবনাও মাথায় আসেনি। ভুল করেছি সেইখানেই। ইনস্পেকটর, পুলিশদের আমি বিদ্রপ করেছি বহুবার, এবার দেখছি খোদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও এক হাত নিয়ে গেল সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা।

টীকা

সিংহকেশৱেৰেৰ সংহাৰ মূৰ্তি : দি অ্যাডভেঞ্চাৰ অব দ্য লায়ন্স মেন ইংলণ্ডে স্ট্যাণ্ড ম্যাগাজিনেৰ ডিসেম্বৰ ১৯২৬ সংখ্যায় এৰং আমেৰিকাৰ লিবাৰ্টি পত্ৰিকাৰ ২৭ নভেম্বৰ ১৯২৬ তাৰিখেৰে সংখ্যায় প্ৰথম প্ৰকাশিত হয়। ১৯৯২-এ ওয়েস্টমিনস্টাৰ লাইব্ৰেৰিজ এৰং লণ্ডনেৰ শাৰ্লক হোমস সোসাইটি এই গল্পটিৰ পাণ্ডুলিপি সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰে।

একটা লোক : ইনি কি হিজ লাস্ট বাও গল্পে উল্লিখিত মাৰ্থা? মিসেস হাডসন নিশ্চয়ই নন।

বাৰবেৰি ওভাৰকোট : গ্যাবাৰ্ডিন কাপড়েৰ আৰিষ্কৰ্তা টমাস বাৰবেৰিৰ ডিজাইন কৰা, আজকালকাৰ ট্ৰেঞ্চ-কোটের মতো লম্বা ওভাৰকোট।

চান কৰাৰ কটেজের : স্নানেৰ পোশাকে জনসমক্ষে আসা এড়াতে সেকালে বেশ কিছু মানুষ সমুদ্রে স্নান কৰতেন সবদিক ঢাকা ঢাকা লাগানো ঠেলাগাড়িতে বসে। গাড়িৰ ভেতৰ স্নানার্থীকে বসিয়ে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হত জলে। স্নান হলে ভেতৰে থাকা স্নানার্থীৰ ইশাৰায় গাড়ি উঠিয়ে আনা হত এৰং গাড়ি কোনো ঘৰেৰ ভেতৰে নিয়ে এসে তাকে নামানোৰ ব্যৱস্থা থাকত। এগুলিৰ প্ৰচলিত নাম বেদিংকট। প্ৰসঙ্গত উল্লেখ্য, পুৰোেনো দিনে বহু হিন্দু পৰ্দানশিন মহিলাকে পালকি শুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আবার উঠিয়ে নিয়ে বেহাৱাৰা গঙ্গাস্নান কৰাতেন।

সতিই সুন্দরী : জুলিয়া সি, রোসেনব্লাট প্রশ্ন তুলেছিলেন, মড় বেলামির সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েই কি শার্লক হোমস এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন?

জে. জি. উড : রেভারেণ্ড জন জর্ড উড (১৮২৭-১৮৮৯) প্রকৃতিবিদ্যা এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে প্রায় ষাটখানি গ্রন্থের রচয়িতা। নিজে বিজ্ঞানী বা দক্ষ সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল এই বইগুলি।

সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা : ইংরেজি নাম লায়সমেন জেলিফিশ, বঙ্গানুবাদে সিংহকেশর জেলিফিশ। এযাবৎ পাওয়া সর্ববৃহৎ প্রকারের জেলিফিশ। এর মাথা তিন ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে, আর শুড় কখনো ত্রিশ ফুটও লম্বা হতে দেখা গিয়েছে।

স্মৃতির মন্দিরে ফ্যালনা জিনিসও জমিয়ে রাখি : আ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসে হোমসকে বলতে শোনা যায় ফালতু জ্ঞান ব্রেন-কুঠরিতে ঢোকাতে নারাজ।... বাজে জিনিস ঠাসতে গিয়ে কাজের জিনিসগুলো মানুষ ভুলে যায় এই কারণেই...।

হলদে হিরের হুয়ানি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য মাজারিন স্টোন]

অনেক অত্যাশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের স্মৃতি মাখানো বেকার স্ট্রিটের ঘরখানিতে ফের দাঁড়িয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল ডক্টর ওয়াটসনের। দেওয়ালে ঝোলানো সায়েন্টিফিক চার্ট, অ্যাসিড-পোড়া কেমিক্যাল-বেঞ্চ, কোণে দাঁড় করানো বেহালার বাক্স আর কয়লা রাখবার ধাতবপাত্রে রাখা পাইপ আর তামাকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাকাল হোমসের নতুন ছোকরা চাকর বিলির হাসিহাসি তাজা মুখখানার দিকে। গ্রেট ডিটেকটিভের বিষণ্ণ মূর্তি ঘিরে বিরাজিত একাকিত্ব আর বিচ্ছিন্নতা কিছুটা ভরিয়ে তুলতে পেরেছে এই ছোকরা।

বিলি, কিছুই দেখছি পালটায়নি। তুই পর্যন্ত একইরকম আছিস। তোমার মনিবও নিশ্চয় তাই?

শোবার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বিলি বললে, ঘুমোচ্ছেন।

অবাক হল না ওয়াটসন। গ্রীষ্মের এমন ফুরফুরে সন্ধ্যায় সাতটার সময়ে ঘুমোনো শার্লক হোমসের মতো বিদঘুটে স্বভাবের লোককেই মানায়।

হাতে কেস এসেছে নিশ্চয়?

দু ব্রেস-বুথ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার বোনা ডয়ল । শার্লক হোমস

আজ্ঞে হ্যাঁ, ভীষণ খাটছেন। শরীর না ভেঙে পড়ে। কিছু খাচ্ছেন না। শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছেন। মিসেস হাডসন জিজ্ঞেস করেছিলেন, মিস্টার হোমস, ডিনার খাবেন কখন? পরশু সাড়ে সাতটায়, বললেন উনি। হাতে কেস এলে যা করেন আর কি।

তা যা বলেছিস।

কারো পিছু নিচ্ছেন নিশ্চয়। কালকে বেরিয়েছিলেন বেকার শ্রমিকের ছদ্মবেশে কাজ খুঁজছেন যেন। আজকে নিয়েছিলেন বুড়ির বেশ। অ্যাঙ্গিনে তো অনেক দেখলাম, তবুও চমকে গিয়েছিলাম আজ। ওই দেখুন না বুড়ির ছাতা-বলে সোফার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা একটা বেটপ মেয়েদের ছাতা দেখিয়ে দাঁত বার করে হেসে ফেলল বিলি।

কিন্তু কেন, বিলি?

গলা নামিয়ে বিলি বললে, আর কেউ যেন না-শোনে। ক্রাউন ডায়মন্ড কেস!

বল কী। লাখ পাউন্ড দামের হিরে চুরির কেস?

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রাইম মিনিস্টার আর হোম সেক্রেটারি পর্যন্ত এসে ওই সোফায় বসে মিস্টার হোমসকে দিয়ে কথা আদায় করেছেন হিরে বার করে দিতেই হবে। তারপরেই এলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার—।

বটে!

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারি খারাপ লোক, স্যার। প্রাইম মিনিস্টার আর হোম সেক্রেটারির মতো মানুষ হয় না। কিন্তু এই লর্ড ক্যান্টলমিয়ারের ব্যাভার ভারি খারাপ। ওঁর বিশ্বাস মিস্টার হোমস একটা ফালতু লোক হিরে খোজের কাজ ওঁকে দেওয়ার একদম ইচ্ছেও নেই। মিস্টার হোমস হেরে গেলেই যেন তিনি বাঁচেন।

মিস্টার হোমস তা জানেন তো?

যা জানবার, মিস্টার হোমস তা ঠিকই জেনে ফেলেন।

তাহলে লর্ড ক্যান্টলমিয়ারকেই বুদ্ধ বানিয়ে ছাড়বে হোমস। জানলার ওই পর্দাটা কীসের বিলি?

দিন তিনেক আগে মিস্টার হোমস ঝুলিয়েছেন। আড়ালে একটা মজার জিনিস আছে।

ধনুক জানলার সামনে থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিল বিলি।

আর একটু হলেই ঢেঁচিয়ে উঠত ডাক্তার ওয়াটসন। অবিকল শার্লক হোমসের মতোই একটা নকল মূর্তি একইরকম ড্রেসিং গাউন পরে মুখখানা জানলার দিকে কিছুটা ঘুরিয়ে

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বণনান ড়েল । শার্লক হোমস

ঘাড় হেঁট করে বসে যেন ংকটা অদৃশ্য কেতার পড়ছে । মুণ্ডখানা খুলে নিয়ে তুলে ধরল বিলি ।

মারে মারে মুণ্ড ঘুরিয়ে বসাই ঔাতে রাস্তা থেকে দেখলে মনে হয় জ্যাস্ত মানুষ মাথা ঘুরিয়ে বসে বই পড়ছে-খড়খড়ি বন্ধ না-থাকলে কিন্তু হাতও দিই না ।

বিলি, ংর ংগেও ংই ধরনের জিনিস ংকবার কাজে লাগিয়েছিলাম ।

ংমি ংসার ংগে । বলতে বলতে জানলার পর্দা সরিয়ে বিলি বললে, ঔই দেখুন ঔদিকের জানলায় ংকটা লোক বসে নজর রেখেছে ংদিকে ।

ঔয়াটসন ঔেই পা বাড়িয়েছে, ংমনি শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে ংল শার্লক হোমসের দীপ্ত শীর্গমূর্তি । মুখ ফ্যাকাশে, কিন্তু চলনভঙ্গিমা রীতিমতো ক্ষিপ্র, প্রাণবন্ত । ংক লাফে জানলায় গিয়ে পর্দা টেনে ংনে বন্ধ করে দিল খড়খড়ি ।

বেঘোরে মরবি ছোঁড়া । ঔা ভাগ! ঔয়াটসন, সঙিন মুহূর্তে ংসে গেছ দেখছি ।

কী ব্যাপার বলো তো?

খুব বিপদে পড়েছি ।

দু বেস-বুঝ ঔফ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেসনান ডফল । শার্লক হোমস

কীরকম বিপদে?

হঠাৎ মৃত্যুর বিপদ! আজ সন্ধ্যা নাগাদ ঘটতে পারে ।

কী-কী বললে?

খুন হয়ে যেতে পারি-একটু পরেই ।

ঠাটা করছ নাকি?

ঠাটা জিনিসটা অল্পস্বল্পই আছে আমার মধ্যে । তা সত্ত্বেও ঠাটা করার দরকার হলে এর চাইতে ভালো ঠাটাই করতাম ওয়াটসন । বোসো, তামাক, মদ যা খুশি খাও । ইদানীং আমার অবশ্য তামাক খেয়েই দিন কাটছে ।

খাওয়া ছেড়েছ কেন?

খেলে রক্ত ব্রেন থেকে পেটে চলে যায় বলে । হজম করানোর জন্যে রক্ত চালান দেওয়ার সময় এটা নয়-আমার পুরোটাই ব্রেন না-খেলে পুরো ব্রেনটা বেশ চাঙা থাকে-বাদবাকি অঙ্গগুলো এখন শুকিয়ে থাকুক ।

কিন্তু বিপদটা— ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বণনান ড়েল । শার্লক হোমস

ও হাঁ, সতিই যদি খুন হয়ে যাই, খুনির নামধামটা তুমি একটু কষ্ট করে মনে রেখো । স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়ে আমার শেষ শুভেচ্ছাসহ । নামটা সিলভিয়াস কাউন্ট নেথ্রেটো সিলভিয়াস-লিখে নাও হে, লিখে নাও । ১৩৬ মুরসাইড গার্ডেন্স, নর্থ ওয়েস্ট । হয়েছে?

উদবেগে মুখখানা কীরকম যেন হয়ে গেল ওয়াটসনের । হোমস যে বাড়িয়ে বলছে না, বরং কমিয়ে বলছে বুঝতে পেরে সঙ্গেসঙ্গে নাম-ঠিকানাটা লিখে নিল কাগজে ।

বলল, হোমস, দিন দুয়েক আমার হাতে কাজ নেই । বলো কী উপকার করতে পারি ।

ভায়া, তুমি ব্যস্ত ডাক্তার । রুগিদের ভিড় লেগেই থাকে ।

এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় । লোকটাকে থ্রেপ্তার করাচ্ছ না কেন?

পারি, কিন্তু করাচ্ছি না বলেই এত দুশ্চিন্তা ।

কেন?

হিরেটা কোথায় এখনও জানি না ।

ক্রাউন জুয়েল?

হ্যাঁ। হলদে হিরে-প্রকাণ্ড সেই মাজারিন হিরে। জাল পাতাই রয়েছে-হিরে চোরদের ধরেও ফেলব যেকোনো মুহূর্তে কিন্তু লাভ কী ওয়াটসন? হিরে তো পাব না?

জালের মৎস্যদের মধ্যে কাউন্ট সিলভিয়াস বুঝি একজন?

শুধু মৎস্য নয়-হাঙর। কামড়ায়। অন্যজন হল বক্সার স্যাম মার্টন। লোক খারাপ নয়-কিন্তু কাউন্টের হাতের পুতুল। হাঙর হয় বাজন মাছ সহজেই টোপ খেয়ে বসে। গোড়া থেকেই জালে পড়ে তিড়িক-তিড়িক নেচে বেড়াচ্ছে।

কাউন্ট সিলভিয়াস এখন কোন চুলোয়?

সকালটা তার সঙ্গেই তো কাটিয়ে এলাম বুড়ির ছদ্মবেশে। হাতে ছাতা তুলে দিয়ে আধা-ইটালিয়ান উচ্চারণে কী খাতিরটাই না করল। সহবত জানে ঠিকই, পাক্কা শয়তান যখন আসল রূপ ধরে।

বেঁচে গেছ।

তা গেছি। পেছন পেছন তো ছিলাম বেনজির কারখানায়-এয়ার গান যে তৈরি করে, সেই স্ট্রবেনজি। রাস্তার ওপারের জানলায় এয়ার গানখানা এখন এই জানলাই তাক করে

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বণনান ডহল । শার্লক হোমস

রয়েছে-যেকোনো মুহূর্তে নকল মূর্তির খাসা ব্রেন ফুটো হয়ে যাবে শব্দহীন একখানা
বুলেটের আবির্ভাবে । কী ব্যাপার, বিলি?

ট্রেতে করে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে এসেছিল বিলি । চোখ বুলিয়ে নিয়ে পরম
কৌতুকে হেসে উঠল হোমস ।

আসলি মাল এসে গেছে ওয়াটসন । খোদ কাউন্ট স্বয়ং হাজির । লোকটার বুকের পাটা
দেখেছ? বড়ো শিকারে নাম আছে কাউন্টের । আমাকে শিকার করতে পারলেই
ষোলোকলা পূর্ণ হয় ।

পুলিশ ডাকো ।

ডাকব, পরে । জানলা থেকে উঁকি মেরে দেখ তো রাস্তায় কেউ ঘুরঘুর করছে কি না ।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে ওয়াটসন বললে, দরজার কাছেই একজনকে দেখা যাচ্ছে ।

ওই হল স্যাম মার্টন—মাখামোটা পরম অনুগত অনুচর । বিলি, ভদ্রলোক কোথায়?

ওয়েটিংরুমে ।

আমার ঘণ্টার আওয়াজ পেলেই নিয়ে আসবে ।

আজ্ঞে ।

আমি ঘৰে না-থাকলেও ঘৰে বসাবে । আজ্ঞে ।

বিলি বেরিয়ে যেতেই ওয়াটসন বললে, হোমস, অসম্ভবকে সম্ভব করতে যাচ্ছ । লোকটা
বিপজ্জনক । মরিয়া । সব করতে পারে । খুনও করতে পারে ।

করলে অবাক হব না ।

আমি তোমার সঙ্গে থাকব ।

তাতে পথের কাঁটাই কেবল হবে ।

তার?

না, আমার ।

তোমাকে ফেলে আমি যাব না ।

যাবে, ভায়া, যাবে। এ-খেলাও তুমি খেলে যাবে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেই তবে সামনে থেকে নয়, আড়াল থেকে, বলে নোটবই নিয়ে খসখস করে একটা পাতায় কী লিখে ছিঁড়ে নিয়ে ধরিয়ে দিল ওয়াটসনের হাতে, সোজা চলে যাও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পুলিশ ডেকে এনে অ্যারেস্ট করিয়ে দাও কাউন্টকে। ততক্ষণ আমি ওকে আটকে রাখছি—এসেছে আমার সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছেটা পুরণ করা যাক।

সানন্দে যাব।

সেই ফাঁকে আমি কথায় কথায় ওর পেট থেকে হিরে কোথায় আছে বার করে নেব। ঘণ্টা বাজিয়ে দিল হোমস, শোবার ঘরে লুকোনো দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে চাই হাঙর মহাপ্রভুর সুরতখানা।

ফাঁকা ঘরে কাউন্টকে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল বিলি। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ইতিউতি সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল বিরাটকায় কাউন্ট। সত্যিই দর্শনীয় মূর্তি। নাকখানা ইগলপাখির চঞ্চুর মতো। ইয়া কালো গোঁফের নীচে পাতলা দৃঢ়সংবদ্ধ ঠোঁটে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা। বেশভূষা অত্যন্ত পরিপাটি—কিন্তু চাকচিক্য যেন বড়ো বেশি চোখে লাগে। ফাঁদ পাতা আছে কি না এই সন্দেহে ইতিউতি তাকিয়ে ভীষণ চমকে উঠল কাউন্ট। চোখ পড়েছে জানলার সামনে রাখা চেয়ারে বসা অবস্থায় শার্লক হোমসের নকল মূর্তির দিকে। কিছুক্ষণ নিখর দেহে নিঃসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার পর খুনের সংকল্পে কঠিন হয়ে গেল চোয়ালের হাড়, চোখের মণি। ঘরে কেউ নেই দেখে নিয়ে হাতের লাঠিখানা মাথার ওপর তুলে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল মূর্তির পেছনে। শেষ লাফটা লাফাতে যাচ্ছে

দু বেস-বুফ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

এমন সময়ে পেছনের শোবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে এল শ্লেষমাখা হিমশীতল কণ্ঠস্বর :

ভাঙবেন না, কাউন্ট! ভাঙবেন না!

ভাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল কাউন্ট। ক্ষণেকের জন্যে ফের লাঠি মাথায় তুলে এমনভাবে পা বাড়াল যেন নকল ছেড়ে আসল লোকের মাথাটাই এবার ছাত্ করে ছাড়বে। কিন্তু দীর্ঘ মূর্তির ধূসর স্থির চাউনি আর বিদ্রুপমাখা হাসির মধ্যে যেন জাদু ছিল-লাঠি নামিয়ে নিল কাউন্ট।

নকল মূর্তির দিকে পা বাড়িয়ে হোমস বললে, জিনিসটা খাসা বানিয়েছে বটে ট্যাভারনিয়ার ফ্রেঞ্চ মডেল শিল্পী ট্যাভারনিয়ার। মোমের মূর্তি তৈরি করতে জুড়ি নেই। যেমন এয়ারগান চালাতে জুড়ি নেই আপনার বন্ধু স্ট্রবেনজির।

এয়ারগান! মানে?

টুপি আর লাঠি পাশের টেবিলে রাখুন। ধন্যবাদ! চেয়ার টেনে নিয়ে বসুন। রিভলভারটাও বার করুন। চমৎকার! ইচ্ছে হলে রিভলভারের ওপরেই বসতে পারেন। আপনি এসে ভালো করেছেন-কথা ছিল।

দু বক্স-বুক্‌ ঔফ শার্লক্‌ হোমস্‌ । ঔয়ার্‌ বোনা ড়েল । শার্লক্‌ হোমস্‌

ভীষণভাবে ভ্রুকুটি করে কাউন্ট বললে, আপনার সঙ্গেও আমার কথা ছিল হোমস।
সেইসঙ্গে ইচ্ছে ছিল মেরে পাট করে দেওয়ার।

টেবিলে পা তুলে দিয়ে হোমস বলে, জানি। কিন্তু হঠাৎ আমাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়ার
কারণটা জানতে পারি?

বড্ড বেড়েছেন বলে। পেছনে ফেউ পর্যন্ত লাগিয়েছেন।

ফেউ! মোটেই না!

বাজে কথা একদম বলবেন না। জোড়া ফেউ পেছনে লাগিয়েছেন।

তুচ্ছ ব্যাপার। তার আগে একটা ব্যাপার আপনি শুধরে নিন। আমার নামের আগে
উপসর্গটা বলতে ভুলবেন না। চোরচোড়াদের সঙ্গে কারবার করলেও তারা আমাকে
মিস্টার হোমস বলেই ডাকে আপনি ব্যতিক্রম হতে যাবেন না।

মিস্টার হোমস!

চমৎকার! এবার বলি, ফেউ বলে যাদের ভুল করেছেন, তারা ফেউ নয়।

ঘুণায় মুখ বেঁকিয়ে হাসল কাউন্ট।

অন্যের চোখে ধুলো দেওয়া যায়, আমার চোখে নয়। গতকাল একটা স্পোর্টিং বুড়ো পেছনে লেগেছিল-আজ একটা বুড়ি। সারাদিন ঘুরেছে পেছন পেছন।

প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। ফাঁসির দড়িতে ঝোলার আগে ব্যারন ডোসন দুঃখ করে বলেছিলেন-আমি আইনকে যেমন অনেক দিয়েছি, মঞ্চকে তেমনি অনেক বঞ্চিত করেছি। প্রশংসা আপনিও করলেন আমার অভিনয় প্রতিভার। ফেউ দুজন কেউ নয়-আমি!

আপনি!

ওই তো সোফার গায়ে হেলান দেওয়া রয়েছে ছাতাটা। চিনতে পারছেন? নিজে হাতে করে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন?

ইস! যদি জানতাম—

তাহলে গরিবের ঘরে আর পায়ের ধুলো দিতে আসতেন না!

আরও কুটি কুটিল হল কাউন্টের ভয়ানক মুখখানা।

ব্যাপার আরও ঘোরালো হল। নিজেই স্বীকার করলেন আমার পেছনে লেগেছেন। কেন?

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔফাৰ ব্ৰহ্মান ডফল । শাৰ্লক হোমস

আলজেরিয়ায় আপনি সিংহ শিকার করতেন না?

করতাম ।

কেন করতেন?

উত্তেজনার জন্যে-বিপদের স্বাদ পাওয়ার জন্যে ।

সেইসঙ্গে দেশ থেকে উৎপাতকে দূর করার জন্যে, তাই না?

তা তো বটেই!

সংক্ষেপে-আমার উদ্দেশ্যও তাই ।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হিপপকেটে হাত দিল কাউন্ট ।

বসে পড়ুন মশায়, বসে পড়ুন । আমি জানি ওখানে আর একটা পিস্তল আছে । হলদে
হিরে কোথায় আছে বলুন ।

কুটিল হেসে চেয়ারে হেলান দিল কাউন্ট ।

তাই নাকি?

আপনার পেছনে কেন লেগেছি আপনি জানেন। কতটা আমি জেনেছি জানবার জন্যেই আজ আপনি গরিবের ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। শুনে রাখুন, আমি সব জানি। শুধু একটা খবর বাদে। এখুনি আপনি তা বলবেন।

বটে! বটে! কোন খবরটা জানেন না শুনি?

ক্রাউন ডায়মন্ড এখন কোথায়?

আমি তার কী জানি?

আপনি জানেন।

তাই নাকি?

দুই চোখ ইস্পাত বিন্দুর মতো সূচাথ্র করে হোমস শুধু বললে, ধাপ্পা দেবেন না। আমার চোখের সামনে আপনি কাচ ছাড়া কিছুই নয়-ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

তাহলে তো জেনেই ফেলেছেন হিরে কোথায়।

দু বেস-বুঝ ঔখ শার্লক হোমস । ঔখার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

সকৌতুক হাততালি দিয়ে হোমস বললে, তাহলে স্বীকার করলেন আপনি জানেন ।

কিছুই স্বীকার করিনি আমি ।

পথে আসুন, কাউন্ট । নইলে বিপদে পড়বেন ।

কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কাউন্ট বলল, ব্লাফ মেরে যান-কান খোলা আছে ।

কিস্তিমাতের চাল দিতে গিয়ে পাকা দাবা খেলুড়ে যেমন চোখ কুঁচকে তাকায়, সেইভাবে
চেয়ে রইল হোমস । তারপর টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা নোটবই বার করে বললে :

এর মধ্যে কী আছে জানেন?

না!

আপনি!

আমি?

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

আঙে, আপনি! পাতায় পাতায় হাজির আপনার বিপজ্জনক নোংরা জীবনের কীর্তিকাহিনি।

হোমস! দু-চোখ জ্বলে উঠল কাউন্টের। আমার সহ্যের একটা সীমা আছে, খেয়াল থাকে যেন!

সব পাবেন এর মধ্যে, মিসেস হ্যারল্ডের মৃত্যুর আসল ঘটনা পর্যন্ত-যার ফলে আপনি তার ব্লাইমার এস্টেটের মালিক হয়ে বসে দু-দিনে জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

স্বপ্ন দেখছেন নাকি?

মিস মিনি ওয়ারেনডারের পুরো জীবনকাহিনিও পাবেন।

ছোঃ! অত সোজা নয়!

আরও আছে। ১৮৯২ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি রিভিয়েরাগামী ডিলুক্স ট্রেনে ডাকাতির ঘটনা। আর এই দেখুন সেই বছরেই ক্রেডিট লায়নেসে জাল চেকের কারবার।

উঁহু, ভুল করলেন ওইখানে।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔর্থার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

তাহলে ভুল করিনি অন্যখানে! কাউন্ট তাস খেলাটা আপনি ভালোই জানেন। প্রতিপক্ষের হাতে তুরূপের তাস এসে গেলে নিজের হাতের তাস দেখিয়ে দেওয়াই ভালো সময় বাঁচে।

হলদে হিরের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?

অত ছটফট করবেন না! আপনার সব কীর্তিই আমার জানা-এমনকী ক্রাউন ডায়মন্ডের কেসে মাথামোটা ওই লড়াকু স্যাঙাতকে নিয়ে আপনি যা যা করেছেন সমস্ত নখদর্পণে।

বটে!

হোয়াইট হলে যে-গাড়োয়ান আপনাকে নিয়ে গেছিল, তাকে আমি পেয়ে গেছি। যার গাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, সেও আমার হাতের মুঠোয়। ডায়মন্ড কেসের কাছে আপনাকে ঘুরঘুর করতে দেখেছে যে দারোয়ান, তার জবানবন্দিও আছে এই খাতায়। ইকি স্যাভার্সের কাছে হিরে নিয়ে গেছিলেন কেটে চেহারা পালটানোর জন্যে ইকি রাজি হয়নি কিন্তু এখন সে ইনফর্মার হয়ে আমার কবজায় চলে এসেছে! কাজেই, খেলা আপনার ফুরিয়েছে কাউন্ট।

রগের শিরা ফুলে উঠল কাউন্টের। দু-হাত মুঠো পাকিয়ে কোনোমতে সামলে নিল নিজেকে। কথা বলতে গেল, কিন্তু শব্দ ফুটল না।

দু ব্ৰহ্ম-বুৰা ঔফ শাৰ্লক হোমস । ঔাৰ্থাৰ ব্ৰণান ডফল । শাৰ্লক হোমস

হোমস বললে, সব তাস দেখিয়ে দিলাম—একটা বাদে । সেটাই কেবল পাচ্ছি না-ডায়মন্ড সাহেব ।

পাৰেনও না ।

তাই নাকি? কাউন্ট সিলভিয়াস, তাহলে একটা রফায় আসুন । হিরে না-পেলে বিশ বছর জেল হয়ে যাবে আপনার আর স্যাম মার্টনের । তাতে কোনো লাভ নেই আপনার । কিন্তু হিরে যদি বার করে দেন আপনার চুল পর্যন্ত ছোঁব না । এবারকার মতো আমার হিরে দরকার-আপনাকে নয় । কিন্তু পরে যদি বেচাল দেখি—ছাড়ব না ।

যদি রাজি না হই?

বললাম তো, হিরে না-পেলে আপনাকে ধরব ।

দোরগোড়ায় আবির্ভূত হল বিলি ।

আজকের আলোচনায় স্যাম মার্টনের থাকা দরকার কাউন্ট । বিলি, সদর দরজার সামনে একজন হোঁতকা চেহারার বিচ্ছিরি দেখতে লোক দাঁড়িয়ে আছে । ওপরে আসতে বলো ।

যদি না-আসে?

দু বেস-বুঝ ঠিক শার্লক হোমস । ঠাঠার বণনান ড়েল । শার্লক হোমস

জোর করতে যেয়ো না । শুধু বললো, কাউন্ট সিলভিয়াস দেখা করতে চান ।

বিলি উধাও হতেই কাউন্ট বললে, কী করতে চান?

ওয়াটসন এতক্ষণ এখানে ছিল । ওকে বলেছি, এখুনি আমার জালে ধরা দিতে দুটো মাছ আসবে । একটা হাঙর, আর একটা বাজন ।

হিপপকেটে হাত দিয়ে চেয়ার ছেড়ে কাউন্ট উঠে দাঁড়াতেই ড্রেসিং গাউনের ভেতর একটা বস্তু আধখানা টেনে বার করল হোমস ।

খামোখা পিস্তলে হাত রাখছেন । আওয়াজ করে আমাকে মারা বিপজ্জনক, আপনি জানেন । ওর চাইতে এয়ার গান অনেক নিরাপদ । গুড ডে, মিস্টার মার্টন । রাস্তাটা বড়ো একঘেয়ে লাগছিল, তাই না?

হোমসের সৌজন্য হকচকিয়ে দিল মুষ্টিযোদ্ধা স্যাম মার্টনকে । ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে ইতিউতি তাকিয়ে বুঝতে পারল না জবাবটা কীরকম হওয়া উচিত ।

জিঙ্কোস করল কমরেডকে, ব্যাপার কী, কাউন্ট? কী চায় এ?

কাউন্ট শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে গেল-জবাব দিল হোমস ।

দু ব্রেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার ব্রেনান ডয়ল । শার্লক হোমস

ছোট করে বলছি । খেল খতম ।

কমরেডকেই জিজ্ঞেস করল মার্টন, তামাশা করছে নাকি?

জবাব দিল হোমস, তামাশা যে হচ্ছে না, আর একটু পরেই হাড়ে হাড়ে বোঝা যাবে । কাউন্ট সিলভিয়াস, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম । শলাপরামর্শ করে ঠিক করুন, ধরা দেবেন, না হিরে দেবেন । আমি পাশের ঘরে গিয়ে বেহালা বাজাচ্ছি—ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আসব ।

কোণ থেকে বেহালা তুলে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল হোমস । পরক্ষণেই শোনা গেল বেহালার তারে ছড়ি টানার করুণ সুর ।

উদবিগ্ন স্বরে মার্টন বললে, হিরের খবর জেনে ফেলেছে নাকি?

তার চাইতেও বেশি জেনেছে ।

গুড লর্ড! মুখ সাদা হয়ে গেল ঘুসিবাজের ।

ইক স্যান্ডার্স ফাঁস করে দিয়েছে ।

খুন করব ।

দু বেস-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বণনান ডহল । শার্লক হোমস

তাতে আমাদের সুবিধে হবে না ।

জুলজুল করে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে মার্টন বললে, আড়ি পেতে কথা শুনছে না তো?

বেহালা বাজাতে বাজাতে আড়ি পাতা যায়?

তা ঠিক । পর্দার আড়ালে কেউ নেই তো? বড়ো বেশি পর্দা এ-ঘরে, বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে জানলার সামনে ডামি মূর্তিটা দেখে আঁতকে উঠল মার্টন ।

ভয় নেই, ডামি । অভয় দিল কাউন্ট ।

তাই নাকি? সব্বোনাশ! অবিকল ওইরকম! কিন্তু পর্দাগুলো—

ধুত্তোর পর্দা! খামোখা সময় নষ্ট হচ্ছে । হিরে না-দিলে জেলে ঢুকিয়ে ছাড়বে হোমস ।

অ্যাঁ!

ছেড়ে দেব যদি হিরে দিই ।

দু ব্লেস-বুক্‌ অফ শার্লক্‌ হোমস্‌ । অর্থাৎ ব্লেসান ডয়ল্‌ । শার্লক্‌ হোমস্‌

লাখ লাখ টাকার হিরে দিয়ে দোব!

নইলে জেল ।

ঘরে তো একলা । দুজনে গিয়ে সাবাড় করে দোব?

তাতে বাঁচব না । প্রথমত গুলি করে পালাতে পারব না । দ্বিতীয়ত প্রমাণ-টমান নিশ্চয় পুলিশের হাতে পৌঁছে গেছে । ওকী?

একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল জানলার দিক থেকে । তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল দুই মূর্তিমান । কিন্তু কেউ কোথাও নেই-চেয়ারে বসানো ডামি মূর্তিটা ছাড়া ।

রাস্তার আওয়াজ, বললে মার্টন । তাহলে বলুন এখন কী করা যায় ।

হিরে আমার কাছেই চোরা পকেটে । আজ রাতেই পাচার করতে হবে ইংলন্ডের বাইরে রোববারের মধ্যেই চার টুকরো করতে হবে আমস্টারডামে । ভ্যান সেডারের খবর এখনও পায়নি হোমস ।

ভ্যান সেডার তো সামনের হাওয়া যাবে?

দু ব্রেন্স-বুফ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার ব্রেনান ডফল । শার্লক হোমস

তাই কথা ছিল । এখন যেতে হবে পরের জাহাজেই । হয় তুমি নয় আমি হিরে নিয়ে লাইম স্ট্রিটে যাব তার কাছে এখনি ।

কিন্তু চোরা কুঠরি যে এখনও তৈরি হয়নি ।

না হোক, বুঁকি নিতে হবে । আবার খরখরে চোখে এদিক-ওদিক তাকাল কাউন্ট । আওয়াজটা রাস্তা থেকেই এসেছে—সন্দেহ নেই ।

বলল, হোমসকে হিরে দোব বলে ভুলিয়ে রাখছি । গর্দভটা হিরে পাবে শুনলে আমাদের জেলে ঢোকাবে না । হিরে হল্যাণ্ডে পৌঁছে গেলেই আমরা সটকান দেব ইংলন্ডের বাইরে ।

খাসা প্ল্যান!

তুমি যাও—খবর দাও ওলন্দাজটাকে ।

আঃ, কান ঝালাপালা হয়ে গেল বেহালার আওয়াজে! এদিকে এসো, এই নাও হিরে ।

আপনার সাহস তো কম নয় । সঙ্গে রেখেছেন ।

আর কোথাও নিরাপদ নয়—আমার কাছে ছাড়া ।

দু ব্রেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার ব্রেনান ডহল । শার্লক হোমস

আলোয় একটু ধরুন তো দেখি ভালো করে ।

এই দেখো ।

ধন্যবাদ!

চক্ষের পলকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এসে ছোঁ মেরে এক হাতে হিরে খামচে নিয়ে আরেক হাতে রিভলভার তুলে ধরল হোমস । বিষম বিস্ময়ে টলমলিয়ে উঠল দুই মূর্তিমান-সেই ফাঁকে ইলেকট্রিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিল হোমস ।

মারপিট করতে যাবেন না-ফার্নিচার চুরমার হয়ে যাবে । প্লিজ! পুলিশ নীচে দাঁড়িয়ে আছে ।

রাগে বিস্ময়ে খাবি খেতে খেতে কাউন্ট বললে, আ-আপনি কোথেকে—

অবাক হচ্ছেন? আওয়াজ শুনে বুঝতে পারেননি আমিই পর্দার আড়ালে ডামি মূর্তি সরিয়ে রেখে নিজে বসেছি সে-জায়গায় । নইলে কি এত মন খুলে কথা বলতেন? শোবার ঘর থেকে পর্দার আড়াল পর্যন্ত দোসরা পথ আছে একটা ।

কিন্তু বেহালার বাজনা—

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

আরে ছাঃ! ওটা তো গ্রামোফোন বাজছে! বাজুক গে! আধুনিক আবিষ্কারের কত সুফল দেখছেন।

হুড়মুড় করে এক পাল পুলিশ ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। হাতকড়া লাগিয়ে গাড়িতে আসামিদের তুলে সদলবলে সবাই উধাও হতেই ঘরে ঢুকল বিলি। হাতে ট্রে। ট্রে-র ওপর একটা কার্ড।

লর্ড ক্যান্টলমিয়ার এসেছেন।

ঘরে তখন ওয়াটসন। চোখ মটকে হোমস বললে, লোকটাকে একটু শিক্ষা দোব। হিরে পেয়েছি বলতে যেয়ো না।-বিলি, নিয়ে এসো।

ঘরে ঢুকল কালো জুলপিওলা বেঁটেখাটো শুকনো চেহার স্লথচরণ এক ভদ্রলোক গোল কাঁধের সঙ্গে এহেন চেহারা যেন মানাচ্ছে না।

সোল্লাসে বললে হোমস, আসুন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার। বাইরে কনকনে শীত, তাই না? ওভারকোটটা খুলে দেব?

ধন্যবাদ। কোট খুলব না। নাছোড়বান্দার মতো কোটের হাতায় হাত রাখল হোমস।

দু বেস-বুফ ঔফ শার্লফ হোমস । ঔার্থার বোনাড ডফেল । শার্লফ হোমস

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন লর্ড মশায়, আমি এখানে বসতে আসিনি । আপনার গায়ে-মানে-না-মোড়লগিরি দেখতে এসেছি ।

কাজটা খুবই কঠিন ।

জানতাম-ল্যাজেগোবরে হবেন আমি জানতাম ।

সত্যিই স্যার, হাবুডুবু খেয়ে মরছি ।

তা আর বলতে ।

একটা ব্যাপারে একদম খেই পাচ্ছি না । একটু বুদ্ধি দেবেন?

বড্ড দেরিতে চাইলেন বুদ্ধিটা । বলুন ।

চোর ধরবার পর কেস ঠিক সাজিয়ে ফেলব ।

আগে ধরুন ।

তা ঠিক । কিন্তু হিরে যে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ কী হবে?

দু বেস-বুঝ ঔফ শার্লক হোমস । ঔয়ার বোনা ড়েল । শার্লক হোমস

হিরে তার কাছে পাওয়া গেছে এইটাই মোক্ষম প্রমাণ ।

তখন তাকে থেপ্তার করা যাবে?

অবশ্যই ।

হোমস বড়ো একটা হাসে না-কিন্তু সেদিন ওইরকমই একটা আওয়াজ শুনতে পেল
ওয়াটসন!

মাই ডিয়ার স্যার, তাহলে দুঃখের সঙ্গে আপনাকে থেপ্তার করার কথাই বলতে হয় ।

ভীষণ রেগে গেলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার । পাণুর গাল লাল হয়ে গেল ভেতরের আঁচে ।

মিস্টার হোমস, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন । আপনার ক্ষমতায় কোনোদিনই আস্তা আমার ছিল
না—পুলিশই পারবে হিরে উদ্ধার করতে-আপনি নন । চললাম ।

দরজা আটকে দাঁড়িয়ে হোমস বললে, সে কী! কিছুক্ষণের জন্যে হিরে কাছে রাখার
চাইতেও বড়ো অপরাধ হল চলে যাওয়া ।

অসহ্য! যেতে দিন!

দু বেন্স-বুঝ ঔৎ শার্লক হোমস । ঔার্থার বেনান ড়েল । শার্লক হোমস

ওভারকোটের ডান পকেটে হাত দিন ।

কী বলতে চান?

যা বলছি করুন ।

পর মুহূর্তে বেবাক বোকার মতো কাঁপা হাতে প্রকাণ্ড হলদে হিরে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল লর্ড মশায় ।

বলল তোতলাতে তোতলাতে, একী! একী! এ আবার কী মিস্টার হোমস!

খুব খারাপ অভ্যেস লর্ড ক্যান্টলমিয়ার, খুব খারাপ অভ্যেস । গাড়োয়ানি ইয়ার্কির অভ্যেসটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না-একটু নাটক করার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারি না-ওয়াটসন জানে আমার এই দুর্বলতা । হিরেটা আমিই রেখেছিলাম আপনার পকেটে ।

সবিস্ময়ে একবার হিরে আরেকবার হোমসের হাসি উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে লর্ড বলল, ইয়ার্কির সময় যদিও এটা নয়-ইয়ার্কির এই প্রবৃত্তিটাও অসুস্থ বিকৃত তাহলেও মিস্টার হোমস, আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে এম্মুনি যা বলেছিলাম, তা ফিরিয়ে নিচ্ছি । শুধু বুঝতে পারছি না মাজারিন হিরে—

কী করে পেলাম, পরে শুনবেন। আপনার বন্ধুদের কাছে এই গাড়োয়ানি ইয়ার্কির কাহিনি। ফলাও করে বললেই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হবে আমার, বিলি, লর্ড ক্যান্টলমিয়ারকে এগিয়ে দিয়ে এসো। আর মিসেস হাডসনকে বললো ঝটপট দুজনের ডিনার দিতে।

টীকা

হলদে হিরের হয়রানি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য মাজারিন স্টোন অক্টোবর ১৯২১ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং নভেম্বর ১৯২১ সংখ্যার হার্ট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর কয়েকমাস আগে এই কাহিনির ভিত্তিতে দ্য ক্রাউন ডায়মন্ড বা অ্যান ইভনিং উইদ শার্লক হোমস নাটকের অভিনয় শুরু হয় ১৯২১-এর দোসরা মে। ব্রিস্টলের হিপোড্রোমে এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের পর প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন মঞ্চে এটি অভিনীত হয়।

প্রাইম মিনিস্টার : সেই সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর্থার জেমস বলফোর (১৮৪৮-১৯৩০)।

হোম সেক্রেটারি : চিলস্টনের ফার্স্ট ভাইকাউন্ট, অ্যারিটাস একার্স-ডগলাস ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারি ছিলেন ১৯০২ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত।

ঐ ধরনের জিনিস ঐকবার কাজে লাগিয়েছিলাম : দি ঐমটি হাউস গল্লে ঐ ঘটনা ঘটেছিল ।

মাজারিন হিরে : জন্মসুত্রে ঐতালীয় কার্ডিনাল স্কুল মাজারিন (১৬০২-১৬৬১) চতুর্দশ লুইয়ের যুবাবয়সে ফ্রান্সের মন্ত্রী ছিলেন । মিলান শহরে পোপের প্রতিনিধি মাজারিনকে ফ্রান্সে পাঠানো ফ্রান্স ঐবং স্পেনের মধ্যে কাজিয়ার মীমাংসার মধ্যস্থতা করতে । পরে মাজারিন ফরাসি রাজদূত, অ্যানি অব অস্ট্রিয়ার মন্ত্রণাদাতা নিযুক্ত হন । মাজারিনের ছিল মহামূল্যবান রত্নের বিশাল সংগ্রহ । নিজের উইলে মাজারিন তার সংগ্রহের বহুলাংশ ফরাসি রাজবংশকে দিয়ে যান । ঐর মধ্যে ছিল আঠারোটি হিরে । অবশ্য যতদূর জানা যায়, ঐর মধ্যে ঐকটি হিরেও হলুদ রঙের ছিল না ।

ওয়েটিংরুমে : বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাড়িতে ওয়েটিংরুমের উল্লেখ ঐ ঐকবারই মাত্র পাওয়া গিয়েছে ।

শোবার ঘরে লুকোনো দরজা : ঐ-রকম কোনো দরজার উল্লেখও ঐ প্রথম ঐবং শেষ ।

ফ্রেঞ্চ মডেল শিল্পী ট্যাভারনিয়ার : দি ঐমটি হাউস গল্লে মূর্তিটির ভাস্কর ছিলেন নোবলের মঁসিয়ে অস্কার মিনিয় ।

আমস্টাৰডাম : হল্যাণ্ডেৰ আমস্টাৰডাম শহৰ হিৰে কাটাৰাৰ বিখ্যাততম স্থান। পৃথিবীৰ বৃহত্তম হিৰে কালিনান এবং ভাৰতবৰ্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া কোহিনূৰ এই শহৰেই কৰ্তিত হয়েছিল।

গ্রামোফোন : ওই সময়ে ইংলণ্ডে গ্রামোফোন বলতে বাল্‌লিনাৰ-গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটাৰ কোম্পানিৰ তৈৰি ৰেকৰ্ড বোঝা যেত। আমেৰিকায় এৰ প্ৰচলিত নাম ছিল ফোনোগ্ৰাফ। এমিল বাল্‌লিনাৰ (১৮৫১-১৯২৯) আমেৰিকায় গ্রামোফোন আবিষ্কাৰ কৰেন।

হোমস বড়ো একটা হাসে না : হোমসিয়ান হিউমাৰ প্ৰবন্ধে এ. জি. কুপাৰ লিখেছিলেন হোমসকে হাসতে দেখা গিয়েছে দু-শো বিৰানব্বই বার। কিন্তু চাৰ্লস ই, লটাৰবাখ এবং এভোয়ার্ড এস. লটাৰবাখ দ্য ম্যান হুসেলডম লাফড প্ৰবন্ধে হোমসেৰ জোৰে হাসি, কাষ্ঠ হাসি, মুচকি হাসি, বাঁকা হাসি, ঠাট্টা কৰে হাসি প্ৰভৃতি নানাবিধ শ্ৰেণিবিভাগ কৰে দেখিয়েছেন। সব গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে হোমসেৰ হাসিৰ মোট ঘটনা তিনশো ষোলো।